সাহিত্য-শোভা

সাহিত্যের কুড়িটী বিকাশ একত্রে।

(১) মাতৃভাষা. (২) উপন্যাস, (৩) রহোন্যাস, (৪) নবন্যাস, (৫) কৌতুকোন্যাস, (৬) আখ্যায়িকা, (৭) জীবনী, (৮) অন্তঃভ্রমণ, (৯) নক্সা, (১০) গল্প, (১১) নাটক, (১২) গীতিনাট্য, (১৩) প্রহসন, (১৪) পঞ্চরং, (১৫) কৌতুকনাট্য, (১৬) আজগুবনাট্য, (১৭) রসিকতা, (১৮) পাঁচ-রকম, (১৯) বিদ্রূপ, (২০) যাত্রা।

১৩নং যোড়াবাগান স্ট্রীট হইতে
শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

১৬৯নং মাণিকতলা স্ট্রীট— নূতন বাল্মীকি যন্ত্রে
শ্রীউদয়চরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬ বঙ্গাব্দ।

নিবেদন।

বহু পরিশ্রমে ও বহুযত্নে "সাহিত্য শোভা" পুস্তক প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালা-ভাষায় এ পর্য্যন্ত আর এরূপ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। সমস্ত সাহিত্য-কাননের সমগ্র সৌন্দর্য্য একত্রে সমাবেশ করিয়া দেখাইতে এ পর্য্যন্ত কেহই প্রয়াস পান নাই; এ পুস্তক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার জন্য আমরা বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি,—এ সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকপাঠিকাদিগের বিচার্য্য। তবে যদি মুহূর্ত্তের জন্যও এই পুস্তক পাঠে তাঁহাদের সন্তোষ উপলব্ধি হয়, তাহা হইলেই আমাদের সকল পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে। মুদ্রনকার্য্য সত্বর শেষ করিবার জন্য দুই চারিটী মুদ্রনভুল রহিয়াগিয়াছে,—দ্বিতীয়-সংস্করণে এ ত্রুটী লক্ষিত হইবে না।

উপসংহারে আমরা সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত বাবু ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তিনি এই পুস্তকোল্লিখিত প্রায় সমস্ত সঙ্গীতেই সুমধুর সুর-লয় প্রদান করিয়া আমাদের এই পুস্তকের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণীত করিয়াছেন।

১৩নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
১লা ফাল্গুন, ১২৯৬ সাল।

শ্রীপ্রমোদকুমার মুখোপাধ্যায়;
প্রকাশক।

সূচী-পত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
১। মাতৃভাষা	৴৹
(ক) ঐতিহাসিক বিবরণ	৴৹
(খ) আধুনিক অবস্থা .	৷৹
(গ) সাহিত্যের বিকাশ.	৸৴৹
২। যুল (উপন্যাস)	১
৩। লীলা (নবন্যাস) ..	৪১
৪। দুটী বোন (রহোন্যাস)	৮১
৫। ঘরের ছবি (কৌতুকোন্যাস) ...	১১১
৬। রাজা সীতারাম (আখ্যায়িকা)	১৬৫
৭। কেশবচন্দ্র (জীবনী) . ..	১৮৩
৮। মায়া-কানন (অদ্ভুত ভ্রমণ বা রূপকোন্যাস) .	১৯৭
৯। নক্সা ..	২২৩
(ক) কার্ত্তিকপূজা ...	২২৩
(খ) ভজহরি	২২৭
১০। গল্প	২৩৩
(ক) বৃন্দাবন (পৌরাণিক গল্প)	২৩৩
(খ) নেপোলিয়ান বোনাপার্ট (ঐতিহাসিক গল্প) ..	২৩৭
(গ) সাবিত্রী (ব্রতকথা)	২৪২
(ঘ) সাত-ভাই চম্পা (উপকথা) . ..	২৪৭
(ঙ) বার-জোয়ান ও তের-জোয়ান (আজগুবী গল্প)	২৪৯

বিষয়।   পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট।

মাতৃভাষা।

ঐতিহাসিক বিবরণ।

বলিতে গেলে এখনও একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া এক্ষণে ভারতের সর্ব্ব-প্রধান ভাষারূপে পরিগণিত হইয়াছে। যখন মুসলমানগণ প্রথমে ভারতবর্ষে আগমন করেন, সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব ছিল না। ১২০৩ সালে যখন সপ্তদশ অশ্বারোহী-সহ বক্তিয়ার খিলিজি রাজা লাক্ষণ্যকে দূরীভূত করিয়া বাঙ্গালা সিংহাসন মুসলমানপদানত করেন, তখনও প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাভাষার সৃষ্টি হয় নাই। রাজা লাক্ষণ্যসাক্ষরিত একখানি তাম্র-ফলক সুন্দরবনে পাওয়া গিয়াছে। ঐ তাম্র-ফলকের ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত নহে, ইহার ভাষাকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-মিশ্রিত একরূপ ভাষা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সময়ে বাঙ্গালার রাজ-ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃত না হইয়া সংস্কৃতের অপভ্রংশ ভাষায় হইয়াছিল। বোধ হয় এই সময়ের পঞ্চাশত বৎসর পূর্ব্বে রাজ-ভাষা বিশুদ্ধ সংস্কৃতই ছিল, কারণ তাম্র-ফলক-উল্লিখিত ভাষায় সংস্কৃতের অংশই অধিক; দুই একটী আধুনিক বাঙ্গালা শব্দ ব্যতীত এই ভাষার রচনাপ্রণালী সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী রচিত।

কিন্তু তাহাই বলিয়া ইহাও সম্ভবপর নহে যে, দেশের জনসাধারণ ব্যক্তি এই ভাষায় কথোপকথন করিতেন। সে সময়ের লিখিত কোন পুস্তক বাঙ্গালায় নাই। সম্ভবমত সে সময়ের চলিত ভাষায় কোনই পুস্তকাদি রচিত হয় নাই। তখন দেশে সংস্কৃতেরই সমাদর ছিল। যিনি শিক্ষিত হইতেন, তিনিই সংস্কৃত পাঠ করিতেন, যিনি কিছু রচনা

করিতেন, তিনিই সংস্কৃতে রচনা করিতেন। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে যে কোন পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত, সুতরাং সে সময়ে দেশের ভাষা প্রকৃতপক্ষে কিরূপ ছিল, তাহা অবগত হইবার কোনই উপায় নাই। যদি সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে কোন নাটক রচিত হইত, তাহা হইলেও দেশের ভাষার তৎকালীন অবস্থা অবগত হইতে পারা যাইত। যে সময়ে শকুন্তলা রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে দেশের চলিত ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা ঐ নাটক পাঠে স্পষ্ট অবগত হইতে পারা যায়। শকুন্তলায় সাধারণ ব্যক্তির কথোপকথন বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত না হইয়া সংস্কৃতমিশ্রিত অন্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বৈয়াকারণিকগণ ইহাকে প্রাকৃত ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, তৎকালে সাধারণ লোকে ঐ প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিত। যে সময়ে মুসলমানগণ প্রথম বাঙ্গালায় আসিলেন, তখন বাঙ্গালা দেশের চলিত ভাষা যে কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। তবে পূর্ব্বোল্লিখিত তাম্র-ফলকে এই টুকু বুঝিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে বিশুদ্ধ সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ধীরে ধীরে আর এক ভাষার সৃষ্টি হইতেছে।

এইরূপেই ভাষার সৃষ্টি হয়। ব্রিটন, সাক্সন, নরমান ডেন ও ফরাসী ভাষার সংমিশ্রণে আধুনিক ইংরাজি ভাষার সৃষ্টি; স্পেন্সার সাহেব তখন তাঁহার সুন্দর কাব্য "ফেবারিকুইন" রচনা করিয়াছিলেন; সে ইংরাজি ভাষা এখন আর নাই। সম্ভবমত কোন ইংরেজই সে ভাষা বুঝিতে পারে না। মিল্টন যে সময়ে রচনা করিয়াছিলেন, তখনকার ইংরাজিও আর এখন নাই, সেক্সপিয়রের ইংরেজীভাষারও বিলীন হইয়া গিয়াছে। নানা ভাষার সংমিশ্রণে ও নানা ঘটনার সাহায্যে আধুনিক ইংরেজি ভাষা একরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, কে বলিতে পারে যে, এই ভাষা ৫০ বৎসর পরে ঠিক এইরূপই থাকিবে। সেইরূপ, বাঙ্গালা দেশে যখন আর্য্যগণ প্রথম আসিয়া অভিনিবেশ সংস্থাপন করিলেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশে তাঁহাদের ভাষাই আসিল, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন অধিবাসীগণেরও একটা ভাষা ছিল। যখন উভয় জাতি একত্রে সম্মিলিত হইল, তখন উভয়ে শত্রুভাবেই হউক, আর মিত্র

জন্যেই হউক, পরস্পরে বহুবিধ কার্য্য করিতে স্বভাবতই বাধ্য হইতে লাগিল। ইহাতে কথোপকথনের আবশ্যক—সুতরং স্বভাবতই উভয় ভাষা সংমিশ্রিত হইয়া একটী নূতন ভাষার সৃষ্টি হইয়া পড়িল। সে ভাষার অস্তিত্ব এক্ষণে বিদ্যমান নাই, কাজেই আমরা সে ভাষা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তবে ইহার একটী জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এখন ভারতবর্ষে বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন মুসলমানগণ প্রথমে ভারতবর্ষে আসিলেন, সে সময়ে তাহাদের ভাষা ও ভারতবর্ষের প্রচলিত ভাষার সংমিশ্রণ হইল। উভয় জাতির কথোপকথনের জন্য একটী বিশেষ ভাষার প্রয়োজন হইয়া পড়িল, সংসারে যাহার প্রয়োজন হয়, তাহার অভাব থাকে না, দেখিতে দেখিতে ভারতবর্ষে পার্শী ও হিন্দি ভাষা সংমিশ্রিত হইয়া উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইল। ঠিক এইরূপ ভাবে বাঙ্গালা দেশে আর্য্যগণের আমাদের সঙ্গে সঙ্গে একটী অভিনব চলিত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই আভাষমাত্র আমরা রাজা লাক্ষণাসাঙ্করিত তাম্র-ফলকে দেখিতে পাই।

যাহাই হউক, ইহা স্থির কে, মুসলমানদিগের আগমনকালে বাঙ্গালা দেশে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার চিহ্নমাত্র ছিল না। তবে তৎকালে দেশে যে চলিত ভাষা ছিল, তাহাতে সংস্কৃতেরই প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইত। মুসলমানদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাষারও এক ঘোরতর বিপর্য্যয় ঘটিল। আর এক নূতন জাতি আসিয়া দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। কেবল ইহাই নহে,ইহারা দেশে নিজ আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া লইল। কাজে কাজেই ইহাঁদের সহিত দেশবাসীগণের সর্ব্বদাই কাজ কর্ম্ম, অথচ উভয় জাতির ভাষা স্বতন্ত্র, উভয়ের কথা বুঝিবার সামর্থ নাই। বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষা নিতান্তই শৈশবাবস্থায় ছিল, কাজেই এই ভাষারই পরিবর্ত্তন ঘটিল। মুসলমানদিগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় পার্শী, সংস্কৃত ও প্রাকৃত সংমিশ্রিত এক ভাষার সৃষ্টি হইয়া পড়িল। যখন মুসলমানগণ বাঙ্গালায় আইসেন, তাহার পূর্ব্বেই ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ বাঙ্গালায় আসিয়া বিশুদ্ধ পার্শী ভাষার পরিবর্ত্তে এই অভিনব উর্দ্দু ভাষারই যে ব্যবহার করিতেন, সে

বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এইজন্য এ সময়ে বাঙ্গালা দেশে যে ভাষার সৃষ্টি হইল, তাহার সহিত উর্দ্দু ভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে দুই একখানি পুস্তক চলিত ভাষায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, অন্ততঃ এই সময়ের দুই চারিটী গীত ও কবিতা আমরা দেখিতে পাই। বিদ্যাপতির কবিতা এই সময়ের চলিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বলিয়াই বিশেষ উপলব্ধি হয়। কেহ কেহ বলেন, তাহা নহে, বিদ্যাপতির বাটী আধুনিক ত্রিহুত প্রদেশে ছিল, তাহাই তিনি নিজ দেশের ভাষায়, অর্থাৎ হিন্দি ভাষায় তাঁহার কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইহা যে সম্পূর্ণই অসম্ভব, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারা যায়। বিদ্যাপতির ভাষা বাঙ্গালা দেশে "ব্রজবুলি" বলিয়া খ্যাত বটে, কিন্তু বৃন্দাবন প্রদেশে যে ভাষা চলিত ও যাহা প্রকৃত ব্রজবুলি, তাহার সহিত এই ভাষার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই, সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষা কোনমতেই ব্রজবুলি হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ—বিদ্যাপতির ভাষা ও হিন্দি ভাষায় যথেষ্ট প্রভেদ। দুই চারিটী হিন্দি কথা ব্যতীত ইহার রচনাপ্রণালীর সহিত হিন্দি রচনাপ্রণালীর কোনই সাদৃশ্য নাই। যদি এ ভাষা হিন্দিরই অপভ্রংশ হইত, তাহা হইলে রচনাপ্রণালী নিশ্চয়ই হিন্দি ভাবাপন্ন না হইয়া যাইত না। তৃতীয়তঃ,—এই সকল কবিতায় বাঙ্গালা শব্দ অনেক ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি ইহা হিন্দি হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে হিন্দিভাষায় এই সকল বাঙ্গালা শব্দ দেখিতে প্যাওয়া যায় না কেন? যদি বলেন সময়ে এই সকল শব্দ ভাষা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাহইলে বলিতে হয় যে, এক সময়ে হিন্দি ভাষায় বাঙ্গালা শব্দের প্রাচুর্ভাব ছিল, কিন্তু ইহার কোনই বিশস্ত প্রমাণ নাই। চতুর্থতঃ,—সকল দেশের ভাষার গঠন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্রমে উন্নত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আধুনিক বাঙ্গালা ও হিন্দিতে কোনই সাদৃশ্য নাই, দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিগণিত হইয়াছে। যদি হিন্দি হইতে বাঙ্গালা হইত, তাহাহইলে এই দুই ভাষায় এত পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষা হইতে যে বাঙ্গালা

ভাষা গঠিত হইয়াছে, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রদত্ত হইতে পারে।৮ বিদ্যাপতির ভাষাই যে ক্রমোন্নত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালা ভাষারূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিদ্যাপতির পর চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার কবিগণ কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির ভাষাই যে ইহাঁদের সময়ে উন্নত হইয়া কবিতায় সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। বিদ্যাপতির ভাষাই যে, সময়ে চণ্ডীদাসের ভাষায় উন্নত হইয়াছিল, তাহা উভয় কবির কবিতা একত্রে দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তৎপরে চণ্ডীদাসের ভাষায়ই যে উন্নত হইয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীর ভাষা, মুকুন্দ রামের ভাষা উন্নত হইয়া যে কীর্ত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা উন্নত হইয়া যে কাশীদাসের মহাভারতের ভাষা, কাশীদাসের মহাভারতের ভাষা উন্নত হইয়া যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের সুললিত ভাষা হইয়াছিল, তাহা এই সকল কবিতা ও কাব্য পরে পরে দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বিদ্যাপতির ভাষা হিন্দি যে নহে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও উর্দ্দু এই তিন ভাষা সংমিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রথমে এই বিদ্যাপতির ভাষা অথবা আমরা এক্ষণে যাহাকে "ব্রজবুলি" বলি তাহাই উৎপন্ন হইয়াছিল। এই "ব্রজবুলি"ই বাঙ্গালার প্রথম বিকাশ। এ ভাষায় এক সময়ে বাঙ্গালায় কথোপকথনও চলিত, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ ভাষায় কোন গদ্য পুস্তক রচিত হয় নাই। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে দেশে গদ্যের সমাদর ছিল না, নতুবা হয়তো এ ভাষায়ও দুই একখানি পুস্তক রচিত হইত।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর দেখিলে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রায় পরিপুষ্ট হইয়াছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে মুসলমানগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই ৫০০ শত বৎসরে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সৃষ্টি হইয়া ক্রমে প্রায় আধুনিক বাঙ্গালাভাষারূপে পরিপুষ্ট হয়; বোধ হয় সুবিধা হইলে বাঙ্গালার আরও উন্নতি হইত; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সময়েও যাঁহারা দেশে শিক্ষিত ও পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা

দেশীয় ভাষাকে ঘৃণা করিতেন, দেশীয় ভাষার উন্নতি অবনতি চুই শত চারিজন বেহেড্ কবির হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা সকলে নিজ-অহঙ্কারে মত্ত থাকিয়া সংস্কৃত ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিয়াছিলেন; বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষার কবিগণকে তাঁহারা নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ভারতচন্দ্র, মুকুন্দরাম, কাশীদাস প্রভৃতিকে তাঁহারা হেয় ও নীচ লোকের মধ্যে গণ্য করিতেন; কিন্তু হায়, নবদ্বীপ প্রভৃতি নিবাসী মহামহোপাধ্যায় সেই পণ্ডিতগণ . বুঝিতে পারেন নাই যে, সময়ে এই সকল ঘৃণিত লোক দেবভাবে পূজিত হইবে, আর তাঁহাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত পুস্তক সকল হতাদৃত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যদি সৌভাগ্যক্রমে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি যাহা হইয়াছিল, তাহাও হইত না। চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্য সংস্কৃতে মহা পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা দেশীয় ভাষাকে ঘৃণা না করিয়া সেই ভাষাতেই বহু পুস্তক রচনা করিয়া জগতে কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চারিশত বৎসরে বাঙ্গালা ভাষার যে উন্নতি হয় নাই, তাহা এক চৈতন্যের জন্মে বিংশ বৎসরে সাধিত হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই বাঙ্গালা দেশে ইংরেজের প্রাদুর্ভাব। ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আবার এক নূতন ভাষার আবির্ভাব হইল। কেবল ইহাই নহে, ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের ধর্ম্ম, ইংরেজের সভ্যতা, ইংরেজের আচার ব্যবহার বাঙ্গালা দেশে আসিল। মুসলমানগণ ইংরেজের সম্মুখে বায়ুবিতাড়িত বালুকাকণার ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইল। সমস্ত বাঙ্গালা দেশ—ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংরেজের করকবলে কবলিত হইল। ইংরেজ ভারতের একছত্র অধীশ্বর হইলেন।

বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইংরেজী ভাষার সংমিশ্রণ হইল। বাঙ্গালা-ভাষা ইংরেজী ভাষার ছায়ায় আসিয়া দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, দেশে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে লোক ক্রমেই ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়া উঠিল, দেশের লোকের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল। ৫০০ বৎসরে বাঙ্গালা ভাষার যে পরিবর্ত্তন হয় নাই, দেড়শত বৎসরে তাহাই হইল। ৫০০ শত বৎসর

ব্যাপিয়া যে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে আমরা বাঙ্গালা ভাষার ৫। ৭ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য ব্যতীত আর কোনই পুস্তক দেখিতে পাই'না, কিন্তু এই দেড় শত বৎসর মাত্র ইংরেজ বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছেন, এই দেড় শত বৎসরে দশ সহস্রেরও অধিক বাঙ্গালা পুস্তক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা সম্পূর্ণ ইংরাজিভাবে গঠিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার এ উন্নতি যে আপনা আপনিই হইয়াছে তাহা নহে, ইংরেজের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম এ উন্নতির মূলীভূত কারণ। তাঁহাদেরই উৎসাহে প্রথমে বাঙ্গালায় গদ্য পুস্তক "প্রতাপ আদিত্যের জীবন চরিত" ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইংরেজ পাঠার্থীগণের পাঠার্থে রচিত হইয়াছিল। ইংরেজ পাদরিগণের যত্নে ও পরিশ্রমে বাঙ্গালায় প্রথমে সম্বাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রচারিত হয়, তাঁহারাই এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র আনয়ন করেন, তাঁহারাই প্রথমে বাঙ্গালা ব্যাকারণ রচনা করেন ও বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস প্রচার করেন।

তাঁহাদেরই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দেশীয় দুই চারি জন কৃতিমান সন্তান বাঙ্গালার উন্নতি চেষ্টায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম শিরোভূষণরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৎপরে অক্ষয় চন্দ্র দত্ত বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালায় ইংরেজি ধরণের বহুবিধ কবিতা ও কাব্য রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন। দিনবন্ধু মিত্র, মনমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাঙ্গালায় নাটকের পথ দেখাইয়াছেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমে উপন্যাস রচনা করিয়া বিলাতি স্রোতে বাঙ্গালা ভাষা প্লাবিত করিয়াছেন। ইহাঁরা যাহা করিয়াছেন, তাহার একটীও বাঙ্গালায় ছিল না। বাঙ্গালায় উপন্যাস ছিল না, নাটক ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না, দর্শন ছিল না, কবিতা ছিল সত্য, কিন্তু কবিতার ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধ বিকাশ ছিল না, প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ভাষা নামে বিদ্যমান ছিল, বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য ছিল না। ইহাঁরা কেহবা সংস্কৃত হইতে, আবার কেহবা ইংরেজি হইতে শ্রেষ্ঠ ভাব ও প্রণালী সকল সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে প্রকৃত

স্বাধীন প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষাকে একটী ভাষা বলিয়া পরিগণিত করিতে পারা যায়, কারণ, এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য গঠিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে।

আধুনিক অবস্থা।

এক্ষণে দেখা যাউক, বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক অবস্থা কিরূপ। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ভাষার সহিত সংস্কৃতের, আর কোন সাদৃশ্য নাই। অনেকে বলেন বটে যে, বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন; কিন্তু ইহা যে ঠিক নহে, তাহা আমরা যথাসাধ্য উপায়ে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষা, পার্সী ও ইংরেজি ভাষা হইতে যেরূপ সহায়তা লাভ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে, সংস্কৃত হইতেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে, তবে হইতে পারে সংস্কৃত হইতে কিঞ্চিৎ অধিক সহায়তা লাভ করিয়াছে, এই মাত্র; কারণ সংস্কৃতের প্রচালন এ দেশে প্রথম। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহার সহিত সংস্কৃতের কোনই সাদৃশ্য নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে বাঙ্গালা লিখিত বা রচিত হয় না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে বাঙ্গালা সাহিত্য পরিচালিত হয় না। ব্যাকরণের সহিত আমাদের এ পুস্তকের সম্বন্ধ নাই, তবে আমরা দেখাইব যে, এক্ষণে সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অপেক্ষা বরং ইংরেজি অলঙ্কার শাস্ত্রের অধিক সহায়তা গ্রহণ করিয়া আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য রচিত হইতেছে। সংস্কৃতে মেঘনাদ বধের ন্যায় কাব্য নাই, রবির কবিতার মত কবিতাও নাই, সংস্কৃতে প্রহসন নাই, গল্পও নাই, নাটকও আজকাল যেরূপ লিখিত হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণই ইংরেজি নাটকের অনুকরণে। আমরা জানি, বাঙ্গালা ভাষা দিন দিন সংস্কৃত হইতে বহু দূরে নীত হইতেছে দেখিয়া অনেকেই দুঃখিত; তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার অবনতি হইতেছে, আমরা কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করি না। দেশের অধিবাসীগণের শিক্ষা, হাব-ভাব, আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষারও পরিবর্ত্তন সংগঠিত হইবে, ইহা অপরিহার্য্য। যিনি এ স্রোত রোধ করিবার প্রয়াস পান, তিনি উন্মাদ্ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। সেক্সপিয়ারের সমকালীন ইংরাজি

ভাষাপেক্ষা এখনকার আধুনিক ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য যদি উন্নত হয়, তবে বাঙ্গালা ভাষারও দিন দিন উন্নতি হইতেছে সন্দেহ নাই। সংস্কৃত হইতে বহুদূরে নীত হইতেছে বলিয়াই যে বাঙ্গালা ভাষার অবনতি হইতেছে বলিতে হইবে, ইহারও কোন অর্থ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালারচনা সংস্কৃতপথানুযায়ী যত চলিয়াছিলেন, অক্ষয় কুমার দত্ত তত চলেন নাই। তৎপরে বঙ্কিম একেবারেই ইংরাজির অনুকরণে বাঙ্গালা রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে যে বাঙ্গালা লিখিত হই-তেছে, তাহার সহিত সংস্কৃতের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইরূপে ভারতচন্দ্রের কবিতায় যত সংস্কৃত ভাব ও ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়, তত মাইকেলের কবিতায় নাই, আবার তাঁহাতেও যাহা আছে, তাহাও রবির কবিতায় নাই। এইরূপ বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল বিভাগে সংস্কৃতের অপলাপ ও ইংরাজি ভাবের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অবনতির চিহ্ন নহে, ভাষায় অন্য ভাষার ভাব আসিলে ভাষার উন্নতি ব্যতীত কখনই অবনতি হয় না। এই জন্যই ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল ভাষাপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষা উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইংরেজরাজত্বকালে বাঙ্গালায় যেরূপ কবি, যেরূপ ঔপন্যাসিক, যেরূপ নাটককার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তেমন ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বাঙ্গালা ভাষার আধুনিক অবস্থার প্রকৃত চিত্র প্রদানই এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যের এক্ষণে কি অবস্থা, সংস্কৃত, পার্শী ও ইংরাজি ভাষার সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষার কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্য কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই সাহিত্য এক্ষণে কি ভাবে লিখিত ও রচিত হইতেছে, দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহাই প্রদর্শন এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। যে যে প্রণালী অবলম্বনে অক্ষর যোজনা হইয়া ভাষা লিখিত ও পঠিত হয়, তাহাকে ব্যাকরণ বলে, কিন্তু যে যে ভাব বিন্যাস ও যে যে প্রণালীতে রচনা লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই প্রদর্শন করা অলঙ্কার শাস্ত্রের কার্য্য। ভাষা অগ্রে, ভাষার পর সাহিত্য। সাহিত্য সৃজিত হইলে ব্যাকরণ; ব্যাকরণের পর অলঙ্কার। বরং বলা যায় ভাষার পর ব্যাকরণ ও সাহিত্যের পর অলঙ্কার। ভাষার

শ্রোতাই সাহিত্য। যে যে প্রণালীতে ভাষা বিন্যাস করিলে সাহিত্যে শোভা বিকাশিত হয়, সেই সেই প্রণালীর নাম অলঙ্কার। যেমন স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ব্যবহারে তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পায়, তেমনই এই সকল ভাব বিন্যাসে ভাষার ও সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় বলিয়াই ইহার নাম অলঙ্কার। যে সকল ভাষা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, অথবা যে কোন ভাষার সাহিত্য স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম হইয়াছে, সেই সেই ভাষাতেই অলঙ্কার শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে পরমসুন্দর অলঙ্কার শাস্ত্র আছে। ইংরেজি ভাষায়ও সুন্দর "রেটারীক" (অলঙ্কার) লিখিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় এ পর্য্যন্ত অলঙ্কার শাস্ত্র লিখিত হয় নাই, হইবার আবশ্যকতাও হয় নাই, কারণ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় সাহিত্য ছিল না। যাহা ছিল, তাহাকেও প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য বলা যায় না। আজই যে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা বলি না, অথবা বাঙ্গালা সাহিত্যের অলঙ্কার শাস্ত্র লিখিবার যে সময় আসিয়াছে, তাহাও আমরা বলি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, এক্ষণে বাঙ্গালা সাহিত্য যে অবস্থায় উন্নত হইয়াছে, তাহাতে এক খানি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ অলঙ্কার শাস্ত্র লিখিত হইলেও হইতে পারে।

সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষার ভাব ও সৌন্দর্য্যবিন্যাসপ্রণালী লইয়া বাঙ্গালা ভাষার গঠন, সুতরাং এই উভয় ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্র ভাঙ্গিয়া লইয়া বাঙ্গালার অলঙ্কার শাস্ত্র রচনা আবশ্যক হয়। বাঙ্গালার আধুনিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাই দেখিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আমরা পদ্যের কথা এক্ষণে ছাড়িয়া দিয়া কেবলই গদ্যের কথা বলিব।

অলঙ্কার শাস্ত্রে "রস" একটী প্রধান বিষয়। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে নয়টী রসের উল্লেখ আছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই নয় রসেরই প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে কোন বিশেষ পুস্তকে বিশেষ রসের আবির্ভাব করিবার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল কবিই নিজ নিজ কাব্যে এই নয় রসের খেলা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা এই নিয়মে বদ্ধ না থাকিয়া এ সম্বন্ধে ইংরেজি অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুকরণ করিয়াছে। ইংরেজি সাহিত্যে সকল

কাব্যই প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত,—কমিডি (সুখান্ত), ট্রাজিডি (দুঃখান্ত), ও ট্রাজিকমিডি (দুখসুখান্ত)। কমিডিতে হাস্যরসের, ট্রাজিডিতে শোকের ও ট্রাজিকমিডিতে দুঃখ ও হাস উভয়বিধ রসের আবির্ভাব করা হয়। কাব্য অর্থে এস্থানে আমরা কোন কবিতার কথাই বলিতেছি না। প্রকৃতপক্ষে যাহাতে কবিত্ব থাকে, তাহা পদ্যেই লিখিত হউক বা গদ্যেই লিখিত হউক, তাহাই কাব্য। এইজন্য উপন্যাস, নাটক প্রভৃতিও কাব্য। ইংরেজি ভাষায় যত উপন্যাস বা নাটক লিখিত হইয়াছে, সমস্তই এই তিন ভাগে বিভক্ত। বাঙ্গালা ভাষায় আজ কাল যে সকল উপন্যাস বা নাটক লিখিত হইতেছে, তাহাও ঐ তিন ভাগে বিভক্ত। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের রস বিন্যাসের বিষম বিপর্য্যয় ঘটিয়া ইংরেজি ভাবাপন্ন হইয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে আখ্যায়িকা, জীবনী, ইতিহাস, গল্প প্রভৃতি দুই চারিটী বিষয় ব্যতীত ইংরেজি সাহিত্যে যত প্রকার বিষয় আছে, তত প্রকার বিষয় সংস্কৃতে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যেও ইংরেজি ভাব আসিয়া বাঙ্গালায় বহুবিধ বিষয়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতে উপন্যাস নাই, বাঙ্গালায় যে সকল উপন্যাস লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে, কাজে কাজেই সে সমস্ত ইংরেজি উপন্যাসের সম্পূর্ণ অনুকরণে লিখিত।

উপন্যাস এক জাতীয় নহে। ইংরেজিতে যে কয় জাতীয় উপন্যাস আছে, বাঙ্গালায়ও ঠিক সেই কয় জাতীয় উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ এই কয় শ্রেণীর নাম করিতে পারা যায়। যথা—উপন্যাস (Novel), নবন্যাস (Romance), রহোন্যাস (Mistey) ও কৌতুকোন্যাস (Humorical novel)। বাঙ্গালার উপন্যাস "স্বর্ণলতা", নবন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী," রহোন্যাস "হরিদাসের গুপ্তকথা" ও কৌতুকোন্যাস "কল্পতরু"। আমরা এই পুস্তকে অতি সঙ্ক্ষিপ্তরূপে উপন্যাস, নবন্যাস, রহোন্যাস এবং কৌতুকোন্যাসের এক একটী সতন্ত্র সতন্ত্র দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছি।

উপন্যাসে কল্পনার ভাগই অধিক থাকে। এতদ্ব্যতীত উপন্যাসে চরিত্র চিত্রন প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু সাহিত্যে কল্পনার খেলা প্রদর্শন ব্যতীত

অন্য কার্য্যও আছে। সত্য ঘটনার বর্ণনা ও প্রকৃত বিষয়ের চিত্রনও সাহিত্যের একটী প্রধান অঙ্গ। ইংরেজি সাহিত্যে, এবং তাহারই অনুকরণে গঠিত বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন কল্পনাপ্রবন বিষয়েরই প্রাচুর্ভাব, সংস্কৃত সাহিত্যে তেমনই কল্পনার অভাব ও সত্য এবং ঐতিহাসিক বিষয়ের বর্ণনাই অধিক। সাহিত্যের এই বিভাগেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় প্রধান—যথা; আখ্যায়িকা, জীবনী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, নক্সা ও গল্প। আখ্যায়িকা যেমন "কাদম্বরী," জীবনী যেমন "চৈতন্য চরিতামৃত" ও ভ্রমণবৃত্তান্ত যেমন "ভারত ভ্রমণ।" নক্সা ও গল্পের আবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে। নক্সা প্রধানতঃ দুই প্রকার হইতে পাবে, এক কোন ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া, ২য়, কোন ঘটনাবিষয়ের উল্লেখ করিয়া। আমরা ইহার প্রত্যেকটীরই এক একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছি। গল্প প্রধানতঃ চারি প্রকার; যথা—ঐতিহাসিক গল্প, পৌরাণিক গল্প, ব্রতকথা এবং উপকথা। ইহারও দৃষ্টান্ত আমরা এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সংস্কৃতে আখ্যায়িকা, জীবনী, ভ্রমণবৃত্তান্ত, নক্সা ও গল্প এ সমস্তই আছে, স্বতরাং বাঙ্গালায় এ সকল ঠিক সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মাবলম্বনে লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে।

এই সকলের পরই নাটকের বিষয় আলোচনা করা কর্ত্তব্য। সংস্কৃতে দুই চারিখানি অতি উৎকৃষ্ট নাটক আছে। ইহার মধ্যে "শকুন্তলা" জগৎবিখ্যাত, এমন কি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক পৃথিবীতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মানুসারে এই এক নাটকেই হাস্য, করুণ, আদি, বিভৎস প্রভৃতি সমস্ত রসের প্রাচুর্ভাব হইয়াছে। ইংরেজী নাটক লিখিবার প্রথা সেরূপ নহে। যেমন উপন্যাস তিন শ্রেণীর আছে, ইংরেজিতে নাটকও সেইরূপ কমিডি, ট্রাজিডি ও ট্রাজিকমিডি এই তিন শ্রেণীর। ঠিক এই নিয়মের অনুকরণেই বাঙ্গালার নাটকগুলিও ঠিক এই তিন শ্রেণী ভুক্ত; তবে স্বভাবতঃই নাটক রচনা অপেক্ষাকৃত কঠিন কার্য্য, এই জন্যই বাঙ্গালায় উপন্যাস প্রভৃতি যেমন সুন্দর লিখিত হইয়াছে, নাটক সেরূপ হয় নাই। কাজে কাজেই প্রকৃত ইংরেজি বা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী কোন নাটকই এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই।

সংস্কৃত নাটকগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, এক সময়ে ভারতবর্ষেও নাটক অভিনীত হইত। প্রকৃতপক্ষে অভিনয়ের জন্যই নাটকের রচনা। উপন্যাসে ও কাব্যে যাহা কবি নিজ মধুর ভাষায় চিত্রিত করেন, নাটক অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে সেই সকল চিত্র চিত্রকরের তুলিতে চিত্রিত হইয়া শোভা বিস্তার করে; সুতরাং সংস্কৃত নাটক অভিনীত হইলেও নিশ্চিত আধুনিক প্রথায় অভিনীত হইত না। এই জন্য বাঙ্গালার নাটক সংস্কৃতের অনুকরণে না হইয়া বরং ইংরেজীর অনুকরণে হওয়াই প্রার্থনীয়। আমরা ইংরেজি প্রথাবলম্বনেই এই পুস্তকে এক খানি ক্ষুদ্র নাটকে প্রকৃত ট্র্যাজিকমিডির চিত্র দেখাইযাছি।

অভিনয়ের জন্য অন্যান্য যে সকল বিষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে ও যাহা এক্ষণে বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, সংস্কৃতে তাহার একটীও নাই। সুতরাং সে গুলি নিশ্চিয়ই ইংরেজি প্রথাবলম্বনে লিখিত হইতেছে এবং হওয়াও কর্ত্তব্য। ইহার মধ্যে প্রধান এই কয়টী;—গীতিনাট্য (Opera), প্রহসন (Farce), পঙ্করং (Bantomime), কৌতুক নাট্য (Barlesgue) ও আজগব নাট্য (Extravaganza)। বোধ হয় প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে গীতিনাট্যের ন্যায় কতকটা কিছুছিল, হয়তো প্রহসন প্রভৃতির ছায়াও ছিল, কিন্তু এ সকল এক্ষণে ইয়োরোপ প্রদেশে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তেমন উন্নতাবস্থায় যে ছিল না, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদের বিনা আপত্তিতে এ সকল ইয়োরোপীয় প্রথাবলম্বনে রচনা করাই একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা এ সকলেরও প্রত্যেকটীর এক একটী সতন্ত্র দৃষ্টান্ত দিয়াছি।

"যাত্রা" সাহিত্যের অন্তর্ভূত বিষয় নহে। গীতিনাট্য অভিনয় করিতে হইলে চিত্রিত দৃশ্যের প্রয়োজন। বহুকাল হইতে বাঙ্গালা দেশে দৃশ্য ব্যতীতও কতকটা গীতিনাট্য অভিনীত হইতেছিল। এই সকল গীতিনাট্যই প্রকৃতপক্ষে যাত্রা। তবে দৃশ্য ব্যতীত অভিনীত ও গীত হইয়া থাকে বলিয়াই কতকটা ইঁহার সহিত গীতিনাট্যের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে, গীতিনাট্য হইতেই যাত্রার সৃষ্টি, বরং আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি, যাত্রা উন্নত হইয়া গীতিনাট্য অভিনয়ের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে

যেমন বহু প্রাচীনকাল হইতে যাত্রার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই-রূপ গ্রীস প্রভৃতি প্রদেশেও ঐরূপ যাত্রাসম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। এই সকল যাত্রাসম্প্রদায় উন্নত হইয়া প্রথমে ইটালি দেশে গীতিনাট্যের প্রচলন হয়। বাঙ্গালা দেশেও বিশবৎসর পূর্ব্বে যেরূপ যাত্রা ছিল, এক্ষণে আর তাহার কিছুই নাই;—এক্ষণে বাঙ্গালা দেশে যাত্রা প্রায় সম্পূর্ণই গীতিনাট্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সকল কারণে যাত্রাকে সাহিত্যের অন্তর্ভূত করিতে পারা যায় না; তবে সম্প্রতি বাঙ্গালা ভাষায় কয়েকখানি যাত্রা-পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কাজেকাজেই আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কতক পরিমাণে ইহাকে সাহিত্যের অন্তর্গত করিতে হইয়াছে। তবে ইহার দৃষ্টান্ত পুস্তকের ভিতরে না সন্নিবেশিত করিয়া, ইহাকে পরিশিষ্টে স্থান প্রদান করিয়াছি।

এই সকল ব্যতীত সাহিত্যের আর একটী বিষয় আছে; সংস্কৃত সাহিত্যে ইহা থাকিলেও ইহার প্রাধান্য নাই; কিন্তু ইংরেজির অনুকরণে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। সাহিত্যের এই বিভাগে হাস্যরসের উদ্দীপনা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত; যথা—রসিকতা (Wit Humour), পাঁচরকম (Punch) ও বিদ্রূপ (Satire), ইহারও দৃষ্টান্ত আমরা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় রসিকতা "গোপালভাঁড়ের", পাঁচরকম "পঞ্চানন্দ" এবং বিদ্রূপ "ভারত উদ্ধার।"

আমরা উপরে যাহা যাহা লিখিলাম ও যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, তাহাই ও তাহাই লইয়া আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য। কে বলিতে পারে যে আজ যে বাঙ্গালা ভাষা আছে, ৫০ বৎসর পরে বাঙ্গালা ভাষা ঠিক সেইরূপই থাকিবে? তবে বাঙ্গালা ভাষার এক্ষণে যে অবস্থা, তাহাই আমরা সংক্ষেপে পাঠক পাঠিকাদিগকে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, আর ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ব্যতীত কখনই অবনতি হইতেছে না।

সাহিত্যের যে ১১টী ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের নাম আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কোন্‌টী কোন্‌ নিয়মানুযায়ী লিখিত হয় ও কোন্‌টীর সহিত কোন্‌টীর কি পার্থক্য, তাহাই সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সাহিত্যের বিকাশ।

সাহিত্যের যে ১১টী বিকাশের নাম করিয়াছি, তাহার মধ্যে উপন্যাস-শ্রেণীই বিশেষ লোকপ্রিয় ও প্রধান। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—উপন্যাস-শ্রেণীতে উপন্যাস, নবন্যাস, রহোন্যাস ও কৌতুকোন্যাসই প্রধান।

উপন্যাস। (Novel)—যে সকল ঘটনা আমাদের চক্ষের উপর প্রত্যহ ঘটিতেছে, তাহারই বর্ণনা করা উপন্যাসের লক্ষ্য। আমরা যে সকল চরিত্র প্রতিদিন আমাদের আশে পাশে চারিদিকে দেখিতেই পাই, তাহারই প্রকৃত ও সত্য উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করাই ঔপন্যাসিকের বিশেষ কার্য্য। সুতরাং উপন্যাসে কল্পনার ভাগ অল্পই থাকে, উপন্যাসে ঘটনাচাতুর্য্য (Plot) দেখাইয়া পুস্তক কুতুহলপূর্ণ করিবারও আবশ্যকতা হয় না। যদি বর্ণনার লালিত্য থাকে, চরিত্র সকল স্বভাবের তুলিতে অঙ্কিত হইয়া পরিস্ফুট হয়,—ঘটনা সকল প্রকৃতরূপে অঙ্কিত হয়, তাহা হইলে ঘটনাচাতুর্য্য বিন্দুমাত্র না থাকিলেও, লোকের পুস্তক পাঠে বিশেষ আগ্রহ জন্মিবে;—তবে তাই বলিয়া যে কল্পনা থাকিবে না, এরূপ নহে, কারণ উপন্যাসের কল্পনাই ভিত্তি। উপন্যাসে যে যে ঘটনা লিখিত হইবে, তাহা যে সত্য ঘটনা হইবে, ইহার কোনই অর্থ নাই; তবে ঘটনা ও চরিত্র এরূপ হওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে লোকের বিশ্বাস হয় যে, ইহা প্রকৃতই ঘটিয়াছে। এই জন্যই "স্বর্ণলতা" "বিষবৃক্ষ" এত সুন্দর উপন্যাস বলিয়া বাঙ্গালায় বিদিত। প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণলতা ও বিষবৃক্ষের ঘটনাবলী কোথাও ঘটে নাই,—ঐ দুই পুস্তকে যে সকল চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহারাও কোনকালে কোথায় জীবিত ছিলেন না;—তবে এই দুই পুস্তক পাঠ করিলে আমাদের সকলেরই বিশ্বাস হয় যে, যদিও এ সকল না ঘটিয়া থাকে, তবে ঘটিতে পারে এবং কতকটা না কতকটা সকল বাড়ীতেই সকল দিন ঘটিতেছে। আমরা এই পুস্তকে "ফুল" নামক যে ক্ষুদ্র উপন্যাসটী লিখিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণই উপন্যাসের নিয়মাবলম্বনে লিখিত; এতদ্ব্যতীত সঙ্গে সঙ্গে আমরা সুখান্ত (Comedy) কি, তাহাও দর্শাইতে চেষ্টা পাইয়াছি।

নবন্যাস। (Romance)—কাল্পনিক চরিত্র (Ideal character)

লইয়া নবন্যাস লিখিত হয়। যে সকল চরিত্র সংসারে বহু অনুসন্ধানেও দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ যাহা হইলেও হইতে পারে, মনুষ্য-চরিত্রে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার নহে, সেইরূপ চরিত্র লইয়াই নবন্যাসের অঙ্গ। সুতরাং নবন্যাসে যে সকল ঘটনা বিবৃত হয়, তাহাও সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না, তাহাই বলিয়া সেগুলি যে সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, তাহাও আমাদের মনে হয় না। আমরা সে সকল দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু সে সকল লোক জন্মিলেও জন্মিতে পারে, এবং সে সকল ঘটনা ঘটিলেও ঘটিতে পারে, ইহা আমাদের সকলেরই প্রতীতি জন্মে; এইজন্যই নবন্যাসে ঘটনাচাতুর্য্য (Plot) একটী প্রধান অঙ্গ। ইহাতে ঘটনার পর ঘটনা এরূপ দক্ষতার সহিত সাজাইতে হয় যে, তাহাতেই পুস্তক পাঠে বিশেষ কুতূহল জন্মে, এইজন্য নবন্যাসে ভাবার লালিত্য একান্ত আবশ্যক। "দুর্গেশনন্দিনী" একখানি নবন্যাস। ইহাতে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার সকলগুলিই বিশেষ আশ্চর্য্যজনক, অথচ যে একেবারে ঘটিতে পারে না, এরূপও নহে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে যে সকল প্রধান চরিত্র আছে, তাহারা সম্পূর্ণই কল্পনাপ্রসূত (Ideal)। আয়েসার মত রমণী আমরা বহুঅনুসন্ধানেও একটী দেখিতে পাইব না, কিন্তু তাহাই বলিয়া সংসারে যে আয়েসা জন্মে না, অথবা জন্মান অসম্ভব, এ কথা কে বলিতে পারে? আমরা এই পুস্তকে "লীলা" নামক নবন্যাস লিখিয়াছি; লীলার জীবনের ঘটনাবলী সমস্তই বিশেষ আশ্চর্য্যজনক, কিন্তু তাহাই বলিয়া যে সে সব অসম্ভব, একথা বলিতে পারি না। লীলা-চরিত্র সম্পূর্ণই কাল্পনিক (Ideal) তাহাও সত্য, কিন্তু তাহাই বলিয়া লীলার মত রমণী যে পৃথিবীতে হইতে পারে না, এ কথা কে বলিতে পারে? লীলাতে আমরা দুঃখান্ত (Tragedy) কাহাকে বলে তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

রহোন্যাস। (Mystery)—কোন একটী রহস্যের উপর ভিত্তি-স্থাপন করিয়া যে উপন্যাস লিখিত হয়, তাহাই রহোন্যাস। ইহাতে চরিত্র চিত্রন করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না। রহোন্যাসে ঘটনা-চাতুর্য্যই (Plot) সব। ইহারই জন্য রহোন্যাস পাঠে এত কুতূহল জন্মে; বিশেষতঃ প্রথম হইতেই রহস্যের উপর ইহার ভিত্তি সংস্থাপিত হওয়ায়,

ইহা সম্পূর্ণই কুতূহলময় ব্যাপার হইয়া পড়ে। ইহাতে ভাষার লালিত্য থাকিলেই যথেষ্ট হইল। আমাদের "দুটী বোন" পাঠ করিলেই পাঠক-পাঠিকাগণ রহোন্মাস কাহাকে বলে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। "দুটী বোনে" আমরা দুখ-সুখান্ত (Tragi comedy) কি তাহাও দেখাইয়াছি।

কৌতুকোন্যাস। (Humorical Novel)—কৌতুকোন্যাস সামাজিক ঘটনা লইয়াই সাধারণতঃ লিখিত হয়। কখন কখন বা ঘটনা-বিশেষকে বিদ্রূপ করিয়াও রচিত হয়। "ডন্‌কুইকসোট" নামক সুবিখ্যাত ইংরাজি উপন্যাস এই ধরণে লিখিত। সাধারণতঃ কৌতুকোন্যাসে ভাষার লালিত্য, বর্ণনাচাতুর্য্য ও হাস্যোদ্দীপক চরিত্র চিত্রনই প্রধান প্রয়োজন। ইহাতে ঘটনাচাতুর্য্য একেবারে থাকে না বলিলেই হয়। যে কোন সাধারণ বিষয়ে হাসির রং ফলাইয়া বর্ণনা করিতে পারিলে, ও দুই চারিটী চরিত্রের জীবনী হাস্যময় করিতে পারিলেই সুন্দর কৌতুকোন্যাস লিখিত হইবে। বাঙ্গালার দুইখানি কৌতুকোন্যাস মাত্র লিখিত হইয়াছে। একখানি "বাঙ্গালীর লীলা," অপর খানি "কল্পতরু"। যাঁহারা এ দুই পুস্তক পাঠ করেন নাই, তাঁহারা এই পুস্তকে লিখিত "ঘরের ছবি" পাঠ করিলেই কৌতুকোন্যাস কাহাকে বলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

রূপকোন্যাস। (Alegory)—সংস্কৃত সাহিত্য ও ইংরাজি সাহিত্য, উভয় সাহিত্যেই রূপক (Alegory) দেখিতে পাওয়া যায়। বৃত্তিবিশেষকে নরনারীভাবে চিত্রিত করাই রূপকের উদ্দেশ্য। ইংরেজি ভাষায় "পিল্‌গ্রিমস্ প্রগ্রেস্" একখানি অতি সুন্দর রূপকোন্যাস। আমরা "মায়া-কানন" নামে একখানি রূপকোন্যাস এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ইহাতে রূপক কাহাকে বলে তাহা সকলেরই উপলব্ধি হইবে। ভ্রমণ-বৃত্তান্তও সাহিত্যের একটী অঙ্গ, সুতরাং তাহার সতন্ত্র দৃষ্টান্ত না দিয়া রূপকোন্যাসকেই আমরা ভ্রমণবৃত্তান্তরূপে বর্ণিত করিয়াছি।

আখ্যায়িকা। (Annals)—সত্য ঘটনার সহিত কল্পনার সংযোগ করিয়া আখ্যায়িকা লিখিত হয়। ইতিহাস ও উপন্যাসে সংমিশ্রিত করিয়া লিখিলেই আখ্যায়িকা হয়। আখ্যায়িকার চরিত্র-সকল প্রায় মিথ্যা না হইয়া প্রকৃত চরিত্র থাকে, তবে তাঁহাদের জীবনের

ঘটনাবলীর বহু অংশ কল্পিত হইয়া উপন্যাসভাবে পরিদর্শিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত "কাদম্বরী" একখানি সুন্দর আখ্যায়িকা, বাঙ্গালায় ভূদেব বাবু প্রণীত "ঐতিহাসিক উপন্যাসও" একখানি অতি সুন্দর [illegible] এই পুস্তকে আখ্যায়িকার দৃষ্টান্তস্থলে "রাজা [illegible] দিয়াছি। ইহাতে রাজা সীতারাম ঐতিহাসিক [illegible]ত্রি, তবে তাঁহার জীবনের যে সকল ঘটনাবলীর উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে বহু অংশই কাল্পনিক।

জীবনী। (Biography)—আখ্যায়িকায় যে সকল উপন্যাসের অংশ থাকে, জীবনীতে তাহা বিন্দুমাত্রও থাকে না; সমস্তই সত্য ঘটনা ও সম্পূর্ণ একটী প্রকৃত মহৎ ব্যক্তির জীবনের আনুপূর্ব্বীক ঘটনা জীবনীতে লিখিত হয়। ইহার কোনস্থলেই কল্পনার চিহ্ন থাকে না। জীবনীতে কোনরূপে কল্পনার সমাবেশ বা মিথ্যার সন্নিবেশ হইলে সে জীবনী আর জীবনীপদবাচ্য হইতে পারে না। আমরা জীবনীস্থলে এই পুস্তকে "কেশবচন্দ্রের" জীবনবৃত্তান্ত, লিখিয়াছি।

নক্সা। (Sketch)—কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনাবিশেষকে বিদ্রূপ করিবার জন্য হাস্যোদ্দীপক ভাষায় যে বর্ণনা হয়, বা সেই ব্যক্তি বা ঘটনাবিশেষের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাহাকেই নক্সা বলে। নক্সায় সত্য বিষয়ের বর্ণনা হয় বটে, কিন্তু উহা এরূপ ভাবে হয় যে, পাঠক সকলকেই হাসিতে হয়। আমরা "ভড়হরি" ও "কার্ত্তিক পূজা" নামক ব্যক্তিবিশেষ ও ঘটনাবিশেষের দুইটী নক্সা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। নক্সা যে কেবল হাস্যোদ্দীপক হইবে এরূপ নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষ, স্থানবিশেষ বা ঘটনাবিশেষের প্রকৃত ও সুন্দর চিত্রকে নক্সা বলে।

গল্প। (Tales)—গল্প যে প্রধানতঃ চারি প্রকার, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই চারি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন গল্পের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তও আমরা এই পুস্তকে প্রদান করিয়াছি। পৌরাণিক গল্পের স্থলে "বৃন্দাবন," ঐতিহাসি স্থলে "নেপোলিয়ান বনাপার্ট", ব্রতকথার স্থলে "সাবিত্রী" ও উপকথার স্থলে "সাত ভাই চম্পা" ও "বার জোয়ান ও তের জোয়ান" এই দুইটী দৃষ্টান্তপ্রদানকরিয়াছি।

নাটক। (Drama)—উপন্যাসের ন্যায় নাটকও হয় সুখান্ত, নয় দুঃখান্ত, না হয় দুখ-সুখান্ত। আমরা আমাদের "সুশীলা" দুখসুখান্ত করিয়াছি। নাটক সাধারণতঃ পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যেক অঙ্কে তিনটী করিয়া গর্ভাঙ্ক থাকে। নাটকে বহুসংখ্যক চরিত্র আনিলে সকল চরিত্র সমান পরিস্ফুট হয় না বলিয়া শ্রেষ্ঠ নাটককারগণ নাটকে অতি অল্প সংখ্যক চরিত্র চিত্রিত করিয়া থাকেন, আমরাও সেই প্রথা-বলম্বন করিয়া আমাদের নাটকে অতি অল্প চরিত্রের সমাবেশ করিয়াছি। নাটক প্রকৃত হৃদয়ের আনন্দের জন্য; যাহাতে সত্য সত্যই হাসিতে হাসিতে অথবা কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিতে হয়, তাহাই করা নাটকের মুখ্যতম উদ্দেশ্য। যাহাতে প্রকৃতই হৃদয়ে যাইয়া আঘাত লাগে, তাহাই দেখান নাটকের কার্য্য; এইজন্য কোনমতেই নাটকে যাহাতে রসভঙ্গ হয় ও ভাবের অপলাপ হয়, তাহা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এই কারণেই আমরা আমাদের নাটকে গানের সমাবেশ করি নাই। বলা বাহুল্য চরিত্রচিত্রনই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

গীতিনাট্য। (Opera)—নাটক যেমন হৃদয়ে আঘাত লাগিবার জন্য, গীতিনাট্য সেইরূপ নয়ন ও কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য লিখিত হয়। গীতিনাট্যের সুমধুর সঙ্গীত প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কেবল সুন্দর সুন্দর গান হইলেই যে সুন্দর গীতিনাট্য হইল এরূপ নহে। সুন্দর নয়ন-রঞ্জন মনোহর চিত্র ও দৃশ্য না থাকিলে গীতিনাট্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। যে গীতিনাট্যে যত দৃশ্যভাব (Scenic effect) যত ভাল হইবে, সেই গীতিনাট্য প্রকৃতই তত সুন্দর ও মনোহর হইবে। এই জন্যই আমাদের "ফুলের বিয়ে"তে দৃশ্যভাব (Scenic effect) যাহাতে অতি সুন্দর হয়, তাহারই আমরা চেষ্টা পাইয়াছি। কেবল গান হইলে গীতিনাট্য হয় না, কেবল দৃশ্য হইলেও গীতিনাট্য হয় না; গান ও দৃশ্যের যেখানে সুন্দর সংমিশ্রন হইয়াছে, প্রকৃতই সেই সুন্দর গীতিনাট্য।

প্রহসন। (Farce)—কোন হাস্যজনক চরিত্র লইয়া ঘটনা-চাতুর্য্যে হাস্যজনক পরিণাম দেখানই প্রহসনের লক্ষ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ ব্যক্তিবিশেষকে, বা সমাজবিশেষকে বিদ্রূপ করাই যেন প্রহ-সনের কার্য্য,—এখনকারি বাঙ্গালায় অনেক লেখকের তাহাই ধারণা।

বিদ্রূপ ও প্রহসন উভয় একত্রে সম্মিলিত হওয়ায় বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রহসন অতি হেয় হইয়া পড়িয়াছে। হাস্যজনক চরিত্র চিত্রন প্রধান লক্ষ্য হইবে, অথচ কাহাকেও বিদ্রূপ করা হইবে না,—কেবল ইহাই নহে, সমস্ত পুস্তকে হাস্যজনক ঘটনাবলীর সমাবেশ করিতে হইবে এবং উপসংহারে কোন বিশেষ হাস্যোদ্দীপক ঘটনার সহিত পুস্তক শেষ হইবে, এইরূপ করিতে পারিলেই প্রকৃত প্রহসন রচিত হয়। আমাদের "সৌখিন বাবুতে" আমরা সাধ্যানুসারে এই নিয়ম প্রতিপালনে চেষ্টা পাইয়াছি। বাঙ্গালায় 'সধবার একাদশী" একখানি প্রকৃতই সুন্দর প্রহসন।

পঞ্চরং। (Pantomime)—গীতিনাট্যকে হাস্যজনক করিয়াই প্রকৃতপক্ষে পঞ্চরং সৃষ্ট হইয়াছে। কোন উৎসব উপলক্ষে দর্শক-মণ্ডলীকে আমোদিত করিবার জন্য সাধারণ ঘটনাবলী হাস্যজনক করিয়া দেখান, সঙ্গে সঙ্গে হাস্যজনক সঙ্গীতের অবতারণা,—আমরা যাহাকে "সং" বলি, তাহারই আবির্ভাব করা।—ইহার উপর দৃশ্যভাব (Scenic effect) সুন্দর করাই পঞ্চরংয়ের উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালায় যে "বেল্লিক বাজার" ও "তাজ্জব ব্যাপার" নামে দুইখানি প্রধান পঞ্চরং লিখিত হইয়াছে, তাহার দুইখানিতেই পঞ্চরংয়ের সহিত প্রহসন সম্মিলিত করা হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকে "সখের বাজার" নামে যে পঞ্চরং লিখিয়াছি, তাহাতে ইংরেজি প্যাণ্টোমাইমের সম্পূর্ণ অনুকরণ ও সেই সকল নিয়ম রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

কৌতুক নাট্য। (Burlesque)—কোন গম্ভীর ও গুরুতর (Serious) বিষয় নিতান্ত কৌতুকজনক করিয়া প্রকাশ করাই কৌতুকনাট্যের লক্ষ্য। আমাদের "শিবের ব্যাম" পাঠ করিলেই পাঠকপাঠিকাগণ কৌতুক-নাট্য কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় এ পর্য্যন্ত কৌতুক-নাট্য একখানিও লিখিত হয় নাই। যে বিষয়টা লোকে চিরকাল গুরুতর বিষয় বলিয়া জানিয়া আসিতেছে, তাহাকেই একেবারে নিতান্ত হাস্যজনক (Rediculous) করিয়া চিত্রিত করিতে পারিলেই সুন্দর কৌতুকনাট্য হইল।

আজগুব-নাট্য। (Etravaganza)—মানবহৃদয়ের কোন বৃত্তি অতি-

হাস্যজনক করিয়া চিত্রিত করিলে আজগুব-নাট্য হইয়া থাকে। "খোঁদিম্ন প্রেমে' পাঠকপাঠিকাগণ ইহা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। কেবল প্রেম কেন? এইরূপ ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও বিদ্বেষ, এই সকল বৃত্তির যে কোন বৃত্তিকে এইরূপ হাস্যজনক করিয়া দেখাইতে পারা যায়।— পঞ্চরং, কৌতুক নাট্য ও আজগুব-নাট্য সাহিত্যের অন্তর্ভূত হইলেও, ইহারা রঙ্গালয়ের অঙ্গ। এ পর্য্যন্ত এমন পঞ্চরং বা কৌতুক-নাট্য বা আজগুব-নাট্য কোন ভাষায়েই লিখিত হয় নাই—যাহা লোকে আদর করিয়া পড়িতে পারে; কারণ ইহারা দেখিবার, শুনিবার ও হাসিবার বিষয়,—পড়িবার বিষয় নহে।

রসিকতা। (Humour)—মানুষকে সর্ব্বদাই মানুষের সহিত বসবাস করিতে হয়, সুতরাং কথোপকথনও আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই কথোপকথনে যিনি হাস্যের আবির্ভাব করিতে পারেন, তিনি প্রকৃতই দশজনকে সুখী করিতে পারেন। আমরা কতকগুলি রসিকতার কথা এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন রসিকতা কাহাকে বলে; তবে এই স্থলে আমরা এই মাত্র বলি,অশ্লীলতার সমাবেশ করা কোনমতেই রসিকতা নহে।

পাঁচবকম। (Punch)—কোন ব্যক্তিবিশেষকে, অথবা কোন কার্য্য, ঘটনা বা অন্য কোন বিষয়কে বিদ্রূপ করিয়া অপরকে হাসাইতে পারিলেই তাহাকে "পঞ্চ" কহে। আমরা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তবে কটু গালাগালি দেওয়া যে "পঞ্চ" নহে, তাহা সকলেরই অবগত থাকা কর্ত্তব্য। পঞ্চ এইরূপ হইবে যে, যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইবে, তিনি পর্য্যন্ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

বিদ্রূপ। (Satire)—কোন ঘটনা, কোন ব্যক্তি, বা কোন কার্য্যকে ব্যঙ্গ করিয়া যাহা লিখিত হয়, তাহাই বিদ্রূপ। বিদ্রূপও কটু গালাগালি নহে। প্রশংসাও যেমন প্রিয়, ব্যঙ্গও তদ্রূপ প্রিয় হওয়া আবশ্যক। পাঠকপাঠিকাগণ আমাদের "কনগ্রেস" পাঠ করিলে বিদ্রূপ কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারিবেন।

যাত্রা।—পরিশিষ্টে মহাভারত-উল্লিখিত "বিষয়ার" সুন্দর গল্প

লইয়া একটী যাত্রারও পালা লিখিত হইয়াছে। যাত্রা ও গীতিনাট্যে কি প্রভেদ, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ ইহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

শেষ কথা।

আমরা যথাসাধ্য বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রত্যেক বিকাশ পাঠকপাঠিকা-দিগকে দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছি। একত্রে সাহিত্যের সমস্ত সৌন্দর্য্য একত্রিভূত করিয়াছি; এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত আর লিখিত হয় নাই। আমরা অসমসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম সন্দেহ নাই,—কিন্তু এই পুস্তক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে আমরা প্রাণপন যত্ন করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকপাঠিকাদিগের বিচার্য্য। তবে যদি পুস্তক পাঠে কিছুমাত্রও তাঁহাদের সন্তোষ জন্মে, তাহা হইলেই সকল যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

সাহিত্য-শোভা।

উপন্যাস।

ফুল।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা যমুনা তীরে অাচল দিয়া মাছ ধরিতে ছিল। বালিকার আলুলায়িত কেশদাম অৰ্দ্ধসিক্ত, কৰ্দ্দমে জটা বাঁধিয়াছে, সৰ্ব্বাঙ্গ কৰ্দ্দমে আবরিত। সেই কৰ্দ্দমান্তরাল হইতে মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় বালিকার রূপ প্রতিভাষিত হইতে ছিল। বালিকা ক্রীড়ার কুতুহলে মৎস্য আহরণে ব্যগ্র হয় নাই—তাহার বাল-সুলভ সরলতামাখা মুখখানির দিকে চাহিলেই বোধ হয় বালিকার জীবন, আহার, ভরণপোষণ, সমস্তই এই সকল ক্ষুদ্র মৎস্যের উপর নির্ভর করিতেছে, কিন্তু হইলে কি হয়? বালিকার অঞ্চল প্রায়ই শূন্য উঠিতেছিল। প্রতিবারে সে মৎস্যের অভাবে সামুক, গুগ্‌লি, ডাল্‌পালা তুলিয়া হতাশ ও ক্ষুণ্ন হইতেছিল, এইরূপে সে অতি প্রত্যুষ হইতে

মৎস্য আহরণে নিযুক্ত হইয়াছে, এক্ষণে দ্বিপ্রহর অতীত, সূর্য্যদেব নিজ প্রখর উত্তাপে চারিদিক বিদগ্ধ করিতেছেন। যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, কোনদিকেই কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষাদির পত্র নিস্পন্দ, পক্ষীগণ প্রখর সূর্য্যোত্তাপে বিদগ্ধ হইয়া বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বালিকার রৌদ্রে দৃক্‌পাত নাই, প্রত্যূষ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্য্যন্ত সে এক পয়সার মাছও সঞ্চয় করিতে পারে নাই। যখন রৌদ্রে তাহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়া উঠিতেছে, অমনি সে মস্তকে জলদিয়া মস্তকস্থ আলুলায়িত কেশদাম সিক্ত করিতেছে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে প্রখর উত্তাপে আবার কেশপাশ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, সে আবার মস্তক ভিজাইতেছে।

এইরূপে তীরে তীরে মাছ ধরিতে ধরিতে সে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ চলিয়া আসিল। ঐদিকে গেলে অধিক মাছ ধরিতে পারিবে, এই আশায় সে অজ্ঞাতদিকে সাহসে ভর করিয়া চলিল। সে মৎস্য আহরণে এতই ব্যগ্র হইয়াছিল যে, নদীর দিকে, জলের খর প্রবাহের দিকে, চারিপার্শ্বস্থ দ্রব্যাদির দিকে তাহার বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি ছিলনা। সহসা সে নদীগর্ভস্থ একটী গভীর গর্ত্তে পতিত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে খরস্রোতে গভীরতম জলে নীত হইল। সে সন্তরণ একটু একটু জানিত, দুই তিনবার তীরের দিকে আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেইখানে নদীগর্ভে গভীর "দহ" থাকায় তথাকার স্রোত এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তাহার ন্যায় দুর্ব্বল বালিকার সাধ্য নাই যে, সেই খরস্রোত ভেদ করিয়া তীরে উপস্থিত হইতে পারে। সে দুই তিনবার প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিল, দুই তিনবার প্রাণপণে তীরে আসিবার জন্য যত্ন করিল, তৎপরে হতাশ হইয়া, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, জলখাইয়া ক্রমে নিস্পন্দ হইয়া পড়িল। তাহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল, চারিদিকে যেন কি এক অনৈসর্গিক আলোক জ্বলিয়া উঠিল, তাহার কর্ণে যেন জগতের সমস্ত বাদ্যধ্বনি প্রবিষ্ট হইল, সে চীৎকার করিয়া জলমগ্ন হইল।

তাহার ব্যাকুল চীৎকারধ্বনি দূরস্থ এক ব্যক্তির কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। তিনি বন্দুক স্কন্ধে সেই দিকে শিকার করিতে আসিয়াছিলেন; বৃক্ষশাখা উপরি উপবিষ্ট পক্ষী লক্ষ্য করিয়া তিনি বন্দুক তুলিয়াছেন, ঠিক এই

সময়ে বালিকার চীৎকারে তাঁহার হস্ত কম্পিত হইল, লক্ষ্যচ্যুত হইল, পক্ষীও সভয়ে আকাশে উড়িল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে সেইখানে বন্দুক রাখিয়া নদীতটাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

দেখিলেন, খরস্রোতে জল ঘুরিতেছে, কলকল নিনাদে যেন আনন্দ কোলাহল করিতেছে। সিংহিনী শিকারলাভে যেরূপ গভীর গর্জ্জন করিতে থাকে, যমুনাও আজ ঠিক সেইরূপ গভীর গর্জ্জনে ক্রীড়া করিতেছে। যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, কোনদিকেই কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। হতাশ হইয়া তিনি ফিরিতে ছিলেন, সহসা নদীবক্ষে জলপ্রবাহের মধ্যে কতকগুলি ঘন কেশদাম তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল; অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ঝম্পপ্রদানে সেই ঘূর্ণায়মান জলস্রোতে পতিত হইলেন, তৎপরে দক্ষিণ হস্তে সেই কেশগুচ্ছ ধারণ করিলেন।

তিনি সেই কেশদাম টানিয়া দেখিলেন, একটি বালিকা— মূর্চ্ছিতা বা মৃতা বালিকা। তিনি সযতনে সেই অবশ বালিকাদেহ নিজ বক্ষে উত্তোলিত করিয়া লইলেন, তৎপরে সন্তরণে তীরে আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঘূর্ণায়মান জল তাঁহাকে সবেগে ঘুরাইতে আরম্ভ করিল।

তাঁহার শরীরে বলের অভাব ছিলনা, সন্তরণেও তিনি অপটু ছিলেন না, একাকী হইলে বোধ হয় অতি সহজেই এই ঘূর্ণি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিতে পারিতেন, কিন্তু অচেতনা বালিকাদেহ বক্ষে ধারণ করায় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া চিৎ সাঁতারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি তাঁহার বাহু ও পদ উভয়ই সবলে ব্যবহার করিতে অক্ষম, সুতরাং সুবিধা পাইয়া ঘূর্ণিস্রোত তাঁহাকে সবলে ঘুরাইতে আরম্ভ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তাঁহারা উভয়ে জলমগ্ন হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে সেই স্থান দিয়া একখানি সুন্দর বজরা যাইতেছিল। ৬ জন সুসজ্জিত ব্যক্তি ক্ষেপণী সঞ্চালন করিতেছিল। তরণীর পশ্চাতে

নানারঙ্গে বিভূষিত বৃহৎ পতকা বায়ুভরে উড়িতেছিল, চারিজন সজ্জিত যোদ্ধা উন্মুক্ত অসি হস্তে তরণী উপবে পাহারায় নিযুক্ত ছিল।

বজরার একটী কক্ষমধ্যে চারিজনে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন। চারিজনই রমণী, চারি জনেই যুবতী, চারিজনই রাজবেশভূষায় সজ্জিতা, তবে একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ইঁহাদের মধ্যে একজন কর্ত্রী—অপরে সহচরী।

একজন বলিলেন, "ললিতে, তুই ফাঁকি দিচ্ছিস্।"

ললিতা কহিল, 'দেখ্, মিছে কথা ক'স্‌নে। দেখ ভাই ইন্দু, ও সব হাতের কাগচ দেখালে, আবার আমাকে চোক্ রাঙ্গান হচ্ছে।"

ইন্দুই কর্ত্রী, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "তোরা সকলেই সমান, যখন তখন আর আমার কাছে নালিশ কল্লে কি হবে—ও কি।" সকলে চমকিত হইয়া তাস বন্ধ করিলেন। এই সময়ে বালিকার ব্যাকুল চীৎকার-ধ্বনি ইন্দুর কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সকলে ব্যগ্রতাসহকারে তরণীর গবাক্ষ দিয়া চারিদিকে চাহিলেন, কিন্তু কোনদিকেই কিছু দেখিতে পাইলেন না।

উপর হইতে মাঝি বলিয়া উঠিল, "সামাল, সামাল্।" দাঁড়ীগণও "সামাল্ সামাল্" বলিয়া সবলে দাঁড় ফেলিল। নৌকা নড়িয়া উঠিল, ইন্দু সভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া সখীদিগকে বলিল, "একি ভাই,—মাঝিকে জিজ্ঞাসা কর, নৌকা এমন করে কেন?"

সখীগণও ভীতা হইয়াছিল, সকলে ব্যাকুলনয়নে এ উহার দিকে চাহিতেছিল।

মাঝি আবার ডাক ছাড়িল,"সামাল—সামাল্", সঙ্গে সঙ্গে নৌকাও টলিয়া উঠিল। ইন্দু সভয়ে অর্দ্ধ চীৎকার স্বরে বলিল, "যাও না ভাই, জিজ্ঞাসা কর।" অগত্যা বাধ্য হইয়া একজন সখী চলিলেন,—মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, এখানে একটা পাক আছে, তাই মাঝি নৌকা সাবধানে নিয়ে যাচ্ছে।"

পাক আছে শুনিয়া সকলে পাক দেখিবার জন্য গবাক্ষে গেলেন,—এক দৃষ্টে পাকের দিকে সকলে চাহিলেন। তখন সেই পাকমধ্যে বালিকাবক্ষে যুবক ঘূর্ণিত হইতেছিলেন। যুবতীচতুষ্টয়ের দৃষ্টি সেই

দিকে পড়িবামাত্র তাঁহারা সকলে কোলাহল করিয়া উঠিলেন। কেহ বলিলেন, "আহা, ঐ ডুব্‌লো যে,—ওগো কি হবে?" কেহ বলিলেন, "ইন্দু ভাই,—বল, নৌকায় নিয়ে ওদের বাঁচাক।"

আর একজন বলিয়া উঠিলেন, "ঐ গেল,—আহা,—ঐ গেল।"

তখন ইন্দু ব্যাকুলভাবে নৌকার বাহিরে আসিলেন, নিজ ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা যেমন করে পার ওদের বাঁচাও,—আমি তোমাদের খুসি কর্ব্ব, আমি বাবাকে বলে তোমাদের বড় লোক করে দেব, তোমরা শিগ্‌গির শিগ্‌গির ঐ দিকে নৌকা নিয়ে চল।"

মাঝি বলিল, "রাজকুমারি, ঐ দিকে নৌকা নিয়ে যাবার যো নেই, তা হলে আমাদের নৌকা রক্ষা করা ভার হবে। আপনি স্থির হউন, আমরা চেষ্টা করে দেখ্‌চি।"

ইন্দু। ওগো মাঝি, আমি তোমাকে আমার এই গলার হার দিচ্চি, তুমি ওদের বাঁচাও।

মাঝি। আপনি একটু স্থির হউন, আমি চেষ্টা করে দেখ্‌চি।

তখনও নৌকা "পাক"-হইতে বহুদূরে ছিল। দাঁড়ী ও মাঝিগণ চেষ্টা করিয়া নৌকাকে যথাসম্ভব সন্নিকটবর্ত্তী করিল। একজন একটা বড় লম্বা দড়ী লইয়া প্রস্তুত থাকিল যে, যেই নৌকা নিকটস্থ হইবে, অমনি সেই দড়ী জলমগ্ন ব্যক্তির দিকে ফেলিয়া দিবে। দাঁড়ীগণ পুরস্কারের লোভে প্রাণপণে দাঁড় টানিতেছে, নৌকা পাক হইতে প্রায় শত হস্ত দূরে আছে, এই সময়ে সহসা বিকট চিৎকারে চারিদিক আলোড়িত হইয়া উঠিল,—পর মূহুর্ত্তেই ইন্দু ঝম্প প্রদান করিয়া যমুনাবক্ষে পতিত হইল।

সখীগণ চিৎকার করিয়া উঠিল,—দাঁড়ীগণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড় ছাড়িয়া দিল, মাঝি পাগলের ন্যায় গর্জ্জিল, প্রহরীগণের মধ্যস্থ দুই জন "রাজকুমারি, এ কেয়া হায়" বলিয়া জলে ঝাঁপ দিল। দাঁড় ছাড়িয়া দেওয়ায় নৌকা তীরবেগে তিন চারিবার ঘুরিল।

প্রথম ঝম্প প্রদানে ইন্দু জলমগ্না হইয়াছিলেন, কিন্তু মূহুর্ত্ত মধ্যে তিনি ভাসিলেন ও সবলে সন্তরণ করিয়া জলমগ্ন ব্যক্তির দিকে ধাবিত হইলেন। নৌকাস্থ ব্যক্তিগণ ও তাঁহার সখীগণ তাঁহার জন্য ব্যাকুল

হইয়াছে দেখিয়া তিনি মস্তক ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ভয় নেই, আমি ডুবিব না।" তৎপরে ললিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ললিতে সই, তুমিই তো আমাকে সাঁতার শিখাইয়া ছিলে! আমি ডুবিব না।"

"তবে দাঁড়াও, দুই জনে এক সঙ্গে সাঁতার দি।" এই বলিয়া ললিতাও যমুনাবক্ষে ঝম্প প্রদান করিল।

"ইয়া,—এ আউরাৎ লোক পাগ্‌লা হুয়া" বলিয়া অপর দুই জন প্রহরীও নদীবক্ষে ঝাঁপ দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক দিন জ্যোৎস্নালোকে পুষ্পোদ্যানে হাত ধরাধরি করিয়া দুই-জনে পদচারণ করিতে ছিলেন,—উভয়েই আমাদের পরিচিত,—একজন ইন্দু, অপরটী সেই যুবক। নাম বলিতে ক্ষতি কি? যুবক কুমার অজয়েন্দু,—উদয়পুরের মহারাণীর একমাত্র পুত্র, আর ইন্দু বিকানির মহারাজার আদরের দুহিতা।

বাল্যকাল হইতেই অজেয়েন্দু ও ইন্দুতে পরিচয়, আলাপ, ভালবাসা ও প্রণয়। উভয়ের সহিত উভয়ের বিবাহ হইবে,—উভয়ের পিতা উভয়ের নিকট বাগ্দত্তা,—কেবল রাজনৈতিক নানা গোলযোগের জন্যই বিবাহে বিলম্ব হইতেছিল। উভয় রাজাই উভয়কে নিজ নিজ রাজধানী হইতে দূরে রাখিবার জন্য দিল্লী রাখিয়াছিলেন। উভয়ে দিল্লী বাস করিতেন,—তবে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত কেহই বাস করিতেন না,—বিশেষতঃ রাজকুমার অজয়েন্দু সর্ব্বদা পাঠে নিযুক্ত থাকিতেন, পড়া পাইলে তিনি আর কিছুই চাহিতেন না, তিনি লোকজনের সহিত বড় মেশা-মিশি ভালবাসিতেন না,—যখন সুবিধা পাইতেন, একটা বন্দুক লইয়া একাকী শিকারে বহির্গত হইতেন। শিকার করা যত ইচ্ছা না হউক, তনি গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অথবা বিস্তৃত নির্জ্জন প্রান্তরে বৃক্ষ-নিম্নে উপবিষ্ট হইয়া নিজমনে চিন্তা করিতেন।

পাঠকগণ দেখিয়াছেন, একদিন এইরূপ নির্জ্জনভ্রমণকালে ধীবর-বালিকাকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া তাহার প্রাণরক্ষার জন্য আপনার প্রাণকে খরস্রোতে বিপদস্থ করিয়াছিলেন। রাজকুমারী ইন্দু সেই সময়ে তথায় উপস্থিত না হইলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই জলমগ্ন হইতে হইত।

রাজকুমারী ইন্দু বৃন্দাবন দর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি নৌকাযোগে দিল্লী প্রত্যাগমনকালে যেরূপে কুমার অজয়েন্দুকে দেখিতে পান, পাঠকগণ তাহাও দেখিয়াছেন। অজয়েন্দু অপেক্ষায়ও তিনি অধিক সন্তরণপটু ছিলেন। অজয়েন্দুকে জলমগ্ন হইতে রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অধিক ক্লেশকর হইল না। ললিতা ও ইন্দু অনতিবিলম্বে আসিয়া দুই দিক হইতে দুই জনে অজয়েন্দুকে আশ্রয় দান করিলেন,—ইতিমধ্যে মাঝি ও দাঁড়ীগণের সাহায্যে নৌকা বাঁচাইয়া নৌকাকে নঙ্গর করিল। তখন দাঁড় ফেলিয়া দিয়া ও দাঁড়ীদিগের কেহ কেহ সন্তরণ করিয়া সকলকে নৌকায় তুলিল।

বলা বাহুল্য সকলে নিরাপদে দিল্লী উপস্থিত হইলেন। কুমার অজয়েন্দু ধীবরকন্যাকে নিজ আলয়ে আনিয়া বহু যত্নে শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে প্রকৃতস্থ করিলেন। রাজকুমারী ইন্দুও মধ্যে মধ্যে তাহার তত্ত্ব লইতেন।

যখন এই সকল সম্বাদ বিকানির ও উদয়পুরে নীত হইল, তখন উভয় মহারাজাই বিবাহ আর অধিক দিন স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া সত্বর দিল্লী আসিলেন। মহা সমারোহে কুমার অজয়েন্দুর সহিত রাজকুমারী ইন্দুর বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের দিন কেবল একজনকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না; সেই ধীবর কন্যা। অজয়েন্দু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাইলেন না।

আমরা যে দিবস রাজকুমার ও রাজকুমারীকে উদ্যানে জ্যোৎস্নালোকে পদচালন করিতে দেখিলাম, সে সময়ে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের আর সুখের সীমা নাই, তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ দিবারাতি তরঙ্গায়িত হইতেছে। ইন্দুর সুখের আকাশে এক খানিও মেঘ নাই, কিন্তু অজয়েন্দুর তাহা নহে, তাঁহার সুখের মাত্রা পূর্ণ হইয়াও পূর্ণ হয় নাই, হৃদয়ের জ্যোৎস্না পরিস্ফুট হয় নাই, কি যেন কেমন কেমন বোধ হয়,—সুখের মধ্যে যেন কি এক দুঃখের মেঘখেলিয়া

বেড়ায়। যখন ইন্দুর হাসি মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সুখে আপ্লুত হইয়া পড়ে, তখন মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে ধীবর কন্যার বিপদমাখা মুখখানি প্রতিভাসিত হয়। হায়, হায়, তিনি কি কুক্ষণে সেই মুখখানি দেখিয়াছিলেন, যদি না দেখিতেন, তাহা হইলেত তিনি ঠিক ইন্দুর মতনই সুখী হইতে পারিতেন।

উভয়ে আনন্দভরে কত কথা কহিতেছিলেন, কত সুখে ভাসিতে ছিলেন। সে প্রেমের কথা, সে ভালবাসার কথা, সে কথার শেষ নাই, অর্থ নাই, ভাব নাই, কেবল মাত্র অনুভূতি আছে। উভয়ে উভয়ের প্রেমে আত্মবিস্মৃত, জগতসংসার যে আছে, তাহা আর জ্ঞান নাই। সহসা সুখের ঘোর ভাঙ্গিল, বিদ্যুতের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য ধীবরকন্যার মলিনতামযমুখ অজয়েন্দুর হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইল, তাঁহার হৃদয়ে কি যেন এক বৃশ্চিক দংশন করিল, তিনি বলিলেন, "ইন্দু, হঠাৎ আমার মাথা ধরিল, তুমি যাও, শোওগে, আমি একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়াই।"

ইন্দু। এস, আমি তোমার মাথা টিপে দি, এস আমার কোলে মাথা দিয়া শোও।

অজয়েন্দু। না ইন্দু, তুমি যাও শোওগে, আমি একটু বেড়াই।

এই বলিয়া অজয়েন্দু সত্বরপদে ইন্দুকে ত্যাগ করিয়া উদ্যানের অপরাংশে বেড়াইতে গেলেন। এরূপ ভাবে কখন ইন্দু স্বামীকর্ত্তৃক হতাদৃত হন নাই। চুম্বন না করিয়া তাঁহার অজয়েন্দু তাঁহাকে কখন পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। ইন্দু কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হৃদয়ের উচ্ছাস হৃদয়ে দমিত করিয়া প্রাসাদাভিমুখে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ধীবরকন্যার পরিচয় দেওয়া বোধ হয় নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে। যাহাকে আমরা এতক্ষণে পুস্তকে কেবল মাত্র ছায়ারূপে রাখিয়াছি, তাহার চরিত্র ও তাহার চিত্র ক্রমে পরিস্ফুট করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে, কারণ আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, এই ছায়া

মাত্র দেখিয়াই পাঠকগণের নিশ্চয়ই এই ধীবরকন্যার প্রতি সহানুভূতি জন্মিয়াছে। অজয়েন্দুর হৃদয়াকাশে তাহার কর্দ্দমাক্ত মলিনতা-মাখা মুখখানি যেমন মুহূর্ত্তের জন্য সময় সময় চমকিত হইতেছে, ঠিক তেমনই পাঠকদিগের হৃদয়পটেও এই দুঃখিনী বালিকার দুঃখ প্রতিফলিত হইতেছে।

কেন ? এই ক্ষুদ্র বালিকা কি ইন্দু হইতে রূপে শ্রেষ্ঠা,—এই ভিখারিণী বালিকা কি ইন্দু হইতে গুণে উত্তমা ? ইন্দুকেও আমারা দেখিয়াছি,—রাজ ভূষায় ভূষিতা ইন্দুকে দেখিয়াছি, তাহার অপরূপ বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য দর্শনে আমাদের নয়ন ঝলসাইয়া গিয়াছে, তাহার হৃদয়ে গভীরতম প্রেম দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি, প্রণয়পাত্রের বিপদাশঙ্কায় তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, তাঁহার জন্য তাহার নিজের প্রাণ সামান্য তৃণের ন্যায় যমুনাজলে নিক্ষেপিত করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তবে কেন তাহাপেক্ষাও আমাদের সহানুভূতি, স্নেহমমতা এই মৎস্য আহরণে ব্যাকুলিতা বালিকার প্রতি প্রধাবিত হইতেছে। ইহারতো আমরা কিছুই দেখি নাই,—কর্দ্দমাপ্লুত ইহার কেশরাশ ও ইহার মলিন মুখ দেখিয়াছি। পরের জন্য প্রাণ দিতে দেখি নাই, আপনার জন্য ক্ষুদ্র নিরপরাধী মৎস্যগণের প্রাণসংহারে ব্যাকুলিতা দেখিয়াছি, তবে কেন ইন্দু অপেক্ষাও ইহার প্রতি আমাদের মায়া হয় ?

যে বলে এ সংসারে দুঃখ দুঃখময়, যে বলে এ সংসারে দুঃখ অসহনীয়, যে বলে এ সংসারে দুঃখে সৌন্দর্য্য নাই, সে কখন সুখ উপলব্ধি করে নাই, সে কখন সুখ কাহাকে বলে তাহা জানে নাই। দুঃখে যে সৌন্দর্য্য আছে, সুখেও তাহাই আছে। জ্যোৎস্না-রাত্রের যে অপরূপ সৌন্দর্য্য, অমানিশারও ঠিক সেইরূপ সৌন্দর্য্য,—বরং দুঃখের দিকে আমাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়, কারণ পরের দুঃখ দূর করাই, পরের জন্য কাঁদিতে পরাই এ সংসারে সুখের উপায়, তাহাই আমাদের পরম সুন্দরী সর্ব্বগুণে গুণান্বিতা ইন্দু অপেক্ষা ধীবরবালিকার প্রতি এত মমতা জন্মিয়াছে।

ধীবরবালিকা প্রকৃতপক্ষে ধীবর বালিকা নহে। যমুনার তীরে একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে বালিকা নিজ দুঃখিনী মাতার সহিত বাস করিত। তাহার নাম কি তাহা কেহ জানিত না, তবে তাহার মা তাহাকে আদর

করিয়া "ফুল" বলিয়া ডাকিতেন। যেখানে বালিকা মায়ের সহিত বাস করিত, তাহার নিকট আর কেহ বাস করিত না, সুতরাং তাহার কেহই প্রতিবেশী ছিল না, নতুবা তাহার আর একটা নামও হইত। তাহার মা তাহাকে যাহা বলিয়া ডাকিতেন, আমরাও তাহাই বলিয়া ডাকিব।

যখন যমুনাবক্ষে আমরা ফুলকে দেখিলাম, তখন ফুলের বয়স দ্বাদশ মত্র পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দুঃখে পড়িলে লোকের যত শীঘ্র জ্ঞান হয়, তত আর কিছুতেই হয় না. ফুলেরও তাহাই হইয়াছিল,—তাহার বয়সাপেক্ষা তাহার বুদ্ধি অধিক ছিল।

এতদিন তাহার মা তাহার ভরণপোষণ একরূপ দুঃখে সুখে চালাইতেছিলেন, সুতা কাটিয়া, পাট বুনিয়া ও নানাবিধ উপায়ে তিনি কন্যার অন্নক্লেশ দূর করিতেছিলেন, কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমে শীঘ্রই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল,—তিনি পীড়িতা হইলেন। তখন ফুল দেখিল তাহাদের সম্মুখে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী মুখব্যাদান করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্বে তাহাদের যাহাতে চলিত, এক্ষণে মায়ের পীড়ায় তাহাদের তাহাপেক্ষা অধিক অর্থের আবশ্যক। যাহা ছিল, তাহাতেই সে দুই চারি দিন কষ্টে শ্রষ্টে চালাইল, তৎপরে মায়ের মতন সুতা ও পাট কাটিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। সে কতদিন মাকে বলিয়াছে,—"মা, আমাকে শিখাও না।" এ কথায় মায়ের দুটী চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া যাইত, তিনি কেবল বলিতেন—"না ফুল, না, প্রাণ থাকতে তোকে এ কাজ কর্ত্তে দিতে পারব না।"

এখন উপায়! ফুল নিজের ভাবনা ভাবে না, অর্থাভাবে মা কি অনাহারে মরিবে। সে সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি ভাবিল, কিন্তু কোনই উপায় স্থির করিতে পারিল না। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, ক্রমে বেলা হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু তখনও কোন উপায় স্থির করিতে পারিল না। সে অস্থির হইয়া উঠিল, এখনই যে মা আহার চাহিবেন, সে কি করিবে! সে কোথায় যাইবে? কাহার চরণে যাইয়া কাঁদিয়া পড়িবে?

ভাবিতে ভাবিতে সে যমুনাতীরে আসিল। বালিকাহৃদয় এত ভাবনা সহিতে পারিবে কেন? সম্মুখে খরপ্রবাহে কলকল নিনাদে যমুনা প্রবাহিত হইতেছে, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ গড়াইয়া পড়িয়া কত খেল

খেলিতেছে। ফুল ভাবিল "ডুবি না কেন! এই জলে ডুবিলে তো সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়। তা হলে তো আর আমাকে মায়ের যন্ত্রণা দেখিতে হয় না। না, ডুবি,—আর যে আমার সয় না।" এই ভাবিয়া সে জলে নামিল, তাহার পায়ের শব্দে চারি পাঁচটী মাছ লাফাইয়া উঠিয়া দূরে যাইয়া পড়িল। অমনি হৃদয়ের বালসুলভ চপলতায় ফুলের মাছ ধরিতে ইচ্ছা হইল,—ছেলেবেলায় সে কত যে আঁচল দিয়া মাছ ধরিয়াছে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, "কেন? এই রকমে মাছ ধরে বেচিলে তো পয়সা হয়। সকাল থেকে ধরতে আরম্ভ করে অনেক ধরতে পারবো, তার পর বাজারে বেচ্‌লে পয়সা হবে, পয়সা হলে মার যাহা দরকার সব কিন্‌বো, কেন মরবো? মাছ ধরি না।"

ফুল জলে নামিয়া আঁচল দিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করিল। এ সংসারে আশায় লোক বাঁচিয়া থাকে,—সংসারে আশা না থাকিলে কি হয়?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সংসারে কি হইতে কি হয় মানুষ তাহার কিছুই জানিতে পারে না। ফুল মায়ের আহারের জন্য মাছ ধরা আরম্ভ না করিয়া যদি অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিত, তাহা হইলে সে জলমগ্ন হইত না, তাহাকে উদ্ধার করিতে উদয়পুরের রাজকুমার জলে ঝম্প প্রদান করিতেন না, তাহা হইলে ফুলের জীবনে নানাবিধ বিপর্য্যয় ঘটিত না।

রাজকুমারের সহিত সাক্ষাতে ফুলের অর্থাভাব ঘুচিল বটে, মায়ের আহারের জন্য আর ফুলকে ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতে হইল না বটে, ফুলের নানাবিধ সুখের আয়োজন হইল সত্য, কিন্তু ফুল সুখী হইল না; কেন হইল না, তাহা সে নিজেও জানিত না। তাহার প্রাণে দুঃখ ছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহার তত ক্লেশ হইত না, দুঃখই হউক আর সুখই হউক, হৃদয়ে একটা কিছু থাকা চাই। যাহার হৃদয়ে কিছুই নাই,

তাহার মত দুঃখী এ সংসারে আর কেহই নাই। ফুলের হৃদয়ে দুঃখ ছিল,—দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের ভাবনা ছিল। রাজকুমারের সহিত সম্মিলনে দুঃখ গেল, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের ভাবনাও গেল,—কিন্তু হৃদয়ে সুখ আসিল না, আসিবে কেন? সুখের তাহার কি ছিল? তাহার হৃদয় শূন্য হইয়া পড়িল,—সে যেন কি চায় পায় না,—সে যেন কি খুঁজে দেখে না।

ক্রমে রাজকুমার রাজকুমারীর বিবাহসম্বাদ রটিল,—ফুলও শুনিল। সে ভাবিয়া ছিল, যাঁহারা তাহার এত উপকার করিয়াছেন, যাঁহারা তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের সুখের সম্বাদ শুনিলে সে সুখী হইবে, কিন্তু সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা হইল না। তাহার শূন্য হৃদয়ে যেন কোথা হইতে এক আগুন দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল।

এই সময়ে তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন তাহার মাতার পীড়া বৃদ্ধি হইল। রাজকুমারের বহু চেষ্টায়ও তাঁহার প্রাণ-রক্ষা হইল না। ফুলের শোকোচ্ছ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইবে এই আশায়ই রাজকুমার বিবাহ একমাস স্থগিত রাখিলেন।

অবশেষে তাঁহাদের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে ফুলও অন্তর্হিত হইল। আকাশে সময় সময় যেমন এক প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ ছায়ার মতন ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, অবশেষে দেখিতে দেখিতে দৃষ্টির অজ্ঞাতসারে তাহা আকাশে বিলীন হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ ফুল মানবদৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। রাজকুমার কত অনুসন্ধান করিলেন, রাজকুমার কতদিকে কত লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কোন-রূপেই ফুলের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না।

কে না দেখিয়াছেন—অন্ধকার রাত্রে আকাশে নক্ষত্র খসিয়া পড়ে, এই ছিল, আর নাই, কোথায় ছিল, কোথায় গেল, কে বলিতে পারে? সংসারে মানবসমাজেও ঠিক এইরূপ নক্ষত্র খসিয়া থাকে, এই আছে, আর এই নাই।

ফুল গিয়াছে, কিন্তু ফুল মরে নাই,—ফুল আছে—ফুল ঝরে নাই। যে আগুন ফুলের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ আগুন নহে, সে আগুনে কেহবা বিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, আর কেহবা আবার

স্বর্ণের ন্যায় অধিকতর দহনে অধিকতর উজ্জ্বল হইতে থাকে। আমরা এই ক্ষুদ্র উপন্যাসে দেখিব, এ আগুনে কাহার কি হয়।

ইন্দু কাঁদিয়াছে, ইন্দুর হৃদয়ে আগুন জলিয়াছে, সেই আগুনের বিমল মধুর বিভায় ইন্দুর হৃদয় গলিয়াছে, নতুবা ইন্দু কাঁদিবে কেন? আজহেন্দুর হৃদয়েও এই আগুন জ্বলিয়াছে, সেই আগুনের প্রখর উত্তাপে রাজকুমারের পাঠে বিরক্তি জন্মিয়াছে, শিকারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, চিন্তায় ঘৃণা দেখা দিয়াছে। তাহার প্রখর তেজ রাজকুমারের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে সময় সময় উন্মাদ করিয়া তুলিতেছে—আর সেই আগুনের স্রোতে ভাসিয়া ফুল খসিয়া গিয়াছে। পাঠক, এ আগুন কি, তোমাকে কি বলিতে হইবে?

যে মোহিনী মায়ায় সংসার চলিতেছে, যে বিশাল গভীর সমুদ্রে সুখ ও দুঃখ নামক দুই তরঙ্গ উত্থিত হইয়া মানবকে হাসাইতেছে ও কাঁদাইতেছে, এ সেই অনির্বচনীয় অব্যক্তব্য মধুরতাময় প্রেম।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আরাবলী পর্ব্বত। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে,—বৃক্ষের পশ্চাতে বৃক্ষ স্তরে স্তরে উঠিয়াছে। যতদূর দেখা যায়, কেবলই পর্ব্বত, কেবলই বৃক্ষ-লতা-পরিপূরিত সুন্দর প্রাকৃতচিত্র।

সন্ধ্যা হয় হয়. সূর্য্যদেব আকাশে স্বর্ণ ছড়াইয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে নিমগ্ন হইতেছেন। গাছ, লতা, পাতা, শৃঙ্গাবলী সুবর্ণরঙ্গে রঞ্জিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। ডালে ডালে পাখী আনন্দহৃদয়ে মধুর গান ধরিয়াছে, মলয় সমীরণ স্পর্শে নানা ফুল হাসিয়া হাসিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সে সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত, সে মনোহর দৃশ্য চিত্রেরও অতীত।

দেখিলে বোধ হয় এ রাজ্যে দুঃখ যাহাকে বলে তাহা নাই,—এখানে

কেবল সুখ, সুখের উপর সুখ, আনন্দের উপর আনন্দ, হর্ষের উপর হর্ষ, দেখিলে বোধ হয় এই স্বর্গ।

পর্ব্বতশৃঙ্গে ভর দিয়া দুইজনে উপবিষ্ট,—একটী যুবক, অপরটীকে বালিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একজনের অঙ্গে অপরে অঙ্গ হেলাইয়া সুখের তুফানে অঙ্গ ঢালিয়া উভয়ে উপবিষ্ট; একজনের আলুলায়িত কেশদাম অপরের বক্ষে তরঙ্গায়িত, একজনের এক বাহু অপরের কোটি বেষ্টিত; একজনের বাহু অপরের স্কন্ধে স্থিত, একজন আর দুইজন নাই, দুইজন এক হইয়া গিয়াছে। একজন অজয়েন্দু, অপরে ফুল।

হয়তো পাঠকগণ অজয়েন্দুর পার্শ্বে ফুলকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, কিন্তু এ সংসারে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার বিষয় কিছুই নাই, মনুষ যাহা ভাবিয়া পায় না, আমরা দিবারাত্রিই সেই দৃশ্য নয়ন-সম্মুখে দেখিতে পাই।

ইন্দু ভাবিয়াছিল যে, সে অজয়েন্দুকে পাইয়া সুখী হইবে. অজয়েন্দুও ভাবিয়াছিলেন, তিনি ফুলকে পাইয়া সুখী হইবেন, কিন্তু উভয়েরই আশা মিটিল না। মিটিত, যদি ফুল উভয়ের হৃদয়ের মধ্যস্থলে আসিয়া না ফুটিত।

যে দিন ইন্দু কাঁদিল, সেই দিন হইতে অবিরতধারে তাহার নয়নাশ্রু বহিতে আরম্ভ হইল, তাহার বদনের সে চিরহাসি বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাহার হৃদয়ের চাপল্য ভাব তিরোহিত হইল, অজয়েন্দু পূর্ব্বে তাহার সহিত বসবাসে যে সুখ উপলব্ধি করিতেন, এক্ষণে তাহাও আর পান না। তিনি দেখেন, তাঁহার ইন্দু সে পূর্ব্বের হাস্যময়ী, প্রেমময়ী ইন্দু নাই। যখন তিনি হৃদয়ভারে প্রপীড়িত হইয়া ব্যাকুলচিত্তে শান্তির জন্য ইন্দুর পার্শ্বে আসিতেন, তখন তিনি যে আশা করিয়া ইন্দুর পার্শ্বে আসিতেন, সে আশা পূর্ণ হইত না।

ক্রমে তাঁহার এমনই হইল যে, আর গৃহে থাকা সহে না, তাঁহার হৃদয় সদাই উদাস, তাঁহার প্রাণ সদাই ব্যাকুল, তিনি দেশভ্রমণের ইচ্ছা করিলেন; নানাদেশ ও নানাতীর্থ পর্য্যটন করিলে হৃদয়ে শান্তি-লাভ হইবে ভাবিয়া তিনি দেশভ্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

একদিন রাত্রে অজয়েন্দু ইন্দুর হাত দুখানি আদরে ধরিয়া বলিলেন, "ইন্দু, আমি দেশভ্রমণে যাইব মনে করিতেছি, তুমি বলিলে যাই।"

ইন্দু। অজয়, আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? তোমার যাহাতে আনন্দ হইবে, তাহাতে কবে আমি প্রতিবন্ধক দিয়াছি?

অজয়। তা নয়, তবু যদি তুমি মনে কষ্ট পাও, তবে আমি যাইব না।

ইন্দু। কেন যাবে না? যাও, গেলে তোমার মন স্থির হবে।

অজয়। ইন্দু,—তুমি দেবী অপেক্ষাও দেবী,—তোমার ভালবাসার সীমা নাই, আমি তোমার উপযুক্ত নই। প্রাণে এই দুঃখ থাকিল যে, আমি তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না।

ইন্দু। কে বলিল, আমি দুঃখী? আমার মত সুখী কে? অজয়,— এ সব কথা কেন বলচ?

অজয়। তুমি মনকে প্রবোধ দিতে পার, কিন্তু আমি যে পারি না। ইন্দু, ইন্দু,—আমাদের কেন এমন হ'ল!

ইন্দু। কি হয়েছে, নাথ,—কিছুইতো হয় নি, আমারাতো খুব সুখেই আছি।

অজয়। তুমি কি আমায় তেমনিই ভালবাস ইন্দু?

ইন্দুর দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল,—সে স্বামীর গলা দুই হস্তে জড়াইয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইল। অজয়েন্দু জগত সংসার বিস্মৃত হইলেন, তিনি আত্মপর ভুলিয়া গেলেন। সাদরে সপ্রেমে ইন্দুর সজল নয়ন শোভায় সুশোভিত মুখখানি দুই হস্তে তুলিয়া লইয়া শত সহস্র চুম্বন করিলেন,—পাগলের ন্যায় ব্যাকুলভাবে তাহার প্রেমময় মুখ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন,—তাঁহার হৃদয়ে, তাঁহার জীবনে ইন্দু ভিন্ন যে আর কিছুই নাই।

সহসা একি হইল। মুহূর্ত্তের জন্য পলকের নিমিত্ত ফুলের সেই কর্দ্দমাক্ত মলিন বদন তাঁহার হৃদয়পটে চমকিল। অজয়েন্দু ইন্দুকে সাদরে ঘুম পাড়াইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

ইন্দু ভাবিল, অজয় আর তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন না,— কিন্তু তাহা হইল না। পরদিবস অজয়েন্দু তীর্থভ্রমণে প্রস্থান করিলেন। ইন্দু কাঁদিল—কাঁদাই জীবনে সুখ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অজয়েন্দু আবরণি পর্ব্বত পরিদর্শনে আসিলেন। আবার তাঁহার পূর্ব্বভাব দেখা গিয়াছে, তিনি নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসেন,—নির্জ্জনে একমনে বসিয়া ভাবনাই এক্ষণে তাঁহার নিকট প্রিয়। পূর্ব্বের ন্যায় তিনি বন্দুকস্কন্ধে জঙ্গলে জঙ্গলে পরিভ্রমণে বিশেষ সুখ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

একদিন তিনি একাকী এইরূপ শিকারে বহির্গত হইয়াছেন, একাকী বনে বনে ঘুরিতেছেন, পক্ষীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নাই, প্রত্যহই এইরূপ শিকারে বহির্গত হয়েন, অথচ কোনদিনই একটি পাখীও শিকার করেন না। আজ্‌ও তিন চারি ঘণ্টা ঘুরিতেছেন, কিন্তু একটী পাখীও শিকার করেন নাই।

সহসা তিনি চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, অদূরে একটী বালিকা কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। সে কাষ্ঠ আহরণে এতই ব্যাকুলা যে, বৃক্ষের অতি ক্ষীণ শাখায়ও সে অবাধে গমন করিতেছে। বহুদিবস পূর্ব্বে এইরূপ ব্যগ্রভাবে আর একটী বালিকাকে তিনি মাছ ধরিতে দেখিয়াছিলেন। তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বালিকাকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য সেই বৃক্ষের নিকটস্থ হইলেন, অমনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে শত শত শব্দ শ্রুত হইল, তৎপরে এক বিকট চীৎকারে সমস্ত পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, দূরে দূরে বহুদূরে সেই চীৎকার-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে রাজকুমার বৃক্ষনিম্নে আসিয়া সেই পতনোন্মুখী বালিকাকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। বালিকার পদনিম্নস্থ শাখা ভাঙ্গিয়াছিল, নিকটে কেহ না থাকিলে নিম্নস্থ প্রস্তরখণ্ডে পতিত হইয়া বালিকা নিশ্চয়ই চূর্ণ বিচূর্ণ হইত। অজয়েন্দু নিজ বক্ষে বালিকাদেহ ধারণ করিয়া বালিকার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু একি! যে বালিকার মলিন মুখ সময় সময় তাঁহার হৃদয়পটে চমকিত হইতেছিল,—এই যে সেই ফুল।

ফুল মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল। অজয়েন্দু অতি যত্নে, অতি আদরে তাহাকে সেই বৃক্ষনিম্নে শয়ন করাইলেন, তৎপরে নিকটস্থ ঝরনা হইতে জল আনিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথা ও মুখে সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে বালিকা সত্বরে সজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু মেলিল, কিন্তু অমনি চক্ষু মুদিল। ৫ মিনিট, ১০ মিনিট অজয়েন্দু অপেক্ষা করিলেন, তবুত ফুল চক্ষু মেলিল না; তখন রাজকুমার অতি আদরে ডাকিলেন, "ফুল।"

ফুল চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল, অজয়েন্দু বলিলেন, "ফুল, তোমার লাগেনি তো?" এবার ফুল কথা কহিল, বলিল, "আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?"

অজয়। কেন ফুল, স্বপ্ন কি? তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পারচ্চো না?

ফুল। আমি যে এই রকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখি। কতদিন দেখেছি,—তার পর সব কিছুই নয়।

অজয়। ফুল, তুমি কি আমার কথা ভাবতে?

ফুল। না!

অজয়। তবে সপ্নে দেখ্‌তে কি?

ফুল। আপনাকে।

অজয়। কেন?

ফুল। আপনি যে আমায় কত আদর কর্ত্তেন।

অজয়। আমি তোমাকে চিরকালই আদর কর্ব্বো। তুমি আমাকে না বলে কেন চলে এসেছিলে? কেন ফুল,—আমি কি তোমাকে অযত্ন করিতাম?

ফুলের আরত লোচনদ্বয় ধীরে ধীরে জলপূর্ণ হইল, সে মস্তক অবনত করিয়া প্রস্তরে নানা চিত্র অঙ্কিত করিতে লাগিল। অজয়েন্দু বলিলেন, "তুমি যদি একটু আমায় ভালবাসিতে, তাহাহইলে আমাকে না বলিয়া আসিতে না। জান কি, আমি তোমাকে কত খুঁজেছি?'

ফুলের চক্ষু হইতে দুই চারি ফোঁটা জল পড়িল, অজয়েন্দু তাহা দেখিতে পাইলেন না, তিনি বলিলেন, "ইন্দু তোমার জন্য কত কেঁদেছে।"

এবার আবেগে ফুলের চক্ষু হইতে জল ছুটিল, সে হৃদয়বেগ আর দমন করিতে পারিল না। তখন অজয়েন্দুর দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল, তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, "ফুল, কাঁদ কেন? কি হয়েছে?" এবার ফুল ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তাহার ক্রন্দনে অজয়েন্দু আত্মবিস্মৃত হইলেন, তাহাকে সাদরে হৃদয়ে টানিয়া লইয়া তাহার চক্ষুজল মুছিয়া দিলেন, তাহার গোলাপ-বিনিন্দিত ওষ্ঠে শত সহস্র চুম্বন করিলেন। ফুলের বোধ হইল যেন তাহার পদনিম্ন হইতে সংসার সরিয়া যাইতেছে, সে ভয়ে চক্ষু মুদিল, অজয়েন্দুর হৃদয়ে মুখ লুকাইল। অজয় বলিলেন, "ইন্দু, আমরা কি তোমাকে অযত্ন করেছিলাম? আমাদের উপর নির্দ্দয় হয়ে কেন চলে এসেছিলে?"

এবার ফুল কথা কহিল, বলিল, "আমাকে আপনারা কেন এত যত্ন কর্ত্তেন?"

অজয় হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের এই কি অপরাধ? তোমাকে যত্ন করিব না। তোমাকে আমরা সকলে যে ভালবাসি ফুল! ইন্দু তোমাকে বড় ভালবাসে।"

ফুল কথা কহিল না। অজয় আবার বলিলেন, "ফুল, এবার যখন তোমাকে পেয়েছি, তখন আর ছাড়্‌ব না। এখন আবার বল, তুমি এখানে কোথায় আছ, আর এতদিন কোথায়ই বা ছিলে?"

পাঠকদিগকে যে চিত্র আমরা এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই দেখাইয়াছি, সেই সময়ে ফুল অজয়েন্দুকে নিজ জীবনের ইতিহাস বলিতেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ফুল বলিল, "আপনাদের বাড়ী থেকে কেন পালিয়ে ছিলাম জানি না। পালিয়ে যে কোথায় যাব, তাহাও ভাবি নাই—জানিতাম না। যে দিকে দৃষ্টি চলিল, সেইদিকেই ছুটিতে লাগিলাম। এইরূপে দুইদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ছুটিলাম। তিন দিনের দিন আর পা চলে

মা, আমি ক্লান্ত হয়ে এক বৃক্ষের নিম্নে বসিলাম। তার পর জানি না কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন দেখি যে, আমার মাথার নিকট একজন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট। তিনি বলিলেন, 'মা, তুমি যেই হও,—আমার সঙ্গে চল,—তুমি রাজার মা হবে।' আমার যাবার স্থান ছিল না, আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিলাম। তিনি আমাকে খুব যত্নে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এই পাহাড়ে এসেছি। তাঁর জন্য আজ কাট কুড়াইতে এসেছিলাম।"

অজয়। তা বেশ করেছ, এখন আমার সঙ্গে দেশে চল।

ফুল। না।

অজয়। না কি ফুল? তোমাকে যেতেই হবে।

ফুল। না।

অজয়। না যাওতো জোর করে নিয়ে যাব।

ফুল। আমি কাঁদবো।

অজয়। শশুর বাড়ী যেতে সব মেয়েই কাঁদে। আমি তোমাকে বিবাহ করে নিয়ে যাব। ফুল,"আমায় বে কর্ব্বে না?

ফুল। না।

অজয়। তোমার কথা আমি শুনি না। তোমার সঙ্গে আমার বে হবে। চল, তোমার সন্ন্যাসীর কাছে যাই, তিনি আমাদের বে দেবেন।

দুইজনে নীরবে আশ্রমে আসিলেন। সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুমার আজয়েন্দু নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব। আমি এই বালিকাকে বিবাহ করিব,—আমাদের আজই বিবাহ দিন।"

সন্ন্যাসী। খুব উত্তম প্রস্তাব। আমি জানি এই বালিকা রাজজননী হইবে, তবে রাজমহিষী হইবে না, সুতরাং আপনার সহিত ইহার বিবাহ হওয়াই কর্ত্তব্য, কিন্তু এ বালিকার কি এই বিবাহে মত আছে? বৎসে, তুমি কি বল?

ফুল। না।

সন্ন্যাসী। ও।—তোমাদের উভয়ের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল দেখিতেছি।

অজয়। গুরুদেব, ফুলকে আমরা সকলেই বড় ভালবাসি।

সন্ন্যাসী। তা তো দেখিতেছি।

অজয়। তবে ফুল যে 'না' বলিতেছে সে কেবল বড় লজ্জাশীলা বলে।

সন্ন্যাসী। রাজকুমার,—আমরা সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু দেখিতেছি আপনার অপেক্ষা আমার প্রণয়ব্যাপারে অধিক জ্ঞান আছে। আমিতো জানি—প্রণয়সাহিত্যে "না" মানেই হাঁ।

ফুলের আপত্তি টিকিল না, ফুল আর কোন কথা কহিবার অবসরই পাইল না। সন্ন্যাসী উভয়ের বিবাহ দিলেন।

অজয়েন্দু ফুলকে লইয়া দেশে প্রত্যাগমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় হইবার সময় তাঁহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যে বলিয়াছিলেন ফুল রাজমহিষী হইবে না, রাজজননী হইবে, ইহার অর্থ কি?"

সন্ন্যাসী। অর্থ যে কি, তাহা আমি চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারি নাই। রাজজননী হইবার চিহ্নসকল ফুলের অঙ্গে আছে, কিন্তু রাজমহিষী হইবার চিহ্ন একটিও নাই, অথচ দেখিতেছি ফুল রাজমহিষী হইতে চলিল।

অজয়েন্দু মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন এই সন্ন্যাসী নিতান্তই বাতুল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় তিনি ফুলকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিবাহের পর এক দুই করিয়া সন্ন্যাসীর আশ্রমে অজয়েন্দু দুই মাস কাটাইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অজয়েন্দুর বিবাহের সম্বাদ ইন্দু পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তিনি যখন প্রথম এই সম্বাদ পাইলেন, তখন সহসা তাঁহার হৃদয়ে বজ্রাঘাতের ন্যায় দারুণ বেদনা অনুভূত হইল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ক্রীড়া করিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, এত দিনে তাঁহার স্বামী সুখী হইবেন; স্বামীর সুখ ভিন্ন ইন্দু আর এ সংসারে কি জানে?

এত দিন তাহার হৃদয়ে যে শোকের মেঘ বিরাজ করিতেছিল, তাহা

মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরীকৃত হইল,—কোথা হইতে আনন্দের স্রোত আসিয়া যেন তাঁহার হৃদয় ভাসাইয়া দিল, তিনি তাঁহার সতিনীকে সাদরে মহা-সমারোহে গৃহে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত আয়োজন আরম্ভ করিলেন।

ফুল দরিদ্রের কন্যা, ফুল কখন সুখানুভব করে নাই; ফুলকে সুখী করিতে পারিলে প্রকৃতই একটী সদনুষ্ঠান হইবে। ইন্দুতো রাজকন্যা, রাজমহিষী, চিরকাল রাজসুখে বিলাসে লালিতা পালিতা,—তাহার সুখের চিন্তার আবশ্যক কি? যেমন করিয়া হউক, যাহাতে হউক, ফুলকে নিশ্চয়ই সুখী করিতে হইবে। প্রাসাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠ ফুলের জন্য সজ্জিত হইল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার সকল ফুলের জন্য সজ্জিত রহিল,—অতি সুন্দর বহু মূল্যবান বস্ত্রাদি তাহার জন্য ক্রয় করা হইল। ফুল আসিতেছে,— ফুল রাণী হইয়া আসিতেছে,—মহা আয়োজন মহা সমারোহ,—দেশের লোক ইন্দুর ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইল,—ইন্দুর সখীগণ ইন্দুকে কখনও এত আনন্দে বিভোর হইতে দেখে নাই,—তাহারা সকলে অবাক হইল।

অজয়েন্দু ও ফুল আসিলেন। মহা আদরে ইন্দু ফুলকে গৃহে লই-লেন, বলিলেন, "কেন বোন্, এমন করে আমাদের ফেলে যেতে হয়?" ফুলের আর সহিল না, সে ইন্দুর গলা জড়াইয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এত আদর যে তাহার সহে না। ইন্দুর এত আদরে যে তাহার হৃদয় ভাসিয়া যায়,—ইহাপেক্ষা ইন্দু যদি তাহাকে অনাদর করিতেন, তবে যে তাহার হইত ভাল!

বড় আশায় এবার অজয়েন্দু গৃহে আসিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন এবার নিশ্চয়ই সুখী হইবেন,—কয় বৎসর পূর্ব্বে ইন্দুকে লইয়াও ঠিক এইরূপ আশাপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু সেবার তবুও হৃদয়ে একটু কাল মেঘ ছিল, এবার একেবারে কৌমদীবিধৌত হৃদয়ে গৃহে আসিলেন, বড় আশা,—এবার তাঁহার সংসার স্বর্গে পরিণত হইবে।

কিন্তু এবারও হইল না। একজন সুখী হইলে কি হইবে, প্রণয়ীযুগলের সুখ পরস্পরের হৃদয়ে সমান প্রতিফলিত না হইলে কখনই তাহারা সুখী হইতে পারে না। অজয়েন্দু সুখী হইলেন বটে, কিন্তু ফুল হইল না।

পূর্ব্বে যখন তিনি ও ই গৃহে ফিরিয়াছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ

সুখী হয়েন নাই বটে, কিন্তু ইন্দুতো সুখী হইয়াছিল ;—কই, তাহাতে কি হইল ? সংসার স্বর্গ হইল না,—অজয়েন্দুকে দেশত্যাগী হইতে হইল।

এবার অজয়েন্দু সুখী, ফুল সুখী নহে, সুতরাং ফুলকে দেশত্যাগী হইতে হইল।

ফুলের হৃদয়ে ইন্দুর আদর সহে না। কেমন তাহার মনে আপনা-আপনি হয় যে, সে পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে,—অজয়েন্দুকে তাহার কোনই অধিকার নাই। তাহার যে সে বন ও কাষ্ঠ আহরণ এ রাজসুখ অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। সে বনের বিহঙ্গিনী, এ স্বর্ণপিঞ্জর তাহার ভাল লাগিবে কেন ? তাহার হৃদয়ে ক্রমেই উদাসভাব দেখা দিল, সে পরকে দুঃখিনী করিতেছে। ইন্দু দুঃখিনী নহেন, অন্ততঃ বাহিরেতো তাঁহাকে বড়ই সুখী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবুও কেন ফুলের হৃদয়ে এ বিশ্বাস ? ক্রমে এই বিশ্বাসে ফুল দিন দিন অসুখী হইতে আরম্ভ করিল। অজয়কে দেখিলে সে আত্মবিস্মৃত হয়, দিনরাতি অবিরত তাঁহার মুখ দেখিলে তাহার প্রাণে কত আনন্দ হয়, তাঁহাকে যে মুহূর্তের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রাণ চাহে না, নতুবা সে কখনই ইন্দুর সুখের পথে কণ্টক হইত না। ইন্দু, যে ইন্দু তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে, যে ইন্দু তাহাকে অবিরত ভগ্নি অপেক্ষাও যত্ন করেন, তাহাকে সে কোন্ প্রাণে নিজের স্বার্থের জন্য অসুখী করিতেছে ! না, আর সে পরকে অসুখী করিবে না, পরকে দুঃখিনী করা অপেক্ষা নিজের দুঃখিনী হওয়া সহস্রগুণে শ্রেয় , কিন্তু হয়, প্রাণ যে অজয়েন্দুকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে না।

একদিন গভীর রাত্রে ফুল ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্ব হইতে উঠিল, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নিজ বেশভূষা একে একে সকল খুলিয়া ফেলিল, তৎপরে সামান্য একখানি বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া সে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া অনিমিস নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে তাহার নয়ন জলে পূর্ণ হইল, সে নিজ আলুলায়িত সুচিক্কণ কেশদাম দিয়া নয়নাশ্রু মুছিয়া আবার অনিমিসনয়নে স্বামীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে ধীরে ধীরে মস্তক অবনত করিয়া স্বামীর ওষ্ঠপ্রান্তে নীরবে চুম্বন করিল। আবার নয়ন জলে পূরিল,—

আবার অশ্রুজল মুছিয়া ফুল ধীরে ধীরে সে প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করিল।

নীরবে নিঃশব্দে সে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া কোথায় যাইবে ভাবিতেছে,—সম্মুখে দেখিল—সন্ন্যাসী। তিনি ফুলকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি জানিতাম তোমার অদৃষ্টে রাজমহিষী হওয়া নাই। এখন এস, যেমন ছিলে তেমনই থাকিবে।"

ফুল কাঁদিয়া বলিল, "পিতঃ, আমাকে জুড়াইবার একটু স্থান দিন।"

যে সুখ আর দুঃখ এই দুইটা কথা লইয়া গোল করিয়া বেড়ায়, তাহার ন্যায় ভ্রান্ত এ সংসারে আর কেহ নাই। সুখও কিছু নহে, দুঃখও কিছু নহে, তোমার মন ও হৃদয়ই সব; তুমি যদি মনে কর তুমি দুঃখী, তবে তোমার মত দুঃখী আর ত্রিসংসারে কেহই নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কুমার অজয়েন্দু মহারাজা হইয়াছেন। তাঁহার গুণে সকলেই বিমুগ্ধ ছিল, তাঁহাকে রাজারূপে পাইয়া প্রজাগণ জয় জয় ধ্বনি করিতেছে।

কিন্তু হায়, তিনি আর সেই পূর্ব্বের সর্ব্বগুণে গুণান্বিত অজয়েন্দু নাই। তাঁহার চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যাহাকে আজ মাদকতায় পূর্ণ রাজপথপার্শ্বে পতিত দেখিয়াছি, তাহাকেই আবার জগতে পূজ্য ও গণনীয় দেখিয়াছি। যে সেক্সপিয়র রঙ্গালয়সম্মুখে কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলে ধনীগণের অশ্ব ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন, সেই সেক্সপিয়রকে এক্ষণে রাজাধিরাজ মহারাজগণ পূজা করিতেছেন। আবার যাঁহাকে আজ শত সহস্র লোকে পূজা করিতেছে, তাঁহাকেই আবার পর দিবস ঘৃণ্য হইয়া রাজপথে পতিত দেখিয়াছি।

সন্ধ্যার সময় প্রমোদ উদ্যানে ইন্দু ও অজয়েন্দুকে দেখিয়াছি; সন্ধ্যার সময় আরাবলী পর্ব্বতের উপর ফুলের সহিত অজয়েন্দুকে দেখিয়াছি, আজ সন্ধ্যার সময় আর একবার অজয়েন্দুকে দেখিব।

টলিতে টলিতে নীশিথ রাত্রে মহারাজা অজয়েন্দ্র গৃহের বাহিরে আসিতেছেন,—সুরায় তাঁহার চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু তাহাই বলিয়া শরীরে বল কমে নাই। দুই বাহুনিম্নে দুইটী উলঙ্গ অর্দ্ধ যুবতীকে ধারণ করিয়া মহারাজ গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন। সেইরূপ আজও চাঁদ আকাশে হাসিতেছে,—সেইরূপ আজও জ্যোৎস্নালোকে বৃক্ষলতা নাচিতেছে, সেইরূপ আজও ধীর-পবন-সঞ্চালনে ডালে ডালে ফুল ফুটিতেছে। এক সময়ে একদিন এইরূপ সময়ে অজয় ইন্দু সহ বশ-বাসে সুখে ইন্দুমুখ চুম্বনে আত্মবিহ্বল হইয়াছিলেন। একদিন এক সময়ে ঠিক এইরূপ সময়ে ফুলের সহিত বসবাসে ফুলের মুখচুম্বনে রাজকুমার সুখের স্বর্গে বিচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই থাকে নাই। তাঁহার হৃদয় তাহাতে তৃপ্ত হয় নাই। বড় সুখের সময় তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। যখন তিনি মনে মনে সুখের স্বর্গ গড়িয়াছিলেন, সেই সময়ে সেই সুখের স্বর্গ বালকনির্ম্মিত তাসের অট্টালিকার ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ইন্দুর নিকট সুখের আশায় বঞ্চিত হইয়া তিনি দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, ফুলের নিকট বঞ্চিত হইয়া যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে একেবারে নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

তিনি সুখের জন্য বারবনিতাসম্মিলনে সুরার আশ্রয় লইয়াছেন। সেইরূপ জ্যোৎস্নালোকে প্রমোদ উদ্যানে বারবনিতাগণের বিকসিত কপোলে উষ্ণ চুম্বন করিতেছেন,—কিন্তু কই, তাঁহার আশা কি মিটিয়াছে!

এই সময়ে কে এক দেবীমূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। চমকিত হইয়া যুবতীদ্বয় তাঁহার হস্ত-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল,—কিন্তু পারিল না। তিনি অসুরবলে তাহাদিগকে ধারণ করিয়াছিলেন।

তখন সেই দেবী বলিলেন, "নাথ,—গৃহে এস, অনেক রাত্র হয়েছে। দেখ তোমার দেরী হচ্চে বলে আমি নিজে তোমাকে দেখতে এলাম।"

রাজা বলিলেন, "তুমি কে বাবা জাম্ববান,—সরে পড়। না

যাবা,—একটু মদ খেয়ে যাও। বেরসিক যে বল্‌বে, তা প্রাণে সবে না।

ইন্দু স্বামীর হাত ধরিলেন,—বলিলেন, "নাথ, আমি তোমার দাসী ইন্দু, এস শোবে চল, তোমার অসুখ হয়েছে।"

রাজা। তুমি বাবা মেয়েমানুষ!—তা আগে বলনি;—এস সুন্দরী, এস বুকে করে রাখি।

এই বলিয়া যুবতীদ্বয়কে, সবলে দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন,—তাহারা দূরে যাইয়া ভূপতিতা হইল। অজয়েন্দু লম্ফ দিয়া ইন্দুকে, ধরিয়া আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বনে উদ্যত হইয়া স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন,—তখন ধীরে ধীরে,—অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তু—মি—কে?"

ইন্দু। দাসী—চরণে।

রাজা। তুমি ইন্দু,—তুমি আমার ইন্দু, তুমিও আমার অধঃপতন দেখ্‌লে,—দেখ; আর সেই তাকেও ডেকে এনে দেখাও। যাও ঘরে যাও, অজয়েন্দু মরেছে। আমি দানব, আমি রাক্ষস। ইন্দু, আমি আর তোমার স্বামী হবার উপযুক্ত নই—আমাকে আর ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না। পালাও—পালাও—পালাও।

ইন্দু সাদরে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া অতি কাতরে বলিল, "দাসী চরণে।"

রাজা। শুন্‌লি নি,—পালালি নি! বটে, তোমার আস্পর্দ্ধা বেড়েছে?

এই বলিয়া অজয়েন্দু অবাধে ইন্দুকে পদাঘাত করিলেন। রাজমহিষীর প্রস্তরপ্রাচীরে আঘাতিত হইয়া রক্ত ছুটিল। ইন্দু নিজ ক্লেশ বিন্দুমাত্রও অনুভব না করিয়া স্বামীর নিকট পাগলিনীর ন্যায় ধাবিতা হইলেন,—কিন্তু হায়, ততক্ষণে স্বামী টলিতে টলিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজা মাতাল, রাজা রাজকার্য্য দর্শনে সম্পূর্ণ অক্ষম। পূর্ব্বের বিচক্ষণ মন্ত্রীবর্গ একে একে দূরীভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের স্থলে রাজার আধুনিক পারিষদগণ নিযুক্ত হইয়াছেন, রাজ্যমধ্যে হাহাকারধ্বনি উঠিয়াছে। ইন্দু প্রাণপণে রাজ্যরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইল। প্রজাগণের আর সহ্য হয় না,—অত্যাচারের অনাচারের সীমা নাই। রাজা কিছুই দেখেন না. তাঁহার সহচরবর্গ যাহা অভিরুচি তাহাই করিতেছে, রাজ্যে সতীর সতিত্ব আর থাকে না, ধনীর ধন প্রতিদিন রাজসখাগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত হইতেছে।

অত্যাচার আর কত দিন সহ্য হয়? রাণী ইন্দুমতীর মুখ চাহিয়াই প্রজাগণ এতদিন নিরস্ত ছিল। সহসা একদিন নগরে প্রচার হইল যে, রাজার আজ্ঞায় মন্ত্রী মহারাণীকে কারারুদ্ধা করিয়াছেন। নগরের চারিদিকে এক মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, প্রজাগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল।

অথচ ঝড়ের পূর্ব্বকালীন গগনের ন্যায় আজ নগরে সকলই নিস্তব্ধ, নীরব। নগরবাসীগণ অতি সাবধানে মৃদুস্বরে পরস্পরের সহিত পরস্পরে কথা কহিতেছে, বহুসংখ্যক দোকান আজ একেবারেই উন্মুক্ত হয় নাই; কাজ কর্ম্ম যেন আজ একেবারেই স্থগিত হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে নগরবাসীগণ দলবদ্ধ হইয়া কথোপকথন করিতেছে।

মহারাজা অজয়েন্দুর ইহার কিছুতেই লক্ষ্য নাই, তিনি সুরা ও বারাঙ্গনা লইয়াই উদ্যানে মত্ত। তাঁহাকে নগরের এ ভীষণ অবস্থা কেহ জ্ঞাপন করে নাই,—করিবার আবশ্যকতাও হয় নাই।

নীশিথ রাত্রে ঝড় উঠিল। প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া জয় জয় ধ্বনি করিয়া উঠিল। মন্ত্রীগণের প্রাসাদ একে একে লুণ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল, স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, চারিদিক হাহাকার শব্দে পূরিয়া গেল।

ক্রমে বিদ্রোহীগণ প্রমোদউদ্যানে আসিয়া বেষ্টন করিল; তাহারা সকলে উন্মত্তের ন্যায় মহারাজার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। তাহাদের চীৎ-

কারে রাজার সহচর ও সহচরীগণ একে একে প্রাণভয়ে সকলে পালাইল। ঘোর কোলাহল শুনিয়া রাজা দুই একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে বাবা,—সুখের সময় এ কেন?"

কেহ তাঁহার কথায় উত্তর দিল না, তিনিও ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে শক্তি তাঁহার আর নাই। নগরে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে কতক বুঝিয়া চিরস্বভাবসুলভ হৃদয়াবেগে অসি অনুসন্ধানে হস্ত বিস্তৃত করিলেন, কিন্তু হস্তে অসি উঠিল না, সেতার উঠিল।

ক্রমে কোলাহল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, দ্বার ভগ্ন করিয়া বিদ্রোহীগণ উদ্যানে প্রবিষ্ট হইতেছিল, উদ্যানের নানাস্থানে তাহারা অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল; তাহারা অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আজ উন্মত্ত হইয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে আজ দয়ামায়া আর কিছুই নাই, তাহারা এক্ষণে রাজাকে সম্মুখে পাইলে শতছিন্ন করিতেও সক্ষম।

বিকট কোলাহলে অজেয়েন্দুর নেশা ক্রমে ছুটিয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ তিনি স্বয়ংই পরিষ্কার করিয়াছেন; তবে তাঁহার প্রজাগণ যে বিদ্রোহী হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিতেছে, ইহা তাঁহার মনে একবারও হইল না। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার রাজ্য অরক্ষিত দেখিয়া কোন শত্রুরাজা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণে মায়া জন্মিল, মুহূর্ত্তের জন্য রাজপুত্রবীর্য্য হৃদয়ে উত্তেজিত হইল, তিনি লম্ফ দিয়া উঠিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না।

এই সময়ে জলস্রোতের ন্যায় বিদ্রোহীগণ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাজার অবস্থা দর্শনে তাহারা স্তম্ভীভূত হইয়া দাঁড়াইল। কাহারও মুখে বাক্যস্ফূরণ হইল না। অবশেষে একজন বলিল, "মহারাজ, আমাদের মহারাণী কোথায়?"

প্রজা মহারাজকে প্রশ্ন করিবে? মহারাজা অজয়েন্দু ক্রোধে বলিলেন, "আমি কি মহারাণীর প্রহরী?"

অপর একজন বলিল, "তুমি রাক্ষস, তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছ!"

রাজা। সাবধান, মুখ ঠিক করিয়া কথা বল!

"বটে", এই বলিয়া একজন শাণিত কুঠার রাজার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তুলিল। রাজসখা ইহার স্ত্রী পরিবার সকলের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন; সুতরাং এ ব্যক্তি ক্রোধ উপশমিত করিতে পারিল না,—"বটে" বলিয়া কুঠার তুলিল। মুহূর্তের মধ্যে রাজশোণিতে ধরা প্লাবিত হইত, কিন্তু কে এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে সেই ব্যক্তির হাত ধরিল,—ক্রুদ্ধ বিদ্রোহী সিংহের ন্যায় তাঁহার দিকে ফিরিয়া স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইল। তৎপরে চারিদিকে "জয় মহারাণীকি জয়' ধ্বনি করিয়া সমস্ত সহর প্রকম্পিত করিয়া তুলিল।

রাণী ইন্দু নহেন,—ফুল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যখন ইন্দু দেখিলেন যে স্বামীর চরিত্র পরিবর্তন করিবার আশা তাঁহার বিন্দুমাত্রও নাই,—তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও স্বামীকে সুপথে আনিতে পারিলেন না,—বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন, কত দিন স্বামীর পা ধরিয়া কাঁদিলেন,—স্বামীর হৃদয় নিজ চক্ষুজলে ভাসাইয়া দিলেন, তবুও তাঁহার দয়া হইল না,—তবুও তাঁহার মন গলিল না,—তবুও তিনি কুপথ পরিত্যাগ করিলেন না, তখন তিনি হতাশ হইয়া ভাবিলেন, "আমি হতভাগিনী, আমার দ্বারা তো কিছুই হইল না, হয়তো ফুল আসিলে অজয় ভাল হইবে, ফুলকে হারাইয়াইতো তাঁহার এ দশা হইয়াছে,—ফুল আসিলে নিশ্চয়ই তিনি এ সকল কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন; আমি ফুলকে খুঁজিব, যেখানে পাই সেই স্থান থেকে ফুলকে আনিব।"

ইন্দুর অপরাধ কি? সেতো আপনার হৃদয়কে বলিদান দিয়া তাহার হৃদয়ের হৃদয়রত্ন অজয়েন্দুকে ফুলের করে সমর্পন করিয়াছিল। আনন্দে, উৎফুল্লহৃদয়ে, হাস্যমুখে, মহাসমারোহে ফুলকে গৃহে লইয়াছিল। তাহার অদৃষ্টে সুখ নাই, নচুবা ফুল তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে কেন? হাতে ধরিয়া হউক, পায়ে ধরিয়া হউক, মিনতি করিয়া

হউক, কাঁদিয়া হউক, সে যেমন করিয়া পারে ফুলকে গৃহে আনিবেই আনিবে,—সে আসিলে নিশ্চয়ই অজয়েন্দু ভাল হইবেন।

রাজা সুরার মত্ত, তাঁহার তত্ব এখন আর কেহ লইত না। ইন্দু দুই জন বিশ্বস্ত সখী সমভিব্যাহারে ফুলের অনুসন্ধানে রাজধানী পরিত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে ইন্দুর অন্তর্দ্ধানসম্বাদ নগরে প্রচারিত হইল। কেহ বলিল—"মহারাজের আজ্ঞায় মহারানী কারারুদ্ধা হইয়াছেন, কেহ বলিল ধূর্ত্ত রাজপারিষদগণ পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, কেহ কেহ বলিল, কুচক্রীগণ তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছে। উৎপীড়িত নগরবাসীগণ এ সম্বাদ পাইয়া কিরূপ উন্মত্ত হইয়াছিল পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। ইন্দুর নগরপরিত্যাগের ঠিক একমাস পরে নগরে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই অগ্নিতে রাজা ও রাজপারিষদগণ সকলেই ভস্মীভূত হইতেন তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই ভীষণ ভয়াবহ সময়ে ফুল আসিয়া দর্শন দিল। তাহাকে প্রজাগণ সকলেই চিনিত, বিদ্রোহীগণ প্রমোদউদ্যানে তাহাকে দেখিবামাত্র জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, বাহিরে যাহারা ছিল, তাহারা এই জয়ধ্বনির কারণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াও জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, দূরে দূরে যাহারা অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে আকাশ বিকম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ফুলের বিকাশে সহসা নগরে বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

যাহারা মহারাজাকে বেষ্টন করিয়াছিল, তাহারা মহারাণীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। তখন স্বর্গের দেবীর ন্যায়, পর্ব্বতের অপ্সরীর ন্যায় ফুল বাহু আন্দোলিত করিয়া তাহাদিগকে উদ্যান পরিত্যাগের ইঙ্গিত করিল। অলক্ষিত বায়ুপ্রবাহে শ্যামল ধান্য যেরূপ অবনত হইয়া পড়ে, বাজীকরের মায়াময় দণ্ড হেলনে যেমন দ্রব্যাদি দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যায়, ঠিক তেমনই বিদ্রোহী নগরবাসীগণ নিমিষমধ্যে উদ্যান হইতে অন্তর্হিত হইল।

ইন্দু ফুলের অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার অনুসন্ধান করে নাই, করিলে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া ক্লেশকর হইত না,—করিলে হয়তো নগরে বিদ্রোহাগ্নি জলিত না, ফুলও আসিত না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সখীসঙ্গে ইন্দু নৌকাযোগে ফুলের অনুসন্ধানে চলিয়াছেন; গাছে গাছে ডালে ডালেতো কতই ফুল ফুটিয়াছে, কিন্তু কই—সে ফুল কই? তবে কি সত্য সত্যই এই সকল ফুলের ন্যায় সেই আদরের ও স্নেহের ফুল প্রকৃতই ঝরিয়া গিয়াছে? যাইতে যাইতে কত বার ইন্দুর মনে এই কথা উদিত হইয়াছে, সে কতবার ভাবিয়াছে,—হয়ত ফুল আত্মহত্যা করিয়াছে; আবার ভাবিয়াছে কেন করিবে? না, সে মরে নাই, অনুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

পাঁচ বৎসর হইতে ফুল অন্তর্দ্ধান; পাঁচ বৎসরে কতই পরিবর্ত্তন হইয়াগিয়াছে। ইন্দু আর সে ইন্দু নাই, অজয়েন্দু আর সে অজয়েন্দু নাই, রাজধানীও আর সে রাজধানী নাই। যে ইন্দুর প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় বদনে হাসি সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিত, যাহার প্রফুল্ল নয়নে সর্ব্বদাই হাসির তরঙ্গতরঙ্গায়িত হইত, তাহার নয়নে অবিরত নয়নাশ্রু বহিতেছে, তাহার হাস্যময় বদনে শোকের কালিমা পড়িয়াছে। যে অজয়েন্দুর গুণে সকলেই মুগ্ধ ছিল, যিনি প্রেমের পূর্ণ উৎস ছিলেন, যাঁহার সচ্চরিত্রতা ও গুণের কথা শুনিয়া দেশদেশান্তরের লোক বিমুগ্ধ হইত, সেই অজয়েন্দু এক্ষণে নররাক্ষস। যে রাজধানী দুই বৎসর পূর্ব্বে শোভায় অতুলনীয় ছিল, ধনে কাহারও হইতে ন্যূন ছিল না, যে নগরবাসীগণ ধন, মান, যশে সর্ব্বদা সুখী থাকিত, সেই নগরেই আজ সর্ব্বদা দুঃখের রোল উঠিতেছে,—অত্যাচারের ঝটিকা ছুটিতেছে; হায়! পাঁচ বৎসরে কি পরিবর্ত্তনই হইয়া গিয়াছে। যে বলে ধনে সুখ, সে মূর্খ,—যে বলে রাজ্যশাসনে রাজা মহারাজা হওয়া সুখ, সেও ভ্রান্ত।—যে বলে বিলাসে মগ্ন হইয়া থাকাই সুখ, সে সুখ কাহাকে বলে তাহা জানে না! যদি এ সকলে সুখ থাকিত, তাহা হইলে ইন্দুও সুখী হইত।

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে ইন্দু চলিয়াছে। সহসা তাঁহার দৃষ্টি নদীর পরপারস্থ দুইটী লোকের প্রতি আকৃষ্ট হইল। নৌকা নদীর

এক কূল ঘেঁসিয়া যাইতেছিল, সুতরাং অপরপারস্থ দ্রব্যাদি বিশেষ স্পষ্ট দেখা যায় না; তবে ইন্দু এইমাত্র দেখিল যে, নদীতীরে একটী বালক একটী রমণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। বালক ছুটিয়া যাইয়া তাহাকে একবার ধরিতেছে, রমণী আবার তাহার হস্তমুক্ত হইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। দুইটী ক্ষুদ্র মেষশাবক নাচিতে নাচিতে এই ক্রীড়ায় যোগ দিতেছে, কখন কখন বা তাহারা বালকের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে, কখনও বা আবার রমণীর অনুসরণ করিতেছে।

অন্ত কেহ হইলে হয়তো এ দৃশ্যে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার এমন কিছুই দেখিতে পাইতেন না। এ সংসারে প্রতিদিনই দেখিতে পাওয়া যায়—তুমি যাহা দেখ না, আমি তাহাই দেখিবার জন্য পাগল হই। এই বালকের বালসুলভ ক্রীড়া যে কেবল ইন্দুই দেখিয়াছিলেন, এরূপ নহে, সখীদ্বয়ও ইহা দেখিয়াছিলেন, দাঁড়ী মাঝিগণও দেখিয়াছিল, কিন্তু ইহাতে এমন কিছুই ছিল না, যাহা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতে হয়।

কিন্তু ইন্দু ব্যাকুলা হইলেন। নৌকা তৎক্ষণাৎ পরপারে লইয়া যাইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। মাঝি বলিল, "এখানে পাড়ী দেওয়া বড় কষ্ট, এখানে বড়ই টান; খানিকটা আগে গিয়া পাড়ি দিব।" ইন্দু তাহার কোনই ওজর আপত্তি শুনিলেন না। মাঝিকে নৌকা লইয়া অপর পারে যাইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন।

নৌকা পরপারে আসিতে প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা কাটিয়া গেল; কিন্তু যখন নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল, তখন ইন্দু দেখিলেন, বালকের সহিত রমনী আর নাই। বালক মেষশাবকদ্বয় লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

বালকের মুখ দেখিয়া ইন্দুর প্রাণ আরও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই বালককে নৌকায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, কিন্তু বালক আসিল না। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাণী, ও আসে না, বলিল—যার ডাকে দেখবার ইচ্ছা, সে এসে দেখে যাক।"

ক্ষুদ্র বালকের মুখে এই কথা শুনিয়া ইন্দুর কৌতূহল চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল,—বালককে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—তিনি সখীদ্বয়কে পাঠাইলেন।

সখীরা বালকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

বালক রমনীদ্বয়ের দিকে নিজ বিশাল নয়ন বিস্তৃত করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া দেখিল, তৎপরে বলিল, "বাবা আমার নাম রাখেন নি,—আমি রাজার ছেলে।"

সখীদ্বয় একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "বটে, তোমার মা কে?"

বালক। আমার মা—রাজার মা।

বালকের বালসুলভ বাক্যে সখীদ্বয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তোমাকে আমাদের রাণীমা একবার দেখ্‌তে চান্, চল, তোমাকে কোলে করে ঐ নৌকায় নিয়ে যাই।"

বালক। আমি কি তোমাদের চাকর নাকি?

সখী। অনেক খেলনা দেব,—কত খাবার দেব—এস।

বালক। আমি রাজা হলে কতজনকে অমন কত খেলনা দেব।

সখীদ্বয় ক্ষুদ্র বালকের নিকট পরাস্ত হইয়া নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইন্দুকে সকল কথা বলিলেন। তখন ইন্দু কাহারও নিষেধ না মানিয়া স্বয়ংই বালককে দেখিতে চলিলেন।

তিনি বালকের নিকট আসিয়া বলিলেন, "এস, আমি তোমায় ভেড়া ধরে দি।" বালক মেষশাবকের পশ্চাদনুসরণ করিতেছিল, ইন্দুর কথায় স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইল, বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল,—তৎপরে বলিল, "তুমি পার্ব্বে কেন? ওরা ভারি দুষ্ট।"

ইন্দু। তা ওরা না হ'ক খেলা করুক,—তুমি আমার নৌকায় এস, আমি তোমায় অনেক জিনিস দেখাব অখন।

বালক। আমি কেন যাব?

ইন্দু। আমি তোমায় ডাক্‌চি বলে।

বালক। মা যদি বকেন?

ইন্দু। কেন বক্‌বেন? বক্‌বেন না। এখনই তোমায় আবার রেখে যাব।

বালক। তবে চল।

ইন্দু। এস, তোমায় আমি কোলে করে নিয়ে যাই।

বালক আবার বহুক্ষণ ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইন্দু বলিলেন, এস, না হলে তোমার পায়ে কাদা লাগ্‌বে।"

বালক নীরবে কোলে উঠিল। ইন্দুও বালককে সস্নেহে কোলে করিয়া নৌকার দিকে ফিরিলেন। অমনি কে মধুরস্বরে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ হইতে বলিল, "দুষ্টু ছেলে,—লোক চেন না? ইনি যে তোমায় চুরী করে নিয়ে যাচ্চেন?' ইন্দু চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন,—ফুল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইন্দু সস্নেহে ফুলের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "ফুল,—এ ধনে কি আমার অর্দ্ধেক ভাগ নাই? ফুল হাসিল, বলিল, "দিদি, আমায় ক্ষমা কর, আমার শরৎ তো তোমারই।"

ইন্দু। ছি। এমন করে ভুলে থাক্‌তে হয়? এমন কোরে না বোলে আসতে হয়? চিরকালই কি পাগল।

ফুলের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। ফুল বলিল, "দিদি, তোমাদের সুখের পথে কণ্টক হইব না ভাবিয়া পালাইয়াছিলাম,—কিন্তু দেখ বেশীদূর পালাতে পারি নাই!"

এবার ইন্দুর চক্ষে জল আসিল, ইন্দু বলিলেন,—"ফুল, তুমি থাকিলে আমরা সুখী হইতাম, তুমি চলিয়া আসিয়া আমাদের সুখের সংসার শ্মশান হইয়াছে। তোমারই অনুসন্ধানে আমি ঘুরিতেছি,—এত শীঘ্র যে তোমায় পাইব, তাহা ভাবি নাই,—সে অনেক কথা, চল নৌকায় চল, সব বলিতেছি।'

উভয়ে নৌকার দিকে চলিলেন, তখন বালক মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "মা, মা,—ইনি কে?

ফুল। উনি তোমার মা।

বালক। তুমি যে আমার মা।

ফুল। উনিও তোমার মা। তোমার দুজন মা।

বালক। তবে আমি কার কোলে চড়বো?

ইন্দু। তোমার কার কোলে থাক্‌তে ইচ্ছা করে?

বালক। মা আমায় মোটে কোলে করে না, কাছে গেলে মারতে আসে।

ইন্দু সাদরে বালকের গণ্ডে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিলেন। ফুল হাসিল। সুখ কোথায়?—এইতো সুখ।

ইন্দু ফুলকে অজয়েন্দুর বিবরণ সমস্তই বলিলেন,—রাজ্যের অবস্থাও জ্ঞাপন করিলেন; তখন দুই সতীনে দুই ভগিনীর ন্যায় পরস্পরে পরস্পরের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুখ কোথায়? এইতো সুখ।

উভয়ে কথঞ্চিৎ প্রকৃতস্থ হইলে ফুল কাতরে ইন্দুর হাত ধরিয়া বলিল, "দিদি,—এখন উপায়?

ইন্দু। আমার দ্বারা যাহা সম্ভব, তার সবই করেছি। ফুল,—আমিতো তাঁকে ভাল কর্ত্তে পারি নাই,—আমি জানি, তুমি পার্ব্বে।

ফুল। দিদি, তিনি কি আমাকে মনে করেন? হয়তো তিনি আমাকে চিন্‌তে পার্ব্বেন না!

ইন্দু। ফুল, আমি জানিতাম তুমি ভালবাসা কাকে বলে জান। যে যাকে একবার ভালবেসেছে, সে কখনই কি তাকে আর ভুল্‌তে পেরেছে?

ফুল। তাঁর জন্যে আমি প্রাণ দেব; তাতেও কি তিনি ভাল হবেন না? আমরা দুজনে তাঁর দু পা ধরে কাঁদিব; যতক্ষণ না তিনি ভাল হয়েন, ততক্ষণ ছাড়িব না,—তার পর আমরা প্রাণ দেব, তা হলেও কি তিনি ভাল হবেন না? দিদি, চল, চল,—আমি কেন তাঁকে ফেলে এসেছিলাম?

আবার দুই জনে গলা ধরিয়া ক্রন্দন! স্ত্রীলোকের ক্রন্দনই বিপদের আশ্রয়, তাহাই স্ত্রীলোকেরা পুরুষাপেক্ষা সুখী। ক্রন্দন অপেক্ষা

সুখের উপায় এ সংসারে আর কি আছে? যে বলে ক্রন্দন দুঃখের চিহ্ন সে ক্রন্দন কাহাকে বলে জানে না। যখন শোকে বুক ফাটিয়া যায়, আর সহে না, তখন কেহ কি কাঁদিয়া দেখিয়াছেন? যিনি সেইরূপ কান্না কাঁদিয়াছেন, তিনিই জানেন ক্রন্দনে দুঃখের কি বিরাম—ক্রন্দনে কত অসীম অনির্ব্বচনীয় সুখ।

ফুলও নিজ বৃত্তান্ত ইন্দুকে বলিল। যে সন্ন্যাসী তাহাকে এক সময়ে আশ্রয় দিয়া আরাবলী পর্ব্বত উপরে রাখিয়াছিলেন, যিনি তাহার বিবাহ দেন, যে দিন সে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া আইসে, সেইদিন তাঁহার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি এবার তাহাকে আরাবলী পর্ব্বতে লইয়া যাইতে অসম্মত হইলেন। ফুল বলিল, "আমি কত তাঁহার সাধ্যসাধনা করিলাম, রাজপ্রাসাদ হইতে দূরে দূরে যাইবার জন্য আমার হৃদয় পাগল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আমার অনুনয় বিনয় শুনিলেন না। বলিলেন—'না, নিকটেই থাকিতে হইবে। তুমি অন্তঃস্বত্ত্বা, বেশী দূর গেলে চলিবে না। বিশেষতঃ পাঁচ বৎসর বয়সে তোমার ছেলে রাজা হবে। দূরে গেলে চলিবে না।' তিনি অনেক সময়ে অনেক কথা বলেন, যাহা আমি বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার কথায় অবাধ্য হওয়াও যায় না। সেই পর্য্যন্ত এইখানে আছি।"

তৎপরে ফুল হাসিয়া বলিল, "তিনি ছেলেটার মাথাও খেয়েছেন। ওকে দিনরাত বলেন, তুই রাজার ছেলে,—রাজা হবি।"

ইন্দু। ফুল, তোমার একটা কথায় আমার মন যে আরও চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। পাঁচ বৎসরে আমাদের শরৎ রাজা হবে। তবে কি, তবে কি,—আমার—আমাদের অজয়েন্দুর কোন বিপদ ঘটেছে!

ফুল। দিদি,—চল আমরা শিগ্‌গির তাঁর কাছে যাই।

সন্ন্যাসীকে সম্বাদ দেওয়া হইল। অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যেই ফুল ও ইন্দু ক্ষুদ্র রাজকুমার শরতেন্দুকে লইয়া রাজধানী অভিমুখে চলিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

যখন ইন্দু ও ফুল নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ইন্দু কাঁদিয়া ব্যাকুলা,—কিন্তু ফুল কাঁদিল না। বলিল, "দিদি, তিনি কোথায় আছেন বলে বোধ হয়?"

ইন্দু। বাগানে,—হয়তো এতক্ষণে—

ফুল। একবার আমি দেখিব,—তুমি এই খানেই থাক।

ইন্দু। না না—তা হলে তোকে কেটে ফেলবে!

ফুল। না হয় স্বামীর জন্য মরিলাম।

ইন্দু। তবে আমিও যাব।

ফুল। তা হ'লে দুজনেই মরিব, কোনই কাজ হবে না।

ফুল অনেক কষ্টে ইন্দুকে বুঝাইয়া নগরে প্রবিষ্ট হইল। সে যে প্রমোদউদ্যানে প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন।

যখন বিদ্রোহীগণ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিল, তখন অজয়েন্দু ফুলের দিকে ফিরিলেন,—তিনি ফুলকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

ফুল ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দিল, সহসা সর্পে দংশন করিলে মানুষ যেমন লম্ফ দিয়া উঠে, মহারাজা অজয়েন্দু তেমনই লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তৎপরে উন্মত্তের ন্যায় ফুলকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। ফুল সরিয়া দাঁড়াইল, তৎপরে ধীরে ধীরে অতি গম্ভীরে কহিল, "অজয়, তুমিতো আর সে অজয় নাই। আমাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিবার ক্ষমতা অজয়ের ছিল, তুমি সে অজয়েন্দু থাকিলে তোমারই থাকিত, তাহাতো আর নাই।"

অজয়েন্দু দাঁড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন, তৎপরে বলিলেন, "ফুল, সত্যই বলিয়াছ, আমি আর তোমার উপযুক্ত নহি। আমি পশু হইতেও অধম। যদি কখনও তোমার উপযুক্ত হই, তবে তোমাকে স্পর্শ করিব।"

এই বলিয়া অজয়েন্দু উঠিলেন। ফুল বলিল, "এইতো অজয়েন্দুর

ন্যায়। রাজ্য অরাজকতায় পূর্ণ, নগরে বিদ্রোহ, আর মহারাজা অজয়েন্দু আমোদে মত্ত।"

অজয়। ক্ষান্ত হও ফুল, ক্ষান্ত হও, আমার চৈতন্য হইয়াছে। কে আছিস্ রে?

কেহ মহারাজার চীৎকারে উত্তর দিল না। তখন ফুল বলিল, "মহারাজ, সকলেই আপনাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।"

রাজা। তা আমি জানি, যখন সকলে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন তুমিই কেবল আমার পার্শ্বে আছ, ফুল, আমি তোমার উপযুক্ত হইব।

এই বলিয়া অজয়েন্দু উঠিলেন, পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ মধ্য হইতে যুদ্ধবেশ আনিয়া পরিধান করিলেন, তৎপরে উন্মুক্ত অসিহস্তে বহির্গত হইলেন, বলিলেন, "অশ্বশালায় অশ্ব আছে, লইব,—আমি এখনও মরি নাই।

নীরবে ফুল রাজার পশ্চাদনুসরণ করিল। সে যে নিঃশব্দে পশ্চাত পশ্চাতে আসিতেছে, রাজা তাহা লক্ষ্য করেন নাই, তিনি নিজমনে অশ্বে আরোহণ করিয়া নগরাভিমুখে প্রধাবিত হইলেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্য অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া ফুল তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল, তৎপরে বায়ুবেগে মহারাজার পশ্চাদনুসরণ করিল।

চারিদিকে নাগরীকগণ তখনও চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে, তখনও তাহাদের ক্রোধ উপশমিত হয় নাই। নিশিথ রাত্রে অশ্বারোহী পুরুষ দেখিয়া তাহারা আসিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিল। রাজা গর্জ্জিয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে চিনিতেছ না? ভাবিয়াছ আমি মরিয়াছি—আমি মরি নাই। যাও, যে যাহার গৃহে যাও, নতুবা আমি এখনই বিদ্রোহীগণের শিরশ্ছেদ করিব।"

"জয় মহারাজা অজয়েন্দু কি জয়" বলিয়া অপর আর একজন অশ্বারোহী আসিয়া রাজার পার্শ্বে অশ্ব সংযোজিত করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নগরবাসীগন উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল, "জয় মহারাণীর জয়।" অজয়েন্দু ফিরিয়া দেখিলেন,—ফুল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যাহার অভাব মিটাইবার জন্য উপায় না পাইয়া অজয়েন্দু সুরা ও বারাঙ্গনাসঙ্গ লাভ করিয়া দুঃখ মিটাইতেছিলেন, তাহার উপস্থিতিতে সুরা ও বারাঙ্গনা পরিত্যাগ তাঁহার পক্ষে কঠিন কার্য্য হইল না।

যে ভাল ছিল, সে যত মন্দ হয়—তত আর কেহ হয় না। আবার সে যত শীঘ্র ভাল হইতে পারে, তত শীঘ্র ভালও কেহ হইতে পারে না। অজয়েন্দু ঠিক পূর্ব্বের অজয়েন্দু হইলেন, কিন্তু লোকালয়ে তাঁহার মুখ দেখান ভার হইল,—কোন্ মুখে তিনি আবার সিংহাসনে বসিবেন ? কি বলিয়া তিনি প্রজার নিকট মুখ দেখাইবেন ?

তাঁহার আবির্ভাবে রাজধানীর বিদ্রোহানল নিবিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার আর হৃদয়ে সে বল ও সে উৎসাহ নাই, রাজশাসনের আর সে ইচ্ছাও নাই,—সে সকল মন্ত্রীও নাই যে রাজ্য সুশাসিত হইবে। প্রজার সন্তোষের জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত পারিষদমণ্ডলীকে রাজকার্য্য হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, রাজসভা হইতেও তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছেন। প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু রাজ্যে সুশাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

স্বয়ং রাজকার্য্য না দেখিলে নয়। ইন্দু ও ফুল প্রত্যহই তাঁহাকে দরবারে বসিতে বিশেষ অনুনয় বিনয় সহকারে অনুরোধ করিতেছেন। তাহারাও বুঝিয়াছে যে, অজয়েন্দুর আর রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতা নাই। তাহারা উভয়ে বৃদ্ধ মন্ত্রীকে গোপনে ডাকাইয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়াছে; রাজ্যশাসনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে অজয়েন্দু কখনই সুখী হইবেন না। ইন্দু ও ফুল উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্যই তাঁহাকে সুখী করা। অবশেষে একটা উপায় স্থির হইল, সেইমত কার্য্যেরই আয়োজন হইতে লাগিল।

ইন্দু ও ফুল উভয়ের অনুরোধে মহারাজা অজয়েন্দু দরবারে উপবিষ্ট হইতে সম্মত হইলেন। রাজ্যের সর্ব্বপ্রদেশে এ শুভ বার্ত্তা ঘোষিত হইল। ইহার জন্য নানাবিধ আয়োজনও হইতে লাগিল,—চারিদিক

হইতে এই ব্যাপার দেখিবার জন্য লোক আসিতে লাগিল,—বিশেষ এই দরবারে এক নূতন কাণ্ড হইবে। রাজার সহিত দুই রাণীও সিংহাসনে বসিলেন। এই নূতন ও অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রজাগণ সকলে ব্যগ্রচিত্তে দরবারের দিন গণনা করিতে লাগিল।

অবশেষে দরবারের দিন আসিল। মহারাণীদ্বয় সমভিব্যাহারে মহারাজা অজয়েন্দু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রজাগণ একে একে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া নজর প্রদান করিতে লাগিল। যে যাহার সামর্থানুসারে নানাবিধ দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রদান করিল।

সহসা সভা মধ্যে একটা গোল উঠিল। সম্মুখস্থ ব্যক্তিগণ কাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল,—যেন সকলে দেখিলেন, বৃদ্ধ মন্ত্রী একটি সুন্দর বালকের হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। দুই পার্শ্বস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ বৃদ্ধ মন্ত্রীর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রী ধীরপাদক্ষেপে বালকের হস্ত ধারণ করিয়া সিংহাসনের পদপ্রান্তে আসিলেন। মহারাজা অধীর হইলেন,—সকলেই স্পষ্ট তাঁহার হৃদয়ের চাঞ্চল্যভাব লক্ষ্য করিল,—আরও সকলে দেখিল, উভয় রাণীর ওষ্ঠপ্রান্তেই হাসির রেখা ক্রীড়া করিতেছে।

মন্ত্রী সিংহাসনের সন্নিকটে আসিয়া করপুটে বলিলেন, "রাজন্, আমি দরিদ্র,—আপনাকে কি নজর আর দিব? এই আমার দৌহিত্র শরতেন্দুকে উপঢৌকন প্রদান করিলাম।

রাজা অজয়েন্দু বলিলেন, "আপনি আজীবন এই রাজপরিবারের মঙ্গলে জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন,—এখনও আপনিই এ রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীই আছেন। আজ হইতে এ বালক আমার মন্ত্রী হইল,—বড় হইলে এই আপনার পদাভিষিক্ত হইবে।"

মন্ত্রী। মহারাজ, এটী আপনার—এটী আপনার—পুত্র।

রাজা অজয়েন্দু চমকিত হইয়া একবার ইন্দুর দিকে, অন্যবার ফুলের দিকে চাহিলেন। তখন ফুল মৃদুস্বরে কহিল, "মহারাজ, শরতেন্দুকে আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছি মাত্র, শরতেন্দুর জননী দিদি।"

অজয়েন্দু লম্ফদিয়া সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। একেবারে

বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, শত শতবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন, তৎপরে সভাসদগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে শরতেন্দুই আপনাদের রাজা হইল, আমি আর রাজা থাকিবার উপযুক্ত নহি, ইহাকে আপনারা রাজা বলিয়া অভিবাদন করুন।"

এই বলিয়া মহারাজা বালককে সিংহাসনে বসাইয়া নিজ মস্তক হইতে রাজমুকুট উত্তোলন করিয়া বালকের মস্তকে পরাইয়া দিলেন। সভাসদগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, দ্বারে নহবত বাজিল, দুর্গে তোপ-ধ্বনি হইল, নগরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

উপসংহার।

আর দুই চারিটী কথা বলিলেই আমাদের এ ক্ষুদ্র উপন্যাস শেষ হয়।

ফুল আর কাহারই কন্যা নহে,—প্রধান মন্ত্রীর একমাত্র কন্যা। স্বামীর সহিত বিবাদ করিয়া মন্ত্রীজায়া কন্যাটীকে লইয়া দিল্লী গিয়াছিলেন। মন্ত্রীমহাশয় বহুচেষ্টায়ও তাহাদের কোন অনুসন্ধান পান নাই। ফুল ফিরিয়া আসিল, সন্ন্যাসী আসিয়া মন্ত্রী মহাশয়কে ফুলের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই ইন্দু ও ফুল মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন।

তার পর কি হইল? রাজা মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার দিয়া নির্জ্জনে ইন্দু ও ফুলকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কুমার অজয়েন্দুর নামেই রাজ্য শাসিত হইতে লাগিল। এতদিনে কি অজয়েন্দু সুখী হইলেন?—কে জানে সুখী হইলেন কি না, পাঠকগণ কি বলিতে পারেন? আমরাতো এতদিনে এত দেখিয়া শুনিয়াও সুখই বা কি, দুঃখই বা কি, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

নবন্যাস।

লীলা।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আসিয়াছেন?"

"আসিব না কেন? তোমার ভয়ে কি পালাইতে হইবে!"

এই বলিয়া দুই জন যোদ্ধা অসি উন্মোচন করিলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়। সূর্য্য পশ্চিমগগনে প্রায় ডুবিয়াছেন,—সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে জগতকে আচ্ছন্ন করিতেছে. বৃক্ষগুলির পত্রছায়ায় অন্ধকার প্রায় গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, একটি বৃহৎ বটবৃক্ষনিম্নে দুইজন-যোদ্ধা উভয়ে উভয়ের প্রাণসংহারে কৃতনিশ্চিত হইলেন।

যুদ্ধ হইত,—দুই জনের একজন অথবা উভয়েরই হয়তো ধরাশায়িত হইত,—এই সময়ে সহসা একটী রমণী আসিয়া তাঁহাদের উভয়ের

অধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্তে দুইজনের অসি ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেন। উত্থিত অসি উত্থিতই রহিল। যুবকদ্বয় চমকিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। তখন যুবতী বলিলেন, "ছি ছি! তোমাদের ন্যায় বিবেচক ব্যক্তির এইরূপ হিংস্র পশুর ন্যায় পরস্পরের রক্তপাতে কৃতনিশ্চিত হওয়া কি ভাল দেখায়?"

উভয়ের কেহই কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন রমণী একজনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "প্রমোদসিংহ, অসি কোষে স্থাপন করুন, আমি অনুরোধ করিতেছি, আমার কথা শুনিবেন না?"

"অন্য কেহ বলিলে শুনিতাম না। তোমার কথা কবে না শুনিয়াছি?" এই বলিয়া প্রমোদসিংহ অসি কোষে সংস্থাপন করিলেন। তখন রমণী অপরের দিকে ফিরিলেন। তিনি অসি কোষে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "আমাকে তোমার আজ্ঞাও করিতে হইবে না। আমার কোন দিনই যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না। প্রমোদসিংহ এ যুদ্ধে আমাকে আহ্বান না করিলে আমি যুদ্ধ করিতে আসিতাম না।"

রমণী বলিলেন, "ললিত, তাহা কি আমি জানি না? আমার জন্য তোমরা যদি এইরূপ উভয়ে বিবাদ কর, তাহা হইলে আমাকে মারিয়া ফেল না কেন? আমি মরিলেই তো সকল গোল চুকিয়া যায়।"

প্রমোদ। লীলা, আমি যদি ইচ্ছা করিয়া বিবাদ করিতেছি মনে কর, তবে প্রকৃতই তুমি আমার উপর বিশেষ অন্যায় করিতেছ।

লীলা। দেখ। আমি কি সেই কথাই বলিলাম? এস।"

এই বলিয়া লীলা প্রমোদসিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল, বাবা তোমাদের দেখিলে বড় সুখী হবেন।"

এই বলিয়া লীলা ললিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ললিত, তোমার যদি কোন কাজ না থাকে, তবে এস না?"

ললিত। না লীলা, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।

লীলা। আমিতো জানি, তোমার সব সময়েই কাজ!

ললিত। না লীলা, সত্য সত্যই কাজ আছে।

লীলা। তবে প্রমোদ, তুমিই এস,—না, তোমারও কাজ আছে?

প্রমোদ। আমি নিষ্কর্ম্মা লোক, আমার আবার কাজটা কি?

এই বলিয়া প্রমোদ ক্রোধবিস্ফারিত নয়নে ললিতের দিকে চাহিলেন। ললিত প্রস্থানের জন্য ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু প্রমোদের শ্লেষোক্ত বাক্য শুনিয়া ফিরিলেন, বলিলেন, "প্রমোদসিংহ, তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে, তোমাকে নিষ্কর্ম্মা বলিয়া তোমার অপমান করিবার ইচ্ছা আমি করিয়াছি, তাহা হইলে তুমি বড়ই ভুল করিয়াছ।"

প্রমোদ ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "আমিতো চিরকালই ভুল করি,—আমি মূর্খ, বুদ্ধি শুদ্ধি কোথায় পাইব?"

ললিত একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি কথায় কথায় আমার সহিত বিবাদ করিতেছ।"

প্রমোদ। সে কি? আপনি সাহসীপুরুষ, আপনার সঙ্গে বিবাদে আমার সাহস হইবে কেন?

এবার লীলা কথা কহিলেন, বলিলেন, "ললিত, আমার কথা রাখিবে না?"

"কবে তোমার কথা অমান্য করিয়াছি?" এই বলিয়া ললিত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। প্রমোদ ও লীলা হাতধরাধরি করিয়া ধীরে ধীরে উদ্যানের প্রান্তে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাহাদিগকে আমরা দেখিলাম, তাহাদের একণে পরিচয় দিব।

যে উদ্যানের মধ্যে এই তিন ব্যক্তিকে আমরা দেখিলাম, তাহার অধিকারীর নাম সর্দ্দার গুরুদয়াল সিংহ। ইনি বৃদ্ধ, লীলাই ইঁহার একমাত্র আশ্রয়স্থল। অতি শৈশবাবস্থায় লীলাকে রাখিয়া গুরুদয়াল-পত্নী—লীলার জননী ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তদবধি বৃদ্ধ অতি যত্নে কন্যার লালনপালন করিয়া আসিতেছেন। কন্যার বয়স প্রায় ষোড়শ পূর্ণ, তত্রাচ তিনি কন্যাকে প্রাণ ধরিয়া বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। লীলা চলিয়া গেলে তাঁহার কি হইবে!

মাড়বার রাজ্যে গুরুদয়াল সিংহের ন্যায় রাজভক্ত প্রজা আর কেহই ছিল না। বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত তিনি রাজার সেবায় জীবনাতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে মাড়োয়ারের আর সে দিন নাই,—মহারাজা মুসলমান কর্ত্তৃক চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া দেশ হইতে বিতাড়িত,—তাঁহার পুত্র ভারতের বীরকুলশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ বালক মাত্র,—তিনিও কোথায় বন্যপশুর ন্যায় বনমাঝে লুকাইত। পিপীলিকার ন্যায় মোগলসৈন্যগণ দলে দলে মাড়োয়ারে প্রবেশ করিয়া মাড়োয়ার রাজ্য ছারেখারে দিতেছে,—একে একে হতাশ হইয়া সর্দ্দারগণ দিল্লীর শোসন স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বৃদ্ধ গুরুদয়াল সিংহ তাহা পারেন নাই। তাঁহার সৈন্য সামন্ত নাই, তাঁহার সৈন্যগণ পলাইয়াছে, তাঁহার ধন-দৌলত যবনসৈন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। কন্যাটী ও একটী বৃদ্ধা দাসী মাত্র লইয়া সর্দ্দার গুরুদয়ালসিংহ নিজ ভগ্ন প্রাসাদে দয়ালগড়ে নিজ অহঙ্কারে বাস করিতেছেন।

ললিতসিংহ তাঁহার একটী বিশেষ বন্ধুর পুত্র। ললিত মাতৃহীন, ললিতের পিতাও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যবনসমরে স্বদেশরক্ষার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি ললিতকে প্রিয়বন্ধু গুরুদয়াল-সিংহের হস্তে দিয়া বলিয়া যান, "বন্ধু এটী থাকিল,—যত্ন করিও।" সেই পর্য্যন্ত গুরুদয়ালসিংহ পুত্রনির্ব্বিশেষে ললিতকে লালন পালন করিতেছিলেন। লীলা ও ললিত একত্রে লালিত পালিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৃদ্ধের মনে বাসনা ছিল যে, তিনি ললিতের সহিত লীলার বিবাহ দিবেন। কিন্তু মানুষে যাহা ভাবে, সংসারে তাহার কিছুই ঘটে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ললিতের মাথায় কোথা হইতে কি এক কীট প্রবেশ করিল। তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন; তথায় গিয়া মহারাজা মানসিংহের সাহায্যে বাদসাহের সৈন্যে "পাঁচ-হাজারী" পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুর পুত্র,—তাঁহার লালিতপালিত ললিত মুসলমানের দাসত্ব স্বীকার করিল, ইহাতে বৃদ্ধহৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। তিনি ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন, বলিলেন, "সে কুলাঙ্গারের মুখ আর দেখিব না। লীলা, যদি সে পাপিষ্ঠ আর কখনও এখানে আসে, সম্বাদ দিও, তার শিরশ্ছেদ করিব।"

এক বৎসর অতীত হইল, ললিতসিংহ ফিরিলেন না। এক বৎসরের মধ্যে দয়ালগড়ে ললিতের কোনই সম্বাদ আসিল না। ললিতের অন্তর্ধানে লীলার বদনে কালিমার ছায়া পড়িল,—কিন্তু পিতার ভয়ে সে হৃদয়ভাব যথাসাধ্য গোপন রাখিল। সে জানিত, ললিত কেন দেশত্যাগী হইয়াছে, সে জানিত তিনি কেন্ গিয়া বাদসাহের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহার হৃদয়ের বেদনা অপরে কি বুঝিবে? সে যে বালসুলভ চপলতার বশবর্ত্তিনী হুইয়া ললিতের সহিত বিবাদ করিয়াছিল,—তাহাই তো ললিত চলিয়া গিয়াছে। সে নির্জ্জনে কত কাঁদিয়াছে,—কিন্তু তাহার অবিরত চক্ষুজলেও তো ললিতসিংহ ফিরিলেন না।

এক বৎসর পরে লীলা শুনিল যে, দয়ালগড় অধীকার করিবার জন্য বাদশাহের সৈন্য আসিতেছে। একদিন পিতাকে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় দেখিয়া সে বুঝিল যে, যবনসৈন্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। সে পিতার মুখে শুনিল যে, যবনসেনাপতী তাঁহাকে পত্র লিখিয়া গড় পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, যদি তিনি সহজে না যান, বলপ্রয়োগে তাঁহাকে বিতাড়িত করা হইবে। সে পিতার পার্শ্বে বসিয়া পিতার গলা জড়াইয়া আদরে বলিল, "বাবা, আসুন না কেন আমরা যাই?"

বৃদ্ধ। যাব? যাব? আমার মেয়ে আমাকে বিনা যুদ্ধে দুর্গত্যাগ করিতে বলে? হায় হায়, এত দিন আমার মরণ হয় নাই কেন।

বৃদ্ধের কথায় লীলার হাসি আসিল,—সৈন্যের মধ্যে সে, আর বৃদ্ধা দাসী। সে আবার বলিল, "বাবা, চলুন, আমরা আমাদের দাসীর বাড়ী গিয়া থাকিব, তারপর তারা চলে গেলে আসিব। তারা এই ভাঙ্গা গড় নিয়ে কি করিবে?"

বৃদ্ধ। চলে যাবে? তারা সেই কুকুরগুলো কি ছেড়ে দেবার জন্য আসচে?

লীলা। দাসী বল্‌ছিল, সে নাকি শুনেছে যে, তারা দয়ালগড় নিতে আসে নাই। কুমার প্রতাপসিংহের অনুসন্ধানে এ প্রদেশে এসেছে। দুই একদিন থেকে চলে যাবে।

বৃদ্ধ। তুমি ফের যদি আমাকে এ কথা বল, তবে আমি তোমাকে দূর করে দিব।

লীলা নীরবে তথা হইতে উঠিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে লীলা বাটীর পশ্চাৎ উদ্যানে চিন্তিত-মনে পদচারণ করিতেছে, কতক্ষণ সে এইরূপ পদচারণ করিতেছিল তাহা সে জানে না, ক্রমে সে ক্লান্তি অনুভব করিয়া একটা বৃক্ষে পৃষ্ঠ স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া আকাশের শোভা দেখিতে ছিল, সহসা পশ্চাতে কে তাহার নাম উচ্চারণ করিল, সে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল—ললিতসিংহ।

এক বৎসর পরে দর্শন। লীলার সর্ব্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইতে লাগিল, তাহার মুখ হইতে বাক্য স্ফুরণ হইল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া ললিত বলিলেন, "লীলা, তবে কি তোমরা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ?"

লীলা যেরূপ সজল ও দুঃখপূর্ণ ব্যাকুলতাময় নয়নে ললিতের দিকে চাহিল যে, সে দৃষ্টি দেখিয়া ললিত আপনাপনিই লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আমি বাদস হের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি বলিয়া কি তোমার আমাকে ভুলিয়াছ?"

এবার লীলা কথা কহিল, বলিল, "তোমার উপযুক্ত কাজ হয় নাই। তুমি আমাদের বংশে কালি দিয়াছ।"

ললিত। আমি আমার কাজের জন্য লজ্জিত আছি। তবে ইহার জন্য আমি দোষী নহি,—যদি কেহ দোষী থাকে, তবে সে তুমি লীলা।

লীলা। কেন?

ললিত। কেন? তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন। কেন তুমি কি তা জান না? তুমিই তো আমাকে দয়ালগড় হইতে দূর করিয়া দিয়াছ।

লীলা। আমি কি তোমাকে যাইতে বলিয়াছিলাম?

ললিত। কেন তুমি আমাকে ভালবাসিলে না?

লীলা। এই অপরাধ। তা গিয়াছ,—ভালই করিয়াছ!

ললিত। তুমি কেন আমার সঙ্গে ঝগড়া করিলে,—না হলে তো আমি যেতাম না।

লীলা। গেছ তার জন্য কেও দুঃখিত নয়।

ললিত। তুমি মিথ্যা কথা বলচ।

লীলা। কেন,—তোমার জন্য দুঃখিত কে?

ললিত একেবারে লীলার হস্ত ধরিলেন, তৎপরে সাদরে হস্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি।"

লীলা আপত্য করিল না,—কেবল মাত্র অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিল, "মিথ্যাকথা।"

এই সময়ে পশ্চাতে মনুষ্যপদশব্দ হওয়ায় উভয়ই চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ললিত বলিলেন, "কেহ গোপনে আমাদের কথা শুনিতেছে।"

লীলা। আমরা এমন কিছু কথা কহি নাই, যাহার জন্য আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হয়।

ললিত। না, তবুও আমাকে দেখিতে হইল। লীলা আমি শত্রুর দেশে আসিয়াছি।

লীলা। ছি, ছি, তোমার মুখে এ-সব কথা শোভা পায় না। দয়ালগড় কি তোমার শত্রুর দেশ?

ললিত। এখন হইয়াছে।

লীলা। সে তুমি ইচ্ছা করিয়া করিয়াছ।

ললিত। যাইহউক, কে আমাদের পশ্চাত লইয়াছে, আমকে একটু সাবধান হইতে হইল।

লীলা। আমার চেয়ে এ গড়ে তোমার শত্রু কেউ নাই।

ললিত। কেন লীলা?

লীলা। বাবার আজ্ঞা, তোমাকে দেখা পেলেই তাঁহাকে সম্বাদ দিব। তিনি তোমার মত কুলাঙ্গারের শিরচ্ছেদ কর্ত্তে চান।

ললিত। কেন। -শিরচ্ছেদের অপেক্ষা আমকে কয়েদ রাখ না কেন?

এই সময়ে আবার পদশব্দ হইল, ললিত চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমাকে দেখ্‌তে হ'ল।"

তিনি চারিদিক বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,

"লীলা, চল তোমাকে বাড়ী রেখে আসি। চারিদিকে মুসলমানসৈন্য ঘুরিতেছে—তোমার একটু সাবধান হয়ে থাকা ভাল।"

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, লীলাও সুতরাং আপত্তি না করিয়া ললিতের সঙ্গে সঙ্গে বাটী অভিমুখে চলিল। তাহাকে বাটীর দ্বারে দিয়া ললিতসিংহ শিবিরাভিমুখে ফিরিলেন। তাঁহাকে যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ লীলা দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমিষলোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তৎপরে গৃহ প্রবিষ্ট হইতে উদ্যম করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে কে তাহার স্কন্ধে ধীরে ধীরে হস্ত স্থাপন করিল। লীলা চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল—অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একজন রাজপুত যোদ্ধা।

লীলা সর্দ্দার গুরুদয়াল সিংহের কন্যা,—রাজপুত রক্ত তাহার শিরায় প্রবাহিত,—নতুবা অপর স্ত্রীলোক হইলে ভয় পাইত। ভয় পাইবে ভয়েই যোদ্ধা সত্বর বলিলেন, "সুন্দরী, ক্ষমা করিও,—আমি বিপদস্থ,—তাহাতে অতিথী, রাত্রির জন্য একটু আশ্রয় চাই।"

অতিথীসেবাই রাজপুতের প্রধান ধর্ম্ম। লীলা দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিল, "আসুন।" নীরবে যোদ্ধা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তৎপরে স্বয়ংই দ্বার রুদ্ধ করিলেন,—দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য লীলার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল,—কিন্তু সে ভয়ের কোন চিহ্ন না দেখাইয়া বলিল "আসুন।"

যোদ্ধা। আপনার পিতার সম্মুখে যেতে আমার একটু আপত্তি আছে।

লীলা ফিরিল, বহুক্ষণ যোদ্ধার মুখের দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিল, তৎপরে বলিল, "আপনার যদি আপত্তি থাকে,—নাই গেলেন।"

যোদ্ধা। আমাকে এক কোনে একটু স্থান দিলে এক রকম করে রাতটা কাটিয়ে দিব।

লীলা। সেও কি হয়? আপনি যেই হউন, আপনি আমাদের অতিথী, আমরা গরিব, যথাসাধ্য আপনার সেবা করিব।

যোদ্ধা। এরূপভাবে আপনার আশ্রয় গ্রহণ বোধ হয় আমার পক্ষে অন্যায় হইতেছে।

লীলা। আপনার নিজ পরিচয় প্রদানে যদি আপত্তি থাকে, আমার শুনিবার ইচ্ছা নাই।

যোদ্ধা। না, আপনাকে আমার অবিশ্বাস নাই। কেন আপনার নিকট নিজ পরিচয় গোপন রাখিব? আসুন, কানে কানে বলি।

এই বলিয়া যোদ্ধা লীলার মস্তক নিজ মুখের নিকট আনিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। আবার মুহূর্তের জন্য লীলার হৃদয় কম্পিত হইল,—এ লোকটার উদ্দেশ্য কি? নিরাশ্রয় পাইয়া তাহাকেতো এ ব্যক্তি অপমান করিবে না? লীলা আবার যোদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তৎপরে নিজেই যোদ্ধার মুখের দিকে নিজ মস্তক অবনত করিল। যোদ্ধা বামহস্তে তাহার মস্তক নিজ মুখের নিকট আনিয়া কি বলিলেন।

লীলা চমকিত হইল। লীলা কয়েক পদ সরিয়া দাড়াইল, তৎপরে অতি ধীরে ধীরে বলিল, "বাবাকে কি সম্বাদ দিব না? আপনার অনুমতি হইলে দিতে পারি।"

যোদ্ধা। তাঁহাকে আর বিরক্ত করিতে চাহি না। আমি কালই এখান হইতে পলাইতে পারিব।

লীলা। মুসলমানসৈন্য চারিদিকে আসিয়াছে।

যোদ্ধা। আসুক, আমার কিছুই করিতে পারিবে না।

লীলা। তবে বাবাকে কি বলিব না?

যোদ্ধা। না এখন নয়—আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি, অন্য সময় বলিবেন, আমার আপত্তি নাই। এখন আমাকে অনুগ্রহ করিয়া একটু বিশ্রামের স্থান দিন।

লীলা। আসুন।

লীলা সম্মুখে সম্মুখে পথ দেখাইয়া চলিল; কিয়দ্দুর গেলে যোদ্ধা বলিলেন, "যে যুবকের সহিত আপনি কথা কহিতেছিলেন, উনি আপনার কে?"

লীলার কপোলযুগল লোহিত আভা ধারণ করিল। লীলা অতি ধীরে

ধীরে বলিল, "উনি আমার বাবার একটী বিশেষ বন্ধুর পুত্র। ওঁর মা বাপ নাই, উনি আমাদের বাড়ীতেই মানুষ।"

যোদ্ধা কেবল মাত্র বলিলেন, "বটে।"

লীলা বৃদ্ধা দাসীকে সম্বাদ দিল, তৎপরে উভয়ে বত্ন যত্নে যোদ্ধাকে আহারাদি করাইলেন। বাটীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকোষ্ঠে তাঁহার শয়নের আয়োজন করা হইল। যখন তিনি শয়ন করিলেন, তখন লীলা কহিল, "এখন যদি অনুমতি হয় তো, দাসী বিদায় হইতে পারে। রাত্রির মধ্যে যদি কোন প্রয়োজন হয়, এই দ্বারে ঘা দিলেই আমরা সম্বাদ পাইব। যদি রাত্রেই এখান হইতে যাওয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে অশ্বশালায় অশ্ব আছে।"

যোদ্ধা। ঠিক মনে করিয়াছেন। আমার ঘোঁড়াটীর কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়াছিলাম। সেটী আপনাদের দরজার পশ্চিমদিকে বাঁধা আছে, যদি পারেন—তাহাকে একটু যত্ন করিবেন।

লীলা। আমি নিজে গিয়ে তার আহারের বন্দোবস্ত কচ্চি।

যোদ্ধা। আমি আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিলাম।

লীলা। এ যদি কষ্ট হয়, তবে আমোদ কি?

এই বলিয়া লীলা যোদ্ধার অশ্বের অনুসন্ধানের জন্য বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন, অশ্ব বৃক্ষশাখা নিয়ে সচ্ছন্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। লীলাকে দেখিয়া অশ্ব ক্ষুধার্থে হ্রেষারব করিয়া উঠিল। লীলা তাহার নিকট গিয়া তাহার স্কন্ধে হস্তস্থাপন করিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিল।

এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "লীলা, একি?" লীলা ফিরিয়া দেখিল ললিতসিংহ। তাঁহাকে দেখিয়া লীলা স্তম্ভীত হইল। কেন, আজ তাহার এ ভাব হইল কেন? সে ললিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু একটা কিছু না বলিলে নয়—তাহাই সে বলিল, "তুমি আবার ফিরিলে কেন?"

ললিতের মুখ বিষাদমেঘে ঢাকিল,—তিনি বলিলেন, "কেন লীলা, আমার প্রত্যাগমনে তোমার কি কষ্ট হইল?"

লীলা। না, তাই বলিতেছিলাম।

ললিত। বটে,—আমি জানিতাম, আমি আসিলে তুমি সুখী হও, এখন দেখিতেছি, তুমি বিরক্ত হও।

লীলা। কিসে জানিলে আমি বিরক্ত হই?

ললিত। আর কেমন করিয়া জানে? একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিবে?

লীলার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে বলিল, "বল।"

ললিত। এ ঘোঁড়া কার?

লীলা কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, অবশেষে বলিল, "একটী আত্মীয়ের।"

ললিত। সে আত্মীয়কেও আমি দেখিয়াছি। তাঁর নামটা কি শুনিতে পাই?

লীলা কি বলিবে, তাহার হৃদয় কাঁপিতেছিল, মস্তক ঘুরিতেছিল, সে কেবল মাত্র বলিল, "ললিত আমায় ক্ষমা কর।"

ললিত। এর আবার ক্ষমা কি? এক বৎসরে দয়ালগড়ে যে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা আমি জানিতাম না। তা তোমারই বা দোষ কি? স্ত্রীলোকমাত্রেই এইরূপ। তোমার আত্মীয় যে এইরূপ গোপনে আসেন, তা কি তোমার বৃদ্ধ পিতা জানেন?

লীলার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তাহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল, তাহার মুখ হইতে একটীও বাক্য স্ফুরিত হইল না, সে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। তখন ললিত সিংহ বলিলেন, "আমি সব বুঝিয়াছি। কুলে আমি কলঙ্ক দিই নাই, তুমি দিতেছ। যাহাহউক সুখে থাক,—ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা।" এই বলিয়া ললিত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। লীলা পড়িতে ছিল, কে আসিয়া তাহাকে ধরিল। তিনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত রাজপুত যোদ্ধা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তিনি লীলার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। লীলা যখন গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল, তখন তিনি শয়ন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পর-

মুহূর্ত্তেই ভাবিলেন, চারিদিকে মুসলমান, এত রাত্রে লীলা একাকিনী বাটীর বাহির হইবে, যদি কোন শত্রুসৈন্য আসিয়া তাহার উপর অত্যাচার করে। তিনি নিশ্চিন্ত শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া নিঃশব্দে লীলার অনুসরণ করিলেন।

তৎপরে লুক্কায়িতভাবে থাকিয়া সকল শুনিলেন। লীলা পড়িতেছে দেখিয়া তাহাকে যাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ধারণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া লীলা লজ্জিত হইল, বলিল, "আপনি আবার কষ্ট করে কেন এসেছেন? আমি এতক্ষণ ঘোড়াকে আহার দিয়ে বাড়ী যেতে পারিতাম, কিন্তু আমার সেই আত্মীয়টীর সহিত দেখা হওয়ায় তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে।"

যোদ্ধা। তাতে কি? আপনি একাকিনী বাটীর বাহির হইবেন,—চারিদিকে শত্রু, তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলাম।

দুই জনে নীরবে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। লীলা পিতার নিকট প্রস্থান করিল, যোদ্ধাও গিয়া শয়ন করিলেন।

কিন্তু তিনি শয়ন করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পদচারণ করিলেন, তৎপরে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি এই,—

"মহাশয়,

আপনার আত্মীয়া লীলার সহিত আপনি আমাকে দেখিয়া যাহা ভাবিয়াছেন, তাহার সকলই মিথ্যা। আমি আশা করি, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন। ইতি,—

প্রমোদ সিংহ।"

পরদিবস ললিতসিংহ এই পত্র পাইয়া দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি এই পত্র লিখিলেন;—

"মহাশয়,

কাহার কথা বিশ্বাস করিতে হয়, আর কাহার কথা বিশ্বাস করিতে না হয়, সে পরামর্শ আমি আপনার নিকট লইতে বাধ্য নহি। ইতি—

ললিত সিংহ।'

এই পত্র পাইয়া প্রমোদসিংহ ক্রোধ সম্বিত করিতে পারিলেন না। লিখিলেন,—

"মহাশয়।

আপনি বড়ই উদ্ধত দেখিতেছি। কাল সন্ধ্যার সময় উদ্যানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিব, ইতি।

প্রমোদ সিংহ।"

এইপত্রের এই উত্তর আসিল ,—

"মহাশয়।

তাহাই হইবে, আমিও একটু যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, ইতি।

ললিত সিংহ।"

দুইজনে নিশ্চয়ই যুদ্ধ হইত, সৌভাগ্যক্রমে যে গৃহে প্রমোদ সিংহ থাকিতেন, সেই গৃহে ললিতের দুই এক খানি পত্র লীলা কুড়াইয়া পাইল। সে এ সম্বাদ না পাইলে নিশ্চয়ই একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিত। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ললিতসিংহ শিবিরমধ্যে নিশ্চিন্তমনে পদচারণ করিতেছিলেন, সহসা একজন প্রহরী আসিয়া সম্বাদ দিল, "সেনাপতি আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন।"

ললিত। এখনই অহ্বান করিয়াছেন।

প্রহরী। আজ্ঞে হাঁ।

ললিত। তবে তুমি যাও, আমি এখনই যাইতেছি।

বিস্তৃত মোগল শিবির। সেনাপতি বায়রাম খাঁ অন্যান্য সেনানীগণ সমভিব্যাহারে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এইরূপ সময়ে ললিতসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে সমাদরে নিকটে বসাইয়া সেনাপতি বলিলেন, "আপনার হস্তে আজ একটী গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিতেছি। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, কুমার প্রতাপসিংহ দয়ালগড়ে লুক্কায়িত আছে। আজ রাত্রেই তাহাকে ধৃত করিতে হইবে। আপনি এই রাত্রেই গড় বেষ্টন করুন।"

ললিতসিংহ নীরব, কি বলিবেন কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া সেনাপতি বলিলেন, "নীরব কেন?এ কার্য্যভার গ্রহণে এত ভাবনা কেন?"

ললিত। সেনাপতি, বৃদ্ধ গুরুদয়াল সিংহ আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন,—একার্য্য অন্য কাহার দ্বারও তো সুসিদ্ধ হইতে পারে?

সেনাপতি। আপনি দয়ালগড়ের সকল বিষয় বেশ অবগত আছেন,—সেই জন্যই আপনাকে দেওয়া হইয়াছে। আপনি যদি আমারআজ্ঞা পালনে অসম্মত হয়েন, তবে স্পষ্ট সে কথা বলিতে পারেন।

ললিত নীরবে অনেকক্ষণ ভাবিলেন, তৎপরে বলিলেন, "সেনাপতি, বাদসাহের কার্য্য করিতে অঙ্গীকৃত আছি। রাজপুতের কথা কখন বিচলিত হয় না। আজ্ঞা হইলে, আমি এখনই যাত্রা করিতে পারি।"

সেনাপতি। এইতো বীরোচিত কার্য্য। আপনি এখনই রওনা হউন।

নীশিথ রাত্রে তূরিধ্বনি হইল,—অশ্বগণ হ্রেষারব করিল,—অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল। পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া ললিতসিংহ কুমার প্রতাপসিংহের অনুসন্ধানে চলিলেন।

ঘোর অন্ধকার রাত্রি,—অমাবশ্যা তিথি, দুই হস্তের দূরের লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই অন্ধকারে যথাসম্ভব নিঃশব্দে সৈন্যগণ দয়াল-গড়ের দিকে চলিয়াছে।

ক্রমে তাহারা আসিয়া দুর্গ বেষ্টন করিল, কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনানী সমভিব্যাহারে ললিতসিংহ দুর্গদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

কত চিন্তায় যে তাঁহার হৃদয় তখন আন্দোলিত ও বিলোড়িত হইতেছিল, তাহা বলা যায় না। তিনি কোন্ মুখ লইয়া বৃদ্ধ গুরুদয়াল

সিংহের সম্মুখে যাইবেন? লীলাই বা কি বলিবে। সে ভাবিবে, তিনি তাহার উপর ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার পিতার সর্ব্বনাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। না না, এ কার্য্য তাঁহার দ্বারা হইবে না। হায় হায়, ইহারই জন্য কি তিনি বাদসাহের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

এ প্রমোদসিংহ কে? কুমার প্রতাপসিংহ তো ছদ্মবেশে দয়ালগড়ে প্রমোদসিংহ নাম ধারণ করিয়া বাস করিতেছেন না? যদি তাহা হয়, তবে কি বলিয়া তিনি ভারতের কুলগৌরব মাড়োয়ারাধিপতির একমাত্র পুত্রকে জল্লাদহস্তে সমর্পণ করিবেন? ইহাপেক্ষা তাঁহার মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ। না না, আত্মহত্যা ভিন্ন এ শঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার আর কোনই উপায় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে দুর্গের মধ্যে কি হইতেছিল দেখা যাউক। নানা চিন্তায় লীলার নিদ্রা হইত না। সমস্ত রাত্রি সে ছট্ ফট্ করিয়া বেড়াইত কেন? কেন তাহা সে নিজেই ভাল বুঝিতে পারিত না। বিশেষতঃ আজ তাহার হৃদয় বড়ই চঞ্চল, তাহার নিদ্রা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার মস্তিষ্ক হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। সে অট্টালিকার ছাদে চিন্তিতহৃদয়ে পদচারণ করিতেছিল, সহসা দূরস্থ একটী আলোকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। সে প্রথম ভাবিল, কোন কৃষকের বাটী হইতে এই আলোক আসিতেছে, কিন্তু সে দেখিল আরও কয়েকটী আলো বৃক্ষকুঞ্জ মধ্যে ফুটিয়া উঠিল, সে বুঝিল যে, আলোগুলি তাহাদের অট্টালিকার দিকেই আসিতেছে। তখন তাহার হৃদয় যেন আপনা আপনি সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল; সে ব্যাকুলচিত্তে কর্ণ উত্তোলিত করিয়া শুনিতে লাগিল। তাহার কর্ণে অশ্বপদশব্দ প্রবিষ্ট হইল, সে আরও মন নিবিষ্ট করিয়া শুনিল, অস্ত্রের ঝন্ঝন্ শব্দও তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তাহার বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না,—সে উন্মাদিনীর ন্যায় নিম্নে ছুটিল।

সে পিতার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া পিতাকে ডাকিল। বৃদ্ধ লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে?"

লীলা। বাবা, তারা আস্‌চে!

বৃদ্ধ। কারা আস্‌চে?

লীলা। বাদসার সৈন্য।

বৃদ্ধ। আমার তরয়াল আমাকে দাও।

লীলা। বাবা, আমাদের জন্য আমি ভাবি না।

বৃদ্ধ। তবে আর কে আছে যার জন্য ভাবিতে হইবে? না লীলা, তুমি ঠিক বলেছ, দয়ালগড় মোগলেরা দখল করিবে, সেই ভাবনাই প্রধান ভাবনা। আমাদের হত্যা করিলেইতো আমাদের ভাবনা ঘুচিল।

লীলা। বাবা, ওরা দয়ালগড় দখল করিতে আসিতেছে না।

বৃদ্ধ। তবে কি আমাদের বন্দী করে নিয়ে যেতে আসচে? এত রাত্রে আসিবার মানে কি? পাপিষ্ঠরা কি দিনের আলোকে এই কুকাজ করিতে লজ্জিত?

লীলা। না বাবা,—ওরা আমাদের কারই জন্যে আস্‌চে না।

বৃদ্ধ এবার রাগত হইলেন, বলিলেন, "লীলা, তুমি দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছ, স্পষ্ট কথা কহিতে পার না? স্পষ্ট করে আমাকে বল কি হয়েছে?'

লীলা। বাবা,—ওরা রাজকুমার প্রতাপসিংহকে বন্দী করিতে আসিতেছে।

বৃদ্ধ। তাঁর জন্য এতরাত্রে দয়ালগড়ে আসবে কেন?

লীলা। বাবা,—আমায় মাপ করিবেন। আমি আপনাকে এত দিন বলি নাই, বলিতে রাজকুমারের বারণ ছিল। তিনি আজ এক সপ্তাহ অবধি দয়ালগড়ে বাস করিতেছেন।

বৃদ্ধ। সে কি।—লীলা, তুই কি উন্মাদ হইয়াছিস?

লীলা। বাবা, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়,—যেমন করে হয় রাজকুমারকে রক্ষা করিতেই হইবে।

বৃদ্ধ। গুরুদয়ালসিংহ জীবিত থাকিতে কে মাড়োয়ারের উদিত সূর্য্য কুমার প্রতাপসিংহের কেশ স্পর্শ করে? কই, রাজকুমার কোথায়?

এই বলিয়া বৃদ্ধ অসি হস্তে সবেগে প্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইলেন। পশ্চাত পশ্চাত লীলা ছুটিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুমার প্রতাপসিংহ গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন। বৃদ্ধের সবেগে গৃহপ্রবিষ্ট হইবার সম্বাদ পাইয়া তিনি লম্ফদিয়া উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহাকে কথা কহিতে না দিয়া তাঁহার সম্মুখে জানুপাতিয়া বসিয়া বলিলেন, "মাড়োয়ারের রাজা, আপনি আমার ভগ্ন আলয় পবিত্র করিয়াছেন। দাসানুদাসকে সম্বাদ দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন কেন?"

লীলা। বাবা,—বাবা—আর সময় নাই।

বৃদ্ধ। ঠিক বলেছ লীলা, আর সময় নাই। পাপিষ্ঠেরা আসিয়াছে,—ওই শোন, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা যায়। আসুক, লক্ষ লক্ষ আসুক না,—গুরুদয়ালসিংহ এখনও বাঁচিয়া আছে।

কুমার প্রতাপ সিংহ ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ব্যাকুলভাবে লীলার দিকে চাহিলেন। লীলা তখন কহিল, "রাজকুমার,—আপনাকে বন্দী করিবার জন্ম মুসলমানসৈন্য দয়ালগড় বেষ্টন করিয়াছে।"

প্রতাপসিংহ। ভয় কি লীলা? না হয় তারা আমাকে বন্দী করিবে।

বৃদ্ধ। সে কি মহারাজ? সে কি। তাহা হইলে মাড়োয়ারের অবস্থা কি হইবে?

প্রতাপ। আমার জন্য আপনারা বিপদস্ত হইলেন,—এই দুঃখ।

বৃদ্ধ। সে কি। গুরুদয়াল সিংহ এই আশি বৎসর আপনাদের জন্ম প্রাণ দিয়া আসিতেছে, আজ তাহার কষ্ট। রাজকুমার, আপনি আমাকে চিনেন না,—আপনার পিতা চিনিতেন।

প্রতাপ। আর্য্য, আপনি আমার পিতৃতুল্য, পিতা আমাকে

আপনাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন, আমাকে অবোধ বালক বিবেচনা করিয়া ক্ষমা করিবেন।

লীলা। আর সময় নাই,—রাজকুমারের পলায়নের—

প্রতাপ। প্রতাপসিংহ পলাইবে? লীলা, প্রতাপ সিংহকে বন্দী করিতে কত সৈন্য আসিয়াছে?

লীলা। অন্ধকারে দেখিতে পাই নাই। বোধ হয় ৫।৭ হাজার হইবে।

প্রতাপ সিংহ একটু চিন্তিত হইলেন, তৎপরে বলিলেন, "বোধ হয় পলায়নই আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু উপায়?"

বৃদ্ধ। আমিতো কিছুই ভেবে পাই না।

লীলা। বাবা, ওরা আমাদের কিছু বলিবে না। আমাদের বাটী ত্যাগ করিয়া যাইতে দিবে। রাজকুমার আমার বেশ ধারণ করে তোমার সঙ্গে বাহির হইয়া যাউন।

বৃদ্ধ। বেশ কথা। রাজকুমার, শীঘ্র আপনি লীলার কাপড় পরুন।

প্রতাপ। তার পর লীলা? তারাতো আর দুজন লীলাকে বাহির হইতে দিবে না?

লীলা। আমি এই বাটীতে লুকাইয়া থাকিব। আপনার বেশ পরিধান করে আমি তাদের অন্ততঃ দুই ঘণ্টা এই বাটীর ভিতরে ছুটাইয়া লইয়া বেড়াইতে পারিব। ললিতসিংহ ও আমি ভিন্ন এ বাটীর গুপ্তপথ ও দ্বারসকল আর কেহই জানে না।

প্রতাপ। আমার পলান হইল না। তোমাকে বিপদে একাকিনী রেখে আমি যেতে পারিব না;– আমি এমন নরাধম নই।

এই বলিয়া প্রতাপসিংহ পালঙ্কে উপবিষ্ট হইলেন। তখন লীলা একেবারে রাজকুমারের দুই পদ দুই হস্তে বেষ্টন করিল, নয়নাশ্রুতে তাহার দুই গণ্ড ভাসিয়া গেল, সে কাতরে কহিল, "রাজকুমার, আপনার জীবনের উপর, আপনার স্বাধীনতার উপর সমস্ত মাড়োয়ারের সুখ দুঃখ স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। দেশের জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য আমার মত একটী বালিকার প্রাণ না হয় গেলই বা? আর আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মোগলসৈন্য আমার উপর কোন অত্যাচার করিবে না। বাদসাহের অঙ্গুরীয় আমার অঙ্গুলীতে আছে।"

"কি, কি" বলিয়া বৃদ্ধ গর্জ্জিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; বলিলেন, "কি, কি! বাদসাহের অঙ্গুরীয় গুরুদয়াল সিংহের কন্যার হস্তে!"

লীলা। বাবা, ললিত,—ললিত,—আমাকে এ আংটী দিয়াছে।

বৃদ্ধ। রাজকুমার, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি এ কলঙ্কিনীর মুখ আর দেখিতে চাহি না। হায়, হায়, আমার বংশে এ কালসাপিনী জন্মিয়াছিল!

এই সময়ে দ্বারে সৈন্যগণ কবাঘাত আরম্ভ করিল। শুনিয়া লীলা কাতরে রাজকুমারকে কহিল, "রাজকুমার যান, যান,—আমার অনুরোধে যান।"

প্রতাপসিংহ নীরবে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন। তৎপরে অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া বৃদ্ধের সহিত সে প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন।

এ দিকে লীলাও অনতিবিলম্বে নিজ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া রাজকুমারের বেশে ভূষিতা হইল। তৎপরে বাটীর ছাদে উঠিয়া চতুর্দ্দিকস্থ সৈন্যগণ কি করিতেছে তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু গভীর অন্ধকারে সে অধিক কিছুই দেখিতে পাইল না, কেবল বাটীর দ্বারে কোলাহল শুনিতে পাইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ললিতসিংহ সদলে আসিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন, চীৎকার করিয়া পুনঃ পুনঃ দ্বার উন্মোচনের প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিল না। তখন সৈন্যগণ দ্বারে করাঘাত আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতেও কেহ দ্বার খুলিতে আসিল না। প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা এইরূপ গোলযোগে কাটিল, অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া ললিতসিংহ দ্বার ভগ্ন করিয়া গৃহ প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলেন। এই সময়ে কে দ্বারোপরস্থ গবাক্ষ উন্মোচন করিল, তৎপরে ললিত শুনিলেন, বৃদ্ধ গুরুদয়াল

সিংহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমরা এতরাত্রে কে আমাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছ? চোর হও উপযুক্ত দণ্ডদিয়া তাড়াইব।'

ললিত সসম্ভ্রমে উত্তর প্রদান করিলেন, "পিতঃ, আমি ললিত-সিংহ।"

বৃদ্ধ। ললিতসিংহকে আমি চিনি না। যে ললিতসিংহকে আমি পুত্রনির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়াছিলাম, সে কুলাঙ্গার মরিয়াছে।

ললিত। তাহাই না হয় হইল। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে সে ললিতসিংহ মরিতেও পারে। আমি এক্ষণে ললিতসিংহ বাদসাহের দাস, আপনার বাটীতে প্রবেশপ্রার্থনা করি। আপনাদের উপর কোনই অত্যাচার হইবে না। আমরা শুনিয়াছি, এই বাটীতে মাড়োয়ারের বালক প্রতাপসিংহ লুক্কাইত আছে। তাহাকে আমরা ধৃত করিব।

বৃদ্ধ। উদ্ধত যুবক, সাবধান হইয়া কথা কহ। বল—মহারাজাধিরাজ মাড়োয়ারাধিপতি প্রতাপসিংহ।

ললিত। যদি তাহাই বলিলে আপনি সন্তুষ্ট হয়েন, তবে তাহাই না হয় তিনি হইলেন।

বৃদ্ধ। রাজকুমার এ বাটীতে নাই।

ললিত। আমি বাদসাহের আজ্ঞাবহ দাস, তাঁহার আজ্ঞায় আসি-য়াছি। অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বাটী অনুসন্ধান করিতে দিন, তিনি না থাকেন ভালই, আমরা নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাইব।

বৃদ্ধ। আমি থাকিতে আমি তোমাদিগকে এ বাড়ী দেখিতে দিব না। অপেক্ষা কর,—আমি আমার কন্যাকে লইয়া এ বাটী ত্যাগ করিয়া যাই। আমরা বাটী ত্যাগ করিলে যাহা ইচ্ছা করিও।

ললিত। আমাদের তাহাতে কোন আপত্তি নাই।

বৃদ্ধ গবাক্ষ রুদ্ধ করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বার উন্মোচনের শব্দ হইল, কন্যা সমভিব্যাহারে বৃদ্ধ গুরুদয়ালসিংহ বহির্গত হইলেন। দ্বার হইতে বহির্গত হইয়া তিনি পশ্চাত ফিরিয়া বৃদ্ধা দাসীকে বলিলেন, "চল,— আমরা তোর বাটীতে থাকিব। যতক্ষণ এই কুকুরগুলা এই বাড়ী অপবিত্র করিবে, ততক্ষণ আমরা এখানে কিরূপে থাকিব? লীলা,

গুরুদয়ালসিংহ বৃদ্ধ ও গরিব,—না হলে কখন এমনভাবে নিজের বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইত না। ভয় নাই, আবার দিন আসিবে। প্রতাপ সিংহ আকবর বাদসাহকে শিক্ষা দিবে।"

পার্শ্বে অবগুণ্ঠনবতী প্রতাপসিংহ, উভয়ে ধীর পদক্ষেপে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সৈন্যগণ দুইপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

বৃদ্ধার কুটিরে আসিয়া প্রতাপসিংহ একটী অশ্বের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনমতেই তিনি একটী অশ্ব সংস্থান করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এখনই মুসলমান সৈন্যগণ তাঁহার পলায়নসংবাদ পাইবে, তৎপরে তাহারা অনতিবিলম্বে তাঁহার অনুসন্ধানে এই দিকেই আসিবে, তখন উপায়।

পূর্ব্বে তাঁহার হৃদয়ে লীলার ভাবনাই উদ্দীপিত ছিল, কিন্তু ললিত-সিংহকে মুসলমান সেনার সেনাপতি দেখিয়া সে ভাবনা দূর হইয়াছিল; এক্ষণে হৃদয়ে নিজের ভাবনা প্রবল হইল। তিনি ভাবিয়া কোনই উপায় স্থির করিতে না পারিয়া পদব্রজে পলায়নই শ্রেয় ভাবিয়া বৃদ্ধের নিকট বিদায় হইলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে যথোচিত আশির্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

প্রতাপসিংহ অন্ধকারে বন্যপথে যাইতেছিলেন, সহসা একস্থানে কতকগুলি আলোক প্রজ্জ্বলিত দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, কতকগুলি বন্য ভীল তথায় ছাউনি করিয়াছে। তাহাদের কেহ বা নিদ্রিত, আবার কেহ কেহ বা জাগ্রত হইয়া গান করিতেছে। একজন বৃদ্ধ একপার্শ্বে বসিয়া অস্ত্র শাণিত করিতেছে,—তাহাকে দেখিলেই দলপতি বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

প্রতাপ সিংহ ধীরে ধীরে তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন, "মহাশয়, মাড়োয়ারের রাজকুমার প্রতাপসিংহ আপনার স্মরণাপন্ন। আমাকে মুসলমান সৈন্যে ঘেরিয়াছে,—আপনি রক্ষা করিলেই আমি রক্ষা পাই,—নতুবা অন্য উপায় আর নাই।"

"আসুন,—আপনি আমাদের রাজা। প্রাণদিয়াও আমরা আপনার প্রাণ রক্ষা করিব। তবে যুদ্ধ অপেক্ষা কৌশলই ভাল। আপনিও

আমাদের মত ভীল হইয়া যাউন,—মুসলমানেরা আপনাকে তাহা হইলে আর চিনিতে পারিবে না।”

প্রতাপ। আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।

তখন বৃদ্ধ প্রতাপসিংহকে ভীল বেশ পরিধান করাইল। একরূপ রং তাঁহার মুখে প্রলেপ দিয়া তাঁহাকে ঠিক ভীলের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ করিল। এমন কি প্রতাপসিংহের নিকটাত্মীয়ও তাঁহাকে প্রতাপসিংহ বলিয়া এক্ষণে আর কোনমতে চিনিতে পারিতেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ললিতসিংহ সদলে অট্টালিকায় প্রবিষ্ট হইয়া প্রতি গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন,—প্রতি দ্রব্যকে স্থানচ্যুত করিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও প্রতাপসিংহের অনুসন্ধান পাইলেন না। তিনি হতাশ হইয়া ফিরিতেছিলেন,—সহসা একজন সৈনিক কহিল, “সেনাপতি, এই যে।”

সকলে চমকিত হইয়া সেই দিকে ফিরিলেন,—দেখিলেন, দরস্থ ছাদে আলিসায় ভর দিয়া একটী যুবক নীরবে তাহাদের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ললিত অন্ধকারে তাহাকে ভাল দেখিতে পাইলেন না,—কিন্তু প্রমোদসিংহকে তিনি অনেকবার দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বেশ তাঁহার চক্ষে নাচিতেছিল,—তিনি বলিলেন, “এই বটে।”

সকলে সেই দিকে প্রধাবিত হইলেন। বহু প্রকোষ্ঠ উত্তীর্ণ হইয়া অত্যুচ্চ সোপানাবলী অবরোহন করিয়া তাঁহারা সকলে ছাদে আসিলেন,— কিন্তু ছাদে আর সে যুবক নাই। তাঁহারা সমস্ত ছাদ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কোথায়ওই প্রতাপসিংহ নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া তাঁহারা ফিরিতেছিলেন, এই সময়ে একজন সৈনিক কহিল, “ঐ যে,—সেনাপতি।”

সকলে দেখিলেন, বাটীর যে অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা আসিয়া-

ছিলেন, সেই অংশের ছাদের আলিসায় ভর দিয়া যুবক তাঁহাদিগের কার্য্য-কলাপ নীরবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

আবার সকলে সেই দিকে ছুটিলেন। আবার বহু কষ্টে সেই ছাদে আসিলেন,—কিন্তু তথায় আর রাজকুমার নাই। তাঁহারা দেখিলেন, বাটীর অন্য এক ছাদে ঠিক সেইরূপ ভাবে নীরবে রাজকুমার দণ্ডায়মান।

ললিতসিংহ লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইলেন,—সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই এই মূর্ত্তিকে ভূতের কাণ্ড ভাবিল,—কেহ কেহ বাটী ত্যাগ করিয়া যাইবারও প্রস্তাব করিল,—কিন্তু ললিতসিংহ ইহার একটা শেষ না দেখিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন। আবার যুবকের অনুসন্ধানে সকলে চলিলেন। বাটীটির চারিটী ভিন্ন ভিন্ন অংশ। একটি বাড়ীকে চারিটী বাড়ী বলিলেই হয়। এবার ললিতসিংহ চারিদল লোককে চারি ছাদে যাইবার জন্য অনুজ্ঞা করিলেন। তিনি স্বয়ংও এক দলের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তাহারা সকলে ছাদে উঠিলে দেখিলেন, সেই যুবক বাটীর মধ্যস্থ প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ললিতসিংহ কতকগুলি সৈন্যকে নিচেও রাখিয়া গিয়াছিলেন,—তাহারা সর্ব্বনিম্নে স্থানে স্থানে লুক্কাইত ছিল। যুবককে নিম্নে দেখিবামাত্র ললিতসিংহ তুর্য্যধ্বনি করিলেন, অমনি সৈন্যগণ আসিয়া যুবককে বেষ্টন করিল। এবার যুবক ঠকিলেন, তিনি মুসলমান হস্তে বন্দী হইলেন।

সৈন্যগণ তাঁহাকে ধরিতে আসিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'তোমাদের আমাকে ধরিতে হইবে না। চল, আমি নিজেই তোমাদের সেনাপতির কাছে যাইতেছি।"

যুবকের স্বর শুনিয়া সৈন্যগণ চমকিত হইল। তাহাদের মনে যে কথা উদিত হইল, তাহা তাহারা গোপন করিয়া যুবককে লইয়া সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত করিল।

ললিতসিংহ বলিলেন, "এখন আপনাকে প্রমোদসিংহ বলিব—না প্রতাপসিংহ বলিব? এখন বোধ হয় আপনার অহঙ্কার কমিয়াছে।"

যুবক। ললিতসিংহ,—আমি প্রমোদসিংহও নহি, প্রতাপসিংহও নহি।

সহসা সর্পে দংশন করিলে মানুষ যেরূপ চমকিত হয়, ললিতও সেইরূপ চমকিত হইলেন, তৎপরে যুবকের দিকে চাহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "একি ছেলে মানুষের মত কাজ ?"

লীলা। দেশের জন্য, রাজার জন্য প্রাণ দেওয়া কি ছেলে মানুষের কাজ ?

ললিত। প্রতাপসিংহ কোথায় ?

লীলা। পাখি অনেকক্ষণ উড়ে গেছে।

ললিত। ও বুঝেছি, তোমার বেশ ধরে সে পালিয়েছে,—আর তুমি তার বেশ ধরে আমাদের কষ্ট দিতেছিলে।

লীলা। কষ্ট পেয়ে থাক, সে তোমার রাজার জন্য পেয়েছ।

ললিত। বটে, আমি এখনও তাহাকে ধরিতে পারিব। সৈন্যগণ, শীঘ্র এখান হইতে বহির্গত হও।

লীলা। যাও, তাঁকে পাবে না।

ললিত। না পাই নাই পাইব।

এই বলিয়া ললিতসিংহ সদলে বহির্গত হইলেন, যথাসাধ্য দ্রুতবেগে সকলে অশ্ব প্রধাবিত করিয়া বৃদ্ধার কুটিরের দিকে ছুটিলেন। পথিমধ্যে একজন ভীলকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মাত্র এই পথ দিয়ে কোন রাজপুত্রকে যেতে দেখেছ ?"

ভীল। কই, আর কোন রাজপুতকে দেখি নাই।

ললিত। তবে কাকে দেখেছ ?

ভীল। কুমার প্রতাপসিংহ এই পথ দিয়া গিয়াছেন।

ললিত। কোন্‌দিকে গিয়াছেন, শীঘ্র বল না ?

ভীল। মহাশয়, অত ব্যস্ত হন কেন ? আমি আপনার কল কথা বুঝিতে পারি না।

ললিত। কোন্ দিকে গিয়াছে, বল না ?

ভীল। এই যে – এইদিকে গিয়াছেন।

ললিত। সৈন্যগণ শীঘ্র চল।

ভীল। তিনি ঘোড়ায় গিয়াছেন, তোমরা ঘোড়া খুব ছুটাইয়া যাও।

ততক্ষণে ললিতসিংহ সদলে দৃষ্টির বহিভূর্ত হইয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহাদের অশ্বপদশব্দ দূরে বিলীন হইল, তখন ভীলযোদ্ধা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, তৎপরে দয়ালগড়ের দিকে চলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ললিতসিংহ প্রস্থান করিলে লীলা প্রথম ভাবিল, পিতার অপেক্ষায় সে বাড়ীতেই থাকিবে, তৎপরে ভাবিল–না, যদি কোন মুসলমান আইসে। সে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেই যাইবে। একাকী কেমন করিয়া যাইবে? তা আর কি করিবে. সময় সময় সাহসে বুক না বাঁধিলে এ সংসারে কোন কাজই হয় না।

লীলা বাটী হইতে বহির্গত হইল, কিন্তু সম্মুখে একজন সশস্ত্র ভীল দেখিয়া সে সভয়ে দুই চারিপদ পশ্চাত সরিল। ভীলযোদ্ধা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "লীলা, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

লীলা প্রতাপসিংহের গলার স্বরে তাঁহাকে চিনিল, বলিল,—"রাজ-কুমার, আপনি এখনও যান নি? তারা চারিদিকে আপনাকে খুঁজিতেছে।"

প্রতাপ। লীলা, আর আমার ভয় কি? তুমি যখন আমাকে চিনিতে পার নাই, তখন তারা আমাকে কোনকালেই চিনিতে পারিবে না।

লীলা। তবুও বিপদের দেশে আপনার আর থাকা উচিত নয়।

প্রতাপ। লীলা,—আমি তোমাকে বিপদে ফেলে কোন্ প্রাণে কোথায় যাইব? তুমি কি আমাকে এমনই নরাধম স্থির করিয়াছ? এস,—এখন তোমাকে তোমার বাবার নিকট পৌঁছাইয়া দি।

লীলা। না,—আপনি পালান। তারা এখনও আপনাকে খুঁজিতেছে।

প্রতাপ। তাহাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

লীলা। সে কি।

প্রতাপ। একটু আগেই তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

তারা আমাকে চিনিতে পারে নাই। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রতাপ সিংহ কোন্ পথে গিয়াছে?" আমি ঠিক উল্টা পথ দেখাইয়া দিয়াছি। এখন এস, আর কোন ভয় নাই।

এই বলিয়া তিনি লীলার হাত ধরিলেন, তৎপরে উভয়ে নীরবে চলিলেন। বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে থাকিয়া অবশেষে রাজকুমার কথা কহিলেন, বলিলেন, "লীলা,—আজই আমি এখান থেকে যাব স্থিরকরেছি।"

লীলা কোন কথা কহিল না। প্রতাপসিংহ বহুক্ষণ আবার নীরবে চলিলেন, তৎপরে বলিলেন, "লীলা, আমি চলিয়া গেলে আমার কথা কি ভাবিবে?"

লীলা। রাজকুমার, আপনাকে মাড়োয়ারে কে ভুলিতে পারে?

প্রতাপ। সে রকম মনে করা আমি তোমার কাছে চাহি না।

লীলা। দাসী আপনার জন্য সর্ব্বদাই প্রাণ দিতে প্রস্তুত,—এমন রাজপুত মোহিলা কে আছে যে আপনার জন্য প্রাণ না দিবে?

প্রতাপ। লীলা,—লীলা,—আমায় ক্ষমা করিও।

লীলা। সে কি রাজকুমার! আপনি আমাদের ক্ষমা করুণ. আমরা গরিব,—আমরা আপনার উপযুক্ত সম্মাননা করিতে পারি নাই।

প্রতাপ। লীলা, আমায় একটী ভিক্ষা দিবে?

লীলা। রাজকুমার, আপনার কথায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি।

প্রতাপ। মাড়োয়ার-সিংহাসন গ্রহণ করিবে? বল, বল, লীলা,—বল, বল।

লীলা বহুক্ষণ নীরবে রহিল, তৎপরে ধীরে ধীরে কহিল, "রাজকুমার, মাড়োয়ার,—সোণার মাড়োয়ার যবনপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া শ্মশান হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এখন কি আপনার হৃদয়ে অন্য আর কোন চিন্তা প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য? দাসীর বাচালতা ও ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আপনার উপর দেশের সকল আশা ভরসা,—আপনাকে আর আমার ন্যায় অবোধ বালিকার কি বুঝাইবে?"

প্রতাপ। এখন বলিতেছি না, যখন যবনদিগকে দূরীভূত করিয়া

দিয়া মাড়োয়ার-সিংহাসনে বসিব,—সেই সময়,—সেই দিন—তুমি সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাহার শোভা বৃদ্ধি করিবে? বল,—বল—লীলা,—একবারটী বল।

লীলা আবার বহুক্ষণ নীরবে থাকিল,—তৎপরে কহিল, "রাজকুমার, রাজআজ্ঞা লঙ্ঘন করা গুরুদয়াল সিংহের কন্যা কখনও শিখে নাই,—আপনার আজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন করিতে আমার সাহস নাই, পিতাও হৃদয়ে দারুণ বেদনা পাইবেন।"

প্রতাপ। তবে বল, সম্মত হইলে?

লীলা। রাজকুমার, আমার হৃদয় আমার নাই, আপনাকে কি দিব? এই বলিয়া লীলা কাঁদিয়া উঠিল, হৃদয়াবেগ সমিত করিতে পারিল না, কাঁদিয়া ব্যাকুলভাবে রাজকুমারের হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল, "দাসীকে ক্ষমা করুন,—দাসীকে ক্ষমা করুন। আর যাহা বলিবেন,—তাহাই করিব,—এটী পারিব না।"

প্রতাপসিংহ সযতনে লীলার মুখখানি দুই হস্তে উত্তোলিত করিলেন, লীলার চক্ষুজল মুছাইয়া দিলেন, তৎপরে বলিলেন, "লীলা, তুমি দেবী, আমি তোমার উপযুক্ত নহি। ঈশ্বরের নিকট হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করি,—তুমি সুখী হও।"

উভয়ে নীরবে বৃদ্ধার কুটিরে আসিলেন। তৎপরে আবার সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতাপসিংহ গুরুদয়াল সিংহকে বলিলেন, "দেব, অনুমতি হয়তো এখন বিদায় হই, আর এখানে অধিকক্ষণ থাকিলে বিপদ ঘটিতে পারে।"

বৃদ্ধ। প্রাণ ধরিয়া আপনাকে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। মা সর্ব্বমঙ্গলা, প্রতিপদে আপনাকে জয়ী করুন।

প্রতাপ। আশীর্ব্বাদ করুন যেন মাড়োয়ার দেশ হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিতে পারি।

বৃদ্ধ। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি মুসলমানকুল সমূলে নির্ম্মূল কর। দিন রাত মায়ের চরণে এই প্রার্থনা করিব। লীলা, বৎসে,—যাও, রাজকুমারের সঙ্গে যাও,—ওঁকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিয়ে এস। রাজকুমার, ক্ষমা করুন,—আমি বৃদ্ধ হইয়াছি।"

প্রতাপ সিংহ বৃদ্ধের পদধূলি লইয়া যাত্রা করিলেন। লীলা সঙ্গে সঙ্গে বাহিরদ্বার পর্য্যন্ত আসিল। উভয়ের কাহারই মুখে কথা নাই। অবশেষে লীলা কহিল, "রাজকুমার, আমার একটী ভিক্ষা আছে।"

প্রতাপসিংহ চমকিত হইয়া ফিরিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "প্রার্থনা না শুনিয়া অঙ্গীকার করিতে পারি না।'

লীলা অতি ধীরে ধীরে কহিল, "দাসীর ভিক্ষা, দাসীকে ভুলিবেন।"

প্রতাপ। তুমি আমার ভিক্ষা রাখ নাই, আমিও তোমার এ ভিক্ষা রাখিব না।

এই বলিয়া প্রতাপসিংহ অশ্বারোহণ করিলেন, অশ্বের মুখ ফিরাইয়া অশ্বকে কষাঘাত করিয়া বলিলেন,"তবে আর এক কাজ করিব,—যদি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ললিতসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয়,বলিব—ললিতসিংহ তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিব না। যাও,দয়ালগড়ে ফিরিয়া যাও,লীলা ললিতেরই আছে।"

যখন প্রতাপ সিংহ বলিলেন, "লীলা ললিতেরই আছে," তখন অশ্ব বহুদূরে গিয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে চীৎকার করিয়া এই কয়টী কথা বলিতে হইয়াছিল। নিশীথ রাত্রে চারিদিকে এই কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রতাপসিংহ অন্তর্হিত হইলেন বটে, কিন্তু বাতাসে বাতাসে তাঁহার কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। লীলা আপনা আপনি লজ্জিত হইল, যতক্ষণ চারিদিকে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ততক্ষণ তাহার পা চলিল না।

যখন চারিদিকে ক্রমে ধীরে ধীরে নিস্তব্ধতা বিরাজমান হইল, সেই সময়ে লীলা গৃহে ফিরিবার জন্য ফিরিল। অমনি কে বাহু বিস্তৃত করিয়া তাহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন, অতি প্রেমভরে বলিলেন, "সত্যই কি লীলা ললিতেরই আছে?"

লীলা ফিরিয়া দেখিল ললিত,—সে লজ্জায় মরিয়া গেল। প্রেমের কি লজ্জাই প্রধান ভূষণ। যাহাকে সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখিতে ইচ্ছা করে,তাহাকে নিকটে দেখিলে হৃদয় কম্পিত হয় কেন? যাহার সহিত কথা কহিবার জন্য হৃদয় সর্ব্বদা ব্যাকুল হয়, সে নিকটে আসিলে বাক্য স্ফুরিত হয় না কেন? এ সংসারে কিছুই বুঝিবার যো নাই, যদি একটাও বুঝিতে পারি, তাহা হইলে হয়তো জগতে সুখী হইবার পথও দেখিতে পাই।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রতাপসিংহ মহারাজারূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, অথচ তাঁহার সিংহাসন নাই, রাজধানী নাই, সৈন্য-সামন্ত, দুর্গ নাই—কেবল একমাত্র দুর্দমনীয় সাহসই তাঁহার বন্ধু ও ভরসা।

কিন্তু প্রতাপসিংহের ন্যায়, ভাবতে কেন, জগতের আর কোন প্রদেশে কখনও জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। ক্রমে ক্রমে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে মুসলমানদিগকে মাড়োয়ার হইতে বিতাড়িত করিতেছেন। সাহাজাদা সেলিম স্বয়ং সেনাপতিপদে বরিত হইয়া মহারাণা প্রতাপসিংহকে দমনের জন্য মাড়োয়ারে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু হইলে কি হয়? প্রত্যহ মুসলমান হস্ত হইতে এক একটী করিয়া দুর্গ সকল বিচ্যুত হইতেছে। সাহাজাদা সেলিম প্রতিপদে পরাস্ত ও অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া মাড়োয়ার হইতে বিতাড়িত হইতেছেন। তিনি কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না, পুনঃপুনঃ সৈন্য প্রেরণের জন্য দিল্লীতে সম্বাদ পাঠাইতেছেন, সহস্র সহস্র সৈন্য আসিয়া ক্রমান্বয়ে তাঁহার শিবির বৃহৎ নগরে পরিণত করিয়াছে, কিন্তু জয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। প্রতাপসিংহ সম্মুখ-সমরে প্রস্তুত নহেন; তিনি কোথা হইতে যে কখন মুসলমানশিবির আক্রমণ করেন, তাহার পূর্ব্বে মুসলমানগণ কিছুই জানিতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত প্রতাপসিংহের প্রতাপে বিমুগ্ধ হইয়া ইহারই মধ্যে কোন কোন রাজপুত যোদ্ধা প্রতাপসিংহের দলে যাইয়া সম্মীলিত হইয়াছেন। স্বদেশের জন্য কার না প্রাণ কাঁদে? স্বদেশ উদ্ধারের জন্য কোন্ পাষণ্ডের না হৃদয় ব্যগ্র হয়?

আজ মুসলমানশিবিরে সহসা বড়ই গোল উঠিল, সৈন্যগণ চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, মহারাজা মানসিংহ ক্রোধে গর্জ্জিতেছেন, সাহাজাদা সেলিম ব্যাপার কি জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া চারিদিকে দূত প্রেরণ করিয়াছেন।

সহসা শিবিরে রটিল যে, "পাঁচহাজারি ওমরাও ললিতসিংহ শত্রুদলে যাইয়া সম্মিলিত হইয়াছেন।" কাল যিনি মহা প্রতাপে প্রতাপসিংহকে পরাস্ত করিয়াছেন, কাল যাঁহার উপর, পরম প্রীত হইয়া সেলিম তাঁহাকে রাজা উপাধি দিবার জন্য পিতার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছেন, আজ তিনি কিসের জন্য শত্রু দলে যাইয়া মিশিলেন? সেলিম প্রথমে বড়ই দুঃখিত হইলেন, দুঃখিত হইবার কারণও ছিল, তিনি জানিতেন, ললিতসিংহ একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও বীর, দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার ন্যায় বিশ্বাসী যোদ্ধা বাদশাহের শিবিরে ছিলনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তৃতীয় কারণ, যাহা তিনি করিতে সক্ষম হয়েন নাই, ললিত সিংহ তাহাই করিয়াছিলেন,—ললিতসিংহ মহারাণা প্রতাপসিংহকে পরাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দুঃখ শীঘই ক্রোধে পরিণত হইল,—তিনি তৎক্ষণাৎ ললিতসিংহকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত করিলেন, তাঁহাকে যে বন্দী করিয়া আনিবে, অথবা যে তাঁহার মস্তক আনিয়া রাজসমক্ষে উপঢৌকন দিবে, সে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে, চারিদিকে এই ঘোষণা প্রচারিত হইল। চারিদিকে লোক ছুটিল, কিন্তু কেহই ললিত সিংহের কোনই সন্ধান করিতে পারিল না। কেবলমাত্র সন্ধান হইল যে, নিশীথরাত্রে বেগম শিবির হইতে জনৈকা বাঁদী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বাঁদীর সহিত শিবির পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সেনাপতি ললিতসিংহকে চিনিতে পারিয়া প্রহরীগণ কোনই প্রতিবন্ধক প্রদান করে নাই।

সে রাত্রি একরূপে কাটিয়া গেল, পর দিবসও কাটিল। ললিত সিংহের সৈন্যগণ সেনাপতি হারাইয়া চঞ্চল হইয়াছে, তাহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া কথোপকথন করিতেছে,কি যেন তাহারা ভাবিতেছে,কি যেন তাহারা করিতে চাহে, তবে সাহস করিয়া কিছু করিতে পারিতেছে না।

নিশীথ রাত্রে একজন বাঁদী তাহাদের নিকট আসিল। তাহারা কেহই নিদ্রিত হয় নাই, হইতেও পারে নাই। বাঁদী আসিয়া তাহাদের দলপতিকে কি বলিল, তৎপরে তথা হইতে চলিয়া গেল। শিবির-দ্বারে আজ প্রহরী তাহাকে ধরিল,বলিল,"আজ কাহারও শিবির হইতে যাইবার হুকুম নাই। তুমি যাইতে চেষ্টা করিতেছ, সুতরাং তোমাকে বন্দী করিলাম।"

বাঁদী নিজ অঙ্গুলী হইতে একটী অঙ্গুরীয় খুলিয়া প্রহরীকে দেখাইল। বাদসাহ আকবর সাহের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখিয়া প্রহরী সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিল। রমণী দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

দূরে দাঁড়াইয়া একজন রাজপুত যোদ্ধা তাহার অপেক্ষা করিতে-ছিলেন, তিনি সত্বর রমণীর নিকট আসিয়া বলিলেন, "লীলা, তারা কি বলিল?"

লীলা কহিল, "তারা বলিল, কেবল সেনাপতির আজ্ঞার অপেক্ষায়ই আমরা ছিলাম।"

যিনি লীলার অপেক্ষায় ছিলেন, বলা বাহুল্য তিনি ললিত সিংহ। ললিত বলিলেন, "তবে আর এখানে বিলম্ব করে কাজ নাই,—চল।"

উভয়ে দ্রুতপদে মুসলমানশিবির পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। পর দিবস সেলিম শুনিলেন, ললিত সিংহের পাঁচসহস্র রাজপুতও শিবির পরিত্যাগ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উপরিলিখিত ঘটনার পূর্ব্বঘটনার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া আমরা আবশ্যক মনে করিতেছি।

যখন মহারাণা প্রতাপসিংহ মুসলমান-বিতাড়ন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার প্রধান রাজভক্ত সর্দ্দার বৃদ্ধ গুরুদয়াল সিংহ তাঁহার কোন নিষেধ না শুনিয়া তাঁহার সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লীলা একাকিনী দয়ালগড়ে কাহার নিকট থাকিবে? সুতরাং সেও পিতার সঙ্গে সঙ্গে মহারাণার শিবিরে আসিয়াছিল। প্রতাপসিংহ এ সম্বাদ জানিতেন বটে, কিন্তু কখনও তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই; তবে তাহার যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন।

এক দিন প্রতাপসিংহ মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলে সেনাপতি ললিতসিংহ তাঁহাকে চারিদিক হইতে নিজ সৈন্য দ্বারা বেষ্টন করিলেন।

যুদ্ধ করিলে রাজপুতরক্তে ধরা প্লাবিত হয়, রাজপুতদিগকে পরাস্ত করিতে হইলে তাহাদের সেনাপতির নিধনসাধন প্রথম আবশ্যক। লীলার নিকট যে প্রতাপসিংহ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ললিতের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। প্রতাপসিংহ যাহা এ পর্য্যন্ত করেন নাই, আজ তাহাই করিলেন,—যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেন। লাঞ্ছিত হইয়া মহারাণার সেনা শিবিরে ফিরিল; মুসলমানশিবির জয় জয় ধ্বনিতে প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

এ সম্বাদ লীলা শুনিল। সে ভাবিল, তাহারই জন্য প্রতাপসিংহ পরাস্ত হইলেন। সে যদি না থাকিত, তাঁহার সহিত প্রতাপসিংহের যদি পরিচয় না হইত, তাহা হইলে তিনি ললিতসিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে দ্বিধা করিতেন না। তিনি যুদ্ধ করিলে তাঁহাকে পরাজিত করা কাহারই সাধ্য হইত না। তাঁহারই জন্য তাঁহার বিজয়ী নামে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে। ললিতসিংহ যতদিন সেলিমের শিবিরে থাকিবেন, ততদিন জয়ের আর সম্ভাবনা নাই, কারণ ললিতসিংহ প্রতাপ সিংহকে একবার পরাস্ত করিয়াছেন, এক্ষণে প্রতাপসিংহ যুদ্ধে অগ্রসর হইলে,ললিতসিংহকেই মুসলমানগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে অনুজ্ঞা করিবে। প্রতাপসিংহতো প্রাণ থাকিতে ললিতের সহিত যুদ্ধ করিবেন না, কারণ, লীলার সম্মুখে স্বইচ্ছায় তিনি এ অঙ্গীকার করিয়াছেন। রাজপুতের কথা কোনমতেই নড়ে না।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া লীলা অসীম সাহসের কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল। সে বাঁদীবেশে মুসলমানশিবিরে প্রবিষ্ট হইল, বাঁদীবেশে ললিতসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিল।

নিশীথ রাত্রে শত্রুশিবিরে একাকিনী রাজপুতবালিকাকে দেখিয়া ললিতসিংহ চমকিত হইলেন, বলিলেন, "একি লীলা, একি! তুমি এখানে কেন?"

লীলা। ললিত, আমি জানিতাম তুমি আমাকে একটু ভালবাস; সেই ভরসাটুকু আছে বলিয়াই আমি এখানে আসিতে সাহস করিয়াছি।

ললিত লীলার হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলেন, বলিলেন, "ছেলেবেলা থেকে আমরা দুটীতে লালিত পালিত,—আজীবন যে তোমার সঙ্গে আছে, সে কি তোমায় না ভালবেসে থাকিতে পারে?'

লীলা। সে তোমার অনুগ্রহ, আমি তোমার নিকট অনেকরূপে ঋণী আছি,—আমায় ক্ষমা করিবে কি?

ললিত। আমি তোমায় ক্ষমা করিব? তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি ভাবিবাছিলাম, তুমি নূতন লোক পাইয়া পুরাতনকে ভুলিয়াছ। মাড়োয়ারের গৌরব প্রতাপসিংহ তোমাদের বাড়ীতে প্রমোদনামে বাস করিতেছিলেন বলিলে আমি কখনই তোমার উপর রাগ করিতাম না;* প্রতাপসিংহ দেবতা।

লীলা। তাঁহার নাম আমি তোমাকে সে সময়ে কোনমতেই বলিতে পারি নাই।

ললিত। তা আমি জানি। লীলা, তুমি কি শুনিলে বিশ্বাস করিবে যে, তিনি আমাকে হাতে পাইয়াও আমার প্রাণনাশ করেন নাই? কল্যকার যুদ্ধের কথা শুনিয়াছ কি?

লীলা। শুনিয়াছি, প্রতাপসিংহ পরাস্ত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছ।

ললিত। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, মহাবীর প্রতাপসিংহকে পরাস্ত করি, এমন সাধ্য আমার কোথায়? যখন যুদ্ধসময়ে তাঁহাতে আমাতে সাক্ষাৎ হইল, আমি যুদ্ধে অগ্রসর হইলাম। এই সময়ে একজন রাজপুত আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি উত্তোলিত করিয়াছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে প্রতাপসিংহ বামহস্তস্থ বল্লমে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন, তৎপরে হাসিয়া বলিলেন, "ললিতসিংহ, আপনার সহিত এক সময়ে যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু অঙ্গীকার করিয়াছি, আর কখন আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিব না। ললিতসিংহ, আপনার লীলা আপনারই আছে।" এই বলিয়া তিনি আহত হইবার ভাব দেখাইলেন, অমনি তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহাকে লইয়া পশ্চাপদ হইল, সুতরাং যুদ্ধে আমারই জয় হইল।

লীলা। এমন লোকের সহিত তুমি আবার যুদ্ধ করিতে চাহ?

ললিত। কি করিব বল, আমি পরের দাস।

লীলা। ছি, ছি!

লজ্জায় ললিতসিংহ মস্তক উত্তোলিত করিতে পারিলেন না।

তাহার পর কি হইল? সেই নিশীথ রাত্রে উভয়ে বহুক্ষণ কথা

হইল। অবশেষে লীলাবই জয় হইল,—বাঁদীর সহিত ললিতসিংহ মুসলমান শিবির পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ললিতসিংহ সসৈন্যে মুসলমানশিবির পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু প্রতাপসিংহের সহিত যোগদান করিলেন না। তিনি তাঁহার পাঁচ-হাজার অশ্বারোহী লইয়া সর্ব্বদাই যুদ্ধস্থানের নিকটে উপস্থিত থাকিতেন।

এ দিকে প্রতাপসিংহ দুর্দ্দমনীয় প্রতাপে প্রতিপদে সেলিমকে পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। দুর্গের পর দুর্গ, গড়ের পর গড় হস্তগত হইল,—সমস্ত মাড়োয়ার দেশ হইতে মুসলমান নাম দূরীকৃত হইল। সেলিম লজ্জিত ও অপদস্থ হইয়া কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সমস্ত সৈন্য সংগৃহীত করিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিবেন স্থির করিলেন। তিনি হলদীঘাটের নিকট শিবির সন্নিবেশ করিলেন। প্রতাপসিংহও ভাবিলেন যে, এইবার সেলিমকে পরাস্ত করিতে পারিলে মোগলনাম মাড়োয়ার হইতে লোপ হইবে। তিনিও তাঁহার সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হলদীঘাট পর্ব্বতে সেলিমকে আক্রমণ করিলেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধের বিবরণ ইতিহাসে লিখিত আছে। প্রতাপসিংহ শরীরের নয় স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন নাই। সম্ভবমত এই যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হইতেন, কিন্তু সহসা মুসলমানসৈন্য পশ্চাত হইতে আক্রান্ত হইল। এতদিন ললিতসিংহ নীরবে উভয় পক্ষের যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, আজ হলদীঘাটের যুদ্ধে প্রতাপসিংহের অমানুষীক বীরত্ব দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইলেন, দেশের দুঃখে [illegible] হইল, তিনি বিচলিত হইলেন। [illegible] বাদসাহের অসি ধারণ করিয়াছিলেন,—এতদিন রাজপুত বীর্য্যে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন নাই; কিন্তু আজ যখন দেখিলেন প্রতাপসিংহ পরাস্ত হয়েন, মাড়োয়ারের ভাগ্য-

লক্ষ্মী বিসর্জ্জিত হয়, ভারতের চিরগৌরব একেবারে বিলুপ্ত হয়, তখন আর তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী রাজপুতের নিধন দেখিয়া বিচলিত হইল, পুনঃপুনঃ তাহারা ব্যাকুলভাবে সেনাপতির মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, একবার অনুমতি পাইলে হয়,—তাহারা মুসলমানদিগকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ করে।

পর্ব্বতের এক উচ্চ শৃঙ্গোপরে দণ্ডায়মান হইয়া ললিতসিংহ ও সৈন্যগণ নিয়ে যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, উন্মাদের ন্যায় প্রতাপসিংহ কুলাঙ্গার মানসিংহকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন. পুনঃ পুনঃ সেলিম আসিয়া মানসিংহকে রক্ষা করিতেছেন। ললিতসিংহ দেখিলেন, প্রতাপসিংহ গুরুতর আঘাত পাইলেন, অমাত্য ও পরিষদগণ তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, তবুও অমুরবিক্রমে তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ললিতসিংহের পঞ্চসহস্র অশ্বারোহীর অসি ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিল, কিন্তু তাহারা কি করিবে? তাহাদের সেনাপতি নীরব—নিশ্চল।

এই সময়ে কে বলিল, "ললিতসিংহ, আমি ভাবিতাম তুমি বীর, তুমি বীর নও,—তুমি কাপুরুষ। দেখিতেছ না,—কি সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।" ললিত চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে লীলা।

বায়ুবেগে তিনি কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিলেন,—তাঁহার অসির সঙ্গে সঙ্গে পাঁচসহস্র অসি ঝকিল। "মহারাণা প্রতাপসিংহ কি জয়" শব্দ করিয়া তিনি অশ্ব ছুটাইলেন। পশ্চাত পশ্চাত "প্রতাপসিংহ কি জয়" শব্দে গগণ কম্পিত করিয়া পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী ছুটিল।

পশ্চাত হইতে আক্রান্ত হইয়া সমস্ত দিবস যুদ্ধে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মুসলমানসৈন্য ভগ্নহৃদয়ে যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। সেলিম বহুচেষ্টায়ও তাহাদিগকে যুদ্ধস্থলে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল। তিনি নিজ প্রাণ রক্ষা করিয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিলেন।

হলদীঘাটের যুদ্ধে প্রতাপসিংহের জয় হইল বটে. কিন্তু যাঁহার জন্য তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, তিনি বন্দী হইলেন। সম্পূর্ণ উন্মাদের ন্যায় ললিতসিংহ যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আপনার প্রাণরক্ষা যে

সেনাপতির প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য, তাহা তিনি বিস্মৃত হইয়া প্রতাপ-সিংহের প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহারই প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া তিনি গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, অশ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত হয়েন ও মুসলমানকর্ত্তৃক বন্দী হয়েন।

ললিতের সঙ্গে সঙ্গে আর একজন প্রতাপসিংহের শিবির হইতে অন্তর্হিত হইল। সেই দিন হইতে রাজপুতশিবিরে লীলাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বৃদ্ধ গুরুদয়াল সিংহ শুনিলেন যে, হতভাগিনী মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেলিমের শিবিরে বাঁদী হইয়াছে। কেহ কেহ সচক্ষে তাহাকে বাঁদীবেশে দেখিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যখন ললিতসিংহের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে,তিনি একটী জঘন্য শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, গৃহে আলোক নাই, তেমন গবাক্ষও নাই, কি এক দুর্গন্ধে সমস্ত গৃহ পূর্ণ। তিনি বুঝিলেন,—তিনি কারাগারে। কোন্ স্থানের কারাগারে তিনি বন্দী হইয়াছেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া কে একজন অতি যতনে—অতি কোমল স্নেহপূর্ণস্বরে কহিল, "ললিত, উঠিও না, উঠিলে তোমার অসুখ বাড়িবে।"

ললিত যদিও উঠিতেন না বা তাঁহার উঠিবার ক্ষমতার অভাব হইত, এই মধুর শব্দে তাঁহার শরীরে যেন এক অভূতপূর্ব্ব বল আসিল, তিনি বলিলেন, "একি। আমি কি স্বপ্ন দেখ্ছি?"

লীলা কহিল, "না ললিত,—স্বপ্ন নয়। সত্য সত্যই আমি তোমার কাছে আছি।"

ললিত। তুমি এখানে কেন।

লীলা। দাসী চরণ ছাড়িয়া কোথায় থাকিবে?

ললিত। হায়, হায়, আমার মরণ হইল না কেন।

লীলা। ললিত, তুমি আমাকে কাঁদাইতে চাও?

ললিতসিংহ ক্লান্তি বোধ করিবা ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন, বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেমন করে আসিলে?"

লীলা। তুমি আহতাবস্থায় বন্দী হইলে, সাহজাদা সেলিম তোমার শুশ্রূষা করিবার জন্য আজ্ঞা করেন,—কিন্তু কে তোমায় শুশ্রূষা করে? আমাকে শিবিরের নিকট দেখিয়া একজন সৈনিক বলিল, "এই মাগী,—বাঁদীর কাজ করবি?" আমি বলিলাম "করিব।" সে বলিল—"তবে আমার সঙ্গে আয়।" সেই পর্য্যন্ত আমি তোমার সেবায় নিযুক্ত আছি।

ললিত। আমরা কোথায়?

লীলা। দিল্লীর কারাগারে।

ললিত। এরা আমায় কি করিবে?

লীলা। ললিত, ভবিষ্যতে কি হবে, সে ভাবনায় আজ লাভ কি?

ললিত। তুমি ঠিক বলেছ লীলা।

ক্রমে ললিত সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তখন লীলাও আর কারাগারে থাকিতে পাইত না,—কেবল দিনের মধ্যে একবার আসিয়া ললিতকে আহারাদি দিয়া যাইত।

যখন ললিত সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন, সেই দিন তিনি বাদসাহের দরবারে নীত হইলেন। আকবর বাদসাহ ক্রোধকষায়িত লোচনে বলিলেন, "ললিতসিংহ, আমি তোমাকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম—তুমি রাজদ্রোহী হইয়া শিবির পরিত্যাগ করিয়াছিলে! কেবল ইহাই নয়,—শত্রুর সহিত যোগ দিয়া আমার সৈন্য পরাস্ত করিয়াছ। তোমার গুরুতর দণ্ড না করিলে সাহস পাইয়া অন্য অনেকে তোমারই মত কুব্যবহার করিবে। আমি তোমার প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা করিলাম।"

ললিত একটী কথায়ও কহিলেন না। নীরবে প্রহরীদিগের সহিত কারাগারে আসিলেন। তাঁহার জীবনে আর কোনই অভিলাষ নাই,—তবে লীলা। এ শত্রুপুরীতে একাকিনী লীলা

কি করিবে। তাঁহার কঠিন হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, -তাঁহার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া গেল।

ললিতসিংহ উঠিয়া বসিলেন। দ্বারে করাঘাত করিয়া প্রহরীকে আহ্বান করিলেন,—সে আসিলে বলিলেন, "তোমাদের যদি আমাকে একটু কাগজ কলম দিতে আপত্তি না থাকে তো দাও,—আমি আমার জনৈক আত্মীয়কে পত্র লিখিব।"

প্রহরী শীঘ্রই কাগজ,কলম আনিয়া দিল। ললিত নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন,—

"দিল্লীর কারাগার।

মহারাণা প্রতাপসিংহ।

মহারাজ,—

আমার লীলা আমারই আছে সত্য। সে বাঁদী সাজিয়া এই কারাগারে আমার সেবা করিতেছে। তাহার শুশ্রূষায় আমি প্রাণে বাঁচিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাদসাহ আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিয়াছেন। এ শত্রুপুরে কে লীলার প্রাণরক্ষা করিবে? মহারাজ, মৃত্যুকালে ভিক্ষা, যেমন করিয়া হয়, তাহাকে রক্ষা করুন। এ জীবনে অন্য আর কোন ভিক্ষা ইচ্ছা বা অভিলাষ নাই।

আপনার দাসানুদাস—

ললিত সিংহ।"

পত্রখানি লিখিয়া ললিতসিংহ চিন্তিতমনে শয়ন করিলেন,—আজ যে তাঁহার কত চিন্তা, তাহা কে বলিবে?

এ সংসারে যদি নিদ্রা না থাকিত, তাহা হইলে সংসারের অর্দ্ধেক লোক পাগল হইয়া যাইত। ললিতসিংহও সে দিন পাগল হইতেন। কিন্তু ক্রমে ধীরে ধীরে নিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে সুষুপ্তির ক্রোড়ে গ্রহণ করিল। তিনি নিদ্রিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তিনি চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া দেখিলেন—সম্মুখে লীলা। তিনি উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বে বসাইলেন, তৎপরে বলিলেন, "লীলা, সব শুনিয়াছ?"

লীলা। শুনিয়াছি।

ললিত। আজ আমাদের শেষ দেখা। এস তোমায় একবার প্রাণ ভরিয়া দেখি।

লীলা হাসিল,—তাহার হাসি দেখিয়া ললিত চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলা, তুমি হাসিতেছ!"

লীলা। হাসিব না কেন? আজ আমাদের শেষ দেখা—তোমায় কে বলিল?

ললিত। ও! তুমি সব শুন নাই? বাদসাহ্ আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেছেন। কাল আর ইহসংসারে আমি থাকিব না।

লীলা। সে সকলইতো আমি জানি।

ললিত স্তম্ভীত হইলেন, বলিলেন, "আমি কোনদিনই তোমায় বুঝিতে পারি না।"

লীলা। তার মানে তুমি আমায় ভালবাস না।

ললিত। মরিবার দিন আর আমার হৃদয়ে বেদনা দিও না লীলা।

লীলা। নাথ,—নাথ,—তুমি আমায় ফেলে যেতে চাও?

ললিত। সে কি আমার হাত।

লীলা আবার সেই বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, "আমি তার উপায় করেছি,—এই দেখ।"

এই বলিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে সে এক ক্ষুদ্র দ্রব্য বহির্গত করিল, তৎপরে ললিতের কাণের নিকট মুখ আনিয়া বলিল, "এ বিষ—এ বিষ। ললিত চমকিত হইয়া ব্যাকুলনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—"বিষ কেন?"

লীলা। বিষ কেন? তুমি কুকুর শেয়ালের মত মরিবে।

ললিত। ঠিক বলেছ লীলা,— মরণ মৃত্যু অপেক্ষা বিষ ভাল। দাও আমি খাই।

লীলা। আগে আমি অর্দ্ধেক খাই, তুমি আমার সঙ্গে এস।

ললিত। সে কি।

লীলা আবার হাসিল, বলিল, "কেন,— তুমিতো বড় চালাক,— আমায় ফেলে যাবে মনে করেছিলে? বটে,— না?

ললিত। তুমি পাগল, আমায় দেও।

লীলা। সে সব হচ্ছে না। এই আমি খেলাম।

এই বলিয়া উন্মাদিনী বিষপাত্র মুখে তুলিল। ব্যগ্র হইয়া ললিত তাহার হাত ধরিলেন,বলিলেন,"লীলা,আমি আগে খাই,তুমি পরে খাও।"

লীলা। না, ও সব হবে না।'

ললিত। তবে এস, দুজনে এক সঙ্গে খাই।

লীলা। সে বেশ কথা।'

দুই পাত্রে বিষ ঢালিয়া লইয়া উভয়ে একত্রে পান করিলেন। ললিতের প্রাণদণ্ডের সম্বাদ শুনিয়াই লীলা পাগল হইয়াছিল, বিষপানে মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাহার উন্মত্ততা দূর হইল, সে হাসিয়া দুই হস্তে ললিতের গলা জড়াইয়া ধরিল, তৎপরে বলিল, "নাথ, আজ আমাদের ফুলসজ্জা।"

* * * *

পরদিবস ললিতকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে আসিয়া প্রহরীগণ দেখিল ললিতসিংহ জীবিত নাই। তাঁহার হৃদয়ে মুসলমান বাঁদী, উভয়ে উভয়ের বাহুপার্শে আবদ্ধ। কেহই এই দেহকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না, সুতরাং উভয়কে একত্রে কবরস্থ করা হইল।

সাহিত্য-শোভা।

রহোন্যাস।

দুটী বোন।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে একটী নবম বর্ষীয়া বালিকা কাঁদিয়ে বলিতেছিল, "মা,—আর আমায় মের না। দেখ—আমার জ্বর হয়েছে, আমাকে আজ রাস্তায় দাঁড়াতে বল না। আজ আমি দাঁড়াতে পার্কো না,—আজ আমি ——"

মা উত্তর করিল,—"পোড়ার মুখী,—আবাগী,—টাকা উপার্জ্জন কত্তে পার্কেনা,—তোকে রোজ রোজ খাওয়ায় কে?"

বালিকা কাতরে কহিল, "মা, আমায় কি তুমি খেতে দাও? এই তিন দিন কেউ আসে না,—তুমিতো আমায় কিছুই খেতে দাওনি।"

রাক্ষসী জননী বালিকার মুখে সবলে চপেটাঘাত করিয়া কহিল, "আবার মুখের উপর কথা। যা,— দরজায় গিয়া দাঁড়া,—মেরে হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো কর্ব্বো।"

বালিকা কাঁদিল না,—বালিকা দ্বিরুক্তি করিল না, ধীরে ধীরে কম্পিত কলেবরে সে বাহিরে গেল।

কলিকাতার একটী রাজপথপার্শ্বস্থ একখানি খোলার ঘরের ভিতর এ দৃশ্য অভিনীত হইতেছিল। আমরা এ রাজপথের নাম করিব না, কারণ আমরা আধুনিক ঘটনার উল্লেখ করিতে যাইতেছি; সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইবার আবশ্যকতা পাঠকদিগের নাই।

বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল। শীতকাল, তাহার উপর আকাশ মেঘে আবরিত, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পথে জল দাঁড়াইয়াছে, ফুটপাত কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়াছে—তখনও বৃষ্টি একবারে থামে নাই, একটু একটু পড়িতেছে।

পথে একটীও লোক নাই, এ শীতে ও এ দুর্য্যোগে কে কবে বহির্গত হইতে পারে? আজ যেরূপ শীত পড়িয়াছে, এমন শীত কেহ কখনও দেখে নাই। বালিকা সামান্য এক খানি কাপড় পরিধানে এ শীতে দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ছিল, তখন প্রায় একটা বাজিয়াছে। শীতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে, নিদ্রায় তাহার চক্ষু অৰ্দ্ধ নিমিলিত হইয়াছে, সে যে আর দাঁড়াইতে পারে না।

সে একবার ব্যাকুলনেত্রে রাজপথের চারিদিকে চাহিল, তৎপরে কম্পিতপদে গৃহপ্রবিষ্ট হইল। তাহার মা তখন সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। সে যত সাবধানে যাইতে চাহে, তাহার দ্বারা ততই গোলযোগের সৃষ্টি হয়। বালিকা ভয়ে নিঃশব্দে গৃহে প্রবিষ্ট হইতেছিল,—কিন্তু কেমন করিয়া তাহার হাত লাগিয়া একটা ঘটি নিয়ে পতিত হইয়া শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত করিল। তাহার মা চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিল,—তৎপরে বলিল, "কে,—কেউ এসেছে?"

বালিকা কাতরে কহিল, "না মা।"

মা। তবে পোড়ারমুখী তোকে কে শুতে আসতে বল্লে?

কন্যা। মা, রাস্তায় একটিও লোক নেই।

রমণী। আসিতে বল।

পূর্ব্ব রাত্রে আমরা যে যুবককে দেখিয়াছিলাম, তিনিই এক্ষণে রমণী-রঞ্জন বাবুর আফিসে প্রবিষ্ট হইলেন। এটর্ণী বাবু মহা সমাদরে বিজনবাবুর হস্ত বিলোড়ন করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন, তৎপরে বলিলেন, "আজ কি মনে করে?"

বিজন। বাবার উইলখানা একবার দেখ্‌তে চাই।

এটর্ণী। সে উইল তো আমিই লিখেছিলাম, সবই আমার মনে আছে। তুমি কি জানৃতে চাও?

বিজন। উইলটা ঠিক কি, তাহাই আমি জানৃতে চাই।

এটর্ণী। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এই আফিসে বসিয়াই তিনি যেমন বলেছিলেন, আমি ঠিক সেইরূপ উইল লিখেছিলাম। আমি জান্‌তেম না—তিনি পরদিনই নিরুদ্দেশ হবেন।

বিজন। উইলটা ঠিক কি?

এটর্ণী। এই যে,—তোমার মা ব্যতীতও তাঁহার আর এক স্ত্রী ছিল, তাঁহার দুই কন্যা; এক কন্যা চুরী গিয়াছে, অপর কন্যা তাঁহার বাড়ীতেই আছে। যদি তাঁহার পুত্র কোনদিন এই কন্যাকে খুঁজিয়া পায়, তবে সে তাহার বিষয়ের অর্দ্ধেক পাইবে। অপর অর্দ্ধ দুই কন্যা সমানাংশে পাইবে। যদি সেই কন্যার সন্ধান না হয়, তবে তাঁহার পুত্র মাসিক ৫০০৲ টাকা ও কন্যা মাসিক এক শত টাকা আজীবন পাইবে। তাহাদের মৃত্যুর পর তাহার বিষয় বিক্রীত হইয়াএ কটী অনাথআশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে। তিনি আমাকে এই উইলের এক্‌জিকিউটার করিয়া গিয়াছেন।

বিজন উঠিলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া রমণীরঞ্জন বাবু বলিলেন, "উঠিলে যে?"

বিজন। এখন চলিলাম, - তবে আমার ভগিনীর সন্ধান না হইলে আমার বিষয় পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই?

এটর্ণী। কিছুই না।

বিজন। এই কন্যার নাম কি আপনি জানেন?

এটর্ণী। না, তিনি কখন আমাকে তাহার নাম বলেন নাই। তবে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"এ কন্যাকে তোমার

ছেলে কেমন করিয়া চিনিবে?" তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন; "সে বিষয় বড় কষ্ট পাইতে হইবে না। চিনিবার সহজ উপায় আছে। বিজন কখনও যদি তাহাকে দেখে, তবে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে।"

বিজন। তবে বলুন, আজকার মত চলিলাম।

এটর্ণী। সুশীলা মন দিয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে তো?

বিজন। সে বেথুন স্কুলের এখন বেষ্ট গার্ল।

এটর্ণী। বেস, বেস। তুমি এই বছরই কি তার বিয়ে দেবে?

বিজন। এই রকম ইচ্ছে করেছিতো।

এটর্ণী। বেস, বেস, খুব মন দিয়ে পড়াশুনা কর। কাল যদি সকাল সকাল আফিস থেকে বেরুতে পারি, সুশীলাকে দেখে যাব।

বিজন। বেশতো, যাবেন। কাল নিশ্চয় একবার যাবেন।

বিজন এটর্ণীর আফিস হইতে বহির্গত হইয়া কাল রাত্রে যে পথ দিয়া গিয়াছিলেন, যথায় সেই ক্ষুদ্র বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া চলিলেন। তিনি সেই খোলার ঘর দেখিলেন, কিন্তু বালিকাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার হৃদয় তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলিত হইল, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। একবার ভাবিলেন, লজ্জার মাথা খাইয়া তিনি দিনেরবেলাই একবার বারবনিতালয় প্রবিষ্ট হয়েন, কিন্তু তাহা পারিলেন না। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন, তখনও ৪ টা বাজে নাই, এখনও সন্ধ্যা হইবার অনেক বিলম্ব। তিনি ভাবিলেন কখন সন্ধ্যা হইবে,—কখন তাহাকে আবার দেখিব। সত্য সত্যই তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে কি আলোড়ন আজ উত্থিত হইয়াছে।

এই কি প্রেম? মানবহৃদয়ে কখন যে কত তরঙ্গ উঠে, তাহা এপর্য্যন্ত কেহ স্থির করিতে পারিলেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বাড়ী আসিয়া বিজন দেখিলেন, বাড়ীতে ভয়ানক ব্যাপার ঘটিয়াছে। সুশীলা পীড়িতা হইয়া বাটী আসিয়াছে; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার পীড়া

বৃদ্ধি পাইতেছে, ভৃত্যগণের কেহ বা কোন চিকিৎসক ডাকিতে গিয়াছে, কেহ কেহ তাঁহার অনুসন্ধানে ছুটিয়াছে।

প্রিয় ভগিনীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া দেখিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বিজনের মস্তিষ্ক হইতে বারবনিতা বালিকা বিদূরীত হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ রমনীরঞ্জন বসুকে সম্বাদ পাঠাইলেন, তৎপরে একজন ইংরেজ ডাক্তার আনিবার জন্যও লোক পাঠাইলেন।

রাত্রে সুশীলার পীড়া বাড়িল। বিজনের মজলিসের বাড়ী গমন ঘটিল না। পরদিবস চিকিৎসক পরামর্শ দিলেন,—যদি সুশীলার প্রাণ-রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে অনতিবিলম্বে তাহাকে নৌকায় করিয়া গঙ্গার হাওয়ায় বেড়াইতে লইয়া যাউন। অন্ততঃ ১৫ দিবস জলের হাওয়ায় থাকিলে সুশীলার পীড়া আরোগ্য হইতে পারে।

দুই খানি বৃহৎ বজরা ভাড়া হইল। এক খানিতে সুশীলা উঠিল, অপর খানিতে দুই জন চিকিৎসক লইয়া বিজন উঠিল। পরদিবসই তাঁহারা কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। বিজনের মা নাই, বাপ নাই,—সুশীলাই সংসারে তাঁহার এক মাত্র অবলম্বন। সুশীলাকে বিজন যেরূপ ভালবাসিতেন, ভগিনীকে ভ্রাতায় বোধ হয় কখনও এত ভাল-বাসে না। সুশীলার প্রাণরক্ষার জন্য বিজনও নিজ প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারতেন।

১৫ দিবসের জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন ভাবিয়া বিজন নৌকায় উঠিলেন,—কিন্তু দুই মাসের মধ্যে তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন না। যত দিন সুশীলার সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ না হইল, ততদিন চিকিৎসকগণ তাঁহাকে ফিরিতে দিলেন না। তাঁহারা নৌকাযোগে কাশী পর্য্যন্ত গেলেন। কাশী উপস্থিত হইলে সুশীলা বৃন্দাবন দেখিতে চাহিল; তিনি তাহাকে রেলযোগে বৃন্দাবন, আগ্রা, দিল্লী, এলাহাবাদ দেখাইলেন, তৎপরে আবার নৌকাযোগে কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলেন। ঠিক তিন মাস পরে তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিলেন। তখন কি মজলিস তাঁহার হৃদয় হইতে একবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল? যে এ কথা মনে করে, সে বড়ই ভ্রান্ত। বিজন মজলিসকে ভুলেন নাই। যে দিন তিনি কলিকাতায় পৌছিলেন, সেই দিনই তাহার সহিত

সাক্ষাৎ করা স্থির করিলেন। "আজ আমার নিমন্ত্রণ আছে" বলিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

কিন্তু তাঁহার জানা উচিত ছিল, যদি মজলিসের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াই তাঁহার নির্ব্বন্ধ হইত, তাহা হইলে তিন মাস পূর্ব্বে সেই দিবসই তাহার সাক্ষাৎ হইত না, তাহা হইলে সুশীলার পীড়া হইত না, তাঁহাকে কলিকাতা হইতে তিন মাস অনুপস্থিত থাকিতে হইত না।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে তিনি মজলিসের বাড়ীর দ্বারে আসিলেন, দুই চারিবার সেই বাটীর সম্মুখ দিয়া পদচারণ করিলেন, পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে দ্বারে দণ্ডায়মান দেখিবেন ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন—সে দ্বারে নাই, অন্য দুই একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহাদের সম্মুখ দিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হইতে তাঁহার বড়ই লজ্জা বোধ হইল। তিনি চারি পাঁচ বার প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াও প্রবেশ করিতে পারিলেন না। এইরূপে পদচারণে প্রায় আটটা বাজিল। তখন তিনি একবার সাহসে ভর করিয়া দ্রুতপদে গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রমনীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

মজলিস যে গৃহে থাকিত, সে গৃহ তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি সবেগে সেই গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন। সে গৃহে মজলিস নাই। আর একটী স্ত্রীলোক ও কয়েকজন পুরুষ সুরাপাণ করিতেছে। তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হইয়া স্তম্ভীত হইয়া দ্বারে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রমণী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কাকে খুঁজ্‌চেন?"

বিজন বলিলেন, "মজলিসকে।"

রমনী। মজলিস বলে কেউ এ বাড়ীতে থাকে না।

এই সম্বাদে বিজনের মস্তকে কে যেন গুরুতর আঘাত করিল। তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া পরে বলিলেন, "এই বাড়ীতে এই ঘরে কে থাকিত,—একটী ছোট মেয়ে।"

রমণী। আপনার কি ছোট মেয়ে না হ'লে পছন্দ হয়না?

বিজন লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তা নয়,—তার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল,—অনেক কথাও ছিল। সে কোথায় গেছে জানেন?"

রমণী। না মহাশয়।

এই বলিয়া রমণী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন বিজন মহা বিপদে পড়িলেন। অপরিচিত স্থানে অন্ধকারে তিনি দণ্ডায়মান,—বাটীর মধ্যে কাহারই সহিত তাঁহার আলাপ নাই,—তিনি কি করিবেন! এ বাটীর যদি কেহ তাঁহাকে মজলিসের সম্বাদ না দেয়, তাহা হইলে তিনি আর কোথায় তাহার সম্বাদ পাইবেন?

এই সময়ে আর এক প্রকোষ্ঠ হইতে আর একটী রমণী বহির্গত হইয়া অন্ধকারে তাঁহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে গা?"

বিজন সাহসে নির্ভর করিয়া বলিলেন,"আমি,—মজলিসকে খুঁজ্‌ চি।"

রমণী। মজলিস্‌ তো আর এ বাটীতে থাকে না মহাশায়।

বিজন। সে কোথায় এখন আছে,বল্‌তে পারেন? যদি আপনি আমাকে তার সম্বাদ দেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে একটা টাকা দিব।

টাকার নাম শুনিয়া রমণী বিজনের নিকট আসিল, বলিল, "প্রায় ছ মাস হ'ল,—তারা এখান থেকে উঠে গেছে। বোধ হয় বাড়ীঅলী দিদি জানে।"

এই বলিয়া সে "বাড়ীঅলী দিদি, বাড়ীঅলী দিদি" বলিয়া উচ্চৈস্বরে ডাকিল। তখন আর একটী রমণী বহির্গত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেগা?"

রমণী কহিল, "এই বাবুটী মজলিসদের খুঁজ চেন। তারা এখন কোথায় আছে জান দিদি?"

বাড়ীঅলী। তারা কি তা আমায় বলে গেছে?

রমণী। তবু শুন নি কি?

বাড়ীঅলী। শুনেছি নাকি তারা কোথায় মেছুবাজারে আছে।

বিজন মজলিসের কোনই সম্বাদ পাইলেন না,—তবুও তিনি রমণীর হস্তে টাকাটী দিয়া বলিলেন,—"যদি আপনি আমাকে তার খবর দিতে পারেন, তা হ'লে আমি আপনাকে পাঁচটা টাকা দিব।"

রমণী। আপনি পরশু একবার আস্‌বেন, আমি চেষ্টা করিব।

বিজন হতাশহৃদয়ে সে দিবস বাটী ফিরিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস বিজন নিজ প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া পাঠ করিতেছেন। এমন সময়ে সুশীলা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা,—আজ বড় মজা হয়েছে।"

বিজন। কি মজা সুশীলা?

সুশীলা। সে তুমি বলিলে বিশ্বাস করিবে না।

বিজন। বলই না,—এমন কি যে বিশ্বাস করিব না?

সুশীলা। আমাদের স্কুলের গেটে একটী মেয়ে ভিক্ষে কর্ত্তে এসেছিল।

বিজন উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "তার পর,—তার পর!"

সুশীলা। সে বড় মজা।

এই বলিয়া সুশীলা হাসিয়া আকুল। বিজন তাহার হাসিতে বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, "কি হয়েছিল বল্‌না, না বলিস্ তো যা—খেগে যা। স্কুল থেকে এসে কেবল গোল কচ্চে।"

সুশীলা। তবে শুন্‌বেনা দাদা?

বিজন। বল্‌না, আমি কি বল্‌তে বারণ কচ্চি?

সুশীলা। কই, তুমি তো শুন্‌চো না।

বিজন। বল্লেই শুনি।

সুশীলা। সে ভারি মজা!

এই বলিয়া সুশীলা আবার হাসিয়া উঠিল এবং নিজ অঞ্চল দিয়া হাসি ঢাকিবার জন্য মুখে কাপড় দিল।

বিজন। সুশীলা, সব সময় ছেলেমান্‌সি?

সুশীলা। দাদা, বল্‌তে গেলে আমার যে হাসি পায়।

বিজন। তবে এখন থাক, অন্য সময় বলিস্।

সুশীলা। আমি স্কুলে যাবার আগে আমাদের স্কুলে আর একজন "আমি" এসেছিল।

বিজন। তার পর, তার পর?

সুশীলা। আমি নই—আমার মত একজন। দাদা, ঠিক আমার মত। তুমি তাকে দেখ্‌লে আশ্চর্য্য হবে!

বিজন। বল্ না, তার পর?

সুশীলা। সে ভিক্ষে কর্ত্তে এসেছিল। ছেঁড়া কাপড় চোপড় পরা, না হলে সকলে তাকে ঠিক আমি বলেই ঠাওরাতো।

বিজন। আচ্ছা সুশীলা, তুমি কি তোমার কথা শিগ্‌গির শিগ্‌গির বল্‌তে পার না?

সুশীলা। স্কুলের লোকেরা তাকে দেখে ভাবলে আমি, কিছুতেই চেন্‌বার যো নেই। তারা তাকে সুশীলা বলে ডাকিল, সে বলিল," আমি সুশীলা নই, সুশীলাকে চিনিনে;—আমি গরিব ভিকিরী।"

বিজয়। তারপর,—তারপর,—সুশীলা, তারপর?

সুশীলা। দাদা, ও কি? তুমি অত ব্যস্ত হচ্চ কেন? তুমি কি এই মেয়েটীকে চেন?

বিজন। চিনি,—না,—তা ঠিক নয়, আমি তাকে দেখেছি। তার-পর, সে কোথায় গেল?

সুশীলা। তারা যখন তারে নিয়ে গোল কচ্চে, সেই সময়ে আমি গেলেম। তারা একবার আমার দিকে চায়,—আর একবার তার দিকে চায়—সে ভারি মজা।

এই বলিয়া সুশীলা আবার হাসিয়া উঠিল। এবার বিজন বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, "সে কোথায় গেল? সুশীলা আমাকে শিগ্‌গির করে বল।"

সুশীলা। তাকে দেখে আমার কেমন মায়া হ'ল। আমি তার হাত ধরে তাকে আমার পাশে বসালাম। তার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম।

বিজন। সে কি বল্লে,—সে কি বল্লে?

সুশীলা। সে কিছুতেই তার নাম বল্লে না। তার মা বাপ আছে কিনা জিজ্ঞাসা কল্লে বল্লে,—তার মা বাপ নেই। দাদা—মেয়েটী বড় দুঃখী।

বিজন। সে কোথায় গেল তাই বল না।

সুশীলা। সে বাড়ী গেল, আর কোথায় যাবে?

বিজন। তার বাড়ী কোথায়?

সুশীলা। ঐ যা!

বিজন। কিরে?

সুশীল। তাতো আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি।

বিজন আজ প্রথম ভগ্নীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "তুই ভয়ানক গাধা তা আমি জানতাম না।" তাহার নিকট তৎসিত হইয়া সুশীলার দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, সে বলিল, "আমি কি জানতাম যে তুমি তাকে চেন?—আর তুমি তার জন্যে এমন করে বক্ব হবে?"

বিজন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া সুশীলা ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট হইতে পলায়নের উদ্যম করিল। কিন্তু বিজন সত্বর তাহার হাত ধরিলেন, বলিলেন—"তারপর?"

সুশীলা। কিসের পর?

বিজন। না, তুই ভারি ছিঁচকাঁদুনে। সেই যে—তারপর সে কোথায় গেল?

সুশীলা। তা দাদা, আমি কেমন করে জানব? আমরা সকলে চাঁদা করে পাঁচ টাকা স্কুল থেকে তুলে দিলাম। সেই টাকা নিয়ে সে চলে গেল।

বিজন আর কোন কথা কহিলেন না, সুশীলাও তথা হইতে পলাইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিজন বিষয়ের লোভে প্রলোভিত হয়েন নাই; তাঁহার ব্যয় অল্প ছিল, তাঁহার অভাব কিছুই ছিল না, তাঁহার বাবুগিরি নাই, গাড়ী ঘোড়া নাই, বাড়ী বাগান নাই, অতি সামান্য গৃহস্থের ন্যায় তিনি বাস করিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ ছিল না বলিলেই হয়; তিনি কদাচিৎ বাড়ী হইতে বহির্গত হইতেন; সর্ব্বদাই বই লইয়া পড়া শুনা করিতেন,—সুতরাং অর্থের প্রয়াসী তিনি নহেন।

তবে তাঁহার হৃদয়ে সেই বালিকার সেই মলিনতামাখা মুখখানি

দেখা পর্য্যন্ত শান্তি নাই,—কি যেন তাঁহার হয় নাই, কি যেন তাঁহার করিতে আছে,—কি যেন না করিলে তাঁহার হৃদয় ফাঁকা বোধ হয়!

এতদিন তিনি নিশ্চিন্ত বসিয়াছিলেন, এতদিন তিনি পড়া শুনাকেই জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া জানিতেন, সেই দিন হইতে তাঁহার যেন কি এক গুরুতর কার্য্য করিতে আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। এতদিন যে তিনি সেই কার্য্য কেন করেন নাই, তাহা তিনি ভাবিয়া পান না।

তাঁহার পিতা যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতী ছিলেন,তাহা তিনি জানিতেন,—তিনি যে নিরুদ্দেশ তাহাও তিনি জানিতেন,—তিনি যে এক উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না, তবে এ সব বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না, তিনি যে বিষয় পাইবেন না, এ সব চিন্তা কখনও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত না।

কিন্তু সেই দিন হইতে সকলই প্ররিবর্ত্তিত হইয়াছে; তিনি তাঁহার জীবনকে এক রহস্যময় অদ্ভুত জীবন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পিতা নিরুদ্দেশ,—মৃত কি জীবিত তাহা কে বলিবে? কেন তিনি নিরুদ্দেশ হইলেন? নিরুদ্দেশ হইলেনতো কেন একপ উইল করিয়া গেলেন? যে কন্যাটী তাঁহার হারাইয়াছে, তাহাকে কি তিনি বড় ভালবাসিতেন? নতুবা তাহার অনুসন্ধানের জন্য তিনি পুত্রকে এরূপ কঠিন কড়ারে আবদ্ধ করিয়া যাইবেন কেন? সুশীলার মা কে? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? তাহার আর একটী কন্যাই বা কেমন করিয়া কোথায় গেল? সে কি জীবিত আছে? এই সকল নানা চিন্তায় অধীর হইয়া বিজন শেষ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি এই সকল রহস্য ভেদ করিব, সন্দেহে থাকা অপেক্ষা ক্লেশকর জীবন আর নাই। আমি যেমন করিয়া পারি, এই সকল জানিব।"

কিন্তু এ সংসারে কিছু করিতে চাহিলেই যদি করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে সংসারের অর্দ্ধেক দুঃখ কষ্ট একেবারেই থাকিত না। বিজন যাহা করিবেন ভাবিলেন, তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। মজলিসের সহিত দেখা করিবেন ভাবিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহা পারিলেন না,—তাঁহাকে কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি স্বর্ণিনীর অনুসন্ধান করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাও করিতে পারিলেন না।

এইরূপ তিনি যাহা করিতে চাহেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতিপদে প্রতিবন্ধক পড়ে। তিনি যে কি করিলেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তাঁহার আদরের পুস্তকগুলি হতাদৃত হইতে আরম্ভ করিল,—পূর্ব্বে তিনি কদাচিৎ বাড়ী হইতে বহির্গত হইতেন,—এখন তিনি অষ্টপ্রহরই বাড়ীর বাহিরে। সকাল সকাল দুটী আহার করিয়া বাহির হইয়া যান,—কোন দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আবার বাহির হয়েন; কোন দিন বা সন্ধ্যার সময় একেবারে বাড়ী ফিরেন না। কিন্তু তিনি কোনদিনই রাত্রি ১২।১টার পূর্ব্বে বাড়ী প্রত্যাগমন করেন না।

তাঁহার কার্য্য-কলাপের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহার ভৃত্যগণ ভাবিল—তাঁহার চরিত্রেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুশীলাও ভাবিতে লাগিল, দাদা কোথায় যান,—আর এত রাত্রেই বা আইসেন কেন? সে এক দিন দাদাকে বলিল, "দাদা,—তুমি অত রাত করে বাড়ী এস কেন? আমার যে ভয় করে।"

বিজন। ভয় কি সুশীলা? কত লোকজন রয়েছে। তোমার পিসিমা আছেন।

সুশীলা। আমার জন্যে কি বলি? তোমার জন্যে বলি। রাত জাগ্‌লে যে তোমার অসুখ হবে।

বিজন। পাগল আর কি। আমি কি কোন রকম অত্যাচার করি?

সুশীলা মনে করিয়াছিল সে অনুরোধ করিয়া দাদার রাত্রিজাগরণ বন্ধ করিবে, কিন্তু তাহা হইল না। বিজন সে দিক দিয়াও গেলেন না। অগত্যা ক্ষুদ্র সুশীলা হার মানিল,—সে কি করিতে পারে?

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুশীলার বিবাহ হইয়াছে। কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান ধনীর গৃহের সুশীলা গৃহিণী হইয়াছে; তাহার আদর, তাহার সুখের সীমা নাই।

তাহার একটী পুত্র হইয়াছে। মহা সমারোহে তাহার পুত্রের অন্নপ্রাসন হইতেছে,—বড়ই ধুম। কলিকাতা সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। কয়েক দিন হইতে নাচগাওনা চলিতেছে। ইংরেজ, বাঙ্গালী, বড় বড় লোক সকলে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। অনেক দিন সহরে এরূপ জাঁকের অন্নপ্রাসন হয় নাই।

বিজন সুশীলার বিবাহের পর দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতের নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহার দেশে আসিবার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না। দেশে আসিলে সকলে তাঁহাকে বিবাহিত হইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন,—বিজনের ইহা সহ্য হয় না। বিবাহ করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই; জীবনের মুখ্যকার্য্য যতদিন না শেষ হইবে, ততদিন তিনি কোনমতেই বিবাহ করিবেন না।

সুশীলার পুত্রের অন্নপ্রাসনে তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইল। প্রথম ভাবিয়াছিলেন, দেশে ফিরিবেন না; কোন না কোন ওজোর করিয়া সুশীলাকে নিরস্ত করিবেন, কিন্তু সুশীলা তাঁহার কোন কথাই, কোন ওজরই শুনিল না। প্রত্যহ এক এক খানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল, পত্রে প্রথম অনুনয় বিনয়, পরে কান্নাকাটী, পরে আত্মহত্যার কথা পর্য্যন্ত উঠিল। তখন বিজন বাধ্য হইয়া দেশে ফিরিলেন।

নাচ হইতেছে; এক দল বাইয়ের পর আর এক দল বাই আসরে আসিয়া সুমিষ্ট সঙ্গীতে আগন্তুকগণের মন মাতাইতেছে; বিজন ভদ্রমণ্ডলীর অভ্যর্থনায় নিযুক্ত আছেন।

রাত্রি ঠিক নয়টার সময় আসরে লোকের বড়ই সমাগম ঘটিল।

বিজন শুনিলেন, এবার যে বাই আসিতেছে, সে একজন বিখ্যাত গায়িকা। তাহার গান শুনিবার জন্য আমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ বড়ই ব্যগ্র হইয়াছেন। তিনি বাইয়ের নাম জানিতেন না, সকলে তাহার গান শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে দেখিয়া তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন, পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, যাহার গান শুনিবার জন্য সকলকে ব্যগ্র দেখিতেছি, তাহার নাম কি ?'

"আপনার বাড়ী,—আর আপনি জানেন না।'

"আমি এখন আর এ দেশের লোক নই।"

"এর নাম মজলিস্ ?"

"কি,—কি ?"

যেরূপ ভাবে বিজন "কি, কি" বলিলেন, তাহাতে তাঁহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন,—আপনি কি ইহাকে চিনেন ?"

"না, তা ঠিক নয়।" এই বলিয়া তিনি আপনার মনে বলিলেন, "ইহাকে সুশীলা কি দেখিয়াছিল ?" তাঁহার এ কথাও তাঁহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তির কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,—তিনি বলিলেন, "সুশীলা কে ?"

"সুশীলা আমার ভগ্নী।"

এই বলিয়া বিজন সে স্থান পরিত্যাগ করিবার উদ্যম করিলেন,—কিন্তু এই সময়ে অলঙ্কারের ঝুনু ঝুনু শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে তাঁহার ভগ্নীপতী নিকটে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বিজন,—এবার যে বাইজি আসবে, এ একজন বিখ্যাত গাইয়ে। এক রাত্রে ৫০০৲ টাকা মজুরো নিয়েছে।"

"তুমি কি ইহাকে আগে দেখেছ ?"

"না,—তাইতো সব কাজ ফেলে দেখ্‌তে এলাম।"

এই সময় বাইজী আসিয়া আসরে দণ্ডায়মান হইল; তাহাকে দেখিয়া বিজন ব্যাকুলিতনয়নে ভগ্নীপতীর মুখের দিকে চাহিলেন, তিনিও আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন। উভয়েই স্তম্ভীত ও নীরব; অবশেষে সুশীলার স্বামী বিজনকে বলিলেন, "ভাই, এ কে ?"

বিজন। কেমন করিয়া বলিব?

"তুমি একে কখন আগে দেখেছ?"

'পাঁচ বৎসর আগে বোধ হয় একে একবার দেখেছিলাম।"

এই সময়ে বাইজীর গান আরম্ভ হইবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল,—বাদ্যকরগণ বাজনা আরম্ভ করিল। তখন বিজন অতি কাতরে কহিলেন, "ভাই, আমার একটী অনুরোধ রাখিবে?"

"তোমার অনুরোধ রাখিব না! তুমি অমন করে আমার সঙ্গে কথা কহিলে আমার সত্যই কষ্ট হয়।"

"একে আসরে গাইতে দিও না। যত দূর হয়েছে,—ঐ পর্য্যন্তই থাক,—আর না,—আর না, ভাই,—আমার আর সহ্য হয় না।"

"ওকি বিজন,—কি হয়েছে, আমায় বলিবে না?"

"পরে বলিব, এখন ওকে গাইতে বারণ কর।"

তিনি বাইজীর ওস্তাদকে ডাকিলেন, বলিলেন—"এর গাইতে হবে না, মজুরোর টাকা আমার সঙ্গে আসুন দিতেছি।"

ওস্তাদ যাইয়া বাইজীকে বলিল, সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিজন ও সুশীলার স্বামীর দিকে চাহিল, তাহার দৃষ্টি বিজনের প্রতি পড়িল। পাঁচ বৎসর অতীত বটে, কিন্তু সে বিজনকে ভুলে নাই। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল তাহার পর ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

গান হইল না শুনিয়া সকলেই ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিল না; কেবল বলিল, "বাবু গাইতে বারণ করেছেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুশীলার পুত্রের অন্নপ্রাসন চুকিয়া গিয়াছে। অন্নপ্রাসনের পরই তিনি কলিকতা পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। অন্নপ্রাসনের পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন না, বরং তিনি পাঁচ

বৎসর যে বাটী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন সেই বাটীতে বাস আরম্ভ করিলেন, নানাবিধ আসবাব কিনিতে লাগিলেন। সকলে দেখিল, তাঁহার আর কলিকাতা পরিত্যাগের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই।

তিনি যেমন পাঁচ বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়া আবার সংসার পাতিলেন, সেইরূপ আর একজন তাঁহার কলিকাতাবাসের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা হইতে অন্তর্হৃত হইল। "বাইজি মজলিস" কলিকাতায় আর নাই, সে যে বাটীতে বাস করিত, সে বাড়ীতে অন্য লোক বাস করিতেছে,—সে যাহাদের আশ্রয়ে থাকিত, তাহাদেরও আর কোন সন্ধান নাই। কলিকাতায় অনেকে তাহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহার কোনই সম্বাদ কেহ পাইলেন না।

দুইজনের এইরূপ দুই প্রকার পরিবর্ত্তনের সহিত যে উভয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ হয় পাঠকদিগকে আর বলিতে হইবে না। তত্রাচ এ পরিবর্ত্তন কিরূপে ঘটিল, তাহা পাঠকদিগকে বলা ভাল।

নাচের পরদিবস বিজন মজলিসের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, মজলিস বিজনকে ভুলে নাই। তাহার পর তাহার জীবনে কতই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে দিন সে তাহার পালিত জননী কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা, প্রহারিতা ও ভর্ৎসিতা হইয়া রাজপথে বিজনের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর তাহার জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার সে রাক্ষসী জননী আর নাই,—তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার মৃত্যুর পর সে নিরাশ্রয়া হইয়া রাজপথে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে। তৎপরে সৌভাগ্যক্রমেই হউক বা দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, সে জনৈক বৃদ্ধ ওস্তাদের সম্মুখে পতিত হয়। তিনি তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াই হউক, বা তাহার দুঃখ দেখিয়াই হউক, তাহাকে গৃহে আনিয়া লালন পালন করিতে থাকেন। তিনি বিদেশী—লক্ষ্ণৌবাসী। মজলিসকে পাইয়া তিনি তাহাকে লইয়া দেশে প্রস্থান করেন। সে কলিকাতায় থাকিলে বিজন যেরূপে হউক তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে সক্ষম হইতেন।

পাঁচ বৎসর সে কলিকাতায় নাই। পাঁচ বৎসর সে লক্ষ্ণৌ-নগরে হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে বাস করিয়া একরূপ হিন্দুস্থানী হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীভাবে থাকিলে হয়তো বিজন তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেন, কারণ এক সময় তিনি লক্ষ্ণৌনগরেও এক মাস বাস করিয়াছিলেন।

এইরূপে চারি বৎসর সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়া মজলিস অদ্বিতীয়া গাইকা হইয়াছিল। চারি বৎসর পরে যখন সে কলিকাতায় আসিল, তখন দেখিতে দেখিতে তাহার নাম সহরে প্রচারিত হইল। ধনীর আলয়ে মধ্যে মধ্যে তাহার মজরো হইতে আরম্ভ হইল। অর্থের অনাটন তাহার ঘুচিল। ইচ্ছা করিলে সে আরও অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইত,—কারণ অনেক ধনীর সন্তান তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহার জন্য পাগল হইয়াছিলেন, কিন্তু সেরূপ অর্থ উপার্জ্জনে তাহার স্পৃহা ছিল না,—বরং হৃদয়ের প্রকৃত ঘৃণা ছিল। সুতরাং সকলেই তাহার সঙ্গীতসুধাপানে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন বটে,—কিন্তু কেহই অধরসুধাপানে চরিতার্থ হয়েন নাই।

বিজন মজলিসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পাঁচ বৎসর পরে সাক্ষাৎ, তিনি ভাবিয়াছিলেন, মজলিস তাঁহাকে ভুলিয়াছে। এক রাত্রি কেবল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহার পক্ষে তাঁহাকে চিনিতে পারা কোনমতেই সম্ভব নহে। কিন্তু বিজন যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মজলিস বিজনকে ভুলে নাই, তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিল।

যখন বিজন আসিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না,—মস্তক অবনত করিয়া ভূমির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

অবশেষে বিজন কথা কহিলেন, বলিলেন—"তুমি কি আমাকে চিনেতে পারে? পাঁচ বৎসর আগে তোমার সঙ্গে একদিন আমার দেখা হয়েছিল।"

মজলিস চমকিত হইয়া মস্তক উত্তোলিত করিল, অমনি আবার লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিল, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "কাল আসিবেন বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আর আসেন নি কেন?"

বিজন। তবে তুমি আমাকে ভুল নি।

মজলিস। আপনি যে সময়ে আমার উপকার করেছিলেন, সে কি ভুলিবার?

বিজন। আমি কেন যে তোমার সঙ্গে তারপর আর দেখা কর্ত্তে পারিনি, তা জন্‌লে তুমি আর আমার উপর রাগ করিবে না।

মজলিস। আপনি আসিলে আমি আর অত কষ্ট পাইতাম না।

বিজন আদরে মজলিসের হাত ধরিয়া নিকটে বসাইলেন, তৎপরে কেন যে তিনি তাহার পর মজলিসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, তাহা একে একে বলিলেন। তৎপরে বলিলেন, "তারপর তোমার কি কি হয়েছিল, একে একে আমায় সব বল।"

মজলিস বলিতে আরম্ভ করিল। আমরা এ সমস্ত কথাই পাঠক দিগকে সংক্ষেপে বলিয়াছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কথায় কথায় অনেক রাত্রি হইল। অবশেষে বিজন উঠিলেন, বলিলেন, "তোমায় একটী কথা এখনও বলি নাই। যাহা বলিতে আসিয়াছিলাম, এখনও আমি তোমাকে তাহা বলিতে পারি নাই।"

মজলিসের হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল, আপনা-আপনই কেমন তাহার শরীর,—পদাঙ্গুলী হইতে মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত, প্রকম্পিত হইল। সে বলিল, "বলুন।" বিজন ধীরে ধীরে তাহার মস্তক তাঁহার নিজ মুখের নিকট আনিয়া অতি নিঃশব্দে তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন; সে চমকিত হইয়া মস্তক অপসারিত করিল, চারি পাঁচ পদ সরিয়া গিয়া একদৃষ্টে বহুক্ষণ বিজনের দিকে চাহিয়া রহিল; তৎপরে

একবারে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার হৃদয় যেন প্লাবিত করিয়া, তাহার নয়ন ভেদ করিয়া নয়নাশ্রু ছুটিল।

বিজন তাহার হস্ত ধরিয়া সাদরে তাহাকে পার্শ্বে বসাইলেন, তৎপরে অতি আদরে, অতি সস্নেহে বলিলেন, "মজলিস, তোমাকে আমি যে কথা বলিতে আসিয়াছি, সে কথা শুনিলে তুমি চমকিত হইবে,—তুমি আমার—ভগিনী।"

মজলিস প্রথমে নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বিজনের দিকে চাহিল,—তৎপরে ধীরে ধীরে উঠিয়া তাঁহার নিকট হইতে দুই চারি পদ পশ্চাৎ হইল, তৎপরে অতি মৃদুমধুরস্বরে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে কৌতুক করিতেছেন—আমার তো ভাই নাই?"

বিজন। তুমি যখন ছেলে মানুষ,তখন তোমার—আমার—মার মৃত্যু হয়;—তুমি কেমন করিয়া জানিবে? তোমার একটী বোন আছে।

মজলিস। আমি তাঁকেও বোধ হয় দেখেছি।

বিজন। হ্যাঁ, তুমি তাকেও দেখিযাছ। স্কুলে তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়।

মজলিস। তবে আমি কেমন করে এদের কাছে এলাম?

বিজন। সে সব অনেক কথা,—এমন কি আমি পর্য্যন্ত সে সব কথা জানি না। সে সব পরে বলিব, এখন তোমাকে এখান থেকে যেতে হবে। আমাদের বাড়ী যাওযাই প্রয়োজন,—তবে একটী কথা আছে।

মজলিস। কি কথা? আপনি আমাকে যা কর্ত্তে বল্‌বেন, আমি তাই করিব।

বিজন। দেখ, তোমার নামে কলঙ্ক হইয়াছে। তোমাকে প্রকাশ্য-ভাবে যদি আমি গৃহে লই, তবে আমাদের সকলকে একঘরে হইতে হইবে। তুমি—মজলিস—যে আমার ভগিনী হইলে, ইহা প্রকাশ হইতে কিছুতেই দেওয়া হইবে না।

মজলিস। আমাকে যাহা করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব।

বিজন। তুমি আজই রাত্রে আমার সঙ্গে চল। এখানকার কাহা-কেও বলিবার আবশ্যক নাই। এখান থেকে এক কাপড়ে যাইতে হইবে।

যে পথ অবলম্বন করিয়া তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ, তাহার এক পয়সাও লইয়া যাইতে পারিবে না, —তোমার অর্থের ভাবনা কি?

মজলিস। আমি কোন্ মুখে এ সব লইব? আমি কিছুই লইব না। এক খানি থান কাপড় পরিয়া বাহির হইয়া যাইব।

বিজন। আমি রাত্রি ১২টার সময় ঠিক তোমার বাড়ীর দরজার কাছে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করিব। তুমি সেই সময় কাহাকে কিছু না বলিয়া বাড়ীর বাহির হইও।

মজলিস। আপনি যেমন যেমন বলিলেন, আমি ঠিক তেমনই তেমনই করিব।

বিজন। তবে এই কথা ঠিক থাকিল, দেখ, যেন ভুল না।

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়াছিল। বিজন ভগিনীর আলয় হইতে বিদায় হইলেন। মজলিস শয্যায় পড়িয়া বালিসে মুখ লুকাইয়া অবোধ বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। এ ক্রন্দন কেন? সে যে দিন বিজনকে দেখিয়াছিল, সেই দিন হইতেই তাহার মন কেমন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে ভাবিত ইহার কারণ কি? সেকি বিজনকে ভালবাসিয়াছে?—এই কি প্রেম? সে কত ভাবিয়াছে,—কত বৎসর ধরিয়া ভাবিয়াছে, কিন্তু ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। সুতরাং বিজন নিজ পরিচয় দেওয়ায় তিনিই যে তাহার ভ্রাতা, সে বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। রক্তের টান,—এ আকর্ষণ বুঝা কাহারই পক্ষে বড় ক্লেশকর নহে।

তবে সে কাঁদে কেন? কাঁদে,—সে যে পথে ভাসিয়া আসিয়াছিল, তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার জীবনে যে পাপের স্পর্শ ঘটিয়াছে, তাহা হইতে আর উদ্ধারের কোনই উপায় নাই। সে কোন্ মুখ লইয়া আর ভদ্রসমাজে প্রবিষ্ট হইবে?

কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া মজলিস নিদ্রিত হইল। যখন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন সে দেখিল যে সূর্য্য উঠিয়াছে, তাহার দাসী তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য তাহাকে ডাকিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিন বিজন তাহার পিতার বন্ধু এটর্ণী মহাশয়ের আফিসে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিলেন। তিনি বলিলেন, "কি বিজন, কেমন আছ? অনেক দিন তোমায় দেখি নাই; তুমিতো প্রায় বাড়ী ছাড়িয়াছ। বিবাহ কর,—ঘরসংসারী হও,—আর এমন করে ঘুরে ঘু'রে বেড়ান ভাল দেখায় না।"

বিজন। জীবন যে রহস্যে আচ্ছাদিত, তাহা ঘুচাইতে না পারিলে বিবাহে লাভ কি?

এটর্ণী। সে রহস্য চিরকালই রহস্য থাকিবে। সে কি আর এত কাল বেঁচে আছে? থাকিলে তুমি কোন না কোন রকমে তাহাকে পাইতে।

বিজন। আমি তাকে পেয়েছি।

এটর্ণী চমকিত হইয়া বিজনের দিকে ফিরিলেন, বহুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "সে কি! বিজন সত্য সত্য কি তাকে দেখেছ?"

বিজন। দেখিব কি?—সে এখন আমাদের বাড়ীতেই আছে।

এটর্ণী। সে কি! তুমি তাকে চিনিলে কেমন করে?

বিজন। আপনি আগে একটী কথা বলুন, তারপর আমি আপনাকে সকল কথাই বলিব।

এটর্ণী। বল; আমি যে তোমার কথা শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছি!

বিজন। তার নাম কি ছিল জানেন?

এটর্ণী। এখন তার কি নাম, তাই তুমি আমাকে আগে বল না?

বিজন। সে পরে বলিব, এখন আপনি আগে বলুন।

এটর্ণী। অন্নপ্রাসনে তাহার নাম সলিলা রাখা হয়েছিল। তুমি যাকে পেয়েছ, তার নাম সলিলা তো?

বিজন। তার নাম সলিলা নয়। তার সে নাম থাকাই অসম্ভব।

এটর্ণী। তবে হয়তো সে নয়।

বিজন। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন,—আমি তাকেই পেয়েছি।

এটর্ণী। কেমন করে চিনলে? ৭।৮ মাস বয়স থেকে সে নিরুদ্দেশ। আর আমি সচক্ষেও তাকে কখনও দেখি নাই।

বিজন। উইলেতো লেখাই আছে যে, তাহাকে চিনিতে কষ্ট হইবে না। সত্যই অতি সহজে তাহাকে চিনা যায়। আপনি দেখিলেও চিনিতে পারিবেন।

এটর্ণী। আমি কখনও তাকে দেখি নাই,—কেমন করে চিনিব?

বিজন। অতি সহজেই চিন্তে পার্বেন। আজ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাটী যেতে ভুলিবেন না। আর এদিকে বিষয় পাইবার জন্য যে কিছু করা আবশ্যক, তাহা যেন করিতে আর বিলম্ব করিবেন না।

এটর্ণী। তা সবই হ'ল, কিন্তু আমি সত্য সত্যই বড় আশ্চর্য্যান্বিত হচ্চি।

বিজন। এখন একটা কাজ হয়েছে,—তবে সব কাজ এখনও শেষ হয়নি। বাবার সন্ধান কর্ত্তে হবে।

এটর্ণী। তুমি যখন একজনকে বাহির করিয়াছ, তখন তুমি তাঁকেও বাহির করিতে পারিবে। তুমি প্রকৃতই এ কাজের উপযুক্ত।

বিজন। সে কেবল আপনাদের আশীর্ব্বাদে। নিজের যদি জীবন রহস্যময় থাকে, তবে সে জানে সুখ কি।

এটর্ণী। তাতো বটেই,—তাতো বটেই।

বিজন বিষয়প্রাপ্তির সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

এটর্ণী মহাশয়ের সাক্ষাতের ছয় মাস যাইতে না যাইতে বিজন পিতার সমস্ত বিষয়ের একমাত্র অধিকারী হইলেন। তাঁহার পিতার উইল প্রমাণিত হইল, তাঁহার ভগিনীও আদালতে উপস্থিত হইল। অতি গোপনে এই সকল কার্য্য শেষ হইয়া গেল। প্রতিবেশীগণ দেখিয়া শুনিয়া কানাকানি করিতে আরম্ভ করিল। বিজনের যে আর একটী ভগিনী কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা তাহারা বিশ্বাস করিল না। বিজনের নবাগত ভগিনীকে কেহ দেখিতে পাইত না। কখনও কখনও তাহারা কেবল সুশীলাকেই দেখিত; সুতরাং ভাবিল, বিজন একটি জাল

ভগিনী সাজাইয়া বিজয় হস্তগত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, তাহা নহে। বিজনের দুই ভগিনীই আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহারা যে বিজনের ভগিনী, তাহা প্রমাণের জন্য কোনই চেষ্টা পাইতে হয় নাই। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র তাহারা যে উভয়েই বিজনের ভগিনী, বিচারকগণ তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। প্রতিবেশীগণের আরও সন্দেহের কারণ,—তাহারা ভাবিল, যদি বিজনের ভগিনী সত্য সত্যই আসিয়া থাকে, তবে তাহার এতদিনে বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য,—যদি তাহার বিবাহ হইয়া থাকে, তবে তাহার স্বামী কোথায়? তিনি তো কখনও বিজনের বাটী আসেন না? যদি সে বিবাহিতাই হয়, তবে কই, তাঁহাকে তো দেখিতে পাওয়া যাইত? অনেকে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া নানাছলে বিজনের বাটী প্রবেশ করিয়াছে, বিজনের ভগিনীকে দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু তাহারা সুশীলা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পায় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদিন দুই প্রহরের সময় বিজন পিতার আলমারি খুলিয়া এক এক করিয়া কাগজ পত্র গুলি দেখিতেছিলেন,—যদি কোনরূপ কিছু পান এই আশা। এইরূপ তিনি প্রত্যহ করিতেন,—আজও করিতেছিলেন। তিনি প্রত্যহই যেরূপ বিফলপ্রযত্ন হইতেন, আজও ঠিক সেইরূপ হইতেছিলেন।

সহসা আলমারীর এক কোনে একটী ক্ষুদ্র বাক্সে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি ব্যগ্র হইয়া বাক্সটী বাহির করিলেন, দেখিলেন, সেটী একটী ক্ষুদ্র চন্দনকাষ্ঠের বাক্স। বাক্সের উপর পরিষ্কারভাবে এই কয়টী কথা মাত্র লিখিত;——

"আমার পুত্র বিজনের জন্য। যদি কখনও তোমার ভগিনীটীকে খুঁজিয়া পাও, তবে এই বাক্স খুলিও।"

বিজন ভগিনীকে তো খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি অতি ব্যগ্রভাবে

বাক্সটী উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। চাবি দিয়া খুলিবার অপেক্ষা তাঁহার সহিল না। তিনি বাক্সটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, বাক্সের মধ্যে বহুমূল্য দুইছড়া হীরকহার রহিয়াছে, আর অতি সুন্দর দুইটী আংটীও আছে। তিনি যত্নের সহিত সেই কয়টী দ্রব্য অপসারিত করিলে তাহার নীচে তাঁহার পিতার স্বহস্তে লিখিত একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। পত্রখানি তাঁহারই উদ্দেশে।

পত্রখানি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"প্রিয় পুত্র বিজন।

তোমাকে অধিক কথা বলিবার নাই। তোমার মার সহিত বিবাহ হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে আমি আমাদের বাটীর পার্শ্বস্থ একটী গরিবের কন্যাকে ভালবাসিতাম। সে সকল কথায় এক্ষণে আর আবশ্যক নাই। আমি গোপনে তাহাকে বিবাহও করিয়াছিলাম। আমাদের এ বিবাহের কথা আমি উইল করিবার সময় আমার কোন বন্ধুকে বলিয়াছি। এই বিবাহে আমার দুইটী যমক কন্যা হয়; কিন্তু কন্যা দুইটীর জন্মের তিন দিন পরে তাহাদের জননীর মৃত্যু হয়। আমি কন্যা দুইটীকে একজন দায়ের হস্তে লালনপালনের জন্য দিই, কিন্তু সে হতভাগিনী পয়সার লোভেই হউক বা যে কারণেই হউক, একটী কন্যাকে কাহাকে দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, সে মরিয়াছে, কিন্তু আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি না,—আমি জানি সে মরে নাই।

এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আমার অপর কন্যাটীকে গৃহে আনি। তাহাকে বাড়ী আনিয়া তোমার মাকে সকল কথা বলি,—অপর কন্যা-টীকে তিনিই লালনপালন করিতেছেন।

গরিবের মেয়েকে আমি ভালবাসিতাম, তাহাকে সুখী করিব মনে করিয়াছিলাম,—কিন্তু বিধাতা তাহা আমাকে করিতে দেন নাই। যাহা-হউক, মৃত্যুকালে সে আমার কোলে কন্যা দুইটীকে দিয়া আমার হাত দুইটী ধরিয়া বলিয়াছিল, 'নাথ, এ শিশু দুইটীকে ভুলিও না; এদের একটু যত্ন করিও।' তাহার মৃত্যুশয্যায় আমি তাহার নিকট অঙ্গীকার করি-য়াছিলাম। আমি যদি বাঁচিয়া থাকিতাম,—আমি চেষ্টা করিতাম; কিন্তু সে আশা নাই। তাহাই আমার কন্যার অনুসন্ধান যাহাতে হয়, আর

যাহাতে তুমি তাহাকে সুখে রাখ, তাহারই জন্য আমি এইরূপ উইল করিলাম। একটীর জন্য ভাবি না, কারণ সে তোমার ভগিনীরূপে লালিতপালিত হইল, অপরটীকে বহুকষ্টে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।

আমি তাহার মৃত্যুর পর আজ ছয় মাস কাল হৃদয়কে কত বুঝাইয়াছি, কিন্তু হৃদয় বুঝিল না। যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমার জীবন ছিল, সে মরিয়া যাওয়ায় আমার জীবন অবলম্বনশূন্য হইয়াছে। আমার বাঁচিবার আর আশা নাই। আর সংসারের গোলযোগে অধিক দিন থাকিলে আমি পাগল হইয়া যাইব। তোমরা সুখী হও,—ইহাই আমার হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ।

তোমার অভাগা পিতা।

পুঃ—

আমি বিন্ধ্যাচলে চলিলাম, তথা হইতে হিমালয় ভেদ করিয়া তিব্বতে যাইব,—আর দেশে ফিরিব না। আংটী ও হার তাহাদের জননী তাহাদের দিয়া গিয়াছে। যদি পাওতো দিও।"

পত্রখানি পাঠ করিয়া বিজন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এতদিনে তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু পিতার জন্য হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল।

* * * *

আমাদের যাহা ছিল, তাহা সকলই বলিয়াছি। যা দুই চারটী কথা বলিবার আছে, তাহা এইখানে বলিয়া এ রহস্য শেষ করিব।

বিজন বিবাহ করিলেন না,—কতজনে তাঁহাকে কত অনুনয়, বিনয়, অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিবাহে সম্মত হইলেন না।

আর সলিলা,—সে চিরবৈধব্য ব্রত ধারণ করিল। বালিকা সন্ন্যাসিনী দিনরাত্তি পরের উপকারে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে লাগিল।

সুশীলা ও সলিলা যখন দুই ভগ্নী একত্রে এক স্থানে দণ্ডায়মান হইত, তখন সে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য হইত। সুশীলা রাজরাণী,—সলিলা সন্ন্যাসিনী। হীরক জহরত অলঙ্কারে ভূষিতা সুশীলা, আর আলুলায়িত-কেশা, গেরুয়াধারিণী সলিলা। অথচ উভয়ের আকৃতিতে এতই সাদৃশ্য

যে, কে মৃণাল। আর কেইবা নলিনা,—তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

এই অপরূপ সৌন্দর্য্যের ধ্যান করিয়াই বিজন বিমুগ্ধ ও সুখী,—তাঁহাকে আর বিবাহ করিতে হয় নাই।

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

কৌতুকন্যাস।

ঘরের ছবি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিডন ষ্ট্রীটের চৌরাস্তা,—রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইয়াছে,—পথে জনমানব নাই,— কেবল নিকটস্থ পানের দোকানের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া পাহারাওয়ালারূপী মহারাণীর প্রতিনিধি সুষুপ্তিসুখ উপলব্ধি করিতেছেন,—আর একখানা তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ীর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মধ্য স্থ জৈনিক মহোদয়ের রাশ-নামক কষ্টদায়ক যন্ত্র ছিন্ন হওয়ায় রাস্তার ঠিক মধ্যস্থলে গাড়িখানী চেতন হইতে অচেতন পদার্থে পরিণত হইয়াছে। সারথী ভূমে অবতীর্ণ হইয়া আবশ্যকীয় যন্ত্র পুনঃসংস্কারের চেষ্টা করিতেছেন। গাড়ীর বাতি স্তিমিত হইয়া আসিতেছে,—অশ্বদ্বয় সমস্ত দিবস ছুটিয়া ছুটিয়া অশ্বজীবনের অবসান ইচ্ছায় পদচতুষ্টয় বিস্তৃত, জিহ্বা বিলম্বিত, উদর অবনত ও নয়ন মুদিত করিয়া কষ্ট-লাঘব-উপায়স্বরূপ প্রস্রাবসুখ উপলব্ধি করিতেছে।

সহসা উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক হইতে চারি জন দ্রুতপদে সেই কলিকাতার শোভাস্বরূপ তৃতীয়শ্রেণী গাড়ীখানির নিকটস্থ হইয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ভাড়ায় যাবি রে?" সপ্তরথীর হুঙ্কার শুনিয়া বালক অভিমন্যু যেরূপ চমকিত হইয়া ব্যাকুলনেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, নিশীথরাত্রে আশাতীত খরিদ্দার পাইয়া সারথী সেইরূপ চমকিত হইয়া উঠিলেন,—কিন্তু কোন্ দিকে প্রথম অবলোকন করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া একেবারে আকাশের দিকে চাহিলেন,—অশ্বদ্বয়ও বিষাদে কর্ণচতুষ্টয় উত্তোলিত করিয়া তাহাদের অদৃষ্টাকাশে কোন্ মেঘ উদিত হইতেছে, তাহা অবগত হইবা'র জন্য প্রয়াস পাইল।

যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা সকলেই যুবক,—সকলকেই "বাবু" অভিধানে আখ্যায়িত করিতে পারা যায়। সকলেই যেন কোথায় যাইবার জন্য ব্যস্ত,সকলেই দ্রুতপদে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহারা যখন সমস্বরে "ভাড়ায় যাবিরে" জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন কেহই গাড়ীর নিকটস্থ হয়েন নাই, তখন চারিজন চারি রাস্তায় ছিলেন।

কিন্তু ক্রমে সকলে আসিয়া গাড়ী বেষ্টন করিলেন। তখন পরস্পরের দৃষ্টি পরস্পরের উপর পতিত হইল; গ্যাসালোক সকলেরই মুখে প্রতিভাসিত হইতেছিল, তাহাই তাঁহারা সকলে সমস্বরে আবার আশ্চর্য্যসূচক শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যালো!" গাড়ীর চারিদিকে চারিজনে ছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে সকলে একদিকে হইলেন, তৎপরে পরস্পরের হস্ত বিলোড়ন কার্য্য শেষ হইল। তখন তাঁহারা সকলে নির্ব্বিবাদে গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

একজন বলিলেন, "রাম, তুমি এত রাত্রে কোথা থেকে?" তখন অপর দুই ব্যক্তির মধ্যস্থ একজন বলিলেন, "তবে হরচন্দ্র, ওরা তো দুজনে বেশ আলাপ আরম্ভ করে, এস, আমরাও আলাপ করি। এত, রাত্রে তুমি কোথা থেকে?" হরচন্দ্র বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "প্রসন্ন, তুমি কোথা থেকে?" তখন সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের অমানুষিক হাস্যধ্বনিতে সুষুপ্ত পাহারাওয়ালা চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া বলিল, "বই হুয়ারে—" তৎপরে সে

যে কথাটী সংযোগ করিল, তাহা আর কালী কলমে সংযুক্ত করিতে পারা যায় না। সৌভাগ্যের বিষয়—সে দারুণ বার্ত্তা বাবুদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না, নতুবা কে বলিতে পারে যে, একটা রাজবিপ্লব ঘটিত না!

গাড়োয়ান রাশ মেরামত করিয়া গাড়ীর দ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে?" বাবুরা বলিলেন, "পটলডাঙ্গা।"

গাড়োয়ান। কত দেবেন?

হর। কত নিবি তাই বল্ না?

রাম। বেটা সিভিলিটী যে কাকে বলে তা জানে না।

গাড়োয়ান। বেটা, বেটা কোরোনা বল্ চি। তোমরা আমার গাড়ী থেকে নেবে যাও,—আমি ভাড়ায় যাবনা।

ছেনু। সাধে কি বলি,—দেশটা বিলেতের মত না হলে আর রক্ষে নেই। কবে গাড়োয়ানেরা পর্য্যন্ত খবরের কাগজ পড়্ তে পার্ব্বে! তা হ'লে কি এ কখনও আর এমন অসভ্য হ'তে পারে?

প্রসন্ন। এই সব দেকে শুনেই আমি একখানা এটিকেটের বই লিখ্ তে আরম্ভ করেছি।

এই বলিয়া প্রসন্নবাবু পকেট হইতে একখানা খাতা বাহির করিয়া গাড়োয়ানের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এই অসভ্য মনুষ্য! তুমি আমার ভাবি পুস্তকের গ্রাহক হও। তোমার ভালরই জন্যই বলিতেছি।"

গাড়োয়ান। আমি ভাড়ায় যাব না,—তোমরা নাব। ভাল আপদ! এখনই আমি ঐ পাহারাওয়ালাকে ডাকব।

বন্ধুচতুষ্টয় পাহারাওয়ালার নাম শুনিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। রাম বাবু বলিলেন, 'যেরূপ টায়ার্ড হয়ে পড়ে যাওয়া গেছে, তাতে তো আর একপাও ওয়াক কর্ত্তে পার্ব্বো না। এই স্যাভেজটাকে কোন-গতিকে ইণ্ডিউস্ কর্ত্তে পারা যায় না?

ছেনু। হরচন্দ্র তুমি না "ল" পড়্ চ? দেখতো "ল"'তে বাদ্ধ করে একে নিয়ে যেতে পারা যায় কি না?

হর। আমায় একটু থিঙ্ক কর্ত্তে দেও।

সকলে নীরব হইলেন,—কিন্তু গাড়োয়ান নীরব হইল না। তাহার অশ্রাব্য বচনাবলী পবিত্র কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত নহে,—সুতরাং বাবুচতুষ্টয় তাহার একটী কথাও শুনিলেন না। অবশেষে হরচন্দ্র বাবু বলিয়া উঠিলেন, "হয়েছে, আইন আছে।"

রাম। কি?

হর। ক্রুয়েল্‌টী টুয়ার্ডস্‌ য়্যানিমেল্‌,—যাকে বলে য়্যানিমেলের উপর নির্দ্দয় ব্যবহার।

ছেনু। কি রকম?

হর। আমরা সকলেই য়্যানিমেল্‌,—তা তো স্বীকার কর?

রাম। অবশ্য স্বীকার করি।

হর। আমরা সকলই ভয়ানক টায়ার্ড হয়েছি,—তাও স্বীকার কর?

ছেনু। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হর। আমরা যদি এখন হেঁটে যাই, তাহলে আমাদের ভয়ানক কষ্ট হবে। এই লোকটা যদি আমাদের হেঁটে যেতে বাধ্য করে, তবে এর আমাদের উপর বিশেষ নির্দ্দয় ব্যবহার করা হবে, সুতরাং এই লোকটা ক্রুয়েলটী টুয়ার্ডস্‌ য়্যানিমেল্‌ কর্ল্লে, কাজেকাজেই আইনানুসারে এ দণ্ডনীয়।

প্রসন্ন। ঠিক বলেছ,—ঠিক বলেছ। তোমাকে এখনও ওয়ার্নিং দিতেছি,—তুমি ভাড়া যাবে কি না বল।

গাড়োয়ান। না মশায়, আমি ভাড়া যাব না। সাতশো বার বলচি—কানে কি শুনতে পাও না?

হর। তবে তুমি যাবে না?

গাড়োয়ান। না গো, কর্ত্তা,—না।

হর। পুলিশম্যান,—পাহারাওয়ালা,—পাহারাওয়ালা।

সুপ্তোত্থিত পাহারাওয়ালা নিকটস্থ হইয়া হরচন্দ্র বাবুর মুখের উপর বিস্তৃত ও বিশাল হাই তুলিয়া বলিল, "কেয়া হুয়া?"

হর। আমরা এই লোকটাকে থানায় নিয়ে যেতে চাই।

পাহারাওয়ালা সাহেব কোচবাক্স অধিকার করিলেন। গাড়োয়ান তখন আগত্যা শঙ্কিতহৃদয়ে যাইয়া স্বস্থানে উপবিষ্ট হইল। অশ্বযুগলের

চাবুক প্রপীড়িত পৃষ্ঠে আবার চাবুক পড়িল,—অমনি মধুর শব্দে গাড়ী ছুটিল।

পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে "শালা" প্রভৃতি প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া পাহারাওয়ালা সাহেব গাড়োয়ানের টেঁকে যাহা কিছু ছিল, সমস্তই নিজ পাগড়ী নামক অর্থাধারে সন্নিবিষ্ট করিলেন। এতদ্রূপ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে বলিয়াই পাহারাওয়ালা সাহেব হরচন্দ্র বাবুর কথা শুনিতে না শুনিতে অতি ব্যগ্রভাবে কোচবাক্স অধিকার করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গাড়ী চলিল — তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী চলিল — সুতরাং আরোহী-গণের অস্থিরাজিও ঝন্-মধুর নাদে কম্পিত ও প্রকম্পিত হইতে লাগিল। মাংসপেশী সকল ক্রমেই শিথিলতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিল,—সঙ্গে সঙ্গে নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল। যখন গাড়ী আসিয়া যোড়াসাঁকোর থানার "কম্পাউণ্ড" নামক স্থানে দণ্ডায়মান হইল, তখন বন্ধুচতুষ্টয় নিদ্রিত হইয়াছেন।

যাঁহারা আমাদের পুস্তকের নায়ক, যাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলীর সহিতই আমাদের এক মাত্র সম্বন্ধ,—তাঁহাদের যখন সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল,—তাঁহাদের যখন সমাজ, পৃথিবী, ইহসংসারের সহিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল, তখন থানায় কি হইল না হইল তাহা জানিয়া আমাদের আবশ্যকতা কি? যতক্ষণ না বন্ধুচতুষ্টয়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়, ততক্ষণ আমরা নীরবে ইহাঁদের পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিব।

সংসারে সকলই ক্ষণস্থায়ী,—এমন যে সুখের নিদ্রা,—এমন কি সুরাপানজনিত স্বপ্নবিরহিত সম্পূর্ণ নির্ব্বাণসদৃশ, পূর্ণ-শান্তিময়ী নিদ্রা, তাহাও চিরকাল থাকে না। বন্ধুচতুষ্টয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রথম হরচন্দ্র বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া ব্যাকুল-নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া আবার নয়ন মুদ্রিত করিলেন। এই ঘটনার দুই মিনিট পরে প্রসন্ন বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল,—তিনিও সচকিতভাবে নয়ন

উন্মীলিত করিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন, তৎপরেই ব্যাকুল-স্বরে গর্দ্দভবিনিন্দিতভাবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার অনৈসর্গিক ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বন্ধুত্রয় শরবিদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিলেন।

সহসা নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে কেহ আত্মজ্ঞানলাভে সক্ষম হন না। বন্ধুগণেরও ঠিক সেই অবস্থা হইল,—ব্যাপার কি তাঁহারা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সম্ভবতঃ প্রসন্ন বাবু বহুক্ষণ ধরিয়া ক্রন্দন দ্বারা নিজ হৃদয়ের দুঃখ উপশমিত করিতেন,—কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা তাঁহার এ সুখেও বাদী হইলেন। সহসা কে নিকটে ভীষণ স্বরে তাঁহাকে ক্রন্দন হইতে বিরত হইতে অনুজ্ঞা করিল,—তিনিও মুহূর্ত্ত মধ্যে নীরব হইলেন।

প্রকোষ্ঠমধ্যে তখনও যথেষ্ট পরিমাণে আলোক দেখা দেয় নাই। বন্ধুগণ যে কোথায় বিরাজ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা বিন্দুমাত্রও অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বুঝিয়াছেন যে, তাঁহারা একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

হরচন্দ্র বাবু সহসা কোন বিষয়ে বিচলিত হইতেন না। প্রথমে তিনিই কথা কহিলেন, প্রসন্ন বাবুর হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, কাঁদিতেছ কেন?"

প্রসন্ন। আর কাঁদিতেছ কেন! আমি কোথায়?

হর। প্রশ্ন কঠিন,—আমিও জানি না—আমি কোথায়। তবে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, যেহেতু আমরা বন্ধুগণ তোমার সঙ্গে আছি।

প্রসন্ন। আর কোথায় আছি!—আমার মাথা আর মুণ্ডু!

হর। রাম, কথা কও,—কথা কয়ে প্রসন্নকে এন্‌করেজ্ কর।

রাম। আমি এ ব্যাপারটা ডিস্কভারি কর্ব্বার চেষ্টা কচ্চি।

প্রসন্ন। ডিস্কভারি অনেককাল হয়ে গেছে,—এ "লক আপ।" আমার পকেটে যে একটা কানা কড়িও নাই।

হর। লকআপ! সে কি? কিসের জন্য আমরা লকআপে আসিব?

প্রসন্ন। আমি বাবা ৫। ৭ বার এসেছি, আমার বেশ জানা আছে।

হর। রাম, কি বল ?

রাম। আর কি বল্‌ব। আমার পেটের ভেতর হাত পা ঢুকে গেছে। আমার কাছে সিকি পয়সাও নেই। কাল উপায় কি হবে ?

হর। তোমরা কি মনে কর, আমাদের ফাইণ্‌ হবে ? কেন হবে ? আমরা ড্রিঙ্ক করেছি তার প্রমাণ কি ?

প্রসন্ন। প্রমাণ মুখের গন্ধ।

হর। ননসেন্স।—মুখের৹ গন্ধ কোনকালে সাক্ষী হতে পারে না। এভিডেন্স এক্‌টের কোন্‌ সেক্সন্‌ অনুসারে মুখের গন্ধ রেলেভেণ্ট ব'লে এড্‌মিট্‌ হতে পারে ?

রাম। তুমি বাবা "ল" পড়চ, সকলই জান ;—আমিতো হতজ্ঞান হয়েছি।

হর। যদি বে-আইনি করে আমাদেব ফাইন্‌ করে, আমার পকেটে টাকা আছে,—ভয় নেই। কিন্তু আমরা যে লকআপে আছি, এ বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।

প্রসন্ন। আমি তোমায় ঘ্যাসিওর কচ্ছি, আমরা ঠিক্‌ থান্‌ ঘায়গায়ই আছি।

হরচন্দ্র বাবু দণ্ডায়মান হইলেন, তৎপরে স্বর বহু উচ্চে উত্তোলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,"এখানে যদি কেহ থাক, উত্তর দেও,—আমরা অপরিচিত, পথ হারাইয়া এখানে আসিয়াছি,—এ কোন্‌ স্থান ?"

ইহার উত্তরে বন্ধুগণ যাহা শুনিলেন, তাহা আর দ্বিতীয়বার শুনিতে হইল না। উত্তর শ্রবণে সকলে নীরবে বসিয়া পড়িলেন। তখন হরচন্দ্র কাতরে সেক্সপিয়ার আওড়াইয়া বলিলেন,—

"Reputation, Repuation, Repuation, Oh I have lost my Reputation."

তৎপরদিবসে ১১ টার সময় বন্ধুগণ যথাকালে লালবাজারের পুলিশ-আদালত হইতে জনৈক পাহারাওয়ালা সমবিভ্যাহারে বহির্গত হইলেন। রাজপথে আসিয়া হরচন্দ্র বাবু সহসা চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন, তৎপরে বলিয়া উঠিলেন, "ছেনু কই ?" সত্য সত্যই ছেনুবাবু সঙ্গে নাই।

তাঁহারা ছেনুর অনুসন্ধানে ফিরিতেছিলেন, কিন্তু পাহারাওয়ালা তাঁহাদিগকে এ স্বাধীনতা সুখ উপভোগ করিতে দিল না। বলিল—"আর কই নেই থা, তোম্ আদমি লোক থা।"

সে কি? তবে ছেনু কোথায় গেল। তাঁহাদের সকলেরই সুস্পষ্ট স্মরণ আছে যে, বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে ছেনুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, ইহাও বেশ মনে আছে যে, তাঁহারা চারিজনে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, তবে ছেনু কোথায় গেল?

সহসা রাস্তার অপর ফুটপাতে জনৈক বন্ধুকে দেখিয়া প্রসন্ন বাবু পাহারাওয়ালার নিষেধ না শুনিয়া সত্বরপদে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'ভাই, পকেটে কিছু আছে?" তিনি বলিলেন, "আছে, কেন বল দেখি?"

প্রসন্ন। কাল ব'লবো। এই বেটা পাহারাওয়ালাকে কিছু বক্সিস্ দিতে হবে।

বন্ধুগণ পাহারাওয়ালার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গৃহ গমনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু হরচন্দ্র বাবু সতেজে বলিলেন, "আমি আমার বন্ধু ছেনুকে বিপদে ফেলে যেতে পারিব না। ইচ্ছা হয়, তোমরা যাও।"

সুতরাং বন্ধুগণ আবার পুলিশ আদালতে প্রবিষ্ট হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমরা পাঠকদিগকে এক্ষণে এক নূতন দৃশ্যে লইয়া যাইব।

ওল্ড কোর্ট হাউসের এক ভগ্নাবশেষ বাটীর ভগ্নাবশেষ প্রকোষ্ঠ মধ্যে একখানি টেবিল ও তৎসম্মুখে একখানি চেয়ার, অপর দিকেও ঐরূপ আর একখানি টেবিল কালিতে রঞ্জিত,—একখানি অয়েলক্লথে আবরিত; যদি কেহ টেবিলের লজ্জা-নিবারণী এই আবরণ খানি উন্মুক্ত করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন—এই টেবিলের চার পায়ের একটী পাও নাই। কতকগুলি ভাঙ্গা ইষ্টক সজ্জিত করিয়া টেবিলের একটী পদের অভাব মিটান হইয়াছে। চেয়ার দুই খানিও তথৈবচ।

এই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠের নায়ক ভজহরি বাবু। একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া ভজহরি বাবু গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন। চিন্তার অনেক কারণ আছে। এই সাত বৎসর ভজহরি বাবু উকিল হইয়াছেন, কিন্তু কত যুগাচুরী করিলেন,—কত খেলা খেলিলেন,—কিন্তু পয়সা হইল না,—পয়সা একেবারে উপার্জ্জনই হইল না। হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, তিনি এই সাত বৎসরে ৭টাকা সাড়ে বার-আনা নয় ক্রান্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন। দেশে কি মোকদ্দমা নাই,—না দেশের লোকের পয়সা নাই ?

এই সময়ে এক ব্যক্তি গৃহে প্রবিষ্ট হইল। ইহার রূপ বর্ণনা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে,—নতুবা পাঠকগণ সংসারের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত রহিবেন। মানুষ চৌদ্দপোর অধিক লম্বা হয় না, কিন্তু সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে (Exception in every rule)। এই ব্যক্তি ঠিক চার হাত চার আঙ্গুল লম্বা। ভজহরি বাবুর গৃহে প্রবিষ্ট হইতে হইলে জিরেফার ঘাস খাওয়ার ন্যায় ইহাঁকে মস্তক অবনত করিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইতে হয়।

যাহার লম্বে আছে, বিস্তৃতি নাই—জ্যামিতিতে তাহাকে সরল-রেখা বলে,—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পাঠকগণ কি জ্যামিতির এই বর্ণনার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ? তাঁহারা যদি এই ব্যক্তিকে দেখিতেন, তাহা হইলে এরূপ কথা কখনই বলিতে পারিতেন না। ইহাঁর লম্বেই ছিল,—বিস্তৃতি একেবারে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহাঁর নাম পদ্মলোচন,—ইনি ভজহরি বাবুর "বাবু,"—"প্রাইভেট সেক্রেটারি," –"হেড ক্লার্ক," – "আফিস চাপরাসি,"—"পিয়ন" ও "দ্বারবান"। এই পদ্মলোচন ব্যতীত ভজহরি বাবুর আর কেহই আফিসের সরঞ্জামরূপে বিরাজ করিত না। তবে একটা আফিস ও কেরাণী-কুল না থাকিলে মান থাকে না, তাহাই ডাক্তারখানাওয়ালাগণ যেরূপ গোটা-কয়েক আলমারির কাচে লাল নীল কাগজ ঢাকিয়া দেয়,—ভিতরে এক শিশিও ঔষধ থাকে না, সেইরূপ ভজহরি বাবু তাঁহার প্রকোষ্ঠের এক দিকে তিনটা পরদা টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন। কেহ তাঁহার আফিসের

কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই পরদার দিকে দেখাইয়া দিতেন। প্রকৃতপক্ষে পরদার পশ্চাৎভাগে একটী দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

পদ্মলোচন আসিয়া নিজ দন্তপাতি আকর্ণ বিস্তৃত করিয়া একটু হাসিলেন,—সে হাসির বর্ণনা হয় না। বাবুও হাসিয়া ফেলিলেন।

ভজহরি বাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি? আজ এত হাসি কেন?"

পদ্ম। মাইরি বাবু।

ভজ। বলনা—ব্যাপার্ খানা কি?

পদ্ম। একটা ভারি মাছ জালে পড়েছে। এবার আমরা বড়লোক হয়েছি।

ভজ। বটে,—তবে দাঁড়া,—আমি একটু আহ্লাদে নেচে নি।

পদ্ম। না, না,- এখন নয়। সে বাহিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেশীক্ষণ দাঁড়করিয়ে রাখ্‌লে ভাব্‌বে কি?

ভজ। দাঁড়া,- ব্যাপারখানা সব আমায় খুলে বলে যা। না হ'লে শেষ কি বল্‌তে কি বলে ফেলব?

পদ্ম। ব্যাপারখানা এই,—চার ইয়ারে মদ খেয়ে বিড্‌ষ্ট্রীট থেকে বাড়ী ফির্‌ছিলেন। পথিমধ্যে পাহারাওয়ালার সঙ্গে "মোলাকাত,"- তৎপরে "পাকড়াও," তৎপরে লালবাজারের পুলিশে এসে আবির্ভাব। রাত্রে অবশ্যই "লক্‌আপে" অধিষ্ঠান।

ভজ। তারপর?

পদ্ম। তারপর বিচার,- জরিমানা,- বাবুদের বাহিরে আগমন!

ভজ। তারপর?

পদ্ম। তারপর চারজনের একজনকে খুঁজে পাওয়া যায় না, কোনখানেই সে বাবুটী নেই। "লক-আপ"থেকে তিন বাবুই হাজির হয়েছিলেন, তিনজনেরই জরিমানা,- অপর নিরুদ্দেশ।

ভজ। তারপর?

পদ্ম। তারপর আর বেশী কিছু নয়। এখন এই নিরুদ্দেশ বাবুকে খুঁজে বার কর্ত্তে হবে।

ভজ। তাকে আমরা কোথায় পাব?

পদ্ম। ষ্টুপিড, তোমায় কত শিখাব? তাকে বে খুঁজে বার কর্ত্তে হবে তার মানে কি? কেবল চেষ্টা কল্লেই টাকা,—টাকা—টাকা।

ভজ। এক্সেলেণ্ট আড্‌ভাইস্। তাকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস।

পদ্মলোচন দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরেই আমাদের চির-পরিচিত রাম বাবু আসিয়া ভজহরি বাবুর আফিসে আবির্ভূত হইলেন। ভজহরি বাবু আর এক্ষণে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া কড়িকাট গুনিতে ছিলেন না। মহা মনোযোগসহকারে লেখনীসঞ্চালনে মনো-নিবেশ করিয়াছিলেন। রামবাবু গৃহপ্রবিষ্ট হইলেও তিনি তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না।

তখন রামবাবু কথা কহিতে বাধ্য হইলেন। বলিলেন, "আপনার নাম ভজহরি বাবু?"

ভজ। ইয়েস্,—গুড্‌মরণিং,—টেক ইওর সিট্।

রামবাবু যাইয়া চেয়ারখানি অধিকার করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, তৎ-পরে একেবারে লম্ফদিয়া উঠিয়া বলিলেন "বাপ্।"

ভজহরি বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি মহাশয়?"

রাম। কিছুই নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হবে।

ভজ। সেও কি হয় মহাশয়? বসুন।

রাম। মশায় মাপ করবেন।

ভজ। কেন, আপনার বসতে আপত্তি কি?

রাম। আপত্তি কিছুই নাই, তবে বলা আমার ক্ষমতার অতীত। পূর্ব্বে জানিলে আমি একখানা গণ্ডারের চামড়া ঢাকা দিয়ে আস্‌তেম।

ভজ। আপনি দেখ্‌চি একজন মিস্‌টিরিয়াস্ ম্যান্। বেশ,বেশ, আমি বড় মিষ্টরি ভালবাসি।

রাম। মশায়, আমি মিষ্টিরিয়াস্ ম্যান টান্ নই। আপনি অনুগ্রহ করে যে রকম ছারপোকা পুষে রেখেছেন, তা আমি কেন - আমার বাবার বাবা এলেও বসতে পারে না।

ভজহরি বাবু একটু মৃদুমধুর হাসিলেন, তৎপরে বলিলেন—"হ্যাঁ, গোটাকতক বাগ্‌স্ ও চেয়ারখানায় হয়েছে বটে।"

রাম। মশায়, এই আপনার গোটাকতক।

ভজ। যাক, ও ডিস্পিউটে আবশ্যক নাই। আসুন, আমরা উভয়ে এই টেবিলের উপর বসে কথাবার্ত্তা কই।

তাহাই হইল, উভয়ে টেবিলের উপর বসিলেন। রামবাবু বন্ধুর অন্তর্দ্ধানের বিবরণ সমস্তই একে একে বলিলেন। অতি গম্ভীরভাবে ভজহরি বাবু সকল কথা শুনিলেন, তৎপরে বলিলেন, "এ ক্রিয়ার আব্‌-ডাক্সান্ কেস্।"

রাম। আব্‌ডাক্সান্ কেস কি মশাই?

ভজ। আপনার ইংরাজি জানা নেই? ঐ বাঙ্গালায় যাকে বলে "গুম্" করা,—"গুম" করা।

এই দুই কথা উচ্চারণকালে ভজহরি বাবু আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া সবলে শরীর নাড়িলেন। নাড়া পাইয়া টেবিলের নিম্নস্থ ইষ্টকরাশি স্থানচ্যুত হইল। ভজহরি বাবু ভূতলশায়ী হইলেন, তাঁহার উপর যাইয়া রামবাবু সবলে পড়িলেন। গোলযোগের শব্দ পাইয়া পদ্মলোচন ছুটিয়া আসিলেন। নিকটে পাহারাওয়ালা থাকিলে সেও আসিত।

রামবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিলেন, "মশায়, আপনার আফিসে অনেক বিপদ। আমি গরিবের ছেলে, বেঘোরে মারা যেতে প্রস্তুত নই; আপনি এই কার্য্য করবেন,—যদি আমাকে দরকার হয়, আমার বাড়ীতে দেখা কর্ব্বেন,—আপনার এই—কি বল্‌বো—উহুঁটি—"

পদ্মলোচন হাসিয়া বলিলেন, "বাবু খুব রসিক। আমার স্ত্রী আমাকে ঠিক ঐ বলে আদর করে।"

রাম। আপনার এই লোকটী আমার বাড়ী চিনে।

এই বলিয়া রামবাবু তথা হইতে বহির্গত হইলেন। তখন ভজহরি বাবু বলিলেন, "আজ আনন্দের দিনে একটু ড্রিঙ্ক করা দরকার।"

পদ্ম। তবে আসুন। শিগ্‌গির শিগ্‌গির আফিস বন্ধ করে যাওয়া যাক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামবাবু প্রেমে পড়িয়াছেন। প্রেমের পাত্রী একটী বারবনিতা। তাহার তিনটী ছেলে, পাঁচটী মেয়ে। প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইবার এইতো উপযুক্ত বৃক্ষ।

কিন্তু রামবাবু বড় লাজুক; লজ্জায় রামবাবু কখন প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাত করিতে সাহস করেন নাই, একবার রামলীলার মাঠে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীর ছাদে দেখিয়াছিলেন, – এই মাত্র।

এ যদি নিস্বার্থ নিষ্কাম প্রেম না হয়, তবে প্রেম কি? কিরূপে প্রেমের উৎকর্ষসাধন করিতে হইবে, তাহার কিছুই রামবাবু অবগত ছিলেন না, সুতরাং তাহাই শিক্ষার জন্য ইংরাজি ভাল ভাল উপন্যাস পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি যাহা শিখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ উপকার দর্শিল না। কোন পুস্তকেই বারবনিতার সহিত প্রেম দেখিতে পাইলেন না।

রামবাবুর ক্রমেই বিরহ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার মুখে অন্ন রুচে না, আহারে বিশেষ বিতরাগ, পাঠেও আর মন লাগে না, সদাই যেন মন উদাস। প্রাণের ভিতর এ কি বিষ প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয় ভস্মীভূত করিয়া দিতেছে? তিনি গুণগুণ স্বরে গান করেন, – "মন দুখ কব কায়?"

মনদুঃখ কহিবার লোক জুটিল। তাঁহার পশ্চাত হইতে হরচন্দ্র বাবু আসিয়া বলিলেন, "কেন হে,এত মনদুঃখ কিসের?'

রামবাবু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া হরবাবু অবাক, নিস্পন্দ, নিশ্চল। একি। - রাম স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদে কেন? হর বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ক্রন্দনের ন্যায় কাপুরুষতা এ সংসারে আর কিছুই হইতে পারে না। তিনি রামবাবুকে ধমকাইয়া বলিলেন, "রে কাপুরুষ, নরাধম, যখন তুমি কাঁদিতেছ, তখন তুমি কাপুরুষাধম, – ঘোর নরাধম।"

রাম। ভাই, তুমি আমার প্রাণের ব্যথা বুঝিলে না।

হর। আমি এই বুঝেছি যে, তুমি ভয়ানক গাধা।

রাম। হর, ভাই হে, আমি যে আমার প্রাণের আবেগ থামাইতে পারি না!

হর। প্রাণের আবেগটা ষ্টিমএঞ্জিন,—বোধ হয় কল বিগড়াইয়া ছুটিতেছে। এখন দেখিও যেন বয়লার না ফাটে।

রামবাবু একেবারে বন্ধুর গলা জড়াইয়া বলিলেন, "ভাইরে,—বুঝি তাও হয়।"

হর। ষ্টুপিড,—ছেড়ে দাও আমায়।

রাম। এক্সকিউজ মি,—তুমি আমাকে সান্ত্বনা না কলে আমি কার কাছে যাব?

হর। ও,—তুমি আমার এডভাইস্ চাও? এ বেশ কথা। আমি তোমাকে বোথ লিগাল্ এবং মেডিক্যাল্ এড্ভাইস দিতে পারিব। কি হয়েছে বল?

রাম। ভাই,—আমি একটী স্ত্রীলোককে ভালবেসেছি।

হর। কি করেছ?

রাম। আমার লভ্ হয়েছে।

হর। কি হয়েছে?

রাম। লভ্,—লভ্,—বুঝতে পার্চ্চো না?

হরবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "বুঝতে পেরেছি,—তোমার মস্তিষ্কের পীড়া হয়েছে। এ নারভাস্ ডিবিলিটী ভিন্ন আর কিছু নয়। চাকরকে ডাক একখানা প্রেসক্রিপ্সন্ লিখে দি।"

রাম। ভাই, ঠাট্টা করিও না,—তুমি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পার্চ্চো না।

হর। আমি বেশ পেরেছি। এখন তোমায় কিছু লিগাল্ এডভাইস্ দি শুন। এ সময়ে ব্রেণের এ ষ্টেটে উইল করিও না,—করিতে পার না,—যদি কর, তবে তাহা "বাতিল ও না মঞ্জুর।"

এই বলিয়া হরবাবু উঠিলেন, বলিলেন, "আমি আজ কাল বড় বিজি,—তোমার এখানে বসে সময় ওয়েষ্ট কর্ত্তে পারি না।"

হর বাবুর উঠিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া

রামবাবুকে একখানি পত্র দিবা, বলিল, "হরচন্দ্র বাবু বাহিরে বসিয়া আছেন, এই পত্র খানি দিলেন।"

হরবাবু বাহিরে বসিয়া আছেন—এই পত্র খ'নি দিলেন, ইহার অর্থ কি? রামবাবু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পত্র খানি খুলিলেন,—ভিতরে লেখা আছে,--

"প্রিয়বন্ধু!

পত্রের সঙ্গে আমার দুই খানা বিল্ পাঠাই। তোমাকে আমি এই মাত্র আমার লিগাল্ ও মেডিকাল্ আড্ভাইস্ দিয়াছি, তাহার ফি চাই। তবে এখনও আমি ডাক্তারি ও ওকালতি পাস হয়নি, সেই জন্যে হাফ চার্জ্জ করেছি। আমি অন্যায বিল করি নাই। আমি বাহিরে বসিয়া আছি। ফিটা চাকরকে দিয়ে পাটিযে দাও।

তোমার চিরবন্ধু

হরচন্দ্র।"

রামবাবু এই পত্র পাইয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হইলেন। পথিমধ্যে এক খানি বৃহৎ বাঁশ পাইয়া তাহা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু তিনি বাহিরে আসিয়া হরবাবুকে দেখিতে পাইলেন না। রামবাবুর ক্রোধব্যঞ্জক পদশব্দ শুনিতে পাইয়া হরবাবু ইতিমধ্যেই পলায়ন নামক পথাবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

রামবাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহিরে আসিয়া হরবাবুকে দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু আর একজনকে দেখিলেন, তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে, তাঁহার উপর লাঠি পড়িত সন্দেহ নাই। তিনি প্রসন্ন বাবু।

প্রসন্ন বাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি। বাড়ীতে কি চোর ঢুকেছে নাকি?

রাম। না হে না,- হরার আক্কেল দেখেছ। আমার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে, একেবারে দু খানা বিল পাটিয়েছে, —বলে কি না তার ফিঃ। দেখ দেখি আস্পর্দ্ধা।

প্রসন্ন। ব্যাপার কি সব খুলে বল, তবে তো এর একটা ফাইনাল্ কন্‌ক্লুসানে আস্‌তে পারি?

রাম। না হে,—আর সে সব কথায় কাজ নাই।

এই বলিয়া রামবাবু বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রসন্ন বাবু ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাঁহার জেদাজিদিতে রামবাবু অবশেষে নিজ প্রণয়কাহিনী ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। শুনিয়া প্রসন্ন বাবু গম্ভীর হইলেন, বলিলেন, "ভাবনার কথা বটে।"

রাম। আমি ভাই কি যে করব,—তা বুঝতে পারি না।

প্রসন্ন। হুঁ।

রাম। হুঁ কি হে?

প্রসন্ন। ব্যাপার বড় ভয়ানক।

রাম। তোমার কথায় যে আমার ভয় হয়।

প্রসন্ন। ভয় হবার কথা বটে। এতে লোক উম্মাদ— বুঝেছ হে— উন্মাদ হতে পারে?

রাম। তবে কি হবে?

প্রসন্ন। ভয় নেই,—একটা কাজ কর, প্রণয়িনীর একখানা ফটোগ্রাফ সর্ব্বদা বুকে ঝুলিয়ে রাখ।

রামবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে যে তার আলাপ নেই।"

প্রসন্ন। বটে। তা আমি তোমাকে ইণ্ট্রডিউস্ করে দিব।

রাম। তোমার সঙ্গে তার আলাপ আছে?

প্রসন্ন। আলাপ নেই,—কর্ত্তে কতক্ষণ? এই আমি চলিলাম।

এই বলিয়া রামের কোন কথা না শুনিয়া প্রসন্ন সবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস সন্ধ্যার সময় রামবাবু বড়বাজারের মধ্য দিয়া সবেগে চলিতেছিলেন, কিন্তু এরূপ জনতাপূর্ণ স্থান দিয়া সবেগে চলা যে কিরূপ কঠিন কার্য্য, তাহা যিনি কখন চলিয়াছেন, তিনিই জানেন। প্রতিপদেই

রামবাবু লোকের নিকট সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। অবশেষে একব্যক্তি সত্য'সত্যই তাঁহার হাত ধরিল।

রামবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি চান আপনি?"

ব্যক্তি। বেশ,—আমি চাই, না আপনি চাইলেন?

রাম। আমি কি চাইলাম?

ব্যক্তি। বাঃ বাঃ—এই যে এই মাত্র ছুরি কাঁচি কিনতে চাইলেন!

রাম। আমি নই, তোমার ভুল হয়েছে।

ব্যক্তি। আমার কপালে দুটো চোক আছে,—আর আমার কানে তুলো গোঁজাও নেই।

এই বলিয়া সেই ব্যক্তি রামবাবুর সম্মুখে দুই তিন ডজন ছুরি কাঁচি ধরিল। দেখিতে দেখিতে তথায় আরও দুই চারি জন ছুরি কাঁচিওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। রামবাবু অভিমন্যুর ন্যায় সপ্তরথী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া চারিদিকে ব্যাকুলনেত্রে চাহিতে লাগিলেন। যতদূর দৃষ্টি চলে দেখিলেন, কিন্তু কোথায়ও কোন পরিচিত মুখ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না, তিনি এমনই হতভাগ্য যে একটী পাহারাওয়ালাও দেখিতে পাইলেন না। তিনি জানিতেন না যে, দরকারের সময় কলিকাতা পুলিস-সিপাহীগণকে কোনমতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের এই গুণ আছে বলিয়াই তাহাদের এত প্রশংসা।

রামবাবু রণে হারিলেন,—সপ্তরথীরই জয় হইল। তিনি জানিয়া শুনিয়া ঠকিলেন, তাঁহার পকেটে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত ছুরি কাঁচি কিনিতে ব্যয়িত হইল; কিন্তু তিনি ঠকিবার লোক নহেন। উপস্থিত ঠকিলেন বটে, কিন্তু তিনি পাড়াগেঁয়ে জানোয়ার নহেন। বড়বাজার হইতে সটান ভজহরি বাবুর আফিসে আসিয়া উপস্থিত।

ভজহরি বাবু মহা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, তৎপরে বলিলেন, "আজ আবার খবর কি?"

রাম। ভয়ানক বিপদ।

ভজ। হা,—হা,—তা জানি। তা না হলে কে সহজে কবে ভজহরির আফিসে দেখা দেয়? তা আপনি তো জানেন, আমার সার্ব্বিসেস্ সমস্তই আপনার ডিস্‌পোজালে।

রাম। তা জানি বলেই এসেছি।

ভজ। বেশ, বেশ। তারপর সব ফ্যাক্ট ষ্টেট কর্ত্তে থাকুন।

রামবাবু ছুরি কাঁচির বৃত্তান্ত সমস্তই আদ্যোপান্ত বলিলেন, শুনিয়া ভজহরি বাবু বলিলেন, "এটা সিওর কেস্‌—ভয়ানক চিটিং,—পেনাল কোডের কত ধারাটা ঠিক এখন মনে পড়চে না। পদ্মলোচন,—পদ্মলোচন।"

এই বলিয়া ভজহরি বাবু চীৎকার করিয়া পদ্মলোচনকে ডাকিলেন; তৎপরে রামবাবুকে বলিলেন, 'পদ্মলোচন, আমার হেড ক্লার্ক, বড় ক্লেবর ম্যান্‌।" ইতিমধ্যে পদ্মলোচন আসিয়াও দেখা দিলেন। তখন ভজহরি বাবু পদ্মলোচনকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন, শুনিয়া পদ্মলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আপনি কি করা স্থির করেছেন?"

ভজ। পুলিশে খবর দেওয়া।

পদ্ম। তাতে হবে কি? না হয় বেটারা জেলে গেল।

ভজ। তবে তুমি কি কর্ত্তে বল?

পদ্ম। আমার উপর এ কেস্‌টার ভার দিন। দেখুন আমি বেটাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করি।

ভজ। একসেলেন্ট। এতে রামবাবুর বোধ হয় কোনই আপত্তি নাই।

রাম। তারা একটু জব্দ হলেই আমি সন্তুষ্ট হব।

পদ্ম। আপনিতো আপনার টাকা ফেরত পাবেনই, তার উপর, আমরাও দুদশ টাকা পাব।

রাম। কি রকমে?

পদ্ম। সে সব কথা আপনার এখন শুনে কাজ নাই। সাত দিন পরে দেখা কর্ব্বেন, আপনার টাকা আপনাকে ফেরত দিব।

রাম বাবু মহা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মলোচনও বড়বাজারের দিকে যাত্রা করিলেন।

তখন প্রায় ১টা বাজে। যেখানে ছুরি কাঁচি বিক্রয় হয়, তিনি সেইস্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিক্রেতাগণ যাহাকে ছুরি কাঁচি বিক্রয় করিবার চেষ্টা করে, অমনি পদ্মলোচন নিকটে গিয়া চীৎকার

করিয়া বলিতে থাকে, "সাবধান, এরা সব যোচ্চোর,—কেউ কিন না, কেউ কিন না,—কিনলে ঠকবে।"

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পদ্মলোচন তথায় দণ্ডায়মান থাকিলেন, ছুরিবিক্রেতা-গণ তাঁহাকে কত গালি দিল, তাঁহাকে কত ভয় দেখাইল,—দুই একটা ধাক্কাও দিল, তাহাতে পদ্মলোচন বিন্দুমাত্রও ক্রুদ্ধ হইলেন না, কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইল, অথচ এক পয়সাও বিক্রয় করিতে না পারিয়া ছুরিবিক্রেতৃগণ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইল, কিন্তু তাহারা কোনমতেই পদ্মলোচনকে দূর করিতে পারিল না।

সন্ধ্যা হইলে পদ্মলোচন সে স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "ভায়ারা, আজকার মত চলিলাম, কাল আবার ঠিক সকালে এসে হাজির হচ্চি।"

তাঁহার এই ভয়ানক কথা শুনিয়া তাহারা হতাশ হইয়া উঠিল। তাহাদের রাগ আকাশের মেঘের ন্যায় অন্তর্হিত হইল। তাহারা সকলে আসিয়া কাতরে পদ্মলোচনকে বলিল, "ভাই, তোমাকে একটা অংশ দেব, আর তুমি গোল ক'র না।"

পদ্ম। এখন পথে এস।

বিক্রেতা। তুমি যা বলবে তাই কর্ব্বো।

পদ্ম। বেশ কথা। তুমি এক বাবুর কাছে পাঁচ টাকার ছুরি কাঁচি বেচেছিলে, মনে পড়ে?

বিক্রেতা। হাঁ, মনে পড়ে।

পদ্ম। সে পাঁচ টাকা ফেরত দিতে হচ্চে,—সে আমাদের লোক।

বিক্রেতা। সেই পাঁচ টাকা ফেরত দিলেই রেহাই দাও? এই নাও পাঁচ টাকা।

পদ্ম। বেশ, বেশ। তবে বুঝেছ কিনা আমরা উকীলের বাটীর লোক, আমাদের এ সব কাজে কিছু পাওনা আছে। এখন আমাকে কি দেবে বল।

বিক্রেতা। আচ্ছা, তোমায় একটা টাকা দিচ্চি।

পদ্ম। বেটা ছোটলোক। একটাকা কিরে বেটা? দশ টাকায় এক পাই পয়সা কম নয়। দিতে পার্ব্বি কি না শীগ্‌গির বল।

বিক্রেতা। দশ টাকা আমরা কোথায় পাব ? গরিব মানুষ,—আচ্ছা পাঁচ টাকা দিব।

পদ্ম। একি চিংড়ীর দর নাকি ? আমি কাল সকালেই আস্‌চি।

বিক্রেতা। আচ্ছা দশ টাকাই দিচ্ছি,—এই নাও। আমাদের ব্যবসা মাটী কর না।

পদ্ম। বেশ বেশ, এতো আমার হ'ল। এখন আমার মনিবের কি ?

বিক্রেতা। আবার মনিব কে ?

পদ্ম। ওরে বেটারা, আমি কি উকিল ? আমি উকিলের "বাবু"। আমার বাবু আছেন। তাঁকে কত দিবি বল ?

বিক্রেতা। আর আমাদের কাছে এক পয়সাও নাই।

পদ্ম। আমি কি দিতে বল্‌চি, এই আমি চল্‌লেম্। কাল্ সকালে দেখা হবে।

তাহারা কত অনুনয় বিনয় করিল, তাহারা কত দুঃখ জানাইল, কিন্তু পদ্মলোচনের দয়া হইল না। তাহাদের নিকট বাবুর জন্য আরও কুড়ি টাকা আদায় করিয়া অফিসে ফিরিলেন। আফিসে আসিতে আসিতে মনে মনে কতই আনন্দের ভাবনা ভাবিতে ছিলেন, শেষে আফিসের দরজায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "যার বুদ্ধি আছে, তার আবার টাকার ভাবনা কি ? এই ষ্টুপিড ভজাটাকে নিয়ে আমি কি কর্‌বো। বেটা আস্ত নিরেট, যদি এক ইঞ্চিও বুদ্ধি থাকুতো। কি বল্‌বো,—বেটার উপাধিটে আমার নেই। যদি থাকতো,—তাহ'লে এ স্থলে আমিই বা কে,—আর লাটই বা কে।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রামবাবুর আজ বড়ই সুখের দিন। আজ তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। হায়, হায়, সংসারে এমন সুখের দিন আর কি কখনও এ জীবনে হইবে ? আজ যে সূর্য্য গগনে চলিতে চাহেন না,—আজ যে সন্ধ্যা আর হয় না,—আজ যে দিন আর শেষ হয় না। কে বলে সময়

দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায় ? এমন সময়ও হয়, যখন সময় আর চলে না। এই স্রোে রাম বাবুর তাহাই হইয়াছে।

রাম বাবুর নিকট তাঁহার প্রণয়িনীর বাটীর ঠিকানা জানিয়া প্রসন্ন বাবু অবাধে সেই বারবনিতালয়ে প্রবিষ্ট হইতে দ্বিধা করেন নাই। তিনি বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে পারেন, বারবনিতালয় প্রবিষ্ট হওয়া কোন্ কথা।

কিন্তু প্রণয় যে পুত্র-কন্যার জননীর প্রতিও মানুষের বর্দ্ধিতে পারে, তাহা সংলজ্জদয় প্রসন্ন বাবুর মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় নাই। তিনি সেই বাটীর সর্ব্বোৎকৃষ্টা সুন্দরীকে দেখিয়া ভাবিলেন, "রাম নিশ্চয়ই ইহার জন্য পাগল হইয়াছে,—ইহাকে দেখিলে পাগল হইবার কথাই বটে।"

যাহাকে প্রসন্ন বাবু রামের প্রণয়িনী ভাবিলেন, তাঁহার বয়স ১৬।১৭ মাত্র,—পরমাসুন্দরী যুবতী, তাহার মুখ দেখিলে প্রকৃতই বিমুগ্ধ হইতে হয়, দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, অনুসন্ধানে প্রসন্নবাবু জানিলেন যে, ইহার নাম "কুসুম।"

তিনি কুসুমের সহিত আলাপ করিলেন। তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তিনি কুসুমের কথা শুনিতে শুনিতে প্রিয় বন্ধু রাম বাবুর কথা বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার প্রণয়অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে আসিয়া প্রসন্ন বাবু নিজে সেই অগ্নীতে ঝম্প প্রদান করিলেন,—তাঁহার প্রেম জন্মিল।

কুসুমের প্রকোষ্ঠ হইতে উঠিয়া আসিতে তাঁহার আর মন সরে না—কিন্তু না আসিলেও নয়, লোকে বলিবে কি ? তিনি কি করিবেন,—অগত্যা ধীরে ধীরে তথা হইতে উঠিলেন।

সে রাত্রি প্রণয়চিন্তায় কাটিয়া গেল। সে ভাবনার শেষ নাই—সে ভাবনার পরিমাণ নাই ; অবশেষে তিনি ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। কিন্তু নিদ্রিত হইয়াও তাঁহার নিষ্কৃতি হইল না। সমস্ত রাত্রি কুসুমের কুসুমময়ী মূর্তি স্বপ্ন দেখিলেন।

সকালে উঠিয়া তাঁহার হৃদয় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, কি বলিয়া রামের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ? তাঁহার প্রণয়িনীকে তিনি কি বলিয়া ভালবাসিলেন,—এও কি তাঁহার উচিত ? অবশেষে তিনি মনকে প্রবোধ দিলেন—"প্রেমশাস্ত্রে বাধা বিপত্তি নাই।"

তবুও একবার রামের সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। তাঁহার সহিত দেখা না করিলে যেন তিনি আরও অপরাধী হয়েন। এই ভাবিয়া তিনি প্রাতে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

প্রসন্নবাবুর প্রতীক্ষায় রাম বাবু বিশেষ ব্যাকুলচিত্তে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি প্রসন্নকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, " কি হইল ? "

প্রসন্ন বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বড় ভয়ানক।"

রাম। ভয়ানক কি হে ?

প্রসন্ন। সে সব কথায় আর কাজ নাই।

রাম। না,—না,—ভাই বল বল।

প্রসন্ন। তোমাকে আর কি বল্‌ব বল—সে আর একজনকে ভালবাসে।

রাম বাবু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, সেই দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁহার হৃদয় বাহির হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "তারপর ? বলই না সব। তারপর তোমার সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা হ'ল ?"

প্রসন্ন। তা হয়েছে।

রাম। অমন করে বিমর্ষভাবে কথা কহিতেছ কেন ? সব বলনা,—কি হয়েছে ? তোমার আবার এ ভাব করে হ'ল ?

প্রসন্ন। না।

রাম। না কি ? তুমি যে আমায় পাগল কল্লে দেখ্‌চি।

প্রসন্ন। আমি চল্যেম্।

রাম। তবে এলে কেন,—আর এত শীঘ্র চল্লেই বা কেন ?

প্রসন্ন। তবে রাম, বসো,—আমি চল্লেম।

রাম বাবু প্রসন্নর হাত ধরিলেন,—বলিলেন, "তুমি কি ভাব্‌চ, তা আমায় বল। এ রকমকরে তো তুমি আমার সঙ্গে কখনও কথা কও না।"

প্রসন্ন। রাম,—আমি তোমার পরম শত্রু।

রাম। সে কি ! তুমি কি খেপেছ ?

প্রসন্ন। না, ক্ষেপি নাই,—ভাই, আমি ক্ষেপি নাই,—আমার হৃদয়ে সেই আগুন জলিয়াছে, যে আগুনে মানুষ পুড়ে মরে।

রামবাবু প্রসন্ন বাবুর বক্তৃতার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "ব্যাপার কি? সব গুলো বলিবে কি?"

প্রসন্ন। ব্যাপার এই,—আমি তোমার তাকে ভালবেসে ফেলেছি, এখন হইতে সে আমার। পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়, তাই তোমায় বলিলাম।

এই কথা শুনিয়া ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় রাম প্রসন্নের স্কন্ধে পড়িলেন, উভয়ে অল্প যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিশ্চয়ই একটা পুলিশকেস হইত, সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে হরচন্দ্র বাবু আসিয়া উভয়কে টানিয়া তুলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরচন্দ্র বাবুর বিবাহ। হরচন্দ্র বাবু বি, এ পাস করিতে চলিয়াছেন, সুতরাং বাজারে তাঁহার দর খুব। তাঁহার বাপ নাই, মা আছেন; তিনি ভাবিয়াছেন যে, ছেলের বিবাহে এবার একখানা তালুক করিবেন।

কিন্তু তিনি বড়ই ভ্রান্ত হইয়াছেন; তিনি ছেলেকে চিনেন নাই। তাঁহার ছেলে বটে, কিন্তু হরচন্দ্র কলেজের ছেলে,—বড় বড় দার্শনিক পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সে পূর্ব্বের ভাব নাই, তাহা তিনি জানেন না,—জানিলে কখনই বিবাহের চেষ্টা করিতেন না।

হরচন্দ্র বাবু কি থিঙ্কার। স্বাধীনচিন্তাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনভাব ভিন্ন সংসারে অন্য কোন সামাজিক নিয়ম তিনি মানেন না। বিবাহতো অসভ্য সমাজের একটী জঘন্য প্রথা মাত্র, হরচন্দ্র বাবুর ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস,—তিনি আবার বিবাহ করিবেন।

হরচন্দ্র বাবু স্বাধীন প্রেমের পক্ষপাতী। দেশে যাহাতে স্বাধীন প্রেমের প্রাদুর্ভাব হয়, ইহারই জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে প্রধান প্রধান পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; সুতরাং বলা বাহুল্য—হরবাবুর বিবাহ হইবার সম্ভাবনা একেবারেই নাই।

হরবাবু বসিয়া সেক্সপিয়ার পাঠ করিতেছিলেন,—এমন সময়ে একজন দাসী আসিয়া কহিল, "দাদা বাবু, একবার জামাটা গায়ে দাও,— আয়না বুরুস্ খানা এনে দেব?"

হর। তুমি কে?—কোথা হ'তে হতে এসে দিলে দরশন?

ঝি। ছি দাদা বাবু, ও কি।

হর। ও কিছুই নয়, এখন ব্যাপার কি বল দেখি।

ঝি। দাদা বাবু, তোমায় দেখ্‌তে এসেছে।

হর। দেখ্‌তে এসেছে কি? আমি কি জুয়োলজিকাল্ গার্ডেন?

ঝি। ওকি দাদাবাবু! শিগ্‌গির শিগ্‌গির কাপড় ছেড়ে নাও; ভদ্রলোকেরা কি তোমার জন্যে বসে থাকবে?

হর। কোন্ ভদ্র লোক আমার দেখ্‌তে চায়? আমি কি জিরেফা, না ওরাং ওটাং?

ঝি। তবে বাপু আমি মাকে গিয়ে বলি।

হর। কোন ভদ্র লোক যদি আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান, তবে তাঁকে আমার কাছে কার্ড পাঠাতে বল।

ঝি। না, বাপু—আমি তোমার সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে পারি নে। আমি মার কাছে গিয়ে বলি।

হর। হাঁ,—তুমি অনায়াসে যেতে পার। আমাকে বেশি ডিষ্টার্ব্ব ক'র না।

অগত্যা ঝি বাধ্য হইয়া মাকে যাইয়া সম্বাদ দিল। ভদ্রলোক বাটীতে উপস্থিত,—এদিকে ছেলে আইসে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া বাটীর কর্ত্রী পুত্রকে ডাকিতে আসিলেন।

মাকে দেখিয়া হরচন্দ্র বাবু সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "গুডমর্ণিং মাদার ডিয়ার।"

মা। ওকি হর? তো'র এসব ইংরাজি আমি বুঝিনে।

হর। মা,—তুমি যদি ইংরাজি শিখিতে? বাঙ্গালায় আইডিয়া সব এক্সপ্রেস্ কর্ত্তে পারা যায় না।

মা। এখন একটা জামা গায় দিয়ে বাহিরে যাও, তোমাকে জনকতক ভদ্রলোক দেখ্‌তে এসেছেন।

ইব। আমাকে দেখ্‌বে কি মা? আমি কি জানোয়ার না চিড়িয়া?

মা। ভদ্রলোক বাহিরে বসে আছে, আর তুমি এখানে! ছি, বাহিরে যাও।

হর। ঠিক কথা,—আই আম্‌ অফ্‌—এই বলিয়া হরচন্দ্র সত্বর বাহিরের দিকে ধাবিত হইলেন।

একজন ভট্টাচার্য্য ও দুই জন ভদ্রলোক বাহিরে বসিয়া বরের অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহাদের দেখিয়া হর বাবু বলিলেন,—"ক্ষমা কর্ব্বেন ভদ্রলোকগণ,—আমি একটু লেট্‌ করে ফেলেছি। সেক্সপিয়র পড়্‌তে পড়্‌তে একটু দেরি হয়ে গেছে।"

ভদ্রলোকগণ হর বাবুর কথায় হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কি বলিবেন, কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় হটিবার লোক নহেন, তিনি বলিলেন, "বাবাজি বসো, আমরা তো মাকে দেখ্‌তে এসেছি।"

হর। মহাশয়, আপনি ভয়ানক ইম্পার্টিনেণ্ট দেখ্‌চি।

ভট্টা। ওটা কি বল্লে বাবাজি?

হরচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ইগ্‌নোরেণ্ট ফুল,—" তৎপরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমায় কি ঠাওরেছেন বলুন দেখি?"

ভট্টা। আপনি লেখাপড় শিখেছেন,—

হর। আমি ইচ্ছা করি, আপনার কিছু এডুকেশন্‌ দরকার,—তা আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি।

ভট্টা। বাবাজির কতদূর পড়াশুনা হয়েছে?

হর। আপনি ঘোর মূর্খ লোক, আপনি গেজেট কোনকালে পড়েন নাই। নতুবা এরূপ প্রশ্ন করিতে সাহস করিতেন না।

ভট্টা। গেজেট কি?

হর। সংবাদপত্র, সরকারি সংবাদপত্র, সরকারি খবরের কাগচ।

ব্যাপার দেখিয়া ভদ্রলোকদ্বয় সত্বর সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার আয়োজন করিলেন; তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "হরচন্দ্র বাবু, আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড় সুখী হলেম,—তা আর আপনার সময় নষ্ট কর্ব্ব না।

হর। তা আপনারা যেতে পারেন,—গুড্ মর্ণিং।

ভদ্রলোকগণ প্রস্থান করিলে হরচন্দ্র বাবুর জননী পুত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, "হর, ওঁরা কি বলে গেলেন?"

হর বাবু নানা কারণে আজ বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন, বলিলেন, "ওরা আমার মাথা বলবে। কতকগুলা মূর্খ,—ইগ্নোরাণ্ট ফুল্—না, না—যাও,—ভাল লাগে না।"

মা। তুই যদি অমন করিস্, তবে তোর বে আমি কেমন করে দেব?

হর। বে।—বে,—বে? বে কি? যাকে আমরা ম্যারেজ বলি? মা, বে কি? বে তো সাঁওতাল, গারো, ভীল—স্যাভেজদের প্রথা।· বে কি। সভ্য সমাজে বে কি। মা, তুমি দুই একখানা ফিলজফি পড়।

মা। হর, তোর দিন দিন মাথা খারাপ হয়ে যাচ্চে,—তুই আর অত করে পড়িস্ নে।

হর। মা, তুমি এখন রিটায়র হতে পার।

মা অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তিনি চলিয়া গেলে হর বাবু আবার সেক্সপিয়র খুলিয়া বসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রামবাবুর নিকট তাড়া খাইয়া,—রামবাবুর বৃহৎ বংশহস্তে তাঁহার দিকে ধাবমান হইতে দেখিয়া আমাদের এই পুস্তকের একজন নায়ক হরচন্দ্র বাবু বায়ুবেগে পায়ের ব্যবহার করিয়া রামবাবুর বাটী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। তাহার পর তাঁহার কি হইল, তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে রামবাবুর বাটীর দ্বারে জনৈক পাহারাওয়ালা দণ্ডায়মান ছিলেন, ততোধিক দুর্ভাগ্যবশতঃ হরচন্দ্র বাবু সতেজে রামবাবুর বাটী পরিত্যাগ করিতে যাইয়া এই মহারাণীর প্রতিনিধিকে অপমানিত করিলেন; তিনি পাহারাওয়ালা সাহেবের ঘাড়ে যাইয়া পড়িলেন। অমনি সেই লালপাগড়ী রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া "এই মাতোয়ালা" বলিয়া

হর বাবুকে ধৃত করিল। তিনি প্রথম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন, পরে অনুনয় বিনয় করিলেন, তৎপরে ভয় দেখাইয়া বলিলেন "তুমি" আমায় চেন না,—আমি উকিল হইয়াছি,—তোমার সর্ব্বনাশ করিব।" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—পাহারাওয়ালা তাঁহাকে থানায় লইয়া চলিল,—তিনি বন্ধুদিগকে নিজ বিপদসম্বাদ প্রদানেরও সুবিধা ও অবসর পাইলেন না।

ইনিস্পেক্টর সাহেবকেও অনেক বার মুখ ঘুরাইলেন,—কিন্তু তিনিত তাঁহাকে ছাড়িলেন, না,—বলিলেন "বিনা জামিনে ছাড়িতে পারি না।" সে রাত্রে তিনি কাহাকে জামিন হইতে অনুরোধ করিবেন? ভাবিলেন, পূর্ব্বে এক রাত্রি তিনি লকআপে বন্ধুগণের সহিত বাস করিয়াছেন, লকআপে বাস করিলে কোনই ক্ষতি নাই,—বিশেষতঃ রাত্রে বাস করায় অপমানের সম্ভাবনাও কম, কারণ কেহই জানিতে পারিবেনা। তবে একটু কষ্ট হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কষ্টের জন্য ভয় করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। তিনি ভলেণ্টিয়ার হইবার জন্য যে সভা হইয়াছিল, সেই সভায় একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। যাহারা যুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াসী—তাহাদের একটু কষ্টের ভবনা ভাবিলে কোন মতেই চলে না।

এই সকল দার্শনিক কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া হরচন্দ্র বাবু হাজতের শয্যাশূন্য ভূমিতে শয়ন করিয়া মশার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চাদর মুড়ি দিলেন। দেখিতে দেখিতে নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহার নয়নে অধিষ্ঠিতা হইলেন,—হর বাবু চেতন হইতে অচেতন পদার্থে পরিণত হইলেন।

রাত্রি দুইটার সময় কে আসিয়া তাঁহার মস্তক ধরিয়া সবলে নাড়া দিতে আরম্ভ করিল, প্রথম চমকিত, তৎপরে অন্ধকারে ভীত, পরে আশ্চর্য্যান্বিত, তৎপরে একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হর বাবু উঠিয়া বসিলেন,—দেখিলেন সম্মুখে বন্ধু রাম বাবু।

রাম বাবু হাত ধরিয়া হরকে তুলিলেন, তৎপরে বলিলেন,—এই মাত্র শুনিলাম যে, তোমাকে পুলিশ ধরেছে। তুমি বাড়ী যাও নাই বলে তোমার বাটী থেকে লোক আমার বাটীতে তোমাকে খুঁজতে এসেছিল। তাইতে তোমায় খোঁজ পড়ল, আমি রাস্তার পাশের দুই এক-

জন লোকের কাছে শুনলেম যে, তোমাকে একজন পাহারাওয়ালায় ধরে নিয়ে গেছে। খুঁজতে খুঁজতে এইখানে এলাম, এখন চল,—তোমার জন্যে সকলে ভাবিত হয়েছে।

হর। তুমি বল্লে বটে রাম,—কিন্তু "এ কার্য্য আমা হতে না হবে সাধন।"

রাম। কেন? হাজতে থাক্‌তে এত সাধ কেন?

হর। তোমরা আইন জাননা—সুতরাং সব সময়েই বে আইনি কাজ কর্ত্তে প্রস্তুত, আমার দ্বারা কিন্তু তা হবার সম্ভাবনা নেই। জান কি, "এসকেপ্ ফ্রমলকুল কাসটডি" হ'লে তার সাজা কি?

রামবাবু উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ভয় নাই হে,—ভয় নাই। আমি তোমার জামিন হয়েছি। এখন এখান থেকে গেলে এসকেপ্ করা হবে না।"

হর। বটে, আমার বেল্ হয়ে গেছে। কোন্ সেক্‌সন্ অনুসারে আমায় বেল্ দিলে? আমি মনে করেছিলাম, এটা "নন্‌বেলেবেল্ অফেন্স।"

রাম। সে সব কথা পরে হবে,—এখন বাড়ী চল। রাত অনেক হয়েছে।

হর। ঠিক বলেছ। অধিক রাত্রি জাগরণে পীড়ার সম্ভাবনা। আমি এখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ি——

রাম। তুমি তোমার মাথা কর,—এখন বাড়ী যেতে হয় তো এস,—আমি তোমার সঙ্গে এমন করে ভুল বক্‌তে পারিনে।

হরচন্দ্র বাবু অগত্যা বাধ্য হইয়া হাজত পরিত্যাগ করিলেন। উভয় বন্ধুতে বাহিরে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন, কিন্তু সে রাত্রে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হওয়া ঘটিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

কোন বিশিষ্ট স্থানের নিকট গাড়ী উপস্থিত হইলে হর বাবু "রোখ, রোখ" করিয়া গাড়ী দণ্ডায়মান করাইলেন। রামবাবু বলিলেন, "ব্যাপার কি ?"

হর। আমার আর যাওয়া হ'ল না।

রাম। কেন হে ?

হর। তুমি কি আমাকে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করিতে বল ? তুমি একটু অপেক্ষা কর।

এই বলিয়া হর বাবু গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একটী সাধারণ "টাটির" দিকে ধাবমান হওয়ায় রাম বাবু বুঝিলেন যে, তাঁহার বন্ধু সাধারণ সাস্তোষিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন, সুতরাং তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ীতে নীরবে বসিয়া বন্ধুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

৫।৭ মিনিট করিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘটিকা কাটিল, এদিকে গাড়োয়ান ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সে আর অপেক্ষা করিতে চাহে না। রাম বাবু অধিক পয়সা দিতেও স্বীকৃত হইলেন, তত্রাচ সে আর অপেক্ষা করিতে চাহে না। রাত্রি প্রায় তিনটা, অত রাত্রে কে কবে রাজপথে দাঁড়াইয়া হীম খাইতে প্রস্তুত হয় ?

রামবাবু হরচন্দ্রের জন্য চিন্তিত হইলেন, তিনি গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিলেন, তৎপরে বস্ত্রে নাসিকা ঢাকিয়া অতি কষ্টে সেই ধরাধামে নরকসদৃশ টাটি নামক ভয়াবহ স্থানে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রতি প্রকোষ্ঠ দেখিলেন,—কোথায়ও হরচন্দ্র নাই। তবে হরচন্দ্র কোথায় গেল ? কোন যাদুকরে কি তাঁহাকে যাদু করিয়া উড়াইয়া লইয়া গেল ?

রাম বাবু প্রিয় বন্ধুর অনেক অনুসন্ধান করিলেন [illegible] কুত্রাপি তাঁহার দেখা পাইলেন না,—তখন হতাশ হইয়া [illegible] ফিরিলেন। কিন্তু দুই পদ যাইতে না যান [illegible] হৃদয়ে নানাবিধ চিন্তার উদয় হইতে আরম্ভ হইল। নির্জ্জন রাত্রি, রাজপথে একটীও লোক

নাই, কোন দিকে কোথায়ও একটী শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় না এই তো প্রণয়চিন্তার সময়। তুমি ভাবিতে না চাহিলে শুনে কে? তুমি প্রেমচিন্তাকে হৃদয়ে উপশমিত করিতে চাহিলে তোমার মন প্রবোধ মানে কই? রাম বাবু ভাবিবেন না, ভাবিবেন না করিয়াও ভাবিলেন।

নির্জ্জন রাত্রি, কোথায়ও কেহ নাই, রাম বাবু বড় লাজুক, তাঁহার লজ্জা নষ্ট করিবার এইতো সময়। এখন একবার প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে ক্ষতি কি? এইতো উপযুক্ত সময়,—এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিচিত হইলে এ জগতের কেহই জানিতে পারিবে না।

রামবাবু পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, পকেটে যথেষ্ট টাকা আছে। তবে আর ভয় কি? তিনি প্রণয়িনীর দিকে চলিলেন। কিন্তু বিধাতা বাম হইলে এ সংসারে কে কি করিতে পারে? রামবাবু বাটীর নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, কে এক ব্যক্তি সেই বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ এ রাত্রে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু এ বিপদ কোথা হইতে জুটিল? তিনি মনে করিলেন, আজকার মত তো আশা মিটিল, আবার আর এক দিন সুবিধা ঘটিলে দেখা যাবে। কিন্তু তাঁহার পা চলিতে চাহে না, দুই তিনবার যাইবেন যাইবেন করিয়া তিনি যাইতে পারিলেন না।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তিনি ভাবিয়াছিলেন রাজপথে আর কেহই নাই। তিনিই কেবল হতভাগ্যের ন্যায় মাথায় মুক্ত হইয়া ঘুরিতেছেন,--কিন্তু তাহা নহে। তিনি দেখিলেন, তাঁহারই ন্যায় আরও দুই জন বাটীর দ্বারস্থ ব্যক্তির প্রতি দূর হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতেছেন। তাঁহারই ন্যায় তাহারাও ঐ বাটী যাইবার জন্য ব্যগ্র; কেবল দ্বারস্থ উপসর্গটার জন্য অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। রামবাবু ভাবিলেন, ইহারাও কি তাঁহারই মত প্রেমব্যাধিগ্রস্ত; ইহাঁদের প্রণয়িনীগণ কি এই বাড়ীতে অধিষ্ঠান করিতেছেন,—এটী কি তবে প্রকৃতই একটী প্রেম কুঞ্জ?

রামবাবু পদচারণ করিতে করিতে একবার দ্বারের অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি ভাবিলেন, যখন এত নিকটে আসিয়াছি, তখন একবার লোকটাকে ভাল করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, কি দুঃখিত

হইবেন, না রাগত হইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, দ্বারে তাঁহার প্রিয় বন্ধু হরচন্দ্র বাবু। তখন আব লজ্জা কি, তিনি তো স্পষ্টই বলিতে পারিবেন যে, তাঁহাকে অনুসন্ধান কবিবার জন্যই তিনি এখানে আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি হরচন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, অপব দুই জন ব্যক্তিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাটীর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ঠিক এক সময়ে তিন জনে আসিয়া দ্বারে উপস্থিত, জ্যোৎস্নারাত্রি, চারি দিক জ্যোৎস্নালোকে হাসিতেছে। চারি ব্যক্তি চারিজনের মুখের দিক চাহিয়া অবাক, নিস্পন্দ, অবশেষে একজন কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, "বুঝ চ কেমন?"

সকলে উচ্চ হাস্য কবিয়া উঠিলেন। তাঁহাদেব হাসিধ্বনি বোধ হয় সেই অট্টালিকার ভিতর প্রবিষ্ট হইল, কাবণ তাঁহাদেব হাসির সঙ্গে সঙ্গে উপরস্থ একটী গবাক্ষ উন্মুক্ত হইল, তৎপর মুহূর্ত্তেই কে নিম্নস্থ ব্যক্তিচতুষ্টয়েব উপর জলপ্রপাতের ন্যায় জল বরিষণ করিতে আরম্ভ করিল।

ব্যক্তিচতুষ্টয় আত্মরক্ষার জন্য সত্বর সেই বাটীর দ্বার ত্যাগ করিলেন; দূবে আসিয়া আবার এ উহার মুখেব দিকে চাহিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। যখন তাঁহাদেব হাস্যের বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, তখন রামবাবু প্রথম কথা কহিলেন, বলিলেন, "ছেনু, তুমি কোথা থেকে?"

ছেনু। বলি বুঝ চ কেমন? অনেক কথা, পর্য্যায়ক্রমে বলা যাবে। এখন বল দেখি, এত রাত্রে এই বাটীর দ্বারে তুমি রাম কেন,—তুমি হরচন্দ্রই বা কেন, আর তুমি পেসন্নই বা কেন?

হরচন্দ্র কথা কহিলেন, বলিলেন,—"Birds of the same feather fly together."

রাম। হর, তুই ভারি পাজি,—কি বলে গাড়ী থেকে পালিয়ে এসে এখানে জুটলি বল্ তো,—এ কার বাড়ী?

প্রসন্ন। ওবে,—কিরণ যে এখানে উঠে এসেছে।

ছেনু। বটে?

হর। বটে? তুমি এখানে কি কৰ্ত্তে এই রাত্রে?

ছেনু। ব্যাপারখানা সবতো বুঝ্‌তেই পাচ্চো,—তবে আর রাজপথে দাঁড়িয়ে গোল কেন? আজ ভোর হয়ে গেছে, চল বাড়ী যাওয়া যাক,—কাল সব কথা হবে।

রাম। আমি কি তোর জন্যে কম ঘুরেছি? এক বেটা এটর্ণীকেই যে কত টাকা দিলেম।

এই সময়ে পার্শ্ব দিয়া একখানা ফিটন যায় দেখিয়া বাবুচতুষ্টয় আট আনা ভাড়া করিয়া সেই ফিটনে উঠিলেন। ছেনু বাবু বলিলেন, "হায়, হায়, রাস্তায় একটাও চেনা লোক নেই যে, দেখে একবার ঘাড় নাড়ব। ফিটন চড়াটা কেউ দেখ্‌লে না।'

রাম। ভাই, আমার বাড়ীর দরজার কাছে ফিটনখানা পাঁচ সাত বার আনা গোনা কৰ্ত্তে হবে।

হর। এস গান ধরা যাক,—এমন জোৎস্না রাত্রি আর হবে না।

বাবুরা তখন যাইতে যাইতে গান ধরিলেন—"ভাই কে বলে মার খাওয়ালি, ওলো ঠাকুর ঝি।"

দশম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস ছেনু বাবুর বাড়ী বন্ধুচতুষ্টয়ের সম্মিলিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু কেহই আসিলেন না। ছেনু বাবুও প্রাতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিলেন। আজ বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সাহস নাই কেন? সে সব অনেক কথা,—সকল কথা সকল সময় বলা যায় না।

কিন্তু তিনি যে ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলাইলেন, সে ভয়ের কোনই কারণ ছিল না। তাঁহার বন্ধুদিগের প্রত্যেকের অবস্থা ঠিক তাঁহারই মত,—তাহা তিনি জানিতেন না। কেহই কাহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন না। অথচ সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, কোন না কোন গতিকে সকলের সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইবে।

বেলা প্রায় পাঁচটা, কলিকাতার কোন রাজপথ দিয়া দুই ব্যক্তি যাইতে ছিলেন। দুই ব্যক্তি দুই দিক হইতে আসিতেছিলেন, সহসা উভয়েই উভয়ের সম্মুখীন হইলেন, উভয়েই আমাদের বিশেষ পরিচিত,—একজন ছেনু, অপরটী হরচন্দ্র।

ছেনু বাবু আগে কথা কহিলেন, বলিলেন, "বেশ তো সে দিন আমার বাড়ী গেলে?" বলা বাহুল্য ছেনু বাবু পূর্ব্বেই বিশেষ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন যে, তাঁহার বাড়ী সে দিন কেহ যায় নাই। হরচন্দ্র বলিলেন, "ভাই, সে দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম, মাপ কর, তা যাক, সে কথা, তুমি এত দিন কোথা ছিলে?"

ছেনু। সে অনেক কথা।

হর। অনেক কথাই হ'ক, আর অল্প কথাই হ'ক, তোমাকে বল্‌তে হচ্চে। যদি কিছু আইনের কথা হয়, তার অ্যাড্‌ভাইজ ও আমার কাছে পাবে, আবার যদি কিছু ডাক্তারি কথা হয়, তারও অ্যাড্‌ভাইস্‌ আমার কাছে পাবে।

ছেনু। তুমি যে নাছোড়বান্দা দেখ্‌চি।

হর। এক্‌ট্রা-অরডিনারি ম্যান্‌। বন্ধুর কথা বন্ধুর জান্তে ইচ্ছে করে না?

ছেনু। তবে শোন।

হর। গো অন্‌।

ছেনু। সে দিন ভাই আমার কি হয়েছিল সব মনে নেই। তোমাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠেছিলাম, এই পর্য্যন্ত মনে পড়ে; তার পর যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন দেখ্‌লাম—আর সে কথায় কাজ নেই।

হর। না, না,—বলই না ছাই।

ছেনু। ড্রিঙ্ক কল্লে আমি কখনও বেহেড্‌ হইনে।

হর। তা তো জানিই,—তারপর?

ছেনু। তারপর বোধ হয় প্রস্রাব করবার জন্যেই গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেবে পড়েছিলাম, বোধ হয় একটা নর্দ্দমার পাশে প্রস্রাব কর্ত্তেও বসেছিলাম,—যাক সে কথায়; তোমাদের তারপর সে রাত্রে কি হয়ে ছিল শুন্‌তে পেলাম না যে?

হর। দেখ ছেনু, তুমি কথা ঢাকচ, সব কথাই বল, না হ'লে বড়ই মুস্‌কিল্‌ হবে।

ছেনু। নেহাত না শুনে ছাড়্‌বে না দেখ্‌ছি,—তবে শোন।

হর। বলই না ভাই।

ছেনু। তারপর সেই নর্দ্দমায় কেমন করে বোধ হয় প'ড়ে গিয়াছিলাম, তারপর, জানইতো আমরা সব অবধূত,—আমাদের সোনা, মাটী সকলেতেই সমজ্ঞান।

হর। বুঝেছি, তার পর দিন সকালে দেখ্‌লে তুমি সেই নর্দ্দমায় সুখে ফুলসজ্জা কচ্চো?

ছেনু। ঐ রকম কতকটা বটে।

হর। তোমার চেয়ে আমরা ছিলাম ভাল।

ছেনু। তোমরা কোথায় ছিলে?

হর। হাজতে,—নর্দ্দমার চেয়ে আন্‌ডাউটেড্‌লি ভাল বায় গা। যাক, তারপর?

ছেনু। তারপর মাথা আর মুণ্ডু,—এক রকম করে এসে গঙ্গায় পড়লেম, অনেক কষ্টে গায়ের ময়লা সাপ কর্ল্লেম, কিন্তু দুর্গন্ধ কি যায়? ভেবে দেখ্‌লেম যে, যদি তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়, তা হ'লে তো গায়ের গন্ধে তোমরা আমাকে বেমালুম্‌ গ্রেপ্তার কর্ব্বে। সকল কথা প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে। ক্রমে এ কথা কল্‌কাতাময় বাষ্ট্র হবে,—তখন আমাকে দেশ ছেড়ে আজীবনের মত পালাতে হবে, তার চেয়ে ভাবলেম যে, তোমাদের সঙ্গে দিন কতক না দেখা করাই ভাল। তাই গা ঢাকা দিয়ে ছিলাম। যাহাহউক, এ সবে বড় দুঃখ হয় নি,—গোটা কতক টাকাশুদ্ধ একটা মনিব্যাগ হাতে ছিল, সেটা ভুলে সেইখানে ফেলে এসেছি।

হর। তা বেশ করেছ। মূল্যস্বরূপ সেইটা বুঝি সেইখানে রেখে আসা হয়েছে? এইতো চাই।

ছেনু। যাক,—তোমাদের তারপর কি হ'ল বল দেখি?

হর। তারপর যা হবার তাই হ'ল। তিন জনের ছটাকা জরিবানা,—অথচ পকেটে একটী পয়সা নেই।

ছেনু। তারপর উপায় কি হল? জেলে গেলে নাকি?

হর। কেন? জেলে কি গেলেই হ'ল? আইন কানুন পড়া হচ্ছে, তা কি তোমার জ্ঞান আছে?

হেমু। যাকৃগে, সে দিন অত রাত্রে ও বাড়ীর দরজায় যা মার ছিলে কেন? এখনও,—"সে মুখচন্দ্রিমা ভুলিতে যে পারিনে" নাকি?

হর। আমি চুকান কাটা সেপাই,—তুমি বাবা অত রাত্রে ঐ বাড়ীর দরজায় কেন? শুকন গাছে কি আবার পাতা গজাবে নাকি? এখন থেকে কি এ পারেই আরম্ভ?

হেমু। না ভাই, একটা মিষ্টাবি বুঝ্‌তে পাবিনে।

হর। ও বুঝেছি, বুঝেছি,—মিষ্টাবী নয়—প্রেম। তাই বল না সরোজিনী—সরোজিনী—

হেমু। "ব্যথার ব্যথি হয় লো যে জন, তারে কি ভুলাবি ছলে?" ব্যাথার ব্যথি না হলে কি এ সব অপবে বুঝে? এস দাদা, সেকেণ্ড কবি

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের লজ্জাই অঙ্গ। অন্ততঃ প্রেম হইলে তাহার বিকাশ লজ্জাতেই প্রতিফলিত হয়, এই জন্য প্রেমিকা মাত্রেই লজ্জশীলা,—প্রেমিক মাত্রেই লাজুক।

হেমু বাবু প্রেম মানিতেন না; প্রেমের কথা উঠিলে হাসিয়া আকুল হইতেন, কেহ কাহাকে ভালবাসে শুনিলে "ননসেন্স" বলিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতেন। বিশেষত, স্ত্রীলোকদিগকে তিনি প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন।

কিন্তু এ সংসারে সকল কার্য্যেরই প্রতিক্রীয়া আছে। যিনি অধিক হিন্দু থাকেন, তিনিই আবার ভয়াবহ ব্রাহ্ম হইয়া পড়েন। আবার যিনি যৌবনে ভয়াবহ ব্রাহ্ম থাকেন,—তিনিই আবার বার্দ্ধক্যে গোঁড়া হিন্দু হয়েন। হেমুবাবুরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। তিনি যেমন প্রেমের বিরোধী ছিলেন,—ঠিক তেমনই শেষে প্রেমের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।

আমাদের সহিত যখন তাঁহাদের পরিচয়, তখন তাঁহার প্রেমের দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ হইয়াছে। প্রেম যে জলের স্রোত, একবার ছাড়া পাইলে আর বাধা মানে না,—পাগলের ন্যায় ছুটীতে থাকে, প্রেম যে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র—একবার একজনকে গ্রাস করিলে, ক্রমে পরে পরে বহু-সংখ্যক হতভাগ্যকে গ্রাস করে, প্রেম যে গাং ফড়িং,—একবার উড়িতে আরম্ভ করিলে,—এ ডাল হইতে লাফাইয়া ও ডালে পড়ে,—তথা হইতে লাফাইয়া আবার অন্য আর এক ডালে পড়ে, ছেনু বাবুরও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। এক সময়ে গঙ্গাপারে প্রেম বিলাইয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃপুরুষের বহুকালের একটি সখের বাগান প্রণয়িনীর চরণযুগলে অঞ্জলি দিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি প্রেমরূপ গাং ফড়িংত্ব প্রাপ্ত হইয়া এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিবেন কেন? একবার যেমন এক লাফে গঙ্গা পার হইয়া একটী শাখা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবার আবার তেমনই আর এক লাফে এ পারে আসিয়া সরোজিনীনাম্নী লতা অব-লম্বনে বিলম্বিত হইতে আরম্ভ করিলেন।

প্রেম অনন্ত, অন্ততঃ প্রেম জন্মিলে প্রণয়িনীর চরণযুগল অনন্ত হইয়া পড়ে। তখন সেই রাঙ্গা চরণে যা কিছু অঞ্জলি প্রদান কর, সমস্তই ধরে। তুমি বাগান দাও, বাড়ী দাও, গাড়ী দাও, ঘোড়া দাও, বিষয় দাও, জমিদারী দাও,—সমস্তই সেই চরণে আশ্রয় লভিতে পারে। ছেনু বাবু পূর্ব্বে একবার বাগান দিয়া প্রেমের উৎকর্ষসাধন করিয়া-ছিলেন,—এবার বাগানোৎপন্ন ফুল দিয়া প্রেমের ভিত্তি সংস্থাপিত করিলেন।

হয় তো কেহ কেহ বলিবেন,—প্রেমের দ্বিতীয় সংস্করণে লজ্জা থাকে না,—কারণ প্রথম সংস্করণেই তো লজ্জার মাথা খাওয়া হয়। এটা বড়ই ভুল, ছেনু বাবুর কারখানা দেখিলে এ ভ্রম আর কাহারই থাকিত না।

একে একে সকলই ধরা পড়িলেন। রাম বাবু ও প্রেমে পড়িয়াছেন; তিনি সরলচিত্ত,—তাহাই প্রথমে ধরা পড়িয়াছিলেন এইমাত্র। হরচন্দ্র বাবু চিরপ্রেমিক, কিরণের কিরণে অনেক দিন হইতেই ঝল্সাইয়া যাইতে ছিলেন,—কিন্তু হরচন্দ্র বাবু একটু লেখা পড়া জানেন কি না,—তাঁর ডিসেন্সি বোধ আছে,—সুতরাং তিনি অতি সংগোপনে পেপ্রেমের

প্রক্টারসাটিস্ করিয়া থাকেন, কেবল নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতই সে দিবস তিনটা রাত্রে কিরণে। কিরণময়ী দ্বারে বন্ধুগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন।

আর প্রসন্ন বাবু—তাঁহার প্রেমের একটু বাহাদুরী আছে, তিনি যাহাকে দেখেন, তাহাকেই ভালবাসিয়া ফেলেন। তা সে বিষয়ে বড় বাচবিচারও নাই,—কি ব্রহ্মদেশীয় হস্তিনীসদৃশা করালবদনী ধামসী-রূপিণী সুন্দরীই হউক,—অথবা পরম রূপবতী অপ্সরীসদৃশা দেবীমূর্ত্তিই হউক, দেখিলেই প্রেম। তাঁহার প্রাণটা যেন চুম্বকপাথরে পরিণত হইয়া গিয়াছে। রমণীগণ চিরকালই লৌহ, সুতরাং স্ত্রীলোক দেখিলেই তাঁহার টান হয়।

প্রসন্ন বাবু যে ভয় করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রের নিদ্রা দূর করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সে ভাবনা গিয়াছে। তিনি যাহাকে ভাল-বাসিয়াছেন, রাম বাবুর প্রণয়িনী সে সুন্দরী নহে।

যে কারণে বন্ধুগণ পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লজ্জিত হইতেছিলেন, তাহা এক্ষণে দূর হইয়াছে। আজ সন্ধ্যার পর বন্ধুচতুষ্টয় একটী হোটেলের শ্বেতচাদরআবরিত টেবিলের চারিপাশে চারিখানি চৌকি অধিকারে উপবিষ্ট। বলা বাহুল্য মার্টন রে'ই চলিতেছিল, আর সে কথায় কাজ নাই, আজ কাল দেশে রুচির বড়ই প্রাদুর্ভাব। আমাদের পুস্তকের নায়কগণ যে সুরাদেবীর অর্চ্চনা করেন, এ কথা শুনিলে হয়তো পাঠকগণ পুস্তকের ঘোর বিরোধী হইয়া উঠিবেন; তবে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইবার কোনই কারণ নাই। পাঠকগণ পুস্তকের প্রথম পাতা হইতেই তো দেখিতেছেন যে, আমাদের নায়ক চতুষ্টয় সকলেই—কুলাবধূত ওঁকারি গিরি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুদিগের কথোপকথন আমরা শুনিব। "প্রাইভেট কনভারসেসন্" বলিয়া পাঠকদিগকে ইঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে আপত্তি করিবার আব-শ্যকতা নাই, কারণ ইঁহারা পরস্পরে যেরূপ স্বর অতি উচ্চে উত্তোলিত

করিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহাতে রাজপথের লোক বহু দূর হইতে শুনিতে পাইতেছিল, আমরা শুনিব, ইহাতে আর বিচিত্র কি?

হরচন্দ্র বাবু একখানা কট্‌লেটের অর্দ্ধেক গলাধকরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাপ্ রে।" যে লোকটা পাখা টানিতেছিল, সে একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই দিক হইতে দুইজন খানসামা ছুটিয়া আসিয়া নিকটে দণ্ডায়মান হইল: নিকটে একজন পাহারাওয়ালা বসিয়া ঝিমাইতেছিল, সে "জুড়িদার" বলিয়া চিৎকার করিল।

তখন ছেনুবাবু বলিলেন, "বুঝ্‌চ কেমন?" প্রসন্ন বাবু এক মুখ কটলেট্ সহ অতি গম্ভীর আওয়াজে বলিলেন, "বেশ।" রামবাবু বলিলেন, "এখন চল, একটু লুক্ সার্প করে নাও, প্রণয়িনীদের সঙ্গে মিট্ করা দরকার।"

ছেনু। কেন হে, বিরহ উপস্থিত নাকি?

রাম। বটে। আমিই বুঝি ধরা পড়্‌লেম?

হর। ধরা সকলেরই পড়া হয়েছে। তা এতে কোন দোষ নাই। সেক্সপিয়র বলে গেছেন, Man without love is beast.

প্রসন্ন। বাইবেলে লিখেছে, Love is universal—অর্থাৎ—কি বল—এটা বুঝতে পারে না? বাঙ্গালা করে বুঝিয়ে দেব?

হর। (স্বগত) ইম্‌প্‌টিনেন্ট। (প্রকাশ্যে) তোমার কি বোধ হয়?

প্রসন্ন। আমি দিব্বি কর্ত্তে পারি, রেমো এক বিন্দুবিসর্গও বুঝ্‌তে পারেনি।

রাম। বটে, আমি মরাল ক্লাস্ বুক পর্য্যন্ত পড়েছিলাম জানিস্।

ছেনু। ওটা আপসে মিটিয়ে নাও। রামচন্দ্র বে-ভ্রম হচ্চে।

রাম। দেখ, তবে আমি ইংরেজিতে লেক্‌চার দি।

রাম সতেজে উঠিতেছিলেন, কিন্তু বন্ধুগণ প্রতিবন্ধক দিলেন, সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বসাইলেন।

এই সময়ে কে একব্যক্তি আসিয়া সেই প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ হইতে উঁকি মারিল। হরচন্দ্র বাবু লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "জিরেফা।"

রাম। জিরেফা নয়,—উট,—উষ্ট্র শুদ্ধ ভাষায়।

ছেনু। তাও নয়,—নিশ্চয় সারস।

কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবন্ধক দিয়া একব্যক্তি বলিলেন, "জেণ্টেলমেন,

উনি জিরাফা, উষ্ট্র বা সারস ইহার একটীও নহেন, এঁকে ইন্‌ট্‌ডিউস্ কর্ত্তে দিন; ইনিঃআমার হেডক্লার্ক,—পদ্মলোচন বাবু।"

রাম। আসুন, আসুন,—ভজহরি বাবু আসুন।

বন্ধুগণের সহিত ভজহরি বাবুর আলাপ হইল। তখন হরচন্দ্র বাবু বাহিরে দণ্ডায়মান। পদ্মলোচন বাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এর জন্যে খাবার ছাদের উপর দিয়ে আসুক।"

ভজ। কেন। এখানে কি স্থান নেই?

হর। তা নয়, ইনি এ ঘরে কেমন করে প্রবেশ হবেন? দরজা ছোট। ছাদে দিলে, ঐখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে পার্কেন।

ভজ। মশায়, পদ্মলোচন বড় ইলাষ্টিক। ঐ যে আপনারা বল্‌ছিলেন, জিরাফা বা সারস,—তাদের গলার চেয়েও পদ্মলোচনের গলা আরও নাবে।

পদ্মলোচন ও ভজহরি আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া কতই হাসিলেন। আজ বড়ই আনন্দ, এই কটা জানোয়ারের পয়সায় বেশ ডিনার টা হবে। এমন দিন তাঁহাদের অনেককাল ঘটে নাই।

তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে প্রসন্ন বাবু উঠিলেন দেখিয়া রাম বাবু বলিলেন, "কোথায় যাও?"

প্রসন্ন। দাঁড়াও, প্রস্রাব করে আসি।

প্রসন্ন বাবুর প্রস্থানে বন্ধুদিগের আমোদের লাঘব হইল না। এ সব সময়ে দুই একজন কমিয়া গেলেও তাহার সন্ধান হয় না। প্রসন্ন আর ফিরিলেন কি না তাহা দেখিবার অবসর কাহারই হইল না।

সহসা ছেনু বাবু চমকিত হইলেন, দেখিলেন, প্রসন্ন ফিরে নাই। তখন তিনিও অনতিবিলম্বে উঠিলেন; ইহা দেখিয়া বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাও?"

ছেনু। দাঁড়াও, প্রস্রাব করে আসি।

এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরে রামবাবুও প্রস্রাব করিতে গিয়া আর ফিরিলেন না। কেবল এক হরচন্দ্র বাবুই ভজহরি ও পদ্মলোচনের সহিত বসিয়া আহার বিহার করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে হরচন্দ্র বাবুর মনে হইল যে, তাঁহার বন্ধুগণ কেহ উপস্থিত নাই। সহসা তাঁহার মস্তিষ্কে যেন কি এক জ্ঞানালোক জ্বলিয়া উঠিল, তিনি সত্বর উঠিলেন,—উঠিবার সময় একটা গ্লাস ভাঙ্গিলেন, একখানি প্লেট উল্টাইয়া নিয়ে নিপাতিত করিলেন। ভজহরি বাবু তাঁহার এরূপ সত্বর উত্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি মুখে রুমাল দিয়া দুই একবার গোঁ গোঁ করিলেন। ভজহরি বাবু বলিলেন, "যান,—যান,—শীঘ্র বাহিরে যান। আমার ভারি বদ্ অভ্যাস আছে, কাকেও ভমিট্ কর্ত্তে দেখ্‌লে ভমিট্ করে ফেলি।"

হরচন্দ্র বাবুও অন্তর্হিত হইলেন। অর্দ্ধ ঘটিকা অতীত হইল, তবুও কাহারও দেখা নাই। তখন পদ্মলোচন ও ভজহরি বাবু গৃহে ফিরিবার জন্য উঠিবার আয়োজন করিলেন। খানসামা আসিয়া সম্মুখে বিল ধরিল। ভজহরি বাবু দেখিলেন ১২৲ টাকার বিল,—গ্লাস, প্লেট প্রভৃতির দামও ইহার মধ্যে আছে। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'বিল কিসের?'

খানসামা। খেলেন—তারই?

ভজ। আমরা দেব কেন?

খানসামা। তবে কে দেবে?

ভজ। আমরা তো নিমন্ত্রণ খাইতেছিলাম। যে বাবুরা খাওয়ালে, তাদের কাছে যাও।

খানসামা। তাদের আমি কোথায় ধর্ব্বো? ওসব গোলমাল বুঝি না।

ভজ। ও পদ্মলোচন,—একি?

পদ্ম। আর একি। দফা রফা হয়ে গেছে। ১২৲ টাকা আছে কি?

ভজ। কেন,—দিতে হবে নাকি?

পদ্ম। আর দিতে হবে। এ জান্‌লে যে আমাদেরই আগে প্রস্রাব পেতো।

ভজ। যদি না দিই?

পদ্ম। না দাও তো পুলিশে যেতে হবে। গোলমালে আর কাজ নেই। চল দিয়ে টিয়ে পলাই। আমাদের উপরেও যে আছে, তা আমার জ্ঞান ছিল না,—আজ হ'ল।

ভজ। ওরে, আমি যে সাত বছরে ১২৲টাকা উপার্জ্জন কর্ত্তে পারিনে।
পদ্ম। তা আর দঃখ করে কি হবে বল।
উভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে টাকা দিয়া হোটেল পরিত্যাগ করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হোটেল হইতে বন্ধুগণ সকলেই একে একে বহির্গত হইয়াছিলেন রাজপথে আসিয়া প্রসন্ন বাবু প্রথম ভাবিলেন,—"ওরা তো হোটেলে আছে, এই তো বেশ সময়,—একবার কুসুমকে দেখে যাইনা কেন?" তিনি কুসুমের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

তারপর ছেনু বাবু হোটেল হইতে বাহির হইলেন, তিনিও ঠিক ঐরূপ ভাবিলেন। তিনিও ভাবিলেন, সরোজিনীর সহিত সাক্ষাতের এই উপযুক্ত সময়। যেরূপ ভাবনা,—সেইরূপই কার্য্য। তিনিও ধীরে ধীরে প্রণয়িনীর বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন।

প্রেমরোগ ভিন্ন ভিন্ন লোকের হইলে কি হয়? ইহার বিকাশ সর্ব্বত্র সমান। তোমার প্রেম হইলে যাহা হয়, আমার প্রেম হইলেও ঠিক তাহাই হয়। শকুন্তলা বিরহে যেরূপ কাতরা হইয়াছিলেন,—বামী, শ্যামী, পুঁটীর বিরহ হইলেও ঠিক তেমনই হয়। বিরহ হইলে রাধার যেরূপ "যে দিকে ফিরাই আঁখি, পাই দেখিতে," আমাদের নায়কগণেরও ঠিক তদ্রূপ ভাব।

প্রসন্ন বাবু ও ছেনু বাবু হোটেল ত্যাগ করিলে তাঁহাদের যেরূপ ভাব হইল, রাম বাবু ও হরচন্দ্র বাবুরও ঠিক তাহাই হইল। যে চিন্তা প্রসন্ন ও ছেনুর হইয়াছিল,—তাঁহাদেরও ঠিক সেই চিন্তাই হইল। তাঁহারাও প্রণয়িণীর সাক্ষাৎসুখানুভব করিবার জন্য ধীরপাদক্ষেপে, উৎফুল্ল-হৃদয়ে প্রণয়িণীর প্রেমকুঞ্জাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রথম প্রসন্ন বাবু আসিয়া দেখা দিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দশটা। তিনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রণয়িণী পরপুরুষের সহিত আমোদে মত্ত হইতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেছে না।

তিনি দুই তিন বার প্রেমব্যঞ্জক স্বরে "কুসুম কুসুম" বলিয়া ডাকিলেন, কিন্তু কুসুম তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না।

কিন্তু তিনি হতাশ হইবার লোক নহেন; দ্বারের অতি সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আবার প্রণয়িণীকে ডা'কিলেন। কুসুম যে তাঁহার কথা শুনিতে পায় নাই, এরূপ নহে, সে তাঁহার কথা শুনিয়াও কান্ দেয় নাই, কিন্তু এক্ষণে প্রসন্ন বাবু অধিক বাড়াবাড়ী করিতেছেন দেখিয়া, সে ক্রোধভরে বাহির হইয়া বলিল, "তোমার কি আক্কেল নাই? যাও, বিরক্ত ক'র না।"

প্রসন্নবাবু কম্পিতহৃদয়ে মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন, "তবে কাল আসবো কি?"

কুসুম। না না,—তোমার আর আস্‌তে হবে না।

এই বলিয়া কুসুম প্রসন্ন বাবুর মুখের উপর দ্বার রুদ্ধ করিল। প্রসন্ন বাবুর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, তিনি সত্বরপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তিনি অপমানিত হইলেন বটে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার এ অপমান দেখিতে পাইলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে ছেনুবাবু আসিয়া প্রণয়িণীর দ্বারে আবির্ভূত। তাঁহাকে দ্বার পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে হইল না, তাঁহার অদৃষ্টে প্রণয়িণীর মুখকমল-সন্দর্শন সুখ উপলব্ধিও ঘটিল না। দ্বারে বেহারা নামক বক্সিস্‌প্রয়াসী জীব তাঁহার সবেগ গতি রোধ করিল, বলিল,—"বাবু, বাড়ী যান।"

ছেনু। বাড়ী যাব তো এলেম কেন? বেটা পাজি,—দোর ছোড়।

বেহারা ছেনু বাবুর বীরোচিত কথার কোনই প্রত্যুত্তর দিল না, কেবল ছেনুবাবুর শরীরের কোন বিশিষ্ট স্থানে হস্ত সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে একেবারে রাজপথে বাখিয়া আসিল। ছেনুবাবু রাজপথে গ্যাসালোকে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তৎপরে ভাবিলেন, "ভাগ্‌গিস তারা সঙ্গে ছিল না।" ছেনুবাবু আর তথায় অধিক বিলম্ব করিলেন না, একেবারে সটান বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন।

এই ঘটনার প্রায়, পাঁচ মিনিট পরেই রাম বাবু প্রণয়িণীর মুখ-চন্দ্রিমা দর্শনলালসায় ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার প্রেমপিপাসু নির্ম্মল-সলিল-দায়িনী স্রোতস্বতীস্বরূপ দ্বারে আসিয়া দণ্ডয়মান হইলেন; কিন্তু হায়, তাঁহার প্রণয়িণীর সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল না, আর এক পুরুষ উপরে উঠিয়া সাক্ষাৎ হইল। সিংহিনীস্বরূপিনী রামবাবুর প্রণয়িণীর জননী সম্মার্জ্জনীহস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন, রামবাবু নিকটস্থ হইবামাত্র তাঁহার পৃষ্ঠে সেই সম্মার্জ্জনী পড়িতে আরম্ভ করিল। তিনি দুই চারিবার "আমি নই, আমি নই" বলিয়া চীৎকার করিবার প্রয়াস পাইলেন, "ওগো ভুল হয়েছে, ভুল হয়েছে" বলিয়া রমণীকে নিরস্ত করিবারও চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হায়, সকলই ব্যর্থ হইল। অগত্যা তিনি বাধ্য হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। রাজপথে আসিয়া ভাবিলেন,"আমার শুভাদৃষ্ট যে, হরা ছোঁড়া আমার এ দুর্দ্দশা দেখে নাই, মাগী বোধ হয় কার উপর রেগে ছিল!"

"কিহে, কে কার উপর রেগে ছিল?" পশ্চাতে এইরূপ কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া রামবাবু ফিরিয়া দেখিলেন—হরচন্দ্র। তিনি হরচন্দ্রের কথায় কি উত্তর দিবেন; কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, কেবল বলিলেন,"না, তা—ও কিছু নয়। তুমি এখানে এত রাত্রে কোথা থেকে?"

হর। তুমি যেখান থেকে, আমিও সেইখান থেকে।

রাম। বেশ, বেশ, চল বাড়ী যাই।

হর। তুমি এখানে কোথা থেকে?

রাম। একজন আত্মীয়ের বড় ব্যায়রাম হয়েছিল, তাই একবার দেখে গেলাম।

হর। তা বেশ করেছ, এখন আমার সঙ্গে এস।

রাম। কোথায়?

হর। কিরণের বাড়ী।

রাম। আমায় মাপ কর।

হর। একবার চল, খাতিরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

রামবাবুর অদ্য খাতির দেখিবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, আজকার মত খাতির তিনি যথেষ্টই দর্শন করিয়াছিলেন, তবুও বন্ধুর পীড়াপিড়ীতে তাঁহার সহিত যাইতে বাধ্য হইলেন।

হরচন্দ্র বাবু কিবণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র সে বলিল, এ্যাহ্ পোড়ার মুখ, তোমার মরণ হয় না? বেরো আমার বাড়ী থেকে।"

রামবাবু হরচন্দ্র বাবুর গা টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি খাতির?"

হরচন্দ্র বাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠাট্টা কচ্চে।" এই সময়ে আর একজন প্রৌঢ়া সুন্দরী আসিয়া "মার ঝাঁট" শব্দে সম্মার্জ্জনী চালাইতে আরম্ভ করিল। সম্মার্জ্জনী হরচন্দ্রের উপর না পড়িয়া রামবাবুর উপরই পড়িল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আমার উপর আজ এক সংস্কার হয়ে গেল,—আমায় বাবা ছেড়ে দেও।"

হরচন্দ্র বাবু বলিলেন, "Strike but hear. মার ক্ষতি নাই কিন্তু আগে আমার বক্তব্য শ্রবণ কর।"

কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কান দিল না। তখন তাঁহারা পশ্চাত-ধাবিত পরাজিত সৈন্যের ন্যায় বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে উভয়ে নীরবে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে। প্রেমেরও একটা সীমা আছে। আমাদের পুস্তকের নায়কচতুষ্টয় প্রেমের শেষ সীমা দেখিয়াছেন।

সকল পীড়ারই ঔষধ আছে, প্রেমরোগেরও যে ঔষধ নাই, এরূপ নহে। সম্মার্জ্জনীর ন্যায় প্রেমরোগ দূর করিবার অব্যর্থ মহৌষধ এ জগতে আর নাই।

সেই রাত্রেই চারি বন্ধুতে শয্যায় শয়ন করিয়া অনেক ভাবনা ভাবিয়াছেন। সকলেই নাক্ কান্ মলিয়াছেন,—আর কখনও প্রেম করিতে যাইবেন না। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কি প্রেম দূর করিতে পারা যায়? সকলেই অনেক রকম ভাবিলেন, কিন্তু কিরূপে যে হৃদয়ের প্রেমকে দূর করিবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

প্রাতে বন্ধুচতুষ্টয়ের সাক্ষাৎ হইল, গত রাত্রে কাহার অদৃষ্টে যে কি

হইয়াছিল, তাহা কেহই কাহাকে বলিলেন না। লোকে বলিয়া থাকে,—এ সংসারে বন্ধুর নিকট কিছুই গোপন করিবার নাই। এ সংসারে এমন কথা কিছুই নাই, যাহা বন্ধুকে বলিতে পারা যায় না। যে পণ্ডিত এ কথা বলেন, তাঁহাকে আমরা ঘোর ভ্রান্ত বলি। কই, পাঠকদিগেরও যদি রামবাবু বা ছেনুবাবুর মত অবস্থা হয়, তাহা হইলে কি তাঁহারা কোন বন্ধুকে বলিতে ইচ্ছা করেন?

গত রাত্রের ক্লেশ দূর করিবার অভিপ্রায়ে বন্ধুচতুষ্টয় সুরাদেবীর অর্চ্চনা করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিলেন না।

বন্ধুগণের সাক্ষাৎ হইলে সকলে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন; তৎপরে প্রথম ছেনু বাবু কথা কহিলেন, বলিলেন, "দেখ, প্রেমসম্বন্ধে আমার বিশেষ বহুদর্শিতা আছে, আমাদের প্রেমের জন্য পাগল হওয়া বড় ভাল নয়।"

প্রসন্ন। আমিও কাল থেকে মনে মনে এই কথা ভাবিতেছিলাম।

রাম। আমিতো নাক্ কান্ মলেছি,—আর প্রেম কর্ব্বো না।

ছেনু। হরচন্দ্র যে কথা কও না?

হর। তোমরা যদি সকলে এ প্রস্তাবে মত দাও, তবে আমিও দিতেছি। প্রেমটা যে বড় ভাল জিনিস নয়, এটা স্থির।

ছেনু। এস আমরা অল্প বয়সেই সুদ্‌রে যাই।

রাম। বেশ প্রস্তাব,—আমি সেকেণ্ড করি।

প্রসন্ন। বল্লে তো। কিন্তু এ রোগ কি সহজে সার্ব্বে?

রাম। না,—এর উপায়ও আছে। আমাদের দেশের একটা মাগী উল্টাডিঙ্গিতে থাকে, সে বড় "গুনি", অনেক তুক্‌তাক্ ঔষধ জানে।

হরচন্দ্র বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমাকে একটু ষ্ট্রং ডোজে দিও।"

প্রসন্ন। আমারও একটু বেশী চাই।

ছেনু। আমি তো মরে আছি। আমার রোগ ভাল কর্ত্তে হলে, একেবারে অন্ততঃ আদ্ সের ঔষধ খেতে হবে।

রাম। তবে আর বিলম্ব ক'র না, চল, এখনই আমরা সকলে রওনা হই।

কথামত কার্য্য হইল। চারি আনা দিয়া একখানি গলিত পলিত থার্ডক্লাস্ আরোহণে বন্ধুগণ অর্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে উল্টাডিঙ্গিতে উপস্থিত হইলেন।

বিপদে পড়িলে লোকের সাহায্য গ্রহণের সময় পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। জলমগ্ন ব্যক্তি ক্ষুদ্র তৃণ নিকটে দেখিলে তাহাকেও ধরিবার জন্য হাত বাড়ায়। বন্ধুগণ বিপদে পড়িয়াছেন, নতুবা তাঁহারা কখনই একটা অজ্ঞ স্ত্রীলোকের নিকট ছুটিতেন না।

রমণী তাঁহাদের রোগের যে ব্যবস্থা করিল, তাহা শুনিয়া বন্ধুচতুষ্টও হতজ্ঞান হইলেন। সে রামবাবুকে বলিল, "আপনাকে সাত ঘা ঝাঁটা খাইয়া এই শিকড়টা খাইতে হইবে।" তৎপরে প্রসন্নবাবুকে বলিল, "তোমাকে ছেঁড়া চটি জুতা মুখে করিয়া সাত হাত যাইতে হইবে, তারপর এই ঔষধটা খাইবে।" সে হরচন্দ্রকে বলিল, "তুমি বছর দুই থেকে তাকে ভালবেসেছ, তোমাকে ২৪ হাত নাকে খত দিয়ে এই ঔষধটা খেতে হবে।" তারপর সেই রমণী ছেনুবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমার প্ণয়পাত্রীর নাম করিয়া, তোমাকে এই ঔষধ খাইয়া ৭টা আরসুলা ভাজিয়া খাইতে হইবে।"

"ও বাবা, আমি তা পার্ব্বো না।" এই বলিয়া ছেনুবাবু একেবারে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কাঁদিলে কি হইবে? কঠিন রোগের কঠিন ঔষধের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে কেন? বন্ধুগণ সকলে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মধ্যে মধ্যে গত রাত্রের ঘটনাবলী মানসপটে উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া সকলে সেইখানে বসিয়া ভাবিলেন, ভাবিয়া কিন্তু কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। তখন সকলে হতাশ হইয়া রমণীর ঔষধ গ্রহণই একমাত্র উপায় স্থির করিলেন, কিন্তু ঔষধ-সেবন-পথ প্রথম কে দেখাইবে? পথপ্রদর্শনে কেহই অগ্রসর নহেন।

রামবাবুর পৃষ্ঠের যাতনা তখনও যায় নাই। তিনি বলিলেন, "মার, আবার সাতঘা মার। যদি এই মারই শেষ মার হয়, তা হলে সাত ঘা কেন, আমি একশ ঘা খেতে প্রস্তুত আছি। মেরে নাও,—আমিই আগে ঔষধ খাব।"

হর। আমিও প্রস্তুত আছি।

এই সময়ে বন্ধুগণ চমকিত হইয়া ছেনুবাবুর দিকে ফিরিলেন। তিনি বমি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বন্ধুগণ সত্বর তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

ছেনু। আমি আরসুলা ভাজা খেতে পার্ব্বোনা,—আর কিছুর ব্যবস্থা কর। তোমাদের পায়ে ধরি,—আর কিছুর ব্যবস্থা কর।

রমণী। তবে টিকটিকে কিম্বা গিরগিটে।

ছেনু। ও বাবা—ওয়াক—ও—য়া—ক।

রাম। তোমরা ব্যস্ত হইও না,—ও আরসুলাই খাবে, তার জন্যে ভয় নেই। এখন আমাকে ঔষুধ দাও, আমার আর দেরি সয় না।

প্রসন্ন। আমি আগে খাই না কেন?

রাম। না না,—আমিই সকলের আগে।

রামবাবুর পৃষ্ঠে সজোরে সাত ঝাঁটা নিশ্চয়ই পড়িত, সহসা নিকটে অতি মধুরস্বরে কে গাহিল,—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?

হরে মুরারে, হরে মুরারে।"

বন্ধুগণ সেই মধুর গীতধ্বনিতে বিমুগ্ধ হইয়া চমকিত হইয়া ফিরিলেন; দেখিলেন, একটী রমণী। সে ভিখারিণী, বৈষ্ণবী, সন্ন্যাসিনী,—না গৃহ-লক্ষ্মী, অপ্সরী বা দেবী,—সে কুলটা, না সতী—সে বারবনিতা না কুলবালা—তাহা তাহাকে দেখিলে স্থির করিতে পারা যায় না। তাহার মুখ দেখিলে তাহাকে চিনিতে বা বুঝিতে পারা যায় না। তাহার মুখ দেখিলে তাহাকে ভক্তি করিতে মন স্বতঃই ব্যাকুল হয়। রমণী নিকটে আসিয়া অতি মধুর স্বরে গাহিল;—

"হরে মুরারে,—হরে মুরারে।"

বন্ধুগণ চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি?"

রমণী। আমার নাম হরিদাসী।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুচতুষ্টয় হরিদাসীর গান শুনিয়া বিমুগ্ধ হইলেন, তাহাকে আবার আর একটী গাইতে অনুরোধ করিলেন। হরিদাসী বলিল, "যদি গান শুনিতে চান, আমার বাড়ী যাইবেন।"

ছেনু। আপনার ওষুধ টষুধ জানা আছে?

হরি। কিসের ওষুধ?

ছেনু। এই প্রেমের ওষুধ?

হরিদাসী হাসিয়া বলিল, "আছে বই কি?"

ছেনু। সে ওষুধে আবস্থলা টাবস্থলা খেতে হয় না তো?

হরিদাসী আবার হাসিল,—বলিল, "আমার ওষুধে কিছুই খেতে হয় না।"

ছেনু। তবে আমি আপনার সঙ্গে যাব, আমায় একটু অষুধ দেবেন।

রাম। আমিও যাব।

প্রসন্ন। আমিও যাব।

হর। এ মাগীর ওষুধের চেয়ে এর ওষুধ ভাল। চল আমরা সকলেই এর সঙ্গে যাই।

হরি। আসুন।

গাড়ী উপস্থিত ছিল,—সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী কলিকাতাভি-মুখে ছুটিল।

কিয়ৎদূর গাড়ী যাইতে না যাইতে গাড়ীর জোত ছিঁড়িল, সুতরাং গাড়ী দাঁড়াইল। কলিকাতার লোকারণ্য রাজপথে বারবনিতাসহ গাড়ীতে সকলের দৃষ্টির সম্মুখে সংস্থাপিত হওয়া যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা যিনি কখনও ভুগিয়াছেন, তিনিই জানেন। বন্ধুগণ যাহা ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল; কথায় বলে—"যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই রাত হয়।"

বন্ধুগণ ভয় করিতে ছিলেন, কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা কি করিবেন। তাঁহারা যাহা ভয় করিতেছিলেন, তাহাই ঘটিল। হরচন্দ্রবাবুর একটী ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল;

তিনি তাঁহার সহিত যাহাতে সাক্ষাৎ না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মগণ কোন বিষয়ই বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া ছাড়েন না, সুতরাং ব্রাহ্মবাবু স্ত্রীলোকের সুন্দর মুখ দেখিবার জন্যই হউক, অথবা গাড়ীর ভিতর কি আছে তাহাই দেখিবার জন্যই হউক, তিনি গাড়ীর ভিতর বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, অমনি তাঁহার দৃষ্টি হর বাবুর প্রতি পড়িল। তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, "হরচন্দ্র বাবু যে,—কেমন আছেন?"

হরচন্দ্র বাবু মস্তক কুণ্ডয়ন করিয়া বলিলেন, "যেমন দেখ্‌চেন।"

ব্রাহ্ম বাবুটীর নাম মন্মথবাবু, ইনি একজন বিশেষ আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, দেশে সুনীতি প্রচারের জন্য বিশেষ প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিলেন। বারবনিতাসহ ভদ্রলোকদিগকে গাড়ীতে দেখিয়া মন্মথ বাবু একেবারে নিস্পন্দ নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। বলিলেন, "হরচন্দ্র বাবু, এ কে?"

হরচন্দ্র বাবুর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই হরিদাসী কহিল, "আমি বেশ্যা।"

বন্ধুচতুষ্টয় একেবারে লজ্জায় মরিয়া গেলেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এদিকে মন্মথ বাবু "বেশ্যার" নাম শুনিয়া একেবারে নয়ন দুইটী বাহুবিস্তৃত করিয়া হাঁ করিয়া রহিলেন। তৎপরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হা ভারতবর্ষ। তোমার এ কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে।"

হরিদাসী কহিল, "কেন মহাশয়?"

মন্মথ। কেন মহাশয়? বেশ্যা—বেশ্যা—কি সর্ব্বনাশ।

হরি। মহাশয়, বেশ্যা কিসে মন্দ?

মন্মথ। তুমি অবোধ বালিকা, তোমার সঙ্গে এ সব তর্ক বিতর্ক করে লাভ কি?

হরি। মহাশয়, অনুগ্রহ করে না হয় করেন। আমি হতভাগিনী, না হয় আমার উদ্ধারের জন্য দয়া করিয়া একটু চেষ্টা করিলেন। আমি শুনেছি, আপনাদের জীবন পরের উদ্ধারেরই জন্য।

মন্মথ। তুমি ঠিক বলেছ, আমি অবশ্যই তোমার উদ্ধারের চেষ্টা করিব।

হরি। তবে আসুন, আমার বাড়ী অনুগ্রহ করিয়া চলুন।

মন্মথ বাবু ভাবিলেন, এই হতভাগিনীকে যদি উদ্ধার করিতে পারি, তবে জীবনের একটা সার্থক কার্য্য করা হইবে। এরূপ সুবিধা আর কখনও হইবে না। মন্মথ বাবু লম্ফ দিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ী আসিয়া থামিল। হরিদাসী মহা সমাদরে সকলকে নিজ বাড়ীতে আহ্বান করিয়া লইল। সকলে উপবিষ্ট হইলে হরিদাসী কহিল, "মহাশয়, আপনি বেশ্যার নাম শুনিয়া একেবারে স্তম্ভীত হইয়া ছিলেন,—বেশ্যা কিসে মন্দ ?"

মন্মথ। কিসে মন্দ।

হরি। বেশ্যারা কি করে ? দশজনকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায়; বেশ্যারা দশজনকে সুখী করিতে চেষ্টা পায়। যে দশজনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, সে কি মন্দ ? তবে কৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধ, বিশু খৃষ্ট সকলেই মন্দ ? কারণ তাঁরা সকলেই দশজনকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

মন্মথ। বেশ্যা যে কুলটা।

হরি। কুলটা কাহাকে বলেন ? তবে রাধাও কুলটা, তবে কৃষ্ণও মন্দ।

মন্মথ। তুমি যা বল্‌ছ, আমি তার কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে।

হরি। বেশ্যারা পয়সা নিয়ে পরের নিকট আত্মবিক্রয় করে, বেশ্যারা ছোটলোকের মধ্যে মিশিয়া ছোটলোক হয়, বেশ্যারা সংসারের অতি হেয় ও ঘৃণিত লোকের সহিত বসবাস করে, তাহাই তারা খারাপ, নতুবা বারবনিতা খারাপ নহে।

মন্মথ। আরও স্পষ্ট করে বল। তুমি আরও একটু এক্সপ্লেনেটিভ্ হও।

হরি। এ সংসারে লোকে একজনকে সন্তুষ্ট কর্ত্তে পারে না,—এক-জনকে সুখী কর্ত্তে পারে না; মনে করুন দেখি, দশজনকে সুখী করা কত কষ্ট ? বেশ্যার সেই কাজ;—বেশ্যা কি মন্দ ? যে লোকের নিকটে আসিলে লোকে সুখী হয়, সে কি মন্দ ?

মন্মথ। আমি এখনও বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

হরি। আমিও আপনাকে ভাল বুঝাতে পাচ্চিনে, তবুও একবার

চেষ্টা করে দেখি। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ হচ্চেন বেশ্যার আদর্শ। কৃষ্ণ যেমন একলা ষোড়শত গোপিনীর প্রত্যেকের মনরঞ্জন করিয়াছিলেন, প্রত্যহ ষোড়শত গোপিনীর প্রত্যেককে সুখী করিতেন, প্রত্যেককে সমান ভালবাসিতেন, প্রত্যেককে সমান আদর করিতেন,—যে রমণী তাহাই করিতে পারে, সেই প্রকৃত বারবনিতা। মহাশয়, বারবনিতা ঘৃণার দ্রব্য নহে।

মন্মথ। আমি হার মানিলাম। এরূপ স্ত্রীলোক দুই একটী সমাজে থাকিলে সে সমাজ স্বর্গ হয় স্বীকার করি, কিন্তু এরূপ বেশ্যা কোথায়!

হরি। তাহাই বলিয়া বারবনিতাকে ঘৃণা করিতে পারেন না। আপনাদের কুলবধূর মধ্যে কয়জন পতিতপাবনী মা উমার ন্যায় সতী আছেন?

মন্মথ। আপনার কথা শুনে আমি স্তম্ভীত হয়েছি। আপনার মতে বেশ্যা কিরূপ হওয়া উচিত?

হরি। বেশ্যার প্রেম অনন্তব্যাপী হইবে; দশজনের প্রতি তাহার ভালবাসা কৃষ্ণের ষোড়শত গোপিনীর প্রতি ভালবাসার ন্যায় সকলের প্রতি সমান হইবে; বেশ্যা সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্যে ও সকল প্রকার গুণের আদর্শস্বরূপা হইবে।

মন্মথ। এরূপ স্ত্রীলোক হয় না।

হরি। কে বলিল হয় না? আমাদের মেনকা, উর্ব্বসী, তিলত্তমা, এইরূপ বারবনিতা ছিলেন।

মন্মথ। আমি তোমাকে উদ্ধার কর্ত্তে এসেছিলাম,—এখন তুমি আমাকে উদ্ধার কর্ল্লে দেখ্‌চি। এ সংসারের কিছুই বুঝ্‌লাম না।

হরি। তবে একটা গান শুনুন।

এই বলিয়া হরিদাসী গান ধরিল; গানের মধুর ধ্বনি চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কবিতায় সুর লয় যোগ করিলে গান হয়; সেই গান শুনিয়াই আমরা কত মুগ্ধ হই; আবার সেই মধুর গানে যদি গায়ক বা গায়িকার হৃদয়ের আবেগ আসিয়া সংমিশ্রিত হয়, তখন তাহা যে কত মধুর হয়, তাহা বলা যায় না।

গান থামিলে ছেনুবাবু হরির চরণপ্রান্তে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিলেন, "আমার একটা বিহিত কর,—ওষুদ টষুধ যা হয় দাও।"

রাম। ঝাঁটার ব্যাথা এখনও সর্ব্বাঙ্গে রয়েছে,—"ক্ষান্ত দিয়েছি আমি জেনে শুনে।"

প্রসন্ন। প্রেমফাঁদের সকল যায়গাই কাঁটা। আমায় একটু বেশী করে অষুধ দাও।

হর। আমার তো হাইপোকনড্রিয়া রোগ জন্মে গেল। আমার একটা উপায় না কর্লে আমি পাগল হব।

হরিদাসী হাসিয়া বলিল, "আমি সকলকেই অষুধ দিতেছি।"

রাম। ও বাবা,—আবার ঝাঁটা নয় তো?

ছেনু। তোমার পায় ধচ্চি—গির্‌গিটী টির্‌গিটী খেতে পার্ব্বো না।

হরি। আপনাদের কিছু খেতে হবে না। প্রেমের ওষুধ মুখ দিয়ে খেলে কি হবে? তাহা তো আর হৃদয়ে যাবে না?

হর। তবে কি কর্ব্বো?

হরি। কিছুই কর্ত্তে হবে না;—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে।

হরে মুরারে,—হরে মুরারে।"

গান হইতে নিরস্ত হইয়া হরি বলিল, "আমি একজনকে ভাল-বাসতেম, একজনকে ভালবাস্‌লে যে কি হয়, তা আমি বেশ জানি। এতে কেবল কষ্ট হয়, কারণ, একজনকে ভালবাস্‌লে তাতে অভিমান আছে, হিংসা আছে, বিদ্বেষ আছে, বিরহ আছে, কলহ আছে, আরও কত আছে তাহা আপনাদিগকে আর কি বলিব,—কারণ আপনারা সকলেইতো সে যন্ত্রণা ভুগিতেছেন।

হর। ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ।

হরি। একজনকে ভালবেসে দুই বৎসর আমি কষ্ট পেয়েছি। কি কর্ব্বো, কোথায় যাব,—ভেবে ভেবে প্রায় পাগলের মত হয়েছিলাম। এই সময় একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি আমায় বলিলেন, "প্রেম দুঃখের নয়; প্রেমে হিংসা, বিদ্বেষ, বিরহ, কলহ, অভিমানই দুঃখের; যদি ওগুলি তাড়াইতে পার, তবেই সুখী হইবে।" আমি

বলিলাম,—"সে কিরূপে পারিব ?" তিনি বলিলেন, "একজনের উপর ভালবাসা রাখিলে এই সব হয়, যদি দশজনকে ভালবাসিতে পার, তবে এ সব কষ্ট থাকিবে না। দেখ, একজনকে ভালবেসেই যদি এত সুখ হয়, তবে দশজনকে ভালবাসিতে পারিলে কত সুখ, তা অবশ্যই বুঝ্‌তে পাচ্চো।" আমি বলিলাম, "একি কেউ পারে ?" তিনি বলিলেন, "কেন পার্ব্বে না ? তা হ'লে বল শ্রীকৃষ্ণও ষোড়শত গোপীনিকে ভালবাস্‌তে পারেন নাই ?" আমি হারমনিয়া বলিলাম, "আমি এখন থেকে আপনার কথানুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করিব।" সেই পর্য্যন্ত আমি সকলকেই ভালবাসি।

ছেনু। তবে আমাদের উপায় !

হরি। কেন, আপনারা আমার মত হউন। একজনকে ছাড়া কি অধিক লোককে ভালবাসা যায় না ?

হর। সে ভালবাসার তেমন তেজ হয় না।

হরি। আপনি ভালবাসার তেজ কাহাকে বলেন ?

হর। ভালবাসার জন্য প্রাণ দিতে পাল্লেই আমি বলি সেই ভাল-বাসা ; একি মানুষ একজন ভিন্ন দশজনকে পাবে ?

হরি। আপনি লেখা পড়া জানেন, আপনার মুখে এ সব কথা ভাল দেখায় না। দশজনের ভালবাসার জন্য একজন কি এ সংসারে প্রাণ দেয় নাই ?

হর। কই ? আমিতো দেখিতে পাই না।

হরি। কেন ?—যিশুখৃষ্ট। তিনি কি মানবজাতির জন্য প্রাণ দেন নাই ?

ছেনু। আমি আর নেই। প্রেমরোগের ওষুধ পেয়েছি, বাবা,—আমি চম্পট দিলাম।

এই বলিয়া ছেনুবাবু লম্ফ দিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

রাম। প্রাণ দিতে পারি না পারি, চেষ্টা কর্ব্বো। বাবা, এ ঝাঁটার চেয়ে ভাল ওষুধ।

এই বলিয়া রামবাবুও অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন হরচন্দ্র বলিলেন, "আমারও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে,—আমিও 'লেট্‌ অফ' হলেম।"

প্রসন্ন। বাবা,—আমাকে ও সঙ্গে নাও।

উভয়েই সত্বরপদে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। তখন হার গান ধরিল,—

"এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে, হরে মুরারে।"

উপসংহার।

আমাদের নায়কগণের সকলকারই একটা হেস্তনেস্ত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, সকলেই অল্প বয়সে সুধরাইয়া গেলেন; কেবল ভজহরি ও পদ্ম-লোচন সোধরাইলেন না, তাঁহারা সেইরূপ পয়সার চেষ্টায় ফিরিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে খঁাটি খাইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতেছেন।

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

আখ্যায়িকা।

রাজা সীতারাম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মধুমতির তীরে বিস্তৃত ভূষণা প্রদেশ। যশোহর জেলার মধ্যে ভূষণা পরগণার ন্যায় বহুবিস্তৃত পরগণা আর ছিল না। এখন ভূষণা আর নাই,—ভূষণার নামপর্য্যন্ত বিলীন হইবার উপক্রম হইয়াছে। সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, একশত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোক ছিল, আজ তাহার একজনও জীবিত নাই। পূর্ব্বে যেখানে অনন্ত সুনীল সমুদ্র তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্য করিত, আজ সেইখানেই তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বত স্তরে স্তরে উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যে রাজ্যে সামান্য ভিক্ষুক পর্য্যন্ত মুসলমানপ্রতাপে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিত, আজ সেই রাজ্যেই ভিক্ষুক রাজকমণ্ডলাভের জন্য সভা-সমিতি করিতেছে,—সম্বাদপত্রে আলোচনা করিতেছে।

ভূষণা আর নাই, নামমাত্র আছে। এই ভূষণা এক্ষণে হেয় ও ঘৃণিত, ভূষণাবাসীদিগকে লোকে "ভূষণার বাঙ্গাল" বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু আজ যে ভূষণার নাম ঘৃণিত ও হেয়, এক সময়ে সেই ভূষণাই বাঙ্গালাদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল।

এই বিস্তৃত ভূষণাপ্রদেশে গৌবপুর নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল; এখন সে গ্রামের অন্য নাম হইয়াছে। সে গ্রাম এক সময়ে এক বৃহৎ নগরে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কালের দুর্ব্বিসহ প্রকোপে সে নগরও এক্ষণে আর নাই। যেখানে সুবিস্তৃত সবোবর পঙ্কজদলে সুশোভিত ছিল, যেখানে সুন্দর সৌধমালা নিজ শোভায় হাসিত, যেখানে মনমুগ্ধকর উদ্যান ফলপুষ্পে মন প্রাণ বিমোহিত করিত, এক্ষণে সেই-খানেই নিবিড় অরণ্য হইয়াছে, সেই অবণ্যে দুরন্ত শ্বাপদকুল বিচরণ করিতেছে।

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এই গৌবপুর গ্রামে একঘর গৃহস্থ বাস কবিতেন। ইহাঁদের অন্নের বিশেষ অসচ্ছল ছিল না, অথচ ইহাঁরা বড়লোক ছিলেন না। ইহাঁদেব একটী মাত্র পুত্র ছিল, এই পুত্রের নাম—সীতারাম।

* * * *

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিবণে জগৎ বিদগ্ধ হইতেছে। যে দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলই বিস্তৃত প্রান্তর। সেই প্রান্তরের মধ্যে দুই একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ ব্যতীত আব কোনই বৃক্ষ নাই। বৈশাখের অসহনীয় রৌদ্র, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকিরণে বিগহকুল বৃক্ষশাখায় লুকাইত হইয়া কাতরে কাতরতাপূর্ণ সঙ্গীতে চাবিদিক পবিপূরিত করিতেছে, গাভিগণ সুনীল নবদূর্ব্বাদলের শোভা পবিত্যাগ করিয়া বৃক্ষছায়ায় শায়িত হইযা রোমন্থন কবিতেছে। রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে কি এক অনির্ব্বচনীয় নিস্তব্ধতা চাবিদিকে বিরাজ করিতেছে।

এইরূপ সময়ে এক দিন প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, সীতারাম একাকী এই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তবে যাইতেছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর মাত্র। তাঁহার শরীরে অসীম বল, কারণ, বাল্যকাল হইতেই শরীরে বলের উৎকর্ষসাধন করিবার জন্যই তিনি সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিলেন, পাঠাদিতে সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য করিয়া তিনি মল্লভূমেই

দিবারাত্রি সময়াতিবাহিত করিতেন। সে সময়ে যশোহর প্রদেশে তাঁহার ন্যায় লাঠি চালাইতে, তরওয়াল খেলিতে ও সড়কি ছুটাইতে আর কেহই পারিত না। মুসলমান সুবাদারের কর্ণেও তাঁহার নাম উঠিয়াছিল,—গ্রামের লোকও তাঁহাকে ভয় করিত। কেহ কেহ বলিত, সীতারাম ডাকাইত হইবে; আবার কেহ কেহ বলিত,—সীতারাম মুসলমানদিগকে দেশ হইতে তাড়াইবে।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে সীতারাম ডাকাইত না হইলেও প্রায় ডাকাইতের কাছাকাছি গিয়াছিলেন। মুসলমান পাইলে তিনি তাহার উপর অত্যাচার করিতে যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিতেন। গৌরপুরে কোনই মুসলমান ছিল না। কোন মুসলমান যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ আসিয়া পড়িত, সীতারাম তাহার দাড়ি কাটিয়া দিতেন, কচ্ছপ ধরিয়া খাওয়াইয়া দিতেন। মুসলমান-রাজত্ব,—মুসলমানের উপর এরূপ অত্যাচার করিয়া তৎকালে কাহারই নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, তবে সীতারাম বলিয়াই বাঁচিয়া যাইতেছিলেন।

নিকটে নলদি নামক গ্রামে একজন মুসলমান সুবাদার ছিলেন, তাঁহার সৈন্যসামন্ত অধিক ছিল না,—জন কয়েক পাইক ও পঞ্চাশ জন মাত্র সওয়ার তাঁহার অবলম্বন। তিনি জানিতেন যে, পঞ্চাশ জন সওয়ার দ্বারা সীতারামকে দমন করা কোনমতেই সম্ভাবনা নাই। সীতারাম গ্রামের সমস্ত যুবক লইয়া এক বৃহৎ দল পাকাইয়া ছিলেন। দলে ক্রমে ক্রমে দূরস্থ গ্রামের যুবকগণও আসিয়া সম্মিলিত হইতে আরম্ভ করিল। যে সময়ে সীতারাম মুসলমান দেখিলেই দাড়ি কাটিয়া দিতেন, তখন তাঁহার দলে একশত যুবক জুটিয়াছিল। পঞ্চাশ জন সওয়ার কেন, তাহারা একশত জনে অন্ততঃ দুই তিন শত সওয়ারকে যে পরাজিত করিতে পারিত, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। সুবাদার ইহা জানিতেন বলিয়াই সীতারামের অত্যাচার শুনিয়াও শুনিতেন না। তিনি এ সম্বাদ মুরসিদাবাদেও পাঠাইতে পারিলেন না, কারণ, তাহা হইলে তাঁহার চাকরি থাকা দুরূহ হইত। একটা বালক নানারূপ অত্যাচার করিতেছে, আর তাহাকে তিনি শাসন করিতে পারিতেছেন না,—এ কথা শুনিলে

নবাব তাঁহাকে তিলার্দ্ধও সুবেদারি পদে রাখিবেন না। এই সকল কারণেই সীতারাম দিন দিন প্রশ্রয় পাইয়া ক্রমেই স্ব হস্ত পাইতেছিলেন। সীতারাম দুই প্রহরের সময় একাকী প্রান্তর অতিক্রম করিতেছিলেন,—অবশেষে সেই প্রান্তরের প্রান্তসীমান্ত একটী মন্দিরের দ্বারে আসিয়া স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, দ্বারের সম্মুখে একজন মুসলমান ফকির শায়িত। হিন্দুর মন্দিরে মুসলমান। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শিরায় শিরায় কি এক অনৈসর্গিক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; তিনি ক্রোধ সমিত করিতে পারিলেন না; একেবারে সেই নিদ্রিত ফকিরের পা ধরিয়া টানিতে টানিতে মন্দির হইতে শত হাত দূরে আনয়ন করিলেন।

ফকির চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি শরীরের নানা স্থানে বেদনাও পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র রাগ প্রকাশ করিলেন না,—যুবকের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ,—তুমি দেশ হইতে মুসলমান তাড়াইতে পারিবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সীতারাম ফকিরের ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তিনি মুসলমানের নিকট এরূপ ব্যবহার কখনও প্রত্যাশা করেন নাই। যখন তিনি কোন মুসলমানের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন, সেই মুসলমান অতি হেয় ও ক্ষীণ হইলেও, সর্পের ন্যায় উদ্ধত হইয়া আক্রমণকারীকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু এ ফকির উৎপীড়িত হইয়া রাগত হইল না;—কেবল মাত্র একটু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি মুসলমান তাড়াইতে পারিবে।"

এই কথা শুনিয়া সীতারাম হৃদয়ে একটু আনন্দানুভব করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের চিরবাসনা এ ফকির কেমন করিয়া জানিয়া ভবিষ্যত-বাণী করিল? তবে কি সত সত্যই তিনি মুসলনান তাড়াইতে পারিবেন?

ফকিরের প্রতি অত্যাচার করিয়া সীতারাম আজ মুসলমানের প্রতি অত্যাচারে লজ্জানুভব করিলেন। তিনি অবনত মস্তকে সেই পরকেশ

মুসলমানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; তৎপরে বলিলেন, "বাল-সুলভ চপলতাবশতঃ যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা করিবেন। মুসলমানের প্রতি আমার আক্রোশ আছে স্বীকার করি, কিন্তু আপনার মত মুসলমানের প্রতি আমার কোনই আক্রোশ নাই। আপনাকে পূর্ব্বে ভাল করিয়া দেখিলে এরূপ ধৃষ্টতা করিতাম না।" ফকির হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এ দেশের রাজা হইতেও পারিবে।"

সীতারাম ফকিরের কথায় আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি সকল কথা খুলিয়া পরিষ্কারভাবে বলিবার জন্য ফকিরকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফকির কিছুতেই তাঁহাকে কোন কথা বলিলেন না,—কেবল মাত্র বলিলেন, "কাশ্মীর হইতে বাঙ্গালার শেষ, আমি সকল স্থানেই বেড়াইয়াছি,—সকলেই আমাকে ভয় ও ভক্তি করিয়াছে। কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই আমাকে ডরাইয়াছে, কিন্তু এতদিনে আমি দেখিলাম, একজন আমায় ডরাইল না। কাশ্মীর হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া এই প্রথম এই দৃশ্য দেখিলাম। তুমি যথার্থই এ দেশ হইতে মুসলমান তাড়াইতে পারিবে। সীতারামের নানা অনুনয় বিনয়েও তিনি আর অন্য কোন কথাই বলিলেন না। সীতারাম প্রথমে যেরূপ ফকিরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—এক্ষণে আবার সেইরূপ রাগত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—এ লোকটা ভয়ানক ভণ্ড তপস্বী; কেবল তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের প্রত্যাশায়েই সে তাঁহাকে ভুলাইয়া দুইটী মিষ্ট কথা বলিয়াছে। ফকিরকে বিশেষরূপে দণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল হইল,—কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও কেমন তাঁহার আজ চক্ষুলজ্জা হইল। তিনি ক্রোধভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ফকির আবার যাইয়া মন্দিরের দ্বারে শয়ন করিলেন।

সীতারাম স্বয়ং ফকিরকে দণ্ডিত করিতে পারিলেন না বটে,—কিন্তু চিরভ্যস্ত মুসলমানদমন কার্য্য করিতে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি সত্বরপদে সদলে আসিয়া ফকিরের সকল কথা বলিলেন। মধু-মক্ষিকার চাকে বালকে ইষ্টক প্রহার করিলে যেমন মক্ষিকাগণ চারিদিকে

উড়িতে থাকে, সীতারামের দলের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ হইল। তাহারা অনতিবিলম্বে সেই মন্দিরের দিকে ছুটিল।

তাহারা মন্দিরে আসিয়া দেখিল,—সেই বিধর্ম্মী মুসলমান ফকির নিশ্চিন্তমনে আবার সেই মন্দিরের দ্বারে নিদ্রা যাইতেছে। তখন তাহারা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই মুসলমানকে ধরিল, প্রহার করিতে করিতে তাহাকে নিকটস্থ পুষ্করিণীর নিকট লইয়া আসিল,—সেই পুষ্করিণীর উত্তপ্ত জলে তাহাকে ফেলিয়া প্রায় অর্দ্ধ মৃতপ্রায় করিল,—অবশেষে একটা আগুণ জ্বালিয়া তাহার দাড়ী পুড়াইল। যতরূপ লাঞ্ছনা করা সম্ভব, তাহার একটীও তাহারা বাকি রাখিল না। তবে এই মাত্র,—তাহারা ফকিরকে প্রাণে মারিল না।

ফকিরের দুর্দ্দশা সীতারাম দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে ছিলেন,—তাঁহার সঙ্গীগণ শীঘ্রই আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইল। তখন তিনি বলিলেন, "কাজটা বড় ভাল হইল না, ফকির বেটা কোন ভাল ফকির হ'লে বোধ হয়। সুবাদার শুন্‌লে এবার আর আমাদের ছাড়িবে না।" সেই স্থলে এক বৃক্ষনিম্নে বসিয়া সকলে পরামর্শ হইতে লাগিল। সুবাদার অনেক অত্যাচার ও অনাচার নীরবে সহ্য করিয়াছে,—এবার আর কোনমতেই সহ্য করিবে না; এবার তাঁহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য নিশ্চয়ই প্রাণপণ প্রয়াস পাইবে,—এবার তাঁহাদিগের দল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইবে। আর এবার কোন গতিকে তাহাদিগকে হাতে পাইলে কোনমতেই ছাড়িবে না। সকলেরই প্রাণদণ্ড করিবে,—আর একান্ত প্রাণদণ্ড করিতে না পারিলেও তাঁহাদিগকে মুরসিদাবাদ পাঠাইবে; তথায় উপস্থিত হইলে আজীবন কারারুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।

অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছে;—এ অগ্নি কোথায় গিয়া লয়প্রাপ্ত হইবে তাহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। সীতারাম সঙ্গিগণের সহিত বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিলেন; তৎপরে স্থির হইল যে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কতদূর কি হয় দেখা যাউক,—ফকিরের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে,—সন্ধ্যার মধ্যেই সুবাদার তাহার সম্বাদ পাইবে, এ সম্বাদ পাইয়া তিনি যাহা করিবেন, তাহা নিশ্চয়ই রাত্রেই সম্পন্ন করিবার চেষ্টা

পাইবেন, সুতরাং সমস্ত রাত্রের মধ্যে অনেক কাণ্ড করিবার সময় তাঁহারাও পাইবেন: তৎপরে যদি সুবাদার পূর্ব্বের ন্যায় নীরবে এ গোলযোগ দেখিয়াও না দেখেন,—তবে ভালই;—তাঁহারাও পূর্ব্বের ন্যায় নীরবে থাকিবেন, কিন্তু তাহা না হইয়া যদি সুবাদার কোনরূপে তাঁহাদিগকে দমন করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, এইরূপ সম্বাদ তাঁহারা পান, তাহা হইলে তাঁহারাও আর নীরবে থাকিবেন না।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সুবাদার ফকিরের উপর কাফের যুবকগণ কর্ত্তৃক যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহার বিবরণ শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই নিজ পাইক ও সওয়ার লইয়া দুষ্ট সীতারামকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু তাঁহার পারিষদগণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "আপনার লোকজন সীতারামের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। আপনাকে কোন গতিকে যদি সে হারাইতে পারে, তাহা হইলে সে আরও অধিক প্রশ্রয় পাইবে। এই সকল কারণে বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমাদের কাজ করা কর্ত্তব্য; রাগের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কাজ করিলে ভবিষ্যতে তাহার জন্য অনুতাপ করিতে হয়।" সুবাদার বুঝিলেন, কিন্তু এবার সীতারামকে দমন করিতেই হইবে, নতুবা সে প্রশ্রয় পাইয়া আরও বাড়াবাড়ী করিবে,—ভবিষ্যতে সে প্রদেশে মুসলমানশাসন অপ্রতিহত রাখা সম্পূর্ণই অসম্ভব হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ সদ্য নিকটস্থ সুবাদারের নিকট সৈন্যসাহায্যের জন্য একজন বিশ্বাসী সওয়ার পাঠাইলেন।

সীতারামের গোয়েন্দা চারিদিকেই ছিল; সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সীতারাম সুবাদারের সমস্ত কথা জানিতে পারিলেন। শুনিয়া তিনি বুঝিলেন,—এবার যাহা হয় একটা না করিলে তাঁহার হৃদয়ের চিরবাসনা জন্মের মত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এবার মুসলমানগণ নিশ্চয়ই তাঁহার উপর প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবে। তিনিও আজ অসম সাহসীক কার্য্য করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন; ভাবিলেন, যে আগুণ জালিয়াছি, তাহাতে হয় আজ আমি পুড়িয়া মরিব, অথবা সেই আগুণ এত জ্বালাইয়া দিব যে, তাহাতে সমস্ত মুসলমানরাজ্য পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে।

সীতারাম বুঝিলেন, সুবাদার ধরায় সৈন্যের জন্য লোক পাঠাইয়াছেন, তথা হইতে রাত্রের মধ্যে কোনমতেই সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিবে না; এই জন্য যাহা করিতে হয়, এই রাত্রের মধ্যেই করা আবশ্যক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই দিবস নিশীথ রাত্রে প্রায় দুই শত যুবক নিঃশব্দে গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা কেহই কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন না, সকলেই অতি সাবধানে বিশেষ সন্তর্পণে পদনিক্ষেপ করিতেছেন, অত্যল্প মাত্র পদশব্দে সেই নির্জ্জন প্রান্তর প্রতিধ্বনীত হইতেছে।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার,—অমাবশ্যা তিথী,—চারিদিক এতই গাঢ় মেঘে আবরিত হইয়াছে যে, এক হস্ত দূরের লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। যুবকগণ যাইতেছিলেন, অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন প্রান্তর মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে কেহই দেখিতে পাইতেছিল না। যদি কেহ এই সময়ে দূরে দাঁড়াইয়া যুবকদিগকে অন্ধকারে দেখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, সেই স্থানের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া চলৎশক্তি লাভ করিয়াছে।

বলা বাহুল্য, যুবকগণ সীতারাম ও তাঁহার অনুচরবর্গ। তাঁহারা আজ প্রকৃতই ডাকাতি করিতে যাইতেছেন। দুই শত যুবকের হস্তেই উন্মুক্ত অসি,—সকলের কটিতেই বহুসংখ্যক সড়্‌কী; যুবকদিগের সহিত মসাল আছে, তবে তাঁহারা মসাল জ্বালেন নাই।

আজ সীতারামের প্রথম ডাকাতি। এত দিন তিনি অনেক সময়ে মুসলমানের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আর কখন এরূপভাবে এত রাত্রে গ্রামান্তরে যাত্রা করেন নাই। আজ তিনি যে কার্য্য করিতে যাইতেছেন, বাঙ্গালা দেশে এ পর্য্যন্ত সেরূপ কার্য্য করিতে আর কেহ সক্ষম হয়েন নাই।

তিনি সুবাদারের কাচারী লুট করিতে যাইতেছেন—মুসলমানের রাজা, মুসলমানের অসীম প্রতাপ, মুসলমাননামে ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলে কম্পিত,—সেই মুসলমান রাজার প্রতিনিধি সুবাদারকে দমন করিবার জন্য বালক সীতারাম সদলে চলিয়াছেন। তিনি যে কি অসীমসাহসীকতার কার্য্য করিতে যাইতেছেন, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি যে সদলে আজ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে আজ সুবাদারের কাচারী লুটিবেন, ইহার বিন্দুবিসর্গও কেহ অবগত হইতে পারে নাই।

ঠিক ১টা রাত্রের সময় সীতারাম নিঃশব্দে সুবাদারের কাচারীর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। সকলে দূর হইতে কাচারী বেষ্টন করিলেন, তৎপরে সীতারাম স্বয়ং কাচারীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

কাচারীতে সকলেই নিদ্রিত, কেবল একটী মাত্র প্রহরী দ্বারে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। মুসলমান সুবাদারের কাচারী আক্রমণ করিতে পারে বাঙ্গালায় এমন লোক যে আছে,তাহা মুসলমানদিগের বিশ্বাস ছিল না,—সে বিশ্বাস থাকিলে তাহারা পূর্ব্ব হইতে সাবধান থাকিত। মুসলমানগণ সকলেই নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিল।

সহসা চারিদিকে আগুন জলিয়া উঠিল, কে কোথা হইতে কাচারী বাড়ীতে আগুন দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দুই শত বাঙ্গালী যুবক "কালী, কালী" বলিয়া নিনাদ করিয়া উঠিল। সীতারামের দলে সর্ব্বদাই চারিটা করিয়া জগঝম্প নামক বাদ্যযন্ত্র থাকিত, সেই "কালী কালী" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর রোলে সেই চারিটা জগঝম্প বাজিয়া উঠিল।

গৃহে আগুন ও বাহিরে চীৎকার ও বাদ্যধ্বনি শুনিয়া সুপ্তোত্থিত মুসলমানগণ ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া সকলে ছুটিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। সুবাদারের সওয়ারগণও অসিহস্তে বাহির হইল, পাইকগণও বড় বড় লাঠি লইয়া বাহিরে আসিয়া হুঙ্কার ছাড়িল,—"কই হ্যায়রে।"

দূরে অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া সীতারাম সদলে মুসলমানের উপর সড়কী চালাইতেছিলেন, সেই অব্যর্থ সন্ধানে প্রত্যেক সড়কী

আঘাতে এক একটী মুসলমান আহত বা হত হইতেছিল। কে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহা দেখিতে ও বুঝিতে না পারিয়া মুসলমানগণ সম্পূর্ণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহারা বিপক্ষের সড়কী প্রহারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অগ্নি হইতে গৃহরক্ষার আশা পরিত্যাগ করিল; তখন পলায়নই শ্রেয়ঃ দেখিয়া তাহারা চারিদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

কিন্তু ইষ্টকপ্রাচীরের ন্যায় কাচারী বাড়ীর চারিদিকে সীতারামের অনুচরগণ দণ্ডায়মান ছিল। যে দিকে মুসলমানগণ যায়, সেই দিকেই দেখিতে পায়,—সম্মুখে উন্মুক্ত অসিহস্তে বাঙ্গালী যুবক। যে নিকট আসিতেছে, তাহারা তাহারই শিরশ্ছেদ করিতেছে।

রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সুবাদারের কাচারী ভস্মীভূত হইয়া গেল। কাল যেখানে সুন্দর বাড়ী ছিল, আজ সেইখানেই বিস্তৃত শ্মশান। সীতারামের হস্ত হইতে একটী মুসলমানও পরিত্রাণ পায় নাই। বলিতে লজ্জা করে,—দুর্দ্দান্ত যুবকগণ মুসলমান বালক ও স্ত্রীলোকদিগের প্রাণনাশ করিতেও দ্বিধা করে নাই।

কার্য্য শেষ করিয়া অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই সীতারাম সদলে গ্রামাভিমুখে ফিরিলেন। তিনি রাত্রে কি কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা চারিদিকে রটিতে আর অধিক বিলম্ব হইল না। শুনিয়া চারিদিকস্থ লোকগণের মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ প্রাপ্ত হইল,—অনেকেই সে দিবস বাড়ীতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিল। আর সীতারামের গ্রামে গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। গ্রামবাসীর প্রায় প্রত্যেকেই কেহ না কেহ সীতারামের দলে ছিলেন, তাঁহারা এই ব্যাপার শুনিয়া একবারে ভয়ে আকুল হইয়া পড়িলেন। সকলেই বুঝিলেন যে, দুই এক দিনের মধ্যেই এই সম্বাদ মুরশিদাবাদে পৌঁছিবে,—তখন মুসলমান আসিয়া তাঁহাদের গ্রাম লুণ্ঠন করিবে,—গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলকে হত্যা করিবে।

মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত সংবাদ যাইতে হইল না। সুবাদার সৈন্য সাহায্যের জন্য যাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, তিনি প্রায় একশত সওয়ার লইয়া গৌরপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুবাদারের কাচারীর

অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন,—মুসলমানদিগকে সমূলে হত্যা করা হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার শিরায় শিরায় অগ্নি ছুটিল,—তিনি সীতারামকে উপযুক্ত দণ্ড দিবার জন্য চলিলেন।

সীতারাম বালক হইলেও যুদ্ধবিদ্যায় নিতান্ত অনিপুণ ছিলেননা। যুদ্ধবিদ্যা কখনও তিনি কাহারও নিকট শিক্ষা করেন নাই,—কিন্তু তিনি আপনাপনিই যেরূপ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমন অনেক সুনিপুণ সেনাপতিও জানিতেন না।

ফকিরের প্রতি অত্যাচার হইবার পরমুহূর্ত্ত হইতেই তিনি চারিদিকে তাঁহার চর রাখিয়াছিলেন। সুবাদার যে সৈন্য সাহায্যের জন্য লোক প্রেরণ করিযাছেন, তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি সুবাদারের কাচারী ধ্বংস করিয়া গ্রামে ফিরেন নাই। পথিপার্শ্বস্থ একটী ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে সদলে লুক্কায়িত ছিলেন।

তাঁহাদের গৃহে না ফিরিবার আরও একটী কারণ ছিল; তাঁহারা সকলে বালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহাবা অদ্য যাহা করিয়াছেন, তাহাতে বাড়ীতে ফিরিলে তাঁহাদের কর্তৃপক্ষীয়গণ কর্তৃক তাঁহারা নিশ্চয়ই বিশেষরূপে ভর্ৎসিত হইতেন। তাঁহারা মুসলমান ধ্বংসকরণে ও মুসলমান সওয়ারগণের উন্মুক্ত অসির সম্মুখে যাইতে বিন্দুমাত্রও ভীত হয়েন নাই, কিন্তু বাড়ীতে জননী ভগিনীর সম্মুখে যাইতে ভীত হইতেছিলেন। তাহাই তাঁহারা গৃহে না ফিরিয়া এই ক্ষুদ্র জঙ্গলে সকলে বিশ্রামলাভ করিতেছিলেন। এই সময়ে সহসা নিকটে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল।

অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইবা মাত্র সীতারাম সদলে লম্ফ দিয়া উঠিযা দাঁড়াইলেন। দুই চারি মিনিটের মধ্যেই সকলে পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন, এই সময়ে একটী যুবক ছুটিয়া আসিয়া সম্বাদ দিল যে, প্রায় একশত সওয়ার আসিতেছে; তাহারা এখনও প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে আছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে সীতারাম নিজ দল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পথের দুই পার্শ্বে স্থাপিত করিলেন।

[illegible] ক্ষুদ্র অপ[illegible]র পথ, দুই ব্যক্তি কষ্টে পাশাপাশি হইয়া সেই পথের মধ্য দিয়া [illegible] পারে। পথের দুই পার্শ্বেই গভীর বন,—বেতবন; তাহার [illegible]পশ্চাতে সীতারাম সদলে লুকাইত আছেন; সেই পথে দুই এক জন লোক চলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাঁহাদের অবস্থিতি জানিতে পারিল না।

ক্রমে অশ্বপদশব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আসিল। সীতা-রামের গ্রামে যাইতে হইলে সেই পথ ভিন্ন আর পথ ছিল না। মুসলমান সৈন্ত অশ্বের বেগ সংযত করিয়া সেই জঙ্গলপথে প্রবিষ্ট হইল। প্রথমে সুবাদার, তৎপশ্চাতে একটীর পর একটী করিয়া একশত অশ্বারোহী। দুই পাশে এমনই বেত-বন যে, তাঁহারা যে ঘোড়া লইয়া এদিকে ওদিকে যাইবেন বা ফিরিবেন, তাহারও উপায় নাই; অথবা সম্মুখে বা পশ্চাতে আক্রান্ত হইলে যে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মুসলমান-গণ হিন্দুদিগকে কুকুর শৃগালেরও অধম ভাবিতেন,—বিশেষতঃ বাঙ্গালী-দিগকে তাঁহারা অতি হেয় হইতেও হেয় মনে করিতেন; নতুবা যদি অন্ত দেশ হইত, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় এরূপ পথে প্রবিষ্ট হইতেন না।

সহসা অশ্বারোহীগণ দণ্ডায়মান হইল; পশ্চাতের অশ্বারোহীগণ কেন দণ্ডায়মান হইল তাহা বুঝিতে না পারিয়া সম্মুখস্থ অশ্বারোহীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কারণ,—সুবাদার দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে একটী যুবক পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছে, তাহারা অর্দ্ধ-যোদ্ধৃ, অর্দ্ধ সাধারণ বেশ,—বাম হস্তে কয়েকটী সড়কী আছে, কটিতে একখানি বৃহৎ তরবালও ঝুলিতেছে।

সুবাদার বাঙ্গালী যুবককে এই বেশে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইলেন। বুঝিলেন, ইহারাই গত রাত্রে মুসলমান কাছারী ধ্বংস করি-য়াছে। না জানি এই যুবককে সীতারাম বলিয়া জানিলে তিনি কি করি-তেন!

সুবাদার নিমেষমধ্যে অসি উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "কাফের, পথ ছাড়িয়া দে,—নতুবা তোর শিরশ্ছেদ করিব।" সীতারাম কেবল মাত্র

একটু মৃদু হাস্য করিলেন, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "যদি পথ না ছাড়ি?"

সুবাদার। তোর বুকের উপর ঘোড়া চালাইয়া যাইব।

সীতারাম আবার হাসিয়া বলিলেন, "চেষ্টা করিয়া দেখুন না কেন?"

সুবাদার ক্রোধে আর কোন উত্তর না দিয়া অশ্বকে কশাহত করিলেন। এই সময়ে সীতারাম কি এক ভয়ানক অনৈসর্গিক "রে রে রে" শব্দ করিয়া উঠিলেন। পর মুহূর্ত্তেই দেখা গেল যে, সীতারাম একটী সড়কী দ্বারা সুবাদারের মস্তক বিদ্ধ করিয়াছেন ও প্রায় ৫০ হাত সরিয়া গিয়া মুহুর্মুহু সড়কী চালাইতেছেন। পশ্চাৎ হইতে ঐরূপ সড়কী ছুটিতেছে,—আশে পাশে দুই পার্শ্ব হইতে বেত-বনের মধ্য হইতেও ঐরূপ সড়কী পড়িতেছে। মুসলমানগণ দাঁড়াইয়া মরিতে আরম্ভ করিল। তাহারা অশ্বকে ফিরাইতে পারিল না। কতকগুলি অশ্ব সড়কীতে বিদ্ধ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় পার্শ্বস্থ বেত বনে প্রবিষ্ট হইয়া কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিহত হইল, কতকগুলি বা সেই ক্ষুদ্র অপরিসর পথেই পতিত হইল। মুসলমানগণ ক্রোধে ও ক্ষোভে উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিতেছে, কোথা হইতে তাহারা আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা তাহারা স্থির করিতে পারিল না, তাহাদের আক্রমণকারীদিগের এক জনকেও যে মারিয়া মরিবে এমন সুবিধাও তাহাদের হইল না। অৰ্দ্ধ ঘটিকার মধ্যে কয়েকটী মাত্র বাঙ্গালী যুবকের কৌশলে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত এক শত অশ্বারোহী হত হইল। সেই জঙ্গলপথ হইতে একটীও প্রাণী জীবিত বহির্গত হইতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে এই সম্বাদ চারিদিকে রটিল। গ্রামবাসীগণ মুসলমান দিগকে ভয় করিত বটে, কিন্তু ভক্তি করিত না। মুসলমান লাঞ্ছিত হইলে তাহারা মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইত,—কেবল ভয়ে সে কথা প্রকাশ করিতে পারিত না। এক্ষণে মুসলমানদিগকে সম্মুখে নিধন হইতে দেখিয়া তাহারা প্রকৃতই বড় সন্তুষ্ট হইল, পূর্ব্বে ভয় পাইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা অনেকটা সাহস পাইল। সকলেই সীতারামের অসীম সাহসের প্রশংসা করিতে লাগিল।

এবারও সীতারাম দল লইয়া গৃহে ফিরিলেন না। সেই প্রান্তরে

সকলে রন্ধনাদি করিয়া এক বৃহৎ "চড়িভাতি" করিলেন। গ্রামের অনেক লোক আসিয়া তাঁহাদের দলে মিশিল, তৎপরে সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে তাঁহারা সকলে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে প্রকাশ্যভাবে ডাকাতী করিতে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গত রাত্রে সীতারাম নিকটস্থ সুবাদারের কাচারী লুট করিয়াছিলেন, আজ দরস্থ কাচারী লুট করিতে চলিলেন। এখানেও তাঁহারই জয় হইল, সে কাচারীর সুবাদার ও সৈন্য সকলেই সীতারামের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কাচারীতে কেবলমাত্র জনকয়েক পাইক ছিল। তাহারা অবাধে পরাজিত হইল; সীতারাম কাচারীবাড়ীও আগুণ দিয়া ভস্মীভূত করিলেন।

এতদিন তাঁহার যাহার অভাব ছিল, এক্ষণে তাঁহার সে অভাব ঘুচিল। এই কাচারী নলদি পরগণার প্রধান কাচারী; কাচারীতে দুই লক্ষ টাকা সে দিবস মজুত ছিল; পরদিবস সেই টাকা মুরশিদাবাদে পাটাইবার কথা, কিন্তু টাকা মুরশিদাবাদে গেল না। সীতারাম অবাধে সমস্ত টাকা লইয়া জয় জয় শব্দে গৃহে ফিরিলেন।

টাকা থাকিলে এ সংসারে অনেক কার্য্যই হইতে পারে। সীতারাম টাকা হাতে পাইবা মাত্র নিজ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। পনর দিবসের মধ্যেই তিনি পাঁচশত অশ্বারোহী ও প্রায় দুই সহস্র পদাতিক সৈন্য সংস্থান করিলেন; এই সকল সৈন্যের মধ্যে হিন্দুস্থানীই অধিক,—সকলকেই তিনি অগ্রিম মাহিনা দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সমস্ত যশোহর প্রদেশের সকল লড়কীওয়ালাদিগকে অর্থের বলে একত্রিত করিলেন,—ইহারাও সংখ্যায় প্রায় এক সহস্র হইল।

যতদিনে সুবাদারের পরাজয়সম্বাদ মুরশিদাবাদে পৌঁছিল,—

ততদিনে সীতারাম এক বৃহৎ সেনাদলের সেনাপতি হইয়া দাঁড়াইলেন। কেবল ইহাই নহে, মধুমতীর তীরে একটী ক্ষুদ্র দুর্গও নির্ম্মাণ করিলেন, কারণ এক্ষণে তিনি সুবিধা পাইলেই দূরস্থ মুসলমানকাচারীসকল লুণ্ঠন করিয়া টাকা হস্তগত করিতে ছিলেন। যে কাচারীতে যখন অধিক টাকা আছে শুনিতেছিলেন, তিনি তখনই সেই কাচারী লুট করিয়া সমস্ত টাকা হস্তগত করিতেছিলেন; কিন্তু এই সকল টাকা নিরাপদ রাখিবার জন্য একটা স্থানের আবশ্যক। এই জন্য তিনি মধুমতীর তীরে এই ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এই দুর্গেই তাঁহার সৈন্যসকল বাস করিতে লাগিল। যথায় তিন চারি হাজার লোক বাস করে, সেখানে আপনা আপনই একটা নগর হইয়া পড়ে। দোকান বাজার প্রভৃতি সকলই দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে সীতারামের দুর্গের চারিদিকে এক নগর হইয়া পড়িল।

নূতন রাজ্য সংস্থাপনের সমস্ত ক্ষমতাই সীতারামের ছিল। তিনি এই অল্প বয়সে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহার অতি সংক্ষেপ বিবরণ আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি. তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নূতন রাজ্য সংস্থাপনের সমস্ত গুণই তাঁহার ছিল।

তিনি জানিতেন, মুসলমানদিগকে বাঙ্গলা হইতে দূর করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই; যদি কখনও হয়, তখন সে বিষয়ের চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে,—যতদিন তাহা না হয়, ততদিন নবাবের সহিত বিবাদ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এ সময়ে যদি নবাব দুই চারি সহস্র সৈন্য পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি সমূলে নির্ম্মূল হইবেন।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি নবাবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহার নূতন নগরের নাম রাখিলেন "মহম্মদপুর"। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ নজরসহ একজন দূতও নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন।

তাঁহার দূতের মুরশিদাবাদে যাইবার বহু পূর্ব্বে সুবাদারের

কাচারী লুটের সম্বাদ মুরশিদাবাদে পৌঁছিয়াছিল। নবাব ও সভাসদ সীতারামের নাম কখন শুনেন নাই। তাঁহার কাচারী লুটের সংবাদ পাইলেন বটে, কিন্তু কিছুই ভাল বুঝিতে পারিলেন না। তবুও নবাব বাহাদুর পাঁচশত সওয়ার সহ একজন কার্য্যদক্ষ সেনাপতিকে যশোহর প্রদেশে প্রেরণ করিলেন।

সেনানী মহাশয় গজেন্দ্রগমনে যশোহরাভিমুখে চলিলেন। আজ এ গ্রামে, কাল ও গ্রামে বাস করিয়া, সুবিধামত দরিদ্রদিগের গৃহে লুণ্ঠন করিয়া, আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে করিতে চলিলেন। এই রূপে ভূষণা প্রদেশে উপস্থিত হইতে তাঁহার দুই মাস লাগিল।

ইতিমধ্যে সীতারামের দূতও মুরশিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত। নগদ টাকা পাইলে তৎকালে নবাবগণ বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। নগদ টাকা ও বহুবিধ দ্রব্য নজর পাইয়া নবাব সীতারামের প্রতি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। দূত সীতারামের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "তিনি নবাব বাহাদুরের দাস মাত্র—মুসলমানের নাম দেশে চিরস্থায়ী করিবার জন্য তিনি তাঁহার নূতন নগরের নাম মহম্মদপুর রাখিয়াছেন।" তৎপরে বহুবিধ মিথ্যা কথা বলিয়া দূত সীতারামের কাচারী লুট সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে, তাহাও নবাব বাহাদুরকে বুঝাইয়া দিলেন। সকল শুনিয়া নবাব বুঝিলেন, সীতারামই যশোহর প্রদেশ শাসিত করিবার উপযুক্ত লোক। তিনি তাঁহাকেই 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়া ঐ প্রদেশের শাসনভার প্রদান করিলেন। সীতারামের দূত "ফারমান্" লইয়া দেশের দিকে ফিরিলেন।

তাঁহার ফিরিবার পূর্ব্বেই মুসলমান সেনাপতি মহম্মদপুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সীতারামের সৈন্যের সম্মুখে তাঁহার সেই পাঁচ শত অশ্বারোহী ঝটিকার সম্মুখস্থ বালুকাকণার ন্যায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

উপসংহার।

দেখিতে দেখিতে সীতারাম সমস্ত যশোহর প্রদেশ নিজ আয়ত্ত্যাধীন করিয়া ফেলিলেন,—ক্রমে তাঁহার রাজ্য বাঙ্গালার প্রায় চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইল। মহম্মদপুর বৃহৎ নগরে পরিণত হইল,—বড় বড় সৌধমালায় সুশোভিত হইল। সীতারাম মহম্মদপুরে বৃহৎ* ও বহু বিস্তৃত সরোবর সকল খনন করিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তি যে, তিনি প্রত্যহ এক একটী পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন।* এখনও যশোহর প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে সীতারাম রায়ের পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হয়।

যিনি নিজ বুদ্ধিকৌশলে এক বহু-বিস্তৃত রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশীয়গণ কিন্তু সে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। সীতারামের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সীতারামের রাজ্য ধ্বংসীভূত হইল,—সেই সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর মহম্মদপুর জঙ্গলে পরিণত হইল।

কোন প্রমোদ উদ্যান যদি অযত্নবশতঃ জঙ্গলে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহাতে যেমন সময় সময় সেই অরণ্যানীর মধ্যে বনফুল ফুটিতে থাকে, বাঙ্গালার রাজনৈতিক অবস্থাও এই সময়ে ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে তৎকালে সৌর্য্য বীর্য্য প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,—সমস্ত দেশ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জঙ্গলের ভিতর মধ্যে মধ্যে সীতারামের ন্যায় দুই একটী ফুল প্রস্ফুটিত হইতেছিল, কিন্তু অযত্নে রক্ষিত প্রমোদ উদ্যানে যেমন ফুল প্রস্ফুটিত হইয়াই ঝরিয়া যায়, বাঙ্গালার এই সকল বীরও তেমনই প্রস্ফুটিত হইয়া ঝরিয়া যাইতেছিলেন। এক সময়ে যশোহরে প্রতাপাদিত্য উদিত হইয়া মুসলমান সিংহাসন প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, আবার এক সময়ে মহম্মদপুরে সীতারাম রায় উদিত হইয়া দেশ হইতে মুসলমানদিগকে প্রায় দূরীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই রাজ্যরক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন নাই,—সীতারামও পারেন নাই।

আজও মধুমতীর তীরে মহম্মদপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বড় বড় প্রাসাদের ভগ্ন প্রাচীর গভীর জঙ্গলের মধ্যে

মস্তক উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে;—এখনও বিস্তৃত সরোবর সকল দামে পরিপূরিত হইয়া আছে। মহম্মদপুরের জঙ্গল একণে হিংস্র জন্তুর আবাস হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে ইংরেজগণ বাঙ্গালার এক সময়ের গৌরবস্থল মহম্মদপুরে ব্যাঘ্র শিকার করিতে যান।

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

জীবনী।

কেশবচন্দ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ঠিক তিন বৎসর পরে, ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল কবিবার নিমিত্ত ও জগতে ধর্ম্মবিবাদ মিটাইবার অভিপ্রায়ে,— ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর কলিকাতাস্থ কলুটোলা নামক স্থানে কেশবচন্দ্র সেন জন্ম গ্রহণ করেন। যাঁহার গৃহ তাঁহার জন্মে আলোকিত ও পবিত্র হইল, তিনি ধনে ও বিদ্যায় সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন। কেশবের পিতামহ সংস্কৃতজ্ঞ, বঙ্গে ইংরেজ সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিবার ইংরেজের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ রামকোমল সেন। পিতা প্যারিমোহন কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন।

যে বৃক্ষ পরে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া শত শত বিহঙ্গকে আশ্রয় দান করিবে, যাহার সুশীতল ছায়ায় বসিয়া কত পথিক বিশ্রামলাভ

করিতে পাইকে, তাহার ক্ষুদ্র অঙ্কুর দেখিলেই তাহার গৌরবময় ভবিষ্যত উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মাতার অঙ্কে ক্রীড়াশীল শিশু কেশবকে দেখিয়াই অনেকে বুঝিয়া ছিলেন যে, এ শিশু সামান্য নহে।

বালক কেশব যোগীর ন্যায় বেশ পরিধান করিয়া চন্দনে চর্চ্চিত কলেবরে বেড়াইতে ভালবাসিতেন, আবার ইংরাজের ন্যায় বেশ পরিধান করিয়া নিজ বাটীস্থ স্ত্রীলোকদিগকে কতই নূতন নূতন "ম্যাজিক" কৌতুক দেখাইতেন।

যেখানে এক্ষণে "ব্যাল বার্ট্ হল" শোভা পাইতেছে, সেই খানে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সামান্য একটী ভগ্ন অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। ঐ অট্টালিকার "দালানে" প্রত্যহ প্রাতে এক গুরুমহাশয় এক দল বালক লইয়া মহা কোলাহল করিতেন। ঐ বালকদিগের মধ্যে একটী সুন্দর বালকের সুমিষ্ট স্বর সমস্ত গোলযোগকে অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইত। সেই মধুর স্বর বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া চারিদিকে মধুরতা ছড়াইত। পরে যাঁহার স্বরে সমস্ত পৃথিবী এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল, এ সেই কেশবচন্দ্র সেন। পাঠশালা ত্যাগ করিয়া কেশব হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। যে কয়েক বৎসর এই স্থানে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ পাঠে অমনোযোগী হইতে দেখে নাই।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে দশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমে তিনি তাঁহার পিতাকে হারাইলেন। এই দুর্ঘটনার জন্যই হউক, পড়া শুনায় বিরক্তি জন্মিল বলিয়াই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, কেশব হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুমেটপলিটন কালেজে প্রবিষ্ট হইলেন। এই বিদ্যালয়ে খ্যাতনামা কাপ্তেন রিচার্ডসন শিক্ষা দান করিতেন। রিচার্ডসনের নিকট যাঁহারা যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সকলেই পরে বিদ্বান ও পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, কিন্তু হায়। রিচার্ডসন কেশবের কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেশব শীঘ্রই তাঁহার বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সিতে প্রবিষ্ট হইলেন। অঙ্কশাস্ত্রই তাঁহার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তিনি সাহিত্য, দর্শন ও কাব্যে এত নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, অঙ্কশাস্ত্র পাঠ অনর্থক সময় নষ্ট মনে করিতেন। সুতরাং বিদ্যালয়ে পাঠ কেবল মাত্র সময়

জন্ট বিবেচনা করিয়া কেশব সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইলেন? বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি নিজেই এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বিদ্যালয়ে প্রত্যহ রাত্রিকালে তিনি দরিদ্রদিগকে শিক্ষা দান করিতেন। কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ ক্রমেই অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। কেশবের তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। কেশব তাঁহার দলবল লইয়া সেই সময়ে "হ্যাম্‌লেট" অভিনয় করিতেছিলেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে কৃষ্ণযাত্রা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অভিনয় কাহাকে বলে, তাহাই অধিকাংশ লোকে জানিতেন না। বাঙ্গালা দেশে প্রথম অভিনয়ের আয়োজন করিয়া সেই সময়ে, সেই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, কেশব মহা সমারোহে হিন্দু-মেট্রপলিটন কলেজ বাটীতে "বিধবা-বিবাহ" নাটক অভিনয় করিলেন।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ অনতিবিলম্বে তাঁহার বিবাহ দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রেল মহা সমারোহে বালী গ্রাম নিবাসী চন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের পরম রূপবতী কন্যা গোলাপসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। যে সময়ে বর কন্যা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী মহা দুর্ঘটনা ঘটিল। যে নৌকায় কন্যা আসিতেছিলেন, তাহা ঝটিকামুখে পতিত হইয়া নিমগ্ন হইল, কিন্তু তিনি যদি সে দিন মরিতেন, তাহা হইলে কিরূপে পরমেশ্বরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে? তাহা হইলে কিরূপে একটী সুবিস্তৃত রাজ্য বাঙ্গালীর সন্তানে আসিয়া বর্ত্তিবে?

১৮৫৬ খৃঃঅব্দে বাগ্মীপ্রবর জর্জ টমসন সাহেব তাঁহার কলুটোলা "ইভ্‌নিং স্কুলে" পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে আগমন করিয়া অতি সুন্দর এক বক্তৃতা করিলেন। কেশব সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যেমন করিয়া পারি একজন বক্তা হইব। সেই দিবস হইতে কত দিন কত জন দেখিয়াছে যে, তিনি নিজ শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া চীৎকার করিতেছেন; গভীর রাত্রিতে তিনি বাটীর ছাদোপরি যাইয়া প্রতিধ্বনি জাগাইয়া আপন মনে বক্তৃতা করিতেছেন। ইহাতেও

বক্তৃতাক্ষমতালাভের সম্পূর্ণ সুবিধা হয় না বুঝিয়া তিনি বন্ধু বান্ধবগণকে লইয়া "গুড্ উইল্ ফ্রেটার্নিটী" নামক এক সভা সংস্থাপিত করিলেন। এই সভার অধিবেশন তাঁহাদিগের বাটীতেই হইত; কেশব সর্ব্বদাই ইহাতে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেন। ইহাতেও তাঁহার সন্তোষ হইল না; ড্যাল সাহেব, হালুয়ার সাহেব, উড্রো সাহেব প্রভৃতি অনেক মান্যমান ইংরেজ লইয়া তিনি ব্রিটীস্ ইণ্ডিয়া "সোসাইটী" নামক এক বৃহত্তর সভার সৃষ্টি করিলেন। বৃদ্ধ ড্যাল সাহেব সজলনয়নে বলিতেন, "যে তেজের সহিত ঈশ্বরের অপার মহিমা বর্ণনা করিয়া কেশব একদিন 'ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটীর' অধিবেশনে প্রস্তাব করেন যে, এই সভার সভ্য মাত্রেরই উপাসনা করা একটী কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে হউক, সে তেজ আর এ জীবনে দেখিলাম না।" যে ঈশ্বরপ্রেম তিনি দুই হস্তে মানবকে বিলাইয়া গিয়াছেন, বালক কেশবের হৃদয়ে তাহার অভাব ছিল না। যে প্রেমধর্ম্মের নিশান তিনি জগতে উড্ডীয়মান করিয়া ধরাধাম ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে গিয়াছেন, তাহার বীজ অপরিস্ফুট ভাবে তখনও তাঁহার হৃদয়ে লুকায়িত ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কি করিব,—কি করিব? ভাবে কেশব উন্মত্তপ্রায় হইয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে জগতের ও মানবজাতির যথার্থ মঙ্গলসাধনের পথ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এই সময়ে মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে ও যত্নে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত "আদি ব্রাহ্মসমাজের" কার্য্য মহা সমারোহে চলিতেছিল; কেশব দূর হইতে এই সমাজের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে ছিলেন,—পরে আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথের নিকট পরিচিত হইলেন ও প্রকাশ্যভাবে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এক্ষণে যেরূপ হিন্দুতে ও ব্রাহ্মে বড় বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না, তখন সেরূপ ছিল না, তখন হিন্দুরা রীতিমত হিন্দু ই ছিলেন। কলুটোলায় সেনবাটী হিন্দুধর্ম্মের

একটী সুদৃঢ় দুর্গ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং কেশবের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা বার্ত্তা সেই বাটীতে প্রবেশ হইবামাত্র তথায় কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনার আর আবশ্যক নাই। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার উপর উৎপীড়ন ও অত্যাচার বরিষার বারিধারার ন্যায় বর্ষীত হইতে আরম্ভ হইল। অত্যাচারে বীরহৃদয়ের কি হয়? তিনি অত্যাচারে ও উৎপীড়নে আরও দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অসংখ্য প্রতিবন্ধক ও অত্যাচার সত্ত্বেও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেলে তিনি মহর্ষীর সাহায্যে এক ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি ইংরাজীতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিতেন ও মহর্ষী বাঙ্গালায় উপদেশ দিতেন।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কেশবের আত্মীয়গণ কেশব একেবারে বিপথগামী হইল দেখিয়া তাঁহাদের আর নিরস্ত থাকা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে স্থির করিয়া তাঁহাকে ২৫৲ টাকা মাহিয়ানায় "ফাইনান্সিয়াল্ ডিপার্টমেণ্টে" এক কার্য্যে নিযুক্ত করাইলেন। কেশব স্বজনকে দুঃখিত করা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনায়, নীরবে আফিসে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু দুই সপ্তাহ যাইতে না যাইতে কার্য্যকালে তাঁহাকে সম্বাদপত্র পাঠ করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব তাঁহাকে অন্যত্র কার্য্যের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিলেন। কেশব আহ্লাদে সাহেবকে সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া আসিলেন। তিনি ইহাতেও নিষ্কৃতি পাইলেন না। তিনি আবার ৩০৲ টাকা মাহিযানার এক কর্ম্মে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে প্রেরিত হইলেন। কেসব আবার নীরবে প্রত্যহ আফিসে যাইতে লাগিলেন। ব্যাঙ্কের ডেপুটী সেক্রেটরী কুক সাহেব তাঁহার হস্তাক্ষরে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্রই ৫০৲ টাকার কার্য্যে উন্নীত করিলেন। তিনি ব্যাঙ্কে কার্য্য করিতে করিতে "নব্যবঙ্গ,—ইহা তোমারই জন্য" নামে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিলেন। কুকসাহেব ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার যুবক কেরাণীর প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, যিনি বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করা সময় অপব্যয় মনে করিতেন, তিনি কয়দিন কেরাণীগিরি করিতে পারেন? অসুস্থতার ভান করিয়া কেশব কার্য্যে অবসর লইয়া কৃষ্ণনগর পালাইলেন। বিহঙ্গ পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যেরূপ

সানন্দহৃদয়ে আকাশে উড়িতে থাকে, কেশবেরও ঠিক সেইরূপ মুক্তি পাইবামাত্র তিনি আবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কৃষ্ণনগরের যুবকদিগের এক সভায় তিনি তথাকার মিসনরি ডাইসন্ সাহেবকে মহা বিক্রমে আক্রমণ করিলেন, ডাইসন ইহাতে নীরবে না থাকিতে পারিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দিলেন, কেশব আবার প্রত্যুত্তর দিলেন। এইরূপ কয় দিবস ধরিয়া মহাযুদ্ধ চলিল, পরে কেশবেরই জয় হইল,—মহাপণ্ডিত ডাইসন বালকের নিকট হারিলেন। নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের চিরশত্রু পরাজিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন ও কেশবকে মহা সমারোহে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। কৃষ্ণনগরের বক্তৃতা কৃষ্ণনগরেই রহিল না, তাঁহার সতেজ বক্তৃতায় চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রশংসা বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। সকলেই শুনিল যে, কেশবের ন্যায় ইংরাজী বলিতে আর কেহ পারে না।

১৮৬০খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এক দিবস কলুটোলাস্থ সেনবাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল, কেশবের মাতা "কেশব, কেশব" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন। সেই দিবস কেশব মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত লঙ্কা পরিদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। কয়েক মাস লঙ্কায় অতিবাহিত করিয়া কেশব কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকার্য্যে কেশব সর্ব্বাগ্রে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মেলেরিয়া নামক রাক্ষসী বঙ্গভূমির অঙ্গ উদরসাৎ করিতেছিলেন। কেশব ঔষধ ক্রয় করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিলেন। ১৮৭০ সালে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ভয়ানক মন্বন্তর উপস্থিত হইল; কেশব এই দুর্ঘটনা হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন।

মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ কেশবকে নিজ পুত্রগণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তিনি নিজ সমাজে যে আসনে উপবেশন করেন, সেই উচ্চাসনে কেশবকে উপবেশন না করাইয়া থাকিতে পারিলেন না। কেশবকে আচার্য্য না দেখিলে তাঁহার প্রাণে সন্তোষ জন্মে না। তিনি মহা সমারোহে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল কেশবকে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যরূপে আলিঙ্গন করিলেন, ব্রাহ্মমণ্ডলী কেশবকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিলেন।

কেহ কি বিশ্বাস করিবেন যে, এই উৎসবের দিবস কেশবের বয়ক্রম কেবল মাত্র ২২ বৎসর, চারি মাস ও চারি দিবস হইয়াছিল ?

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কেশব "ইণ্ডিয়ান মিরর" নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহা স্বদেশহিতৈষী বারিষ্টার বাবু মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদকীয় হস্তে প্রথম পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হইল। যদিও এ পত্রিকা রাজনৈতিক পত্রিকা, তত্রাচ ইহার ভাব ভঙ্গি সম্পূর্ণই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মীয় ছিল। কেশব লেখনীহস্তে অবতীর্ণ হইয়াছেন, খৃষ্টানদিগের ভ্রমসকল প্রমাণীত করিতেছেন, সুতরাং খৃষ্টানেরা আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। "গোবিন্দ সামন্ত' প্রণেতা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁহার "ইণ্ডিয়ান রিকর্ডার" নামক পত্রিকায় কেশবের প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন, অবশেষে তিনি তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া "জেনারেল এসেম্ব্লির" হলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর এক বক্তৃতা দিলেন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল "টাউন হল" লোকে লোকারণ্য। তথায় প্রবেশলাভার্থ লোকে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল; কলিকাতার অধিকাংশ লোক কেশবের বক্তৃতা শুনিতে ছুটিয়াছেন, সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে সেই তাঁহার প্রথম বক্তৃতা। উক্ত আসনোপরি দণ্ডায়মান হইয়া কেশবচন্দ্র সেন লালবিহারী দের প্রত্যুত্তর দিলেন। সেই বক্তৃতা যখন শেষ হইল, তখন খৃষ্টান মিসনরীর মস্তকস্বরূপ ডাক্তার ডফ্ কেশবকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। যেমন অগ্নি-শিখা বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া দেখিতে দেখিতে নগর আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, সেইরূপ এই বক্তৃতা শেষ হইতে না হইতে কেশবের নাম সকলের জিহ্বায় ধ্বনিত হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভারতবর্ষে কেশব সুবিখ্যাত হইয়া পড়িলেন,—তাঁহার যশ সাগরপারেও বিস্তৃত হইল।

কেশব ধর্ম্মপ্রচারে বহির্গত হইলেন। প্রথমে মাদ্রাজ নগরে গিয়া এক সমাজ স্থাপিত করিলেন, তথা হইতে বোম্বাই নগরে গিয়া তথাকার টাউন হলে সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে বক্তৃতা করিলেন। বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সার বার্টেল ফেয়ার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে সমাদর করিলেন। বোম্বাই হইতে কলিকাতায়

প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ভারতবর্ষের আরও অনেক স্থানে ধর্ম্মপ্রচারে চলিলেন। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন। যে তাঁহার সুমিষ্ট স্বর শুনিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে, যেখানে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে, সেইখানেই লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইতে না হইতে তিনি ভারতবর্ষের উন্নতিশীল দলের মস্তকস্বরূপ বলিয়া দেশে বিদেশে স্বীকৃত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ বড়ই দুর্ব্বৎসর। যাঁহারা দুইজন প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার কালের কুটিল গতিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। বিচ্ছিন্ন হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের উভয়ের ভালবাসা বিলুপ্ত হইল না। কেশবচন্দ্র স্থির থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই; তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার শেষ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না, কেশব উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতে চাহেন। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ যথাসাধ্য স্থির থাকিতে এবং যথায় আছেন তথায়ই থাকিতে ব্যাকুল; সুতরাং উভয়ের একত্রে আর অধিক দিবস কার্য্য করা কোনরূপেই সম্ভব হইল না। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কেশব তাঁহার পিতৃতুল্য গুরুদেব মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথের সমাজ পরিত্যাগ করিলেন।

এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর, তিনি স্বয়ং "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" নাম দিয়া এক সমাজ স্থাপন করিকরিলেন। বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, বাবু উমানাথ গুপ্ত ইত্যাদি অনেকে প্রচারকার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে এক পত্রিকাও প্রকাশিত হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত বিবাদ হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু মহর্ষীর সহিত তাঁহার বিবাদ হয় নাই।

এক দিন মহর্ষী স্বয়ং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে উপবেশন করিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে টাউনহলে তিনি "জিসাস্‌ক্রাইষ্ট—ইউরোপ ও এসিয়া" নামে এক বৃহৎ জ্ঞানগর্ভ তেজস্বিনী বক্তৃতা দেন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ঐ স্থানে "বড়লোক" আখ্যায় আর এক বক্তৃতাও করেন। তিনিই ব্রাহ্মোৎসবের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন বঙ্গের শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রচলিত করেন। পরম ভক্ত চৈতন্যদেবের নির্ব্বাচিত ভাব তিনিই বঙ্গে পুনরুদ্দীপিত করেন।

সেই সময়ে ভারতে সার্ জন্ লরেন্স ভারতেশ্বরীর নামে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি কেশবের বক্তৃতা পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। প্রকাশ্য দরবারে কেশব যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, সারজন্ লরেন্স তাঁহাকে সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই দিন উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুত্ব জন্মিল, তাহা আজীবন সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজ বাটীতে কেশব যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সারজন ও লেডী লরেন্স উপস্থিত ছিলেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন এবং বাঁকিপুরে গভর্ণর জেনেরেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাকে সিমলায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি গভর্ণর-জেনেরেলের প্রাইভেট সেক্রেটরিকে লিখিলেন যে, তিনি সিমলায় যাইতে ইচ্ছা করেন। তিনি সপরিবারে সিমলায় গিয়া কয়েক মাস যাপন করিলেন। তিনি যেরূপ অল্প বয়সে সর্ব্বত্র সমভাবে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তেমন সম্মান ভারতবর্ষে আর কেহ কখন পান নাই; অল্প বয়সে দেশে বিদেশে তাঁহার যেরূপ নাম প্রচার হইয়াছিল, এরূপ আর কাহারও কখনও হয় নাই। যাঁহারা কেশবকে কখন দেখেন নাই, কেবল তাঁহার নাম মাত্র শুনিয়া ছিলেন, তাঁহাদিগকে কেশবের বয়স বলিলে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। সিমলায় কেশব নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না; তিনি ব্রাহ্মদিগের বিবাহসম্বন্ধে এক আইনের জন্য গভ-

র্ব জেনারেলকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্‌টেম্বর আইনসম্বন্ধীয় মন্ত্রী সার্ হেন্‌রি মেন্ "দেশীয়দিগের বিবাহসম্বন্ধীয় আইনের" পাণ্ডুলিপি গভর্নর জেনারেলের সভায় উপস্থিত করিলেন। "আদি-সমাজ" হইতে এই আইনের অনেক প্রতিবাদ হইল। কিন্তু কেশবের যত্নে ইহা চারি বৎসর পরে লর্ড মেওর শাসনকালে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ আইনরূপে পরিণত হইল।

এইরূপে ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে না হইতে কেশব কেবল স্বদেশে নহে, কেবল ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে নহে—সমস্ত ইউরোপখণ্ডে এবং দূরবত্তর আমেরিকায়ও একজন "বড়লোক" বলিয়া গণ্য হইলেন। সকলেই স্বীকার করিল,—কি শত্রু কি মিত্র সকলেই বলিল যে, কেশবের ন্যায় বক্তা ভারতবর্ষে কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই,—পৃথিবীর মধ্যেও এরূপ বক্তা অল্পই জন্মিয়াছেন। কেশবের ন্যায় চিন্তাশীল পণ্ডিত জগতে শত শত বৎসরের মধ্যে কচিৎ কোথায়ও একটী জন্মিয়া থাকেন, আর যে দেশে এরূপ মহাত্মা জন্মেন, সে দেশ তখনই পবিত্র হইয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইল যে, কেশব চন্দ্র সেন বিলাত যাইতেছেন। এই সম্বাদ প্রকাশ হইবার কয়েক দিবস পরেই টাউনহলে এক সভা আহুত হইল, সেই সভায় কেশব তাঁহার বিলাতযাত্রার সম্বাদ প্রচার করিয়া "ইংলণ্ড ও ভারত" এই আখ্যায় এক সুদীর্ঘ ও মনোহর বক্তৃতা করিলেন। পাঁচ-শত টাকা সাধারণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইল। আরও আটশত টাকা তিনি সংস্থান করিতে সক্ষম হইলেন। এই সামান্য অর্থের সাহায্যে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তিনি সাগরপারে ধর্ম্মপ্রচারার্থে যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডস্থ অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা তিনি নিমন্ত্রিতও হইলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে "মুলতান" নামক জাহাজ তাঁহাকে লইয়া চলিল

কেশব মুসলমানোপরি হিন্দু-পরিচ্ছদে হিন্দুভাবে বিলাত পরিদর্শন করিতে চলিলেন। প্রায় এক মাস সাগরোপরে বাস করিয়া কেশব লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক সামান্য বাসা ভাড়া লইয়া নানা লোকের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে লণ্ডনে প্রচার হইল যে, ভারতের বিখ্যাত বক্তা ও ধর্ম্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছেন। কত লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্যই ব্যগ্র হইল, কত সম্বাদ-পত্র তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রেল বঙ্গের এক শুভদিন সন্দেহ নাই। ঐ দিবস ইংলণ্ডে যাঁহারা ধনে ও বিদ্যায় বড়, তাঁহারা সকলেই কেশবকে সাদর সম্ভাষণ করিতে "হানোবার স্কোয়ার রুম্" নামক বাটীতে একত্রিত হইলেন। যাঁহারা সে দিন তথায় একত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কখন কেশবকে অগ্রে দেখেন নাই,—কেহ পূর্ব্বে কখন কেশবের বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই,—কেবল সেই সকল বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন মাত্র। যখন সেই শ্বেত নর-নারী-সাগরমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কেশব বুক ফুলাইয়া তাঁহার সেই মধুর কণ্ঠে ভারতের দুঃখ ইংলণ্ডের কাণে বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন,—বিদেশী যে কখনও এরূপ সুন্দর ইংরাজিতে এমন সতেজ বক্তৃতা করিতে পারেন, ইহা তাঁহাদের কাহারও পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না। যখন কেশব উপবেশন করিলেন, তখন সকলেই এক বাক্যে বলিলেন, "জন ব্রাইট ভিন্ন ইংলণ্ডে এরূপ বক্তৃতা করিতে পারেন, এমন লোক আর নাই।" পর দিবস ইংলণ্ডের সমস্ত সম্বাদপত্র কেশবের যশকীর্ত্তনে পূর্ণ হইল। পর দিবস কেশবের বক্তৃতা ইংলণ্ডবাসীগণ পাঠ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। "কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা," "ভারতের ধর্ম্মপ্রচারকের বক্তৃতা," বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক সম্বাদ পত্র স্কন্ধে করিয়া "অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট," "রয়াল এক্স্চেঞ্জ," "হাইড্ পার্ক" ইত্যাদি স্থান মাতাইয়া তুলিল। কেশব লণ্ডন এবং ইংলণ্ড, স্কটলণ্ডের অধিকাংশ স্থানে বক্তৃতা করিলেন, প্রত্যহ শত শত স্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। কি ধর্ম্মপ্রচারক, কি রাজনীতিজ্ঞ, সকলেই তাঁহাকে সমান সমাদর করিতে লাগিলেন।

তাঁহার নাম ইংলণ্ডের রাণী ভারতের ঈশ্বরী ও জগতের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান রাজ্যের অধিশ্বরীর কর্ণে উপনীত হইল। তিনি কেশবকে এক

প্রধান রাজ্যের অধিশ্বরীর কর্ণে উপনীত হইল। তিনি কেশবকে এক দিবস তাঁহার "উইনড্‌সর" নামক সুরম্য প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিলেন,—নিজে তাঁহাকে পবিতোষরূপে ফলমূলাদি আহার করাইলেন, পরিশেষে তাঁহার মৃত স্বামী কুমার আলবার্টের একখানি প্রতিমূর্ত্তি উপহার দিলেন। কেশবের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন। কেশবের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি কেশবের বিধবা ভার্য্যার নিকট দুঃখপ্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন। যাঁহার করস্পর্শ করিতে পারিলে কত কত সম্রাজ্যাধিপতি আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করেন, তিনি যে ভারতসন্তানকে এতদূর সম্মানিত করিলেন, ইহাপেক্ষা ভারতের গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে?

এইরূপে প্রায় সাত মাস ইংলণ্ডে বাস করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কেশব ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। পাঁচ সহস্র মুদ্রা সাধারণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত হইল। তিনি যে দিন অর্ণবপোতারোহণ করিলেন, সে দিন কত লোক আসিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

তিনি দেশে ফিরিলেন, ইংলণ্ডে কত কত দ্রব্য দেখিলেন,—সেই স্বাধীনতার ক্রীড়াভূমি, বাণিজ্যের আলয়, উন্নতির উৎস দেখিয়া তাঁহার ভারতে আসিয়া কত কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি ইংলণ্ড দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতের সকলই অভাব,—ভারতের কিছুই নাই। বিলাত পর্য্যটন করিয়া ভারতে আসিয়া যাহা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতেই এক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। আসিয়াই "ভারত-আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ব্রাহ্মপরিবার সকল এক স্থানে থাকিলে অল্প অর্থব্যয়ে সুখে থাকিতে পারিবেন বিবেচনায় ইহার স্থাপনা হয়; কিন্তু পরে ইহাতে সুধার পরিবর্ত্তে হলাহল উদ্গীরণ করায় ইহা উঠাইয়া দেওয়াও হইয়াছিল। "সুলভ" নামক সুলভ সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন,—এক সময়ে এই পত্রিকা বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েসন" নামক এক সভা স্থাপন করিলেন। কয়েক স্ত্রীলোককে শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযুক্ত করিবার জন্য "ফিমেল্ নরমাল্ স্কুল" নামক এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। একটী বালিকা

বিদ্যালয়ও এই সঙ্গে হইল। দেশ হইতে সুরারাক্ষসীকে দূর করিবার নিমিত্ত যুবকদিগকে লইয়া "ব্যাণ্ড অফ হোপ" নামক এক সভা স্থাপন করিলেন। দূর দেশে যাইয়া তিনি যাহা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বদেশকে দুই হস্তে তাহাই বিতরণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিলাত পরিদর্শন করিয়া কেশবের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি দেখিলেন, জগতে এক গুরুতর কার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে। যে সময়ে এক দেশের অধিবাসীগণ অন্যদেশবাসীগণের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিল না, সেই সময়ে নানা দেশে নানা মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া স্বদেশীয়গণকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এইরূপে নানা ধর্ম্মের উৎপত্তি। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, যেখানে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, মূলে সকলই এক, এক্ষণে বিজ্ঞানের বলে মানব পৃথিবীকে এক করিয়া ফেলিয়াছে। পৃথিবীর এক প্রান্তের লোক অন্য প্রান্তের লোকের সহিত তারযোগে কথোপকথন করিতেছে; ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ এক্ষণে একত্র হইয়া গিয়াছে; তাহারা এক সঙ্গে এক পথে বিচরণ করিতেছে, ইহাদিগের প্রভেদ নষ্ট করিয়া ইহাদিগকে এক করাই এক্ষণে কর্ত্তব্য। কেশব এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার দলস্থ অধিকাংশেই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিলেন না, তাঁহারা তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন তাঁহার কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজের বিবাহ হইল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে স্বার্থপর, নীচ ইত্যাদি কটূক্তি করিয়া তাঁহার দল ত্যাগ করিলেন। কেশব ইহাঁদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া "নববিধানের" নিশান উড়াইলেন,—কেশব যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়া এই পতিতা বঙ্গভূমিকে পবিত্রা করিয়াছিলেন, এতদিনে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইল। আজ কিম্বা কাল জ্ঞানের বিস্তারের সহিত জগতে তাঁহার প্রেমের ধর্ম্ম বিস্তৃত হইবে।

এই নূতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি প্রতি বৎসর "টাউন হলে"

ও "বিডেন্ গার্ডনে বক্তৃতা করিয়াছেন, ইহার ব্যাখ্যা করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন, পত্রিকায় লিখিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা করিয়া নাটক রচনা করিয়া সেই নাটক অভিনয় করিয়াছেন। যদি অকালে কাল তাঁহাকে না লইয়া যাইতেন, তাহা হইলে না জানি তিনি আরও কত কি করিতেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতেই তিনি পীড়ায় ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিতে ছিলেন। সেই অমানুষিক পরিশ্রম মানবশরীর কত দিন সহ্য করিবে? তিনি স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য সিমলায় গেলেন, পশ্চিমাঞ্চলে গেলেন; কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হইল না। দিন দিন পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন, কিন্তু শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি নিরস্ত ছিলেন না। সেই পীড়িতাবস্থাতেই "নবসংহিতা" ও "যোগ" পুস্তক সম্পূর্ণ করিলেন। মৃত্যুর সাত দিবস অগ্রেও বক্তৃতা করিয়াছেন, উপাসনা করিয়াছেন, নূতন প্রার্থনামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বেও প্রুফ দেখিয়াছেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইল। কলিকাতার প্রধান প্রধান সমস্ত চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল দর্শিল না। ৭ই জানুয়ারী হইতে তিনি অজ্ঞান হইলেন, পর দিবস ৮ই জানুয়ারী প্রাতে ১২টা ১০ মিনিটের সময়, সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই শত শত লোকের সম্মুখে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তাঁহার প্রিয় সহচরগণ "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরি, জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরি" শব্দে তাঁহাকে পুষ্পহারে সুসজ্জিত পালঙ্কে শায়িত করিয়া তাঁহারই স্থাপিত প্রার্থনামন্দিরে তাঁহাকে শয়ান করাইলেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রায় দশ সহস্র ব্যক্তির সমুখে জাহ্নবীতীরে নিমতলা ঘাটে কেশবচন্দ্র সেন ভস্মীভূত হইলেন। যাও মা জাহ্নবী, যাও, কুল কুল শব্দে সাগরে যাইয়া সম্বাদ দেও,—আজি তোমার কূলে যাহা ভস্মীভূত হইল, তেমন আর কতকাল হইবে না! আজ যিনি তোমার কূলে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহার মত ভারতে বা জগতে শীঘ্র কেহ জন্মিবে না।

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

অদ্ভুত ভ্রমণ।

মায়া-কানন।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীর সহিত বিবাদ করিয়া দেশত্যাগী হইলাম। যে রাত্রে কলহ বাধিল, সেই রাত্রেই দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিলাম।

বাড়ী ত্যাগ করিয়া কিছু দূর যাইতে না যাইতে ভাবনা হইল যে, আমি কোথায় যাইতেছি। একলা কোথায় যাওযাই বা আমার কর্ত্তব্য,—দেশে থাকিব না এটাতো স্থির; কোন্ দেশে গেলে তবে আমার হৃদয় শান্তি লাভ করে, কোথা গেলে তবে আমি সুখী হই?

এক বৃক্ষতলে বসিয়া আমি অনেক ভাবিলাম,—সেই নির্জ্জন রাত্রে অন্ধকারে বসিয়া আমি অনেক ভাবিলাম,—কিন্তু আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, কিন্তু আর এখানে বসিয়া থাকাও

কোনমতে কর্ত্তব্য নহে, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

তারপর আর যে কি হইল তাহা আমার বিশেষ স্মরণ নাই; বোধ হয় আমি নিদ্রিত হইয়া ছিলাম। যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন দেখিলাম যে, আমি একখানি নৌকায় যাইতেছি। নৌকাখানি একখানি সুন্দর বজরা, ষোলজন দাঁড়ীতে দাঁড় টানিতেছে; তালে তালে দাঁড় পড়িতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে মধুরতানে বীণা বাজিতেছে। আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, নদীবক্ষে সেই চন্দ্র সহস্র শোভায় ভাসমান হইতেছে, আকাশে কেবলমাত্র একটী চাঁদ হাসিতেছে, নদীবক্ষে শত সহস্র চাঁদ হাসিতেছে। দূরে নদীতীরস্থ বৃক্ষাবলী অতি চমৎকার শোভা ধারণ করিয়াছে। নীল সবুজ সাদা লাল পাতায় জ্যোৎস্নালোক পড়িয়া এক অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। আমি কত দিন তো নদীর উপর দিয়া নৌকাযোগে গিয়াছি, কত দিন তো নদীতীরস্থ বৃক্ষশোভা দেখিয়াছি, কত দিন তো এইরূপ জ্যোৎস্নালোকে প্রকৃতিসুন্দরীর সুন্দর শোভা দর্শন করিয়াছি, কিন্তু কোন দিন তো আমার হৃদয়ে এমন অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয় নাই। কত দিন তো এইরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি, কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য তো কখনও দেখি নাই; এমন আনন্দ তো কখনও অনুভব করি নাই।

আমি কেমন করিয়া এই নৌকায় আসিলাম? এই নৌকাযোগে আমি কোথায়ই বা যাইতেছি? এ কোন্ স্থান? পরিচিত স্থান বলিয়া বোধ হইতেছে, অথচ ঠিক স্থানটী চিনিতে পারিতেছি না। বোধ হইতেছে যেন কতবার এই স্থান দেখিয়াছি, অথচ স্থানটী ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি এক ব্যক্তির পার্শ্বে বসিয়াছিলাম, তিনি নিজমনে পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। আমি যে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছি, তাহা বোধ হয় তাঁহার জ্ঞান নাই। আমি অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আমি এ নৌকায় কেমন করিয়া আসিলাম?" তিনি বহুক্ষণ আমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে মৃদু হাস্য করিয়া বলি-

লেন, "আপনাকে নদীর তীরে নিদ্রিত দেখিযা আমরা আপনাকে তুলিয়া আনিয়াছি। আপনি যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় থাকিলে আপনাকে বাঘে খাইত।" আমি দেশত্যাগী হইয়া বিরাগী হইয়া ছিলাম, সুতরাং ভাবিলাম, এ বেশ হইয়াছে; ইহাঁদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া ভালই হইযাছে, ইহাঁরা যেখানে যাইবেন, আমিও সেইখানে যাইব। আমার পার্শ্বস্থ ব্যক্তি আমার সহিত কথপোকথনে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক দেখিয়া আমি আর তাঁহাকে বিরক্ত করিলাম না; নীরবে বসিয়া চাবিদিকস্থ প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ এইরূপে নৌকা চলিয়াছিল, তাহাও আমার ঠিক জ্ঞান নাই, বোধ হয় আমি পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়াছিলাম বলিয়া আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সহসা নৌকা আলোড়িত হইয়া উঠিল। আমি নৌকার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম, প্রায় নদীবক্ষে নিক্ষিপ্তও হইয়াছিলাম, সহসা ধাক্কা লাগায় আমি চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মীলিত করিলাম। দেখিলাম, নৌকা তীরে আসিয়া লাগিয়াছে; দাঁড়ীগণ তীরে অবতীর্ণ হইযা একটী বৃহৎ বৃক্ষে নৌকা বাঁধিবার চেষ্টা পাইতেছে। মাঝি নৌকার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইযা দাঁড়ীদিগকে ইহা কব উহা কর বলিয়া আজ্ঞা করিতেছে। আমি দেখিলাম নৌকা হইতে অনেকগুলি নরনারী তীরে অবতীর্ণ হইয়া দূরস্থ একটী নগরের দিকে প্রস্থান করিল, আমি দেখিলাম, তাহারা কেহই আমাকে ডাকিল না, সকলে চলিয়া গেল,—কেহ আমার সঙ্গে একটী কথাও কহিল না, তাহারা কে কোথায় যাইতেছে, তাহা জানিবার জন্য আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইলাম,—কিন্তু তাহারা যখন আমার পার্শ্ব দিয়া একে একে চলিযা গেল, তখন তাহাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহস হইল না।

তাহারা সকলে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। আমি কি করিব, কোথায় যাইব স্থির করিতে না প রিয়া আমি নীরবে সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। এই সময়ে মাঝি আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "একে? তুমি এখনও যাও নাই? যাও, যাও।" আমি বলিলাম, "আমি কোথায় যাইব?"

মাঝি। যাও, যাও,—শীঘ্র যাও,—আর তোমাকে এ নৌকায় রাখিতে পারিব না।

আমি নীরবে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া নৌকা হইতে তীরে অবতীর্ণ হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে যাহা বিশেষ করিয়া দেখি নাই,—এখন তাহাই দেখিলাম। দেখিলাম আমি এক অভূতপূর্ব্ব নূতন দেশে আসিয়াছি। আমি যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি সম্পূর্ণই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এ কোন্ দেশে আমি আসিয়াছি। এক রাত্রের মধ্যে আমি কোথায় আসিলাম? আমি স্পষ্ট বুঝিলাম যে, আমি বাড়ী হইতে অধিক দূরে আসি নাই। রাত্রে বাড়ীর নিকটস্থ বৃক্ষনিম্নে বসিয়া ভাবিতে ছিলাম,—তাহার পর তথা হইতে অধিক দূরে যাইতে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া আমি নিদ্রিত হইয়াছিলাম, তাহার পর ইঁহারা আমাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়াছিলেন,—নৌকা কেবল মাত্র সমস্ত রাত্রি চলিয়াছিল, সুতরাং নিশ্চয়ই আমি দেশ হইতে বহু দূরে আসি নাই; তবে এত দিন কি এই নূতন রাজ্য কখনও দেখি নাই,—তবে কি এ দিকে আমি কখনই আসি নাই? তাহাইবা কেমন করিয়া হইবে? আমি যে চিরকাল ঘুরিয়া বেড়াই; দেশের চারিদিকস্থ এমন স্থান নাই যেখানে আমি যাই নাই বা যে স্থান আমি দেখি নাই; তবে এ দেশ আমি এতদিন দেখি নাই কেন?

যে দেশে আসিলাম, তাহার বর্ণনা কিঞ্চিৎ না করিলে আপনারা এই অভূতপূর্ব্ব দেশের কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না। এ দেশের বৃক্ষগুলি নূতন, বৃক্ষের পাতা সাধারণ বৃক্ষের পাতার ন্যায় নহে। পাঠকগণের সকলেই বোধ হয় কাচের ভিতর দিয়া দূরস্থ বৃক্ষাদি দেখিয়াছেন। আমারও বোধ হইল যেন কাচের মধ্য দিয়া আমি চারিদিকস্থ প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিতেছি। এমন সৌন্দর্য্য আমি জীবনে

কখন দেখি নাই। আমি প্রথম ভাবিলাম যে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি কিন্তু দুই তিন বার চক্ষু পরিষ্কার করিয়া চারিদিকে চাহিলাম, তবুও সেই সৌন্দর্য্য,—তবুও সেই সুন্দর রামধনুর ন্যায় মনোহর সৌন্দর্য্য; লাল, নীল, সবুজ কত প্রকার সুন্দর সুন্দর রং,—সে রঙ্গের বর্ণনা হয় না, সে সৌন্দর্য্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কেহই প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন।

কেবল ইহাই নহে, এ দেশে যে সকল সুন্দর মনোহর বিহগ ও বিহঙ্গিনী সকল দেখিলাম, তেমন আমি জীবনে কখনও দেখি নাই,—তেমন সুন্দর সুন্দর পাখী আমি কখন স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারি নাই। এ পৃথিবীতে যে এমন সুন্দর পাখী আছে, তাহা আমি কখনই জানিতাম না। লাল নীল সবুজ নানা রঙ্গের কত পাখী, ডালে ডালে এই সকল সুন্দর পাখী বসিয়া মধুরস্বরে গান ধরিয়াছে। পাঠকগণ দূরস্থ বংশীনিনাদ শুনিয়াছেন কি? বহুদূরে ইংরেজের রণবাদ্য শুনিয়া প্রাণ মন বিমোহিত হইয়াছে কি? বহুদূরস্থ ইংরেজি রণবাদ্য যেমন বৃক্ষ পত্রের মধ্য দিয়া কম্পিত হইতে হইতে বায়ুতরঙ্গে হিল্লোলিত হইতে হইতে যেমন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-বর্দ্ধন করিতে থাকে, এই সকল মনমুগ্ধকর বিহগ বিহগিনীর সঙ্গীত-সুধা ঠিক সেইরূপ ভাবে আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। আমি বহুবিধ বাদ্যের মধুর সম্মিলন শুনিয়াছি, আমি শ্রেষ্ঠা গায়িকার বীণা বিনিন্দিত সঙ্গীতসুধাও পান করিয়াছি, আমি বালক বালিকার সুমিষ্ট সরল মধুর সঙ্গীতও শুনিয়াছি,—কিন্তু এমন সুন্দর মধুর সঙ্গীত আর কখনও শুনি নাই। শুনিয়াছি, পূর্ব্বকালে গায়ক-গায়িকাদিগের মধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া রাগিণীসুন্দরীগণ মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া আবির্ভূতা হইতেন,—আমার বোধ হইল, এই দেশে রাগিণী সুন্দরীগণ মূর্ত্তিমতী হইয়া বিচরণ করিতেছেন। সে সৌন্দর্য্য আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কেমনে বর্ণনা করিব?

কেবল ইহাই নহে;—নানা রঙ্গের নানা ফুল ডালে ডালে ফুটিয়াছে,—জাতি যুথি গোলাপ মল্লিকা মালতি টগর পারিজাত, নানা রঙ্গের নানা ফুল দেখিয়াছি, কিন্তু এদেশে যে ফুল দেখিলাম, তাহার রং

কেমনে বর্ণনা করিব ? গোলাপের যদি আরও সুন্দর হওয়া সম্ভব হয়,বেল, মল্লিকার যদি আরও মনোহর হওয়া সম্ভব হয়,—পারিজাতের যদি আরও মনমোহন হওয়া সম্ভব হয়,—তবে বোধ হয় তাহাদের সহিত এই সকল অপরূপ সৌন্দর্য্যের কতক তুলনা হইতে পারে। এই সকল ফুলের তুলনা এই সকল ফুল ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।

কেমন এক মৃদু মধুর অপরূপ সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। প্রণয়িনীর অঙ্গ স্পর্শে শরীরে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি হয়, এই অত্যাশ্চর্য্য বায়ু স্পর্শে আমার শরীরেও ঠিক সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল।

ইহা ভিন্ন চারিদিকস্থ পুষ্পসৌরভ সমীরণতরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া আমাকে আকুল করিয়া তুলিল। সে সৌরভের তুলনা নাই, বর্ণনা নাই, সেইরূপ মনমুগ্ধকর সৌন্দর্য্য জীবনে কখনও আমি দেখি নাই।

এই বিস্ময়কর স্থানে আসিয়া আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবনা উদয় হইল, আমার মস্তিষ্কে যেন কি এক সুধালহরী প্রবেশ করিয়া আমাকে মত্ত করিয়া তুলিল। আমি সুরাপান করিয়াছি,—সুরার শ্রেষ্ঠ স্যাম্পেনও বহুবার পান করিয়া হৃদয়ে সেই মৃদু মধুর মত্ততাও অনুভব করিয়াছি, কিন্তু এই দেশে বিচরণ করিতে করিতে প্রাণে যে স্ফূর্ত্তি, শরীরে যে বল, শিরায় শিরায় যে তেজ, হৃদয়ে যে উৎসাহ অনুভব করিলাম, সেরূপ এ জীবনে কখন করি নাই।

আমি পাগলের ন্যায় সেই নন্দনকানন সদৃশ অরণ্যের মধ্য দিয়া ছুটিতে লাগিলাম, আমার সবেগ গমনে বায়ু প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, বায়ুর সেই ধীর প্রকম্পনে পার্শ্বস্থ ফুলগুলি হাসিয়া হাসিয়া ফুটিতে লাগিল, মাথার উপর ভাল ভাল পাখিগুলি মধুর ঝঙ্কার করিল, চারিদিকে যেন কি এক মনোহর হৃদয়ানন্দদায়ী ব্যাপার সংঘটিত হইতে থাকিল।

সম্মুখে সরোবর। লাল নীল সবুজ প্রভৃতি জগতে যত প্রকার সুন্দর রং আছে, তাহার সকল রঙ্গেরই অতি সুন্দর, বৃহৎ, সৌগন্ধময় পদ্ম এই সরোবরে প্রস্ফুটিত হইয়া হৃদয় মন বিমুগ্ধ করিতেছে। মৃদু মধুর পবনহিল্লোলে সরোবরের জল প্রকম্পিত হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে

মৃণালোপরে পঙ্কজিনী ধীরে ধীরে নাচিতেছে, বিচলিত সরোজিনীর বক্ষ হইতে অলিকুল সভয়ে উত্থিত হইয়া প্রেমভরে গুঞ্জন করিতেছে। মরাল মরালী নাচিতে নাচিতে ভাসিতেছে, সরোবরের সুবিমল সলিলে লাল নীল নানা রঙ্গের মৎস্য আনন্দভরে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে।

আমি ঘুরিতে ঘুরিতে বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, এতক্ষণ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনেই আমি বিমুগ্ধ হইতেছিলাম, কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি একটী জীবিত প্রাণী দেখিতে পাই নাই। এই সরোবরের নিকট আসিয়া আমি দেখিলাম, একটী পরম রূপবতী রমণী সরোবরতীরে নব-দুর্ব্বাদল আসনে উপবিষ্ট হইয়া একমনে মালা গাঁথিতেছেন। সে মালা গাঁথিবার প্রকরণে একটু বিশেষত্ব আছে। আমরা যেরূপ ফুলের উপর ফুল দিয়া বহু ফুল সংযোগে মালা গাঁথি,—সুন্দরী সেরূপ মালা গাঁথিতে ছিলেন না। একটী ফুলের সহিত আর একটী ফুলের সংযোগ করিয়া তাহার চারি পার্শ্বে নানাবিধ লাল নীল পাতা দিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে ছিলেন,—আবার তৎপরে দুইটী ফুল লইয়া একত্রে সম্মিলিত করিয়া আবার ঐরূপে পাতা দিতে ছিলেন। এইরূপে রমণী বহু বিস্তৃত এক মালা রচিত করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহাতেও মালা গাঁথা কার্য্যে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার চরণতলে সেই পাতা ও ফুলের অপরূপ মালা স্তূপাকারে পতিত ছিল,—মণি মুক্তা জহরতের মালারও বোধ হয় এরূপ অতুলনীয় সৌন্দর্য্য নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম, কেমন আমার হৃদয় আপনা আপনিই সেই অপরূপ সুন্দরীর অপরূপ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিল; আমি মায়ামুগ্ধ হইয়া সেই সুন্দরীর কমনীয় বদন-কান্তি দর্শন করিতে লাগিলাম। আমি দুই চারি বার তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম, কিন্তু আমার

পদোত্থিত হইল না। আমি স্তম্ভীত ও বিমুগ্ধ হইয়া সেই কমনীয় বৃক্ষ-নিম্নে দণ্ডায়মান রহিলাম।

সহসা কে আমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। দূরে হইতে সুকোমল পুষ্প শরীরে নিক্ষেপ করিলে যেরূপ অনুভূতি হইতে থাকে, আমারও ঠিক সেইরূপ হইল। আমি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম,—একটী পাগলিনী।

এ সে রকম পাগলিনী নহে, যে পাগলিনীকে আমার প্রত্যহ রাজপথে ধূলায় ধূসরিত দেখিতে পাই,—এ সে রকম পাগলিনী নহে; যাহার উন্মত্ততা দেখিয়া আমরা ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করি,—এ সেরূপ পাগলিনী নহে,—যাহাকে দেখিলে আমাদের হৃদয়ে যুগপত ভয় ও ঘৃণার উদয় হয়,—এ সেরূপ পাগলিনী নহে।

আমি ফিরিয়া দেখিলাম,—অপরূপ সৌন্দর্য্য। ফল-পুষ্প-সুশোভিত উদ্যানের এক সৌন্দর্য্য, আর লতা গুল্ম পরিবেষ্টিত অরণ্যের এক সৌন্দর্য্য, উভয়েই সুন্দর, অথচ উভয় সৌন্দর্য্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। আমার সম্মুখস্থ মালা গাঁথিতে নিযুক্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্য প্রমোদ উদ্যানের সৌন্দর্য্যের ন্যায় সজ্জিত ও সুশোভিত,—আর আমার পশ্চাতস্থ রমণীর সৌন্দর্য্য গম্ভীর অরণ্যের সৌন্দর্য্যের ন্যায় বিশৃঙ্খল ও বিধ্যস্ত।

পাগলিনীর হস্ত স্পর্শে আমার হৃদয়ে যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব হিল্লোল উত্থিত হইল। প্রশান্ত সমুদ্রে সহসা ঝটিকা ছুটিলে সমুদ্রের বারি যেরূপ আলোড়িত ও বিলোড়িত হইতে থাকে, আমার হৃদয়ের ভাবও ঠিক সেইরূপ হইল। আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পাগলিনীর নিকট হইতে দুই পদ সরিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিয়া পাগলিনী মৃদু মধুর হাসি হাসিয়া কহিল, "আমায় হৃদয়ে লইবে?"

পরমাসুন্দরী যুবতী অতুলনীয় মধুর শব্দে কহিল, "আমাকে হৃদয়ে লইবে?" আমি শুনিয়া স্তম্ভীত ও নিস্পন্দ হইলাম; সুন্দরী বিন্দুমাত্র লজ্জিতা হইলেন না,—কিন্তু আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আমার বদন রক্তিমাভ ধারণ করিল, আমার হস্ত পদ প্রকম্পিত হইতে লাগিল, আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস সবেগে ছুটিল,—আমি কি করিব, কি বলিব, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না।

যদি আপনাদের এইরূপ হইত,—মনে করুন দেখি যদি কোন অপরিচিত পরমাসুন্দরী যুবতী বিনা আহ্বানে আসিয়া হৃদয়ে লইবার জন্য অনুরোধ করিত, তাহা হইলে আপনাদের মনে কি হইত? এ কোন্ দেশ,—এ কোন্ মায়া-কানন,—এ কোন্ মায়াবীগণ? সত্যই তো এই রমণীর মায়াময় স্পর্শে আমার সর্বাঙ্গে অগ্নি ছুটিল, ইহাকে টানিয়া হৃদয়ে লইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইলাম, আমার মুখ হইতে অনর্গল বাক্য নিঃসৃত হইবার উপক্রম করিল। আমি একবার আমার পার্শ্বস্থ রমণীর দিকে চাহি,—আবার একবার পুরস্থ মালা গাঁথায় নিযুক্তা দেবীমূর্ত্তির দিকে চাহি; তৎপরে সলজ্জভাবে একবার চারিদিকে চাহিলাম, আর হৃদয়কে দমন করিতে পারিলাম না,—আমি সবেগে যাইয়া রমণীকে হৃদয়ে লইলাম।

আমি পাগল হইলাম,—আমি উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া গিয়া সরোবর-তীরে উপবিষ্টা রমণীর চরণপ্রান্তে ব্যাকুলভাবে জানুপাতিয়া উপবিষ্ট হইলাম, তাহার পর বালকের ন্যায়, অবোধের ন্যায়, স্ত্রীলোকের ন্যায় তাঁহাকে কত কি বলিতে লাগিলাম। তিনি একটু মৃদু মধুর হাসিলেন; তৎপরে বলিলেন,"এ রাজ্যে আসিলে সকলেরই এইরূপ হয়; যে সুন্দরীকে হৃদয়ে লইয়াছ, এ রাজ্যে আসিলে প্রথমেই সেই সুন্দরীকে হৃদয়ে লইতে হয়। এই দেখ, আমি এইখানে বসিয়া দুইটী করিয়া ফুলের সম্মিলন করিতেছি।"

তখন যেন আমার কতক সংজ্ঞা হইল। আমি চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলাম,—সেই মনোহর মনমুগ্ধকর সুন্দর রাজ্য। আমি তখন কাতরে সেই অলৌকিকা দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেবী, এ কোন্ রাজ্য,—আপনই বা কে, আর নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় যে সুন্দরীকে আমি হৃদয়ে আলিঙ্গন করিলাম, তিনিই বা কে?"

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "এ রাজ্যের নাম প্রেমরাজ্য,—আমার নাম "প্রেম," আর যে সুন্দরীকে আপনি হৃদয়ে লইয়াছেন, তাঁহার নাম "আবেগ।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমের কথা আমি অনেকবার শুনিয়াছিলাম, প্রেমের পুস্তক আমি শত শত পাঠ করিয়াছিলাম, প্রেমিক প্রেমিকাও আমি অনেকবার দেখিয়াছিলাম, কিন্তু মূর্ত্তিমতী প্রেমকে কখনও দেখি নাই,—প্রেমরাজ্য ও প্রেমদেবীর সৌন্দর্য্য মনেও কখন কল্পনা করিতে পারি নাই।

যখন আমি শুনিলাম যে, এই প্রেমরাজ্য, তখন আমার হৃদয়ে যেন সহসা কি এক অপূর্ব্ব আলোক জ্বলিয়া উঠিল,—আমি ব্যাকুলহৃদয়ে বিস্ফারিতনয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়,—কি সুন্দর, কি মনোহর, কি হৃদয়ানন্দদায়ক।

কিন্তু ফিরিয়া দেখি, দেবী অন্তর্হিতা হইয়াছেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেখানে বসিয়া "প্রেম" মালা গাঁথিতেছিলেন, সেইখানে এক্ষণে আর কেহই নাই। আমি সেই সুন্দর রাজ্যেও, প্রেমের অন্তর্দ্ধানে যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম।

এই সময়ে কে আবার আসিয়া আমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিল। আমি চমকিত হইয়া আশাসিতহৃদয়ে ফিরিলাম, কিন্তু দেখিলাম—একটী রমণী; কিন্তু ইনি "প্রেম"ও নহেন, "আবেগ"ও নহেন। ইহাঁর বিমল মনমুগ্ধকর সুন্দর বদনে হাসি নাই, হাসির পরিবর্ত্তে ক্রোধের আভাস বদনকমলে ক্রীড়া করিতেছে। ইহাঁর বেশভূষায় যত্ন নাই, নিজের অপরূপ সৌন্দর্য্যে সম্পূর্ণই তাচ্ছিল্য ভাব। আমি ইহাঁর দিকে চমকিত হইয়া ফিরিলে ইনি বলিলেন, "আমাকে হৃদয়ে লইবে ?"

আমি স্তম্ভীত হইলাম। এ রাজ্যের রমণীগণ কি সকলেই কুলটা?—সকলেই কি অবাধে পরপুরুষের হৃদয়শায়িনী হইতে ব্যাকুলা হয় ? ইহাঁদের কি একটুও লজ্জা নাই ? আমি একবার রমণীর ক্রোধব্যঞ্জক বদনের দিকে চাহিলাম, পুনরায় একবার সরোবরতীরস্থ দেবী যেখানে দূর্ব্বাদল আসনে বসিয়া মালা গাঁথিতে ছিলেন, সেই দিকে চাহিলাম; তিনি আর সেখানে নাই। আমার কেমন হৃদয়ে আপনা আপনি একটু ক্রোধের উদয় হইল,—কেমন আপনা আপনি আমার হৃদয়ে দুঃখের মেঘ

ধীরে ধীরে উদিত হইল, আমি ফিরিয়া দেখিলাম রমণী তখনও আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। আমি সলজ্জভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া সুন্দরীর কোমল দেহ হৃদয়ে লইয়া আলিঙ্গন করিলাম, সেইখানে—সেই সরোবরতীরে মৃত্তিকাসনে বসিয়া পড়িলাম, সাদরে সস্নেহে রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?" সুন্দরী একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার নাম অভিমান।"

যাহার সুন্দর মুখখানি দেখিয়া আমি বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম, যে "প্রেম"কে দেখিয়া আমার প্রাণ প্রেমাকুল হইয়াছিল, সময় বুঝিয়া যখন "আবেগ" আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, সেই "প্রেম" আমাকে একটীও মিষ্ট কথা না বলিয়া অন্তর্হিত হওয়ায় আমার হৃদয়ে "অভিমানের" উদয় হওয়ার সম্ভব।

তখন আমি সরোবরতীরে উপবিষ্ট হইয়া "অভিমানকে" জিজ্ঞাসা করিলাম, "সুন্দরি, এ রাজ্যে তোমাদের ন্যায় রমণী কয়জন আছেন? আমি এ রাজ্যের কিছুই বুঝিতে পারি না, তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও।"

তখন আমার পার্শ্বে বসিয়া "অভিমান" আমাকে বলিতে লাগিলেন, "আমরা প্রেমের পাঁচ সহচরী। আপনি সখী 'আবেগকে' দেখিয়াছেন; আমি ছাড়া আরও তিনজন সখী আছেন। ইঁহাদের নাম 'বিরহ', 'কলহ', ও 'বিদ্বেষ'। আপনি যদি এদের সঙ্গে দেখা করিতে চাহেন, তবে তাহাদের সঙ্গেও আপনার দেখা হবে,—ঐ যে সই 'বিরহ' এই দিকে আসিতেছে। আমি এখন পালাই,—ইচ্ছা হয়, তুমি ওকে হৃদয়ে লইতে পার।" এই বলিয়া "অভিমান" অন্তর্হিতা হইল, আমি তাহাকে ছাড়িব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু "বিরহের" সম্মুখে সে তিলার্দ্ধও তিষ্ঠিতে পারিল না।

আমি দূর হইতে দেখিলাম "বিরহ" আসিতেছে। আলুলায়িত কেশ, বেশভূষায় তাচ্ছিল্য, অঞ্চল পশ্চাতে ধূলায় লুটিতে লুটিতে আসিতেছে। সুন্দরীর নবনীত সদৃশ কোমলাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত,—নয়নযুগল হইতে অবিরতধারে নয়নাশ্রু বহিতেছে,—ক্ষণেক্ষণে বালিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হৃদয়যাতনা কতক উপশমিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে।

আমার আর বিলম্ব সহিল না,—প্রেমের মুখ না দেখিতে পাইয়া। আমি পাগল হইয়াছিলাম,—আমি পাগলের ন্যায়, ছুটিয়া যাইয়া সেই রমণীকে হৃদয়ে লইলাম,—এবার আর লজ্জা সরম আমার নাই। রমণীও ঐ আলিঙ্গনে আপত্তি করিলেন না, প্রেমভরে যেন আমার হৃদয়ে মুখ লুকাইলেন।

এ আমার কি হইল? হায়, হা!,— আমার কি হইল। যে রাজ্যের সকলই সুন্দর, সকলই মনোহর, সকলই চমৎকার বলিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে উপলব্ধি হইতেছিল, এক্ষণে সেই রাজ্যের সকলই মন্দ, সকলই কুৎসিত, সকলই যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে নানা রঙ্গের মনোহর ফুল দেখিয়া পূর্ব্বে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিতেছিলাম, এক্ষণে সেই ফুলসকল বিষতুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে সমীরণের স্পর্শ উপলব্ধি করিয়া অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করিতেছিলাম, এক্ষণে সেই মৃদু মন্দ সমীরণ অঙ্গে লাগায় যেন সর্ব্বাঙ্গে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে বিহগ বিহগির মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিমুগ্ধ হইতেছিলাম, এক্ষণে তাহাই যেন হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল। তবে এ রাজ্যও সুখের নহে। সেই তো ফুল তেমনই ফুটিয়া রহিয়াছে, সেই তো নানা রঙ্গের বৃক্ষলতা তেমনই শোভা পাইতেছে, সেই তো মৃদুমন্দ সমীরণ তেমনই প্রবাহিত হইতেছে, সেই তো পাখী তেমনই ডাকিতেছে,—কিন্তু কই, সে সৌন্দর্য্য কই, সে সুখ কই,—সে শান্তি কই? হায়,—হায়,—আমার এ হইল কি? আমি পাগলের ন্যায় হইলাম, আমি মৃত্তিকায় পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিতে আরম্ভ করিলাম, আমি কাঁদিয়া বনের পশু-পক্ষীগণকেও কাঁদাইয়া তুলিলাম,—হায়, হায়, কোথায় গেলে কি করিলে আমার হৃদয়ের এই প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমার দুঃখে বৃক্ষলতাগণও বিচলিত হইল, বিহগ-বিহগিনীগণও সঙ্গীত হইতে বিরত হইল, সমীরণ আর বহিল না। আমার দুঃখে বোধ হয় এতক্ষণে প্রেমদেবীর হৃদয় দ্রবিত হইল। তিনি নিকটে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে আমাকে মৃত্তিকাশয্যা হইতে তুলিলেন।

আমি হাসিলাম। আবার চারিদিকে সেই মধুর স্বরে পাখী ডাকিল, সেইরূপ মৃদুমন্দ গমনে হৃদয়ানন্দদায়ী সমীরণ ছুটিল, ফুল সেইরূপ হাসি হাসিল, সেইরূপ মায়াময় অনির্ব্বচনীয় সুখের রাজ্য চারিদিকে বিভাষিত হইল।

কিন্তু আমার ভয় হইয়াছে; আমি এখন বুঝিয়াছি,—এ রাজ্যেও সুখ চিরস্থায়ী নহে। প্রেমদেবী পরম মনোহর—জগতে অতুলনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার দুঃখদায়িনী সহচরীগণ—অভিমান, বিরহ, কলহ, বিদ্বেষ, সকলেই নিকটে আছে, সময় পাইলেই তাহারা আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিবে। হায়, হায়, আমি কোথায় যাইব? আমি কেমন করিয়া এই সকল রাক্ষসীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইব? ইহারা রাক্ষসী ভিন্ন আর কিছুই নহে,—ইহারা মায়াবিনী পিশাচিনী ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুন্দর অপরূপ বেশে নিকটে আসিয়া মানবের মন বিমুগ্ধ করিয়া মানবহৃদয়ে দুঃখের অগ্নি জ্বালিয়া দেয়। হায়, হায়, এই কয় রাক্ষসী সহচরীদিগকে প্রেমের নিকট হইতে তাড়াইবার কি কোন উপায় নাই? এমন সুন্দর প্রেম,—এমন অপরূপ প্রেম,—এমন মনুমুগ্ধকর প্রেম, জগতে একমাত্র সুখপ্রদায়িনী প্রেম,—এমন দেবীর সহচরী—এমন মানবহৃদয় ছিন্নভিন্নকারিণী রাক্ষসী-গণ কেন? এ রাজ্যে সুখ নাই,—প্রেমের সহিত বসবাস করিলেও এ রাজ্যে সুখ নাই। ঐ যে রাক্ষসীগণ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় আশে পাশে ফিরিতেছে, সুবিধা পাইলেই এখনই আসিয়া হৃদয়ে বসিবে ও হৃদয় তিল তিল করিয়া খুলিয়া খাইবে।

আমি কাতরে দেবীর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিলাম, "দেবি, এ রাজ্যের সকলই সুন্দর স্বীকার করি,—এ রাজ্যে অনুপমের সুখও আছে স্বীকার করি, আপনি সম্মুখে থাকিলে এই রাজ্যই স্বর্গ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু একি,—এই সব দুঃখদায়িনী সখীগণকে কেন আপনি নিকটে রাখিয়াছেন? হায়, হায়, ইহারা হৃদয় অধিকার করিলে যে পাগল হইতে হয়,—তখন যে এমন সুন্দর দ্রব্য সকল বিষবৎ প্রতীয়মান হয়। দেবি, দাসের প্রতি কৃপা করিয়া সহচরীগণকে এ রাজ্য হইতে দূর করুন, উহারা না থাকিলে এই তো স্বর্গ,—আর স্বর্গ কোথায়?

প্রেম একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, এ রাজ্যের এই ব্যবস্থা। আমার সহচরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারি না। যেখানে আমি আছি, সেইখানেই আমার সখী—আবেগ, অভিমান, বিরহ, কলহ, বিদ্বেষ, ইহারা সকলেই আছে। আমি এক,—আর আমার সহচরী পাঁচ, সুতরাং আমার রাজ্যে আসিলে আমার সহচরীগণের সহিতই অধিকক্ষণ বসবাস করিতে হয়, সুতরাং এ সুখের রাজ্য হইলেও এ রাজ্যে দুঃখের ভাগ অধিক। যে আমার রাজ্যে আইসে, আমার প্রিয় সখীগণই তাহাকে একচেটিয়া করিয়া লয়। একবার অভিমান লয়, একবার বা বিরহ লয়, একবার বিদ্বেষ লয়, একবার বা কলহ লয়, সুতরাং আমি আর তাহাকে পাই না বলিলেও হয়, এই জন্য আমার এ সুখের রাজ্যও দুঃখের।"

আমি কাতরে কহিলাম, "দেবি, তবে তো আমাদের পৃথিবী, আমাদের সেই গাছ পাতা, ফুল ফল, পশু পক্ষী আপনার এ রাজ্য হইতে সহস্রগুণ ভাল। আমাকে বিদায় দিন, আমি এ রাজ্য হইতে পলায়ন করি আমার এ সুন্দর বৃক্ষলতা, ফল ফুল, পশু পক্ষী, সঙ্গীত সমীরণে প্রয়োজন নাই। আর যদি আপনার মত এইরূপ সুন্দর রাজ্য আর কোথাও থাকে, আর সেই রাজ্যের রাণীর সেইরূপ দুঃখদায়িনী সহচরীগণ না থাকেন, তবে বলিয়া দিন, আমি সেই রাজ্যে যাই।"

প্রেম। এরূপ রাজ্যও আছে। তুমি আমার এ রাজ্যে যাহা দেখিলে, তাহাপেক্ষা সহস্রগুণে সে রাজ্য সুন্দর ও মনোহর, আর তথাকার যিনি অধিশ্বরী, তাঁহার কোনই সখী নাই। তিনি একাই রাণী, একাই সখী,

তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, তিনি অজ্ঞেয়, অনির্ব্বচনীয়, তিনিই আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। যাও বৎস, পার তো সেই রাজ্যে যাও।

আমি। সে রাজ্য কোথায়? প্রাণ যদি যায় তাহাও স্বীকার, আমি নিশ্চয়ই সেই রাজ্যে যাইব।

প্রেম। সে রাজ্যে যাইবার পথ একটু ক্লেশকর সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাই বলিয়া সে রাজ্যে উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব নহে। চেষ্টা করিলে অবশ্য তথায় যাইতে পারিবে, আর, একবার তথায় উপস্থিত হইলে আর ফিরিতে চাহিবে না।

সে দেশে কোন্ পথে যাইতে হইবে, আমি তাঁহার নিকট তাহাই জানিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় কাতরোক্তি করিলাম, তিনি আমাকে সেই রাজ্যে উপস্থিত হইতে হইলে কোন্ কোন্ পথ দিয়া কিরূপভাবে যাইতে হইবে, তাহাও বেশ বুঝাইয়া দিলেন। তিনি যেরূপ যেরূপ বলিলেন, আমি ঠিক সেইরূপ সেইরূপ করিয়া সেই আনন্দ ময় রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বিদায়কালে প্রেমদেবী বলিলেন, "আমার ভগ্নীর রাজ্যে সংসারী জীব কেহই আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইতে পারে না। সংসারীর পক্ষে আমার রাজ্য দিয়াই সেই রাজ্যে উপস্থিত হইবার পথ। যে অন্য পথ দিয়া তথায় যাইবার চেষ্টা করে, সে ভ্রান্ত, সে পথ ভুলিয়া বিপথে যায়। আমি আশীর্ব্বাদ করি, বৎস, তুমি নিরাপদে সেই রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে।"

আমি দেবীর পদধূলি মস্তকে লইয়া ধীরে ধীরে সেই সুন্দর প্রেমরাজ্য পরিত্যাগ করিলাম। দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলাম, অসংখ্য লোক এই রাজ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সকলেই দূর হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, আর বলিতেছে, "এই কি সেই মায়া-কানন?"

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি যে এক "মায়া-কাননে" প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তাহা প্রথম হইতেই আমার উপলব্ধি হইয়াছিল। প্রেমরাজ্যের দ্বার পর্য্যন্ত আমি আসিয়াছিলাম,—এই পর্য্যন্ত আমার জ্ঞান আছে; তাহার পর আমি কিরূপে কোথায় আসিলাম, তাহা আমার বোধ নাই। তবে দেখিলাম যে, আমি এক অপূর্ব্ব নূতন রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

সে রাজ্যের বর্ণনা আমি কিরূপে করিব, আমি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। সেখানে যাহা দেখিলাম, তাহা স্পর্শে উপলব্ধি হয় না, চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না, কর্ণে শব্দ অনুভূত হয় না, নাসিকায় ঘ্রাণ হয় না,—অথচ সকলই দেখা যায, সকলই শুনা যায়, সকলই উপলব্ধি হয়। যে রাজ্যে আমি এক্ষণে প্রবিষ্ট হইলাম, সে রাজ্যের সহিত বাহ্য জগতের তুলনা হয় না।

কেহ কখনও কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিয়াছেন কি? যে ফুলটী চক্ষে দেখিয়াছি, সে ফুলটী অতি সুন্দর, অতি মনোহর, অতি চমৎকার হইলেও, কল্পনাচক্ষে যখন সেই ফুলটি দেখি, তখন তাহা আরও কত মনোহর ও চমৎকার বলিয়া বোধ হয। যাহা কখনও দেখি নাই, তাহারই গন্ধ কল্পনা করিয়া আমরা কত বিমুগ্ধ হই। কল্পনায় যত সুখ,তত সুখ বাহ্য জগতের কোন দ্রব্য দেখিয়া বা উপলব্ধি করিয়া কি কখনও কাহারও হইয়া থাকে?

এই জন্য জনসাধারণ অপেক্ষা কবি কত অধিক সুখী। যে গাছটি, যে পাতাটি, যে ফুলটি দেখিয়া আমরা কোনই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না,কবি তাহাতেই কত সৌন্দর্য্য দেখিয়া কত সুখ ও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

কত দিন কত কল্পনা করিয়াছি, কাজ কর্ম্ম না থাকিলে কত দিন নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে কত কল্পনার রাজ্য গড়িয়াছি, কিন্তু আজ আমি যে রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, সে রাজ্যের সৌন্দর্য্য কল্পনারও অতীত।

আনন্দেরও অধিক যদি কোন আনন্দ থাকে, সুখেরও অধিক যদি কোন সুখ থাকে, হর্ষের উপরও যদি কোন হর্ষ থাকে, তবে আমি এই রাজ্যে সেই হর্ষ, সেই সুখ ও সেই আনন্দ উপলব্ধি করিলাম।

এ রাজ্যে বৃক্ষ লতা আছে, কিন্তু তাহারা সুন্দর বলিলে তাহাদের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা কিছুই হয় না। এ রাজ্যে বিহগ বিহগিনী আছে; ইহারা মনোহর বলিলে, ইহাদের কোনই সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইল না। এখানে যে দিকে যতদূর চাহি, — যে দিকে যাহার দিকে চাহি, তাহা হইতেই যেন অবিরতধারে সুখের ও আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতেছে।

আমি বিমুগ্ধ, স্তম্ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই রাজ্যের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছি, — এতই আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, অগ্রসর হইব কি এ দেশ হইতে পলাইব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। একবার মনে করিতেছি, ছুটিয়া গিয়া এই রাজ্যে বিচরণ করি, আবার ভাবিতেছি—না, এত সুখ, এত আনন্দ আমার সহিবে না, — আমি এ দেশ হইতে পলায়ন করি।

হয়তো আমি পলাইতাম, — পলাইবার উদ্যম করিয়া আমি পশ্চাৎ ফিরিয়াছিলাম, — সহসা আমার পশ্চাতে কে মৃদু মধুর হাসি হাসিল; আমি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম একটী বালিকা। হাসি হাসি মুখখানি,—সে হাসিতে যে কি সৌন্দর্য্য তাহা আমি কেমনে বর্ণনা করিব? বালিকার সরলতামাখা মুখখানির দিকে চাহিলেই বোধ হয় যেন বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ভালবাসার তরঙ্গ দিবারাতি তরঙ্গায়িত হইতেছে, — মুখ দেখিলেই বোধ হয় বালিকার হৃদয় পরের জন্য দিবা রাত্রি কাঁদে।

বালিকা ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিল, — হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি এ দেশ দেখ্‌তে এসেছ? এস, আমার সঙ্গে এস, — আমি তোমায় সব দেখাব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে?" বালিকা হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমার নাম দয়া, আমি পথ দেখাইয়া না লইয়া গেলে, কেহই আর 'শান্তি-নিকেতনে' যাইতে পারে না।

আমি "দয়ার" হাত ধরিলাম; অমনি সমস্ত জগত যেন আমার আপন অঙ্গ, আপন জীবন বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

আমি বালিকার হাত ধরিয়া সানন্দচিত্তে সভয়ে সেই অনির্ব্বচনীয় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

দ্বার উত্তীর্ণ হইয়াই বালিকা চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিল, আমি দেখিলাম, তাহারই ন্যায় তাহারই সমবয়স্কা দুইটী বালিকা ছুটিয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। সেইরূপ হাসি হাসি মুখ, —সেইরূপ হাসিমাখা কথা। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহারা কে?"

"দয়া" হাসিয়া বলিল, "এ দুটী আমার বোন্,—এক জনের নাম 'সহানুভূতি', আর একজনের নাম 'মায়া'। আমরা তিন জনে এক সঙ্গে পথ না দেখাইলে কেহই 'শান্তি-নিকেতনে' যাইতে পারে না।

আমি। শান্তি-নিকেতন কতদূর,—আর সেখানে কেই বা আছেন?

দয়া। শান্তি-নিকেতনে আমাদের রাণী আছেন।

এই সময়ে অপর বালিকাদ্বয় ছুটিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিল। তাহাদের স্বর্গীয় স্পর্শে আমার জীবনে যে কি এক পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা আমি বলিতে পারি না।

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, এ কে?"

দয়া। ইনি ছোটরাণীর রাজ্য থেকে আস্‌চেন। আমাদের রাণীর দরবারে যাবেন।

সহানুভূতি। দিদি, ইনি কি শান্তি-নিকেতনে থাকিবেন?

দয়া। হাবা মেয়ে, একবার যে শান্তি-নিকেতনে গিয়াছে, সে কবে সেখান থেকে আস্‌তে পেরেছে?

মায়া। আসুন মশায়, আসুন,—আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্চি।

সহানুভূতি। যা দেখি কেমন পারিস্? আমি সঙ্গে না গেলে কার সাধ্য সেখানে যায়?

দয়া। মূর্খগুলো, তোদের কত বুঝাবো? আমরা তিনটি বোনে পথ দেখাইয়া সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে কেউ সেখানে যেতে পারে না।

স্বর্গীয় দেবীমূর্ত্তি অপেক্ষাও আনন্দদায়ক তিনটী বালিকার হাত ধরিয়া আমি শান্তি-নিকেতনের দিকে যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চলিলাম বটে, কিন্তু পথে নানা বিভীষিকা দেখিতে আরম্ভ করিলাম। মনে করিয়াছিলাম,পরম সুখে শান্তি-নিকেতনে উপস্থিত হইয়া সুখের চরম দর্শন করিয়া হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিব, কিন্তু হায় তাহা ঘটিল না। পথে নানাবিধ বিভীষিকা দেখিতে আরম্ভ করিলাম।

সুখের রাজ্য আমার চক্ষের অন্তরালে গিয়া, দুঃখের রাজ্য আমার চক্ষের সম্মুখে অনন্তব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। যে দিকে চাহি, সেই দিকেই দুঃখের দৃশ্য,—কোথাও বা ভিক্ষুক অনাহারে কাতর,কোথাও বা অন্ধ নিজ মনদুঃখ প্রকাশে ব্যাকুল। আর সে সকল দুঃখের দৃশ্য বর্ণনায় আবশ্যক নাই, আমার হৃদয়ে ক্লেশানুভব হইতে আরম্ভ করিল। একবার মনে হইল—দয়াকে দূরে নিক্ষিপ্ত করি, পরমুহূর্ত্তে মনে হয় মায়াও সহানুভূতি দুইটা ক্ষুদ্র বালিকার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলি, ইহারা আমার সঙ্গে না থাকিলে আমার এ সুখের রাজ্যে এত অসুখের উৎপত্তি হইত না।

কিন্তু তাহা পারিলাম না, তিনটী বোনের কোনটিকেই দূর করিতে পারিলাম না, আমি কিয়ৎদূর যাইতে যাইতে আমার হৃদয় কেমন পাগলের প্রায় হইল,—আমি উন্মত্তের ন্যায় তিনটী বোন্‌কে হৃদয়ে লইলাম।

তাহারা অমনই অন্তর্হিত হইল, আর কেহই আমার পার্শ্বে নাই। আমি চারিদিকে চাহিলাম, কিন্তু কাহাকেই আর দেখিতে পাইলাম না। আমি সেই নির্জ্জন প্রদেশে প্রতিধ্বনি জাগরিত করিয়া "দয়া, মায়া, সহানুভূতি বলিয়া কতই চীৎকার করিলাম,কিন্তু কেহই আমার চীৎকারে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না, কিন্তু এবার আমার হৃদয়ে কেমন এক অপূর্ব্ব বল আসিয়াছিল। এবার অগ্রসর হইতে আমার হৃদয় আর কাঁপিল না। শান্তি নিকেতনের পথ আমি চিনিতাম না, কিন্তু কে যেন আমার হৃদয়ের হৃদয়ে মৃদু মধুর স্বরে কহিল, "যাও, সোজা চলিয়া যাও, কোনই ভয় নাই।"

আমি কিয়ৎদূর আসিয়া এক অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম,

সম্মুখে এক শ্যামল দূর্ব্বাদলপরিবেষ্টিত মনোহর প্রান্তর,—সেই প্রান্তরে কতকগুলি ফুল লইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকা ক্রীড়া করিতেছে। তাহারা পাঁচজন, পাঁচজনেই রূপে প্রায় একই রূপ, তাহারা পাঁচজন, পাঁচজনই যেন এক, অথচ পাঁচজনই যেন ভিন্ন ভিন্ন। আরও এক অদ্ভুত ব্যাপার আমি দেখিলাম। পাঁচটী বালিকা বালসুলভ চপলতায় ছুটিয়া যাইতেছে, কিন্তু কিয়দ্দূর গেলে তাহারা পাঁচজন মিলিয়া গিয়া কেবল একজন হইয়া যাইতেছে, আবার সেই দিক হইতে অপর দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে একজন হইতে পাঁচজন হইয়া যাইতেছে। একটী জলস্রোত প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে যেমন একেবারে পঞ্চমুখে বিভক্ত হইয়া প্রধাবিত হয়, এই বালিকাস্রোতেও ঠিক সেই দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কোনই অর্থ বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভীত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলাম, কিন্তু বালিকাগণ আমাকে দেখিতে পাইল না দেখিয়া আমি তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলাম। তখন তাহারা আমাকে দেখিল, দেখিয়াই পাঁচটী বালিকা অমনি একটী বালিকারূপে পরিণত হইল। সে হাসিতে হাসিতে আমার নিকটস্থ হইয়া বলিল, "আপনি শান্তি-নিকেতনে যাইবেন বলিয়া আসিতেছেন? বেশ, বেশ,—চলুন আপনাকে সঙ্গে লইয়া যাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?" বালিকা হাসিয়া কহিল "আমার নাম ভালবাসা।"

আমি। এই মাত্র আমি পাঁচজনকে দেখিতেছিলাম, অপর চারিজন কোথায় গেল?

ভালবাসা। আমিই পাঁচ,—পাঁচে এক। আমি যখন পাঁচভাগে বিভক্ত হই, তখন আমার পাঁচটী নাম হয়। একটী নাম প্রীতি, আর একটী নাম প্রেম, আর একটী সৌহৃদ্য, আর একটী স্নেহ, আর একটী ভক্তি। দেখিবেন—?

আমি আমার সম্মুখে মুহূর্ত্তমধ্যে পাঁচটী বালিকাকে দেখিলাম। পাঁচজনে হাসিয়া হাসিয়া হাততালি দিয়া আমার চারিদিকে ঘুরিয়া

ঘুরিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর তাহারা স্বর্গীয় মধুর তানে স্বর্গীয় মধুর ভাবে গান ধরিল। সেরূপ গান, সেরূপ মধুমাখা মধুর স্বর এ জগতে কখন শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের হাসি আর থামে না, তাহাদের গানেরও আর বিরাম হয় না। আমার চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা নাচিতেছে।

সহসা পাঁচজন একজনে পরিণত হইল। ভালবাসা হাসিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল, "দেখিলেন কি? আমাকে যিনি হৃদয়ে আনিয়ন না করিবেন, তিনি কোনকালেই শান্তি-নিকেতনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। যাহার হৃদয়ে ভালবাসা, প্রীতি, প্রেম, সৌহৃদ্য, স্নেহ, ভক্তি এই পাঁচ মূর্ত্তি পূর্ণ বিকশিত না হয়, সে কখনও শান্তি-নিকেতনে যাইতে পারে না।"

আমি। এ বাক্যের প্রতিপদেই আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। কেমন করিয়া আমি তোমাকে হৃদয়ে পাইব?

ভালবাসা। যে আমাকে আদর করিয়া হৃদয়ে লয় আমি তাহারই হই, চিরকাল তাহারই থাকি।

আমি। তবে এস, আমার হৃদয়ের একমাত্র শান্তিস্বরূপিণী মূর্ত্তিমতী ভালবাসা এস, প্রিয়তমে, হৃদয়ের ঈশ্বরী, একবার হৃদয়ে এস বস।

বালিকা সলজ্জভাবে হাসিয়া আমার হৃদয়ে মুখ লুকাইল। বলিল, "নাথ, চল তোমাকে সেইখানে লইয়া যাই, যেখানে জরা-মৃত্যু নাই, সুখ-দুঃখ নাই, যে রাজ্যে মানবহৃদয়ের বৃত্তিসমূহ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সে রাজ্য কল্পনার অতীত, অনুভবেরও অতীত, নাথ, তোমাকে দূর হইতে সেই দেশ দেখাইয়া দিব—তথায় আমারও প্রবেশাধিকার নাই।"

আমি। প্রিয়তমে, আমি তোমাকে হৃদয়ে পাইয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছি, আমার অন্য রাজ্য আর প্রয়োজন নাই। তোমাকে ছাড়িয়া আমার স্বর্গও নরক বলিয়া উপলব্ধি হইবে।

বালিকা হাসিল, হাসিয়া বলিল, "নাথ, তুমি বড়ই ভুল বুঝিতেছ। তুমি আজ যাহাকে পরম সুখ মনে করিয়া সেই সুখকে ছাড়িতে

চাহিতেছ না,—কাল যখন দেখিবে যে, ইহাপেক্ষাও সুখ আছে, তখন এ সুখকে ঘৃণা করিবে। তুমি তো প্রেমরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মনে করিয়াছিলে যে, এমন দেশ আর নাই, এই তো স্বর্গ,—ইহাপেক্ষা সুখের দেশ জগতে আর সম্ভব নহে;—কিন্তু এক্ষণে এই শান্তি-নিকেতনে আসিয়া দেখিতেছ কি না যে, প্রেমরাজ্য ইহার তুলনায় নরক ভিন্ন আর কিছুই নহে। আজ আমাকে পাইয়া তুমি ভাবিতেছ এই স্বর্গ? কাল রাণীর রাণী মহারাণী শান্তিদেবীর চরণপ্রান্তে উপবিষ্ট হইতে পারিলে ভাবিবে—ভালবাসা তো নরক। এস নাথ, এস,—যে আমাকে আদর করিয়া হৃদয়ে লয়, তাহাকেই আমি নাথ বলি, তাহাকেই আমি ধীরে ধীরে সযতনে শান্তি-নিকেতনে লইয়া যাই।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি ভালবাসার সহিত একটী বিস্তৃত নদীতীরে আসিলাম, দেখিলাম, নদীর অপর তীরে একটী সুন্দর প্রাসাদ, বোধহইল যেন পূর্ণীমার জ্যোৎস্না ঘনীভূত করিয়া কে এই সুন্দর মনমুগ্ধকর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে। প্রাসাদের সকলই আছে,—সুন্দর দ্বার, ততোধিক সুন্দর গবাক্ষ,—জ্যোৎস্নার উপর কে যেন রামধনুর রঙ্গে এই প্রাসাদ সুরঞ্জিত করিয়াছে, অথচ ইহাতে যেন কিছুই নাই। দূর হইতে এ প্রাসাদ দেখিলেই হৃদয় যেন নিস্পন্দ হইয়া কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হয়।

এই প্রাসাদ দেখাইয়া ভালবাসা আমাকে বলিল, "ঐ শান্তি-নিকেতন। আমাদের সকলের রাণী,—রাণীর রাণী মহারাণী শান্তি ঠাকুরাণী ঐ প্রাসাদে বাস করেন।" আমার হৃদয় ঐ প্রাসাদের অভ্যন্তর দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। আমি বলিলাম, "আমি কেমন ক'রে এই নদী পার হইব? এখানে নৌকাতো নাই?"

ভাল। এ নদী পার হইবার জন্য নৌকার আবশ্যক নাই। এখনই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাইবেন।

আমরা উভয়ে নদী-তীরে আসিলাম; আসিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদয় একেবারে স্তম্ভীত হইয়া গেল। কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বালক-বালিকা আমাকে আসিয়া বেষ্টন করিল। সকলেই বলিল, "মহাশয়, আপনি যদি শান্তি-নিকেতনে যাইতে চাহেন, তবে আমাকে হত্যা করুন।"

কেবল যে একজন আমাকে এইরূপ কহিল একপ নহে,—প্রায় পাঁচ ছয়টী বালক বালিকা আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়াছিল, সকলেই আমাকে ঐ এক কথা বলিতে লাগিল। সকলেই বলে, "আমাকে হত্যাকর।" আমি স্তম্ভীত হইলাম। এমন সুন্দর সুন্দর বালক বালিকা, এমন হাসি হাসি মুখ, এমন সরলতামাখা কথা,—আমি কোন্ প্রাণে ইহাদিগকে হত্যা করিব? না, না, আমার শান্তি নিকেতনে যাইয়া কাজ নাই, আমি ফিরিয়া গৃহে যাই, একপ নিষ্মম হৃদয়ের কাজ আমার দ্বারা কখনই সুসিদ্ধ হইবে না।

তখন ভালবাসা আমার হাত ধরিয়া আমাকে আদর করিয়া বলিল, "নাথ,এই সকল বালক-বালিকাকে হত্যা করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। ইহারাই মানবকে প্রলোভিত করিয়া সংসারে আবদ্ধ রাখে। এই যে নিকটে আসিয়া মধুর হাসি হাসিতেছে, ইহার নাম 'ইচ্ছা।' ঐ যে ঐ দিকে টলিতে টলিতে টলিতে টলিতে যাইতেছে, উহার নাম 'বাসনা।' ঐ যে ফুলিতে ফুলিতে ঐ বালক ছুটিতেছে, উহার নাম 'ক্রোধ।' আর তোমাকে কত বলিব? ইহাদিগকে নষ্ট করিতে না পারিলে এ নদী পার হইতে পারিবে না। এই নদীর নাম 'নির্ব্বান'। যেই তুমি এই বালক-বালিকাদিগকে হত্যা করিতে পারিবে, অমনি এই নদী শুকাইয়া যাইবে; তখন তুমি অনায়াসেই ঐ প্রাসাদে যাইতে পারিবে।"

আমি একবার দূরস্থ মনমুগ্ধকর প্রাসাদের দিকে চাহিলাম, আবার একবার আমার চারিপার্শ্বস্থ সুন্দর সুন্দর বালক বালিকাদিগের দিকে চাহিলাম। একবার দূরস্থ প্রাসাদে উপস্থিত হইবার জন্য হৃদয় ব্যাকুলিত হইল, আবার সুন্দর বালক বালিকাদিগের মুখ

দেখিয়া মায়া জন্মিল। আমি কি করিব,—কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

তখন ভালবাসা দুই হস্তে আমার গলা জড়াইয়া আমার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া আদরে আধ আধ স্বরে কহিল, "নাথ, ইহাদের প্রতি যদি তোমার মমতা হয়, তবে ইহাদের লইয়া থাক, ইহাদের সহিত একত্রে আমি কখনও বসবাস করি না।"

ভালবাসার সহিত কয়েক মুহূর্ত্ত আসিয়াই আমার তাহার উপর বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল; আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, ভালবাসাকে হারাইয়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব না। আমি বলিলাম, "প্রিয়তমে, আমি ইহাদিগকে হত্যা করিতেছি, তোমায় ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিব না।"

ভালবাসা আদরে আমার মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "আমি জানি, তুমি শান্তি-নিকেতনে যাইতে পারিবে। এই লও, এই শাণিত ছুরিকা লও,—যেমন ইহাদিগকে পাইবে, অমনি ইহাদের হৃদয়ে আমূল এই ছুরি বসাইয়া দিবে। তাহাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না।"

আমি বলিলাম, "ইহাদের আমি কেমন করিয়া ধরিব? ইহারা যে আমার নিকট হইতে ছুটিয়া পালাইতেছে?"

ভালবাসা দাঁড়াও, আমি ইহাদের ধরিবার লোক ডাকিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া ভালবাসা সেই শান্তিময়ী নদীর তীরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিল। তাহার মধুর স্বর চারিদিকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া অতি দূরে দূরে তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইল। তাহার স্বর বাতাসে সম্মিলিত হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে দুইটী সুন্দরী,—সে সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই, বর্ণনা নাই,—দুইটী পরমা সুন্দরী সরলকায়া বালিকা সেই নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। তাহাদের দেখাইয়া ভালবাসা আমাকে কহিল, "ইহারা দুই বোন্; একজনের নাম 'সুনীতি,' অপরের নাম 'সুশিক্ষা।' ইহারাই কেবল ইচ্ছা, বাসনা, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতিকে দমন করিতে পারে। ইহারাই এই সকল দুষ্ট বালক বালিকা ধরিয়া দিতে পারে। আর আমি যে ছুরি তোমার হস্তে

দিয়াছি, উহার নাম 'সাধনা।' ইহারই সাহায্যে কেবল ইহারা নিহত হয়।"

"সুনীতি" ও "সুশিক্ষা" আমার নিকটস্থ হইলে আমি সাদরে ও সস্নেহে তাহাদের হাত ধরিয়া বলিলাম, "আমি শান্তি-নিকেতনে যাইতে চাহি, এই সকল দুষ্ট বালক বালিকাদিগকে হত্যা করিতে না পারিলে এ নদী পার হইবার উপায় নাই। তোমরা দয়া করিয়া ইহাদের ধরিয়া দাও।"

তাহারা আমাকে কোনই উত্তর না দিয়া বালক বালিকাগণকে ধরিতে ছুটিল। যেমন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র মৃগশাবককে ধরিয়া তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ সুনীতি ও সুশিক্ষা এই সকল বালক বালিকাকে ধরিতে লাগিল। আমিও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এক একটীর হৃদয়ে সেই শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করিলাম। যখন সকল গুলি শেষ হইল, তখনও আমার চক্ষুরুন্মিলন করিতে সাহস হইল না।

আমাকে স্তম্ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভালবাসা কহিল, "নাথ,—চল, আর বিলম্বে আবশ্যক কি?" আমি চমকিত হইয়া চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলাম—আমার সম্মুখে আর সে নদী নাই, তাহার পরিবর্ত্তে সুন্দর মখমল বিনিন্দিত কোমল শ্যামল দূর্ব্বাদল আবরিত বিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তরের প্রান্তসীমায় অতি অপরূপ, বর্ণনার অতীত শান্তি নিকেতন শোভা পাইতেছে।

আমরা নীরবে সেই প্রাসাদের দিকে চলিলাম। পথিমধ্যে আর কেহ কাহারও সহিত কথা কহিলাম না। নীরবে সেই প্রাসাদের দ্বারের নিকট আসিলাম। দ্বার উন্মুক্ত, আমি সাহসে ভর করিয়া স্পন্দিতহৃদয়ে প্রাসাদে প্রবিষ্ট হইবার উদ্যম করিলাম। তখন পশ্চাত হইতে কে ধীরে ধীরে আমার কাপড় ধরিয়া টানিল। আমি ফিরিয়া দেখিলাম,—ভালবাসা।

সে অতি মৃদু স্বরে সভয়ে বলিল, "প্রিয়তম, যাও,—এ প্রাসাদে আমারও প্রবেশাধিকার নাই।" আমি ফিরিয়া দেখিলাম, ভালবাসা অন্তর্হিত হইয়াছে। তখন কেমন আমার হৃদয়ে ভয় হইল। আমি একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম,—পশ্চাতে আর সে শ্যামল প্রান্তর

নাই, সেই সুবিস্তৃত নদী বহমানা হইতেছে। নদীর অপর পারে সেই সকল বালক বালিকা হাসিয়া হাসিয়া ছুটিতেছে। আমি সম্মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—যাহা দেখিলাম তাহার বর্ণনা হয় না।

আমি শান্তি-নিকেতনে প্রবিষ্ট হইলাম। তাহার পর এই মাত্র বুঝিলাম যে, আমার অস্তিত্ব আর নাই।

উপসংহার।

সহসা আমার সজ্ঞা হইল। আমি চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলাম; দেখিলাম, আমি আমার বাড়ীতে নিজ প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ পালঙ্কোপরে শায়িত আছি। আমার স্ত্রী হাসি হাসি মুখে বলিতেছে, "রাত দুপুর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌বেন, আর বেলা ১টা পর্য্যন্ত ঘুমুবেন। বলি, আজ কি আর ওটা টোটা হবে না?"

আমি লম্ফ দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, "মৃণাল, তুমি হয়তো বিশ্বাস কর্ব্বে না,—আমি রাত্রে অনেক যায়গায় গিয়াছিলাম। প্রথম প্রেমরাজ্যে, তার পর শান্তি-নিকেতনে,—কত যে কি—"

আমার স্ত্রী আমাকে প্রতিবন্ধক দিয়া কহিল, "নাও,—কাল নিশ্চয়ই মদ খেয়ে ছিলে,—এখনও নেশা রয়েছে। যাও, সকালে সকালে নাওগে। আমি নেবুর পানা করে রাখ্‌চি। তাইতো বলি,—মদ না খেলে কি আর আমার সঙ্গে ঝগড়া কর।"

আমার আর কোন কথা বলিতে সাহস হইল না; নীরবে উঠিয়া বাহিরে গেলাম। পাছে অপরেও আমাকে মাতাল স্থির করে, এই ভয়ে এ কথা আমি আর এ পর্য্যন্ত কাহাকেও বলি নাই, আমি এখনও এ রহস্য ভেদ করিতে পারি নাই। প্রকৃতই এই সকল অদ্ভুত দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলাম না স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি নাই।

সাহিত্য-শোভা।

নক্সা।

কার্ত্তিক পূজা।

দেশে সভ্যতার স্রোত আসিয়া একে একে সব ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, এমন কি সভ্যতার প্রবল স্রোতে মা-বাপও ভাসিয়া যাইতেছেন,—কেবল স্ত্রী-রূপিনী তরিই একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—দেশে পূজা পার্ব্বন পর্য্যন্ত সব ভাসিয়া চলিল,—দুর্গা-পূজা উঠিল, দোল নিবিল,—রাস রসাতলে গেল, থাকিবার মধ্যে আছে কার্ত্তিক পূজা।

এ পূজা থাকিবারই তো কথা। কার্ত্তিক যে ওরই মধ্যে কতকটা সভ্য ঠাকুর। কার্ত্তিককে সিমলার কালাপেড়ে ধুতি পরান যায়, ভাল লিলেন্ ফ্রুট সার্টও দেওয়া যায়, পায়ে ডসনের বাড়ীর স্প্রীং ওয়ালা চক্‌চকে বার্ণিস্ করা জুতাও পরাইতে পারা যায়, সুতরাং আউট-সাইডার কেহ দেখিলে হঠাৎ অসভ্য বলিতে পারিবে না। কালী, দুর্গা, শিব বা ঐ সকল অসভ্য ও অসভ্যগণের পূজা করিলে ইংরেজরা অনায়াসে বুঝিবে যে, আমরা সাঁওতালছিলাম, এখনও আছি, সুতরাং আর ও সব কুৎসিত ঠাকুর পূজা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই বলিতে ছিলাম, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সকলই গেল, কেবল থাকিবার মধ্যে থাকিল, কার্ত্তিক পূজা।

সে কার্ত্তিক আর এখন নাই। এখন কলিকাতায় কাপ্তেন বাবু ও কার্ত্তিকের বেশে ভেদাভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল ইহাই নহে; পেণ্টেলুন, চোগা, চাপকান পর্য্যন্তও কার্ত্তিকের অঙ্গে উঠিয়াছে, হাতে

ষ্টিক, ওষ্ঠে চুরটও দেখা দিয়াছে। অপেক্ষা কর—আর পাঁচবৎসর—হ্যাটকোট পরা কার্ত্তিকও দেখিতে পাইবে।

ইহার মানে আছে। যাহারা ভক্তিভরে কার্ত্তিকের পূজা করে, তাহারা দেশের ফ্যাসনের এম্পোরিয়ম্। বিলাত প্রভৃতি দেশে রাজকন্যা ও রাজমহিষীগণ যে বেশ ভূষা যখন পরিধান করেন, তখন দেশমধ্যে সেই বেশভূষাই ফ্যাসনে পরিণত হয়। আমরা পরাধীন জাতি, আমাদের রাজা নাই, রাজকন্যা বা রাজমহিষীও নাই, কিন্তু কাণার কি রাঙ্গা বউ লাভ করিবার ইচ্ছা হয় না? নাই বা থাকুক আমাদের রাজা রাজমহিষী, তাই বলিয়া আমাদের ফ্যাসনের সক যাইবে কোথায়? আমাদের ফ্যাসনের স্রষ্টিকর্ত্তা আমরা বাছিয়া বাছিয়া দেশের নারবণিতাগণকে করিয়াছি, তাই কার্ত্তিকও ক্রমে হ্যাট্ কোট্ পরিবার আয়োজন করিতেছেন।

কলিকাতায় যদি কোন পূজা থাকে, তবে তো সে কার্ত্তিক পূজা। সুতরাং যদি পাল-পার্ব্বণের কথাই হইল, তবে কার্ত্তিক পূজাটাই ভাল করিয়া দেখা যাউক।

কিরণের বাড়ী কার্ত্তিক পূজা। কিরণের তিনটী ছেলে দুইটী মেয়ে, সুতরাং ভীত হইবার কোন কারণ নাই। হয়তো অনেকে ভাবিবেন পঞ্চ সুত-সুতার গর্ভধারিণীর বাড়ী যে কার্ত্তিক পূজা হইবে, তাহা দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইবার আর আবশ্যক নাই, কারণ সে ব্যাপারের বেশ বুঝাই গিয়াছে। তবে যদি কিরণ বয়সকালে উপার্জ্জন করিয়া সেই টাকা এ বয়সে কার্ত্তিকপূজায় উড়াইতে মনস্থ করিয়া থাকে, তবে সে সতন্ত্র কথা।

স্বতন্ত্র কথা ইহার মধ্যে কিছুই নাই। আপনি যদি মনে করেন যে, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা দুগ্ধপোষ্যা বালিকার বাড়ী কার্ত্তিক পূজা দেখিবেন, তবে আপনার আশা পূর্ণ হইবে না, দেখিতে হইলে এইরূপ কিরণের বাড়ীই দেখিতে হইবে, যেহেতু এইরূপ পুত্র কন্যার জননী না হইলে সে কখনও স্বীকার করিতে সক্ষম হয় না।

যাহা হউক,—কিরণের পরামর্শানুসারেই হউক, অথবা অযাচিত

হইরাই হউক, একদিন কিরণের দ্বারে এক কার্ত্তিক দেখিতে পাওয়া গেল; হাতে এক পত্র বিলম্বিত। কিরণ প্রথমে রাগ প্রকাশ করিল। ঠাকুর নিক্ষেপক ব্যক্তিকে গালি দিল, তৎপরে নিজ অদৃষ্টের কথা ও দারিদ্র্যের কথা প্রতিবেশীদিগকে বলিয়া দুঃখ প্রকাশান্তর ঠাকুরকে সমাদরে লইয়া গৃহে তুলিল।

কিরণের "বাবু" ছিল; আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যদি কাহারও "বাবু" থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে এইরূপ গর্ভধারিণীগণেরই থাকে। কিরণের "বাবু" ছিল, না থাকিলে কোন জন্মে কর্ত্তিকও পড়িত না। কিরণের "বাবু" না থাকিলে এমন কেহ উন্মাদ এ সহরে ছিল না যে, সে ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া একখানা ঠাকুর ফেলিয়া যাইবে!

বাবুর পূর্ব্ব ইতিহাসে আর প্রয়োজন নাই, তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, বাবু বড়ই কৃপণ ছিলেন, এখনও আছেন বলিয়াই দৃঢ় বিশ্বাস আছে; এতদ্ব্যতীত তিনি চালাকও বটেন। বাবু আসিতে না আসিতে কিরণ নানা ছন্দে কার্ত্তিকের কথা পাড়িল, সকল বিবরণ খুলিয়া বলিয়া কার্ত্তিকের ভূতপূর্ব্ব মালিক ও ক্রেতাকে যথোপযুক্ত গালিও দিল। বাবুও বড় সন্তুষ্ট হইলেন; অর্থব্যয়ে তিনি সর্ব্বদাই অনিচ্ছুক, তবে প্রাণে নিতান্ত সখ আছে বলিয়াই যথা সম্ভব "বাবু" হইয়াগিয়াছেন। ঠাকুরকে বাড়ী হইতে দূর করাই স্থির লইল। ঠাকুরও দূর হইলেন,— কিরণ ঠকিল। সে ভাবিয়া ছিল এক, হইল আর এক,—কিন্তু তাহাই বলিয়া কি কার্ত্তিক পূজা বন্ধ হইল? না, তাহা নহে,—সে অসম্ভব ব্যাপার! কার্ত্তিক আবার আসিল, পূজার আয়োজনও হইল, বাবু মস্তক অবনত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। "তা হ'লেই আমার যথেষ্ট" বলিয়া কিরণ কার্ত্তিক পূজারূপ সাগরে ঝম্প প্রদান করিল।

কাল কার্ত্তিক পূজা। আজ সন্ধ্যার সময় সহর প্রায় ওলট পালট হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কুমারটুলির গলির ভিতর প্রবিষ্ট হয় কাহার সাধ্য? শত সহস্র কার্ত্তিক প্রস্তুত হইতেছে। রৌদ্রে শুকাইতে গেলে কার্ত্তিক পূজা অতীত হইয়া যায়, এইজন্য ঘুঁটের আগুণে

কার্ত্তিক শুখাইতেছে। রং শুখাইয়া উঠে না, তাহাই পাখার বাতাস দিয়া কার্ত্তিককে শুখান হইতেছে। ছোট,বড়, মাঝারি, সখীগণ-পরিবেষ্টিত কত ঠাকুর বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত,— খরিদদারেরও অভাব নাই।

মোড়ে মোড়ে শত শত ঢুলি বসিয়া গিয়াছে। পাড়াগাঁয়ে আজ একটা বিবাহ উপস্থিত হইলে একটাও ঢুলি খুঁজিয়া মেলা ভার হইবে। বোধ হয় কালিকাতার বিশ ক্রোশের মধ্যে আর কোথাও কাহার বাড়ী একটাও ঢোল নাই। যে কখনও ঢোলে কাঠি দেয় নাই, সেও একটা ঢোল কাঁধে করিয়া আসিয়াছে, যে বালক মাতার স্তনপান করিতেছিল, সেও একখানা কাঁশী লইয়া বাবার সঙ্গে আসিয়াছে।

চাটের দোকানে ভয়াবহ বিপর্য্যয় উপস্থিত। আজ চাটের বিক্রয় অনৈসর্গিকরূপ হইবে, অথচ কার্ত্তিক পূজা না হইলেও নহে। এক দিকে যেমন কার্ত্তিক পূজা চাই,—নতুবা চাটের বিক্রয়াধিক্য হইবে কিসে?— অপরদিকে আবার সেইরূপ চাটের দোকান খুলিয়া রাখাও বিশেষ প্রয়োজন; কিন্তু এ দুই কার্য্য সুসম্পন্ন কিরূপে হয়? সহরে প্রায় ত্রিশ সহস্র কার্ত্তিক পূজা হইবে, ত্রিশ হাজার পূজারি চাটের দোকান বন্ধ না করিলে কেমন করিয়া কোথা হইতে জোগাড় হয়? আজ যে রাস্তার মুটেরাও পইতা পরিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া গেল!

কিরণের বাড়ী কার্ত্তিক পূজা। লাল, নীল, সবুজ রংএর কাগজে পত্র মুদ্রিত হইয়াছে,—"বাবু"র ইয়ারগণ সকলেই এক এক খানি "সমন" পাইয়াছেন। বরং বাপের শ্রাদ্ধে অনুপস্থিত থাকা সম্ভব, কিন্তু এ পত্র পাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না যাওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। নেপোলিয়ান বলিয়াছিলেন যে, অসম্ভব কথাটী অভিধান হইতে তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ এ জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। বোধ হয় তিনি স্থানবিশেষের কার্ত্তিক পূজার নিমন্ত্রণ পত্র পান নাই, পাইলে এমন অর্ব্বাচীনের মত কথা কহিতে সাহস করিতেন না।

মাথায় চাদর বাঁধিয়া বুক ঠুকিয়া বাবুরা লাগিয়া গিয়াছেন। ঝাড় ঝুলিতেছে, দেয়ালগিরি শোভিতেছে, চারিদিকে দেবদারুর পাতা সুশোভিত হইয়া কিরণের বাড়ী আজ নিকুঞ্জ কাননে পরিণত হইয়াছে।

আহারের বন্দবস্ত সামান্য,—পানের বন্দবস্ত অসামান্য। অধিক

পরিশ্রম করিলে ক্লান্ত হইতে হয়, ক্লান্ত হইলে এমন কি আহারেও ক্লেশানুভব হইয়া থাকে,এই জন্য কাজের বাড়ীতে কর্ম্ম-কর্ত্তাগণের আহারের বন্দবস্ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—তবে পানের বন্দোবস্ত যথেষ্ট আছে। কার্ত্তিক যে মায়ের আদুরে ছেলে, ছেলেকে পূজা করিতে হইলে মার প্রতি একটু যত্ন প্রদর্শন নিতান্ত আবশ্যক,—না হইলে যে ছেলে চটিয়া যাইতে পারেন। বাবুরা সে বিষয়ের ত্রুটী করিলেন না।

কিরণের বন্ধু ভাবিয়াছিলেন, তিনি কিছু দিয়াই রেহাই পাইবেন, কিন্তু ক্রমে দেখিলেন,—আশের পাশের স্ত্রী-পুরুষ দশ জনে তাঁহাকে দেখাইয়া দিল যে, তিনি প্রকৃতই একজন "বাবু" বটেন। তখন তাঁহার বোধ হইল, এটা না করিলে নয়,—ওটা না করিলে মান একেবারেই থাকে না। বাবু ভাবিলেন,—তিনি কৃপণ বটেন, কিন্তু তাঁহার কৃপণত্ব টিকিল না, তিনি চতুর বটেন, কিন্তু তাঁহার চতুরতাও রহিল না।

পূজা গড়াইল অনেক দূর। সে সকল কথায় আজ কাজ নাই। মনে করিয়াছিলাম, কলিকাতায় কার্ত্তিক পূজার আরও কিছু দেখিব, আরও কিছু দেখাইব, কিন্তু সে পর্য্যন্ত দেখিবার বা দেখাইবার আর ইচ্ছা নাই। "বাবু"র জয় জয়কার করিয়া আমরা ড্রাপ্ সিন্ ফেলিয়া দিলাম। যদি কাহারও আরও কিছু দেখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে অনায়াসেই ড্রপ্ সিনের পশ্চাতে যাইতে পারেন। ঐ মলের রুনু ঝুনু শব্দ, ঘুঙ্গুরের ঝুনু ঝুনু নিনাদ,—সঙ্গে সঙ্গে চূণীদের মধুর তাল লয় যুক্ত বাজনা উঠিতেছে,—সকলইতো শুনিতে পাইতেছেন, ইহাতেই তো বুঝিতে পারিতেছেন যে, কার্ত্তিক পূজা এখনও শেষ হয় নাই।

ভজহরি।

ভজহরি ভায়া আমাদের জন্ম কবি,—অর্থাৎ গর্ভ হইতেই ইনি কবি। ইহাঁকে জন্মিতে দেখি নাই, তবে ইহাঁর আত্মীয় স্বজন বলেন যে, ভজহরি জননীর গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহাও কবিতায় কাঁদিয়া ছিলেন। কেবল ইহাই নহে,—ভজহরির গর্ভধারিনী

তাঁহার জন্মদিবসে বিশেষ ক্লেশ পাইয়াছিলেন। তিন দিবস তিন রাত্রি গর্ভবেদনায় ক্লেশ পান; কত ধাত্রী, কত চিকিৎসক দেখিল,—কিছুতেই কিছু হয় না, তখন বাড়ীতে স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল,—গণৎকার আনিয়া গণনা করা হইল। অবশেষে এক মহা জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত বলিলেন যে, গর্ভস্থ শিশু দ্বিতীয় বাল্মীকি; কবিতার ধ্বনি শুনিলে শিশু নিশ্চয়ই কবিতা শুনিতে বাহির হইয়া আসিবে। তাহাই হইল,—চারি পাঁচ জন ভাল ভাল সাহেব আনাইয়া আঁতুড়-ঘরে সেক্সপিয়ার পাঠ আরম্ভ হইল। কবিত্বময় প্রাণ শিশুরূপী ভজহরি কবিতায় আকৃষ্ট হইয়া গর্ভ হইতে বহির্গত হইলেন,—হইয়া কাঁদিতে হয় বলিয়া কাঁদিলেন,—কিন্তু যে কান্না কাঁদিলেন, তাহা সুন্দর, সুমিষ্ট, অমিত্রাক্ষর ছন্দে।

এমন ছেলে যে বাঁচিবে, এ আশা আর কেহ করে নাই। ভজহরির পিসিমা তো যাকে তাকে বলিতেন, "বাছা আমার বাঁচবে কি? আহা, এমন ছেলে জন্মায় না। বাছা আমার পাড়ার ছেলেদের ঠেস্সায়,—তাও ছড়ায়; ওমা,—আমরা আর কি ছড়া জানি? ভজার কিল্ চড় চাপড়ে কত ভাল ভাল ছড়া বেরোয়।"

সাধে কি বলিতেছিলাম,—এ ছেলে বাঁচিলে হয়? তা ভজহরি ভায়া মরিলেন না,—বাঁচিলেন। কেবল বাঁচিলেন নহে,—দিন দিন সবল সুস্থকায় হইয়া উঠিলেন। তিনি জন্মকবি,—তাঁহার আর লেখা পড়ায় আবশ্যক কি? এইরূপ ভাবিয়া ভজহরির আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে পাঠশালায় পাঠাইলেন না। ভজহরি বাঁচিয়া গেলেন। গ্রামের সব ছেলে পাঠশালায় যাইয়া বেত খায়, তিনি কি ভাগ্যবলে তাহা হইতে এড়াইলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। কেবল যে তাঁহার এই একটা সৌভাগ্য হইয়াছিল একপ নহে,—গ্রামের মেয়েরা তাঁহাকে বড় ভালবাসিত। তিনি যখন যাহার বাড়ী যাইতেন, সেই তখন তাঁহাকে অতি যত্নসহকারে আহারাদি করাইত,—তিনি যেন পাড়ায় শ্রীকৃষ্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ভজহরি বাবু যে কবি, তাহা তিনি স্বয়ংও জানিতেন না। লোকে তাঁহাকে কবি বলিত,—লোকে তাঁহাকে কত আদর করিত, লোকে তাঁহাকে কত ভালবাসিত, পাড়ার তিনি আদুরে-গোপাল হইয়াছিলেন; কিন্তু এ সৌভাগ্য যে তাঁহার কেন হইল, তাহা তিনি ভাল বুঝিতেন না।

না বুঝুন তাহাতে ক্ষতি নাই। তাঁহার লেখা পড়া করিতে হয় না, পাঠশালায় গিয়া গুরুমহাশয়ের নিকট প্রহার খাইতে হয় না। অন্যান্য ছেলেরা বাপ্ মার কাছে কত প্রহার খায়, তিনি তাহা দেখিয়া মনে মনে হাসিতে থাকেন; তাঁহাকে কেহ প্রহার করিতে সাহস করে না।

ভজহরি এইরূপ শিক্ষা পাইয়া যে কিরূপ কবি হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রথম প্রথম ব্যাপারখানা কি তাহা তিনি ভাল বুঝিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু একটু বয়স হইতে না হইতে তিনি সকলই বুঝিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, তিনি কবি,—জন্মকবি, অনৈসর্গিক কবি,—জগতের অদ্বিতীয় কবি।

একটু বয়স হইবামাত্র ভজহরি যাত্রার দলে মিশিয়াছিলেন; সঙ্গে সঙ্গে গঞ্জিকাও ধরিয়াছিলেন। যাত্রার দলের চুই চারিটা গান ও চুটা একটা ছড়া মুখস্থ করিয়া তিনি নিজেও চুটা একটা গান ও ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার নিজের গ্রাম তাঁহার অনৈসর্গিক গান ও ছড়ার প্রকোপে অস্থির হইয়া উঠিল। বৃদ্ধগণ শুনিয়া "আহা মরি" করিতে আরম্ভ করিলেন, স্ত্রীলোক শুনিয়া বলিতে লাগিল, "ভজা বেঁচে থাকুক গো বেঁচে থাকুক।" কেবল ভজহরির সমবয়স্কগণ তাঁহার প্রশংসা শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত ও চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মৃদু হাস্য করিত।

কিয়ৎদিন যাইতে না যাইতে ভজহরি ভাবিলেন, এ ক্ষুদ্র জঙ্গলপূর্ণ অসভ্যদিগের বাসভূমি জঙ্গলে পড়িয়া থাকিলে তাঁহার গুণ জগতে অজানিতই রহিয়া গেল। তাঁহার এমন যে গান আর এমন যে ছড়া সমস্তই "বেনা বোনে মুক্তা ছড়ান" গোছ হইয়া যাইতেছে; সুতরাং তাঁহাকে কলিকাতায় না গেলে চলিতেছে না। সেখানে অনেক লোক আছে—যাহারা তাঁহার কবিত্ব বুঝিলেও বুঝিতে পারে। এ অসভ্য দেশে থাকিলে কোনই উপকার নাই। ভজহরি কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি একটা ছাপাখানা খুঁজিতে লাগিলেন। তিনি পথে আসিতে আসিতে অনেক ভাবনা ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু কবি বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইবার ইহাপেক্ষা সহজ উপায় আর নাই।

তিনি এক ছাপাখানায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে,—তিনি কবি, তাঁহার কবিতা ছাপাইবার আবশ্যক। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার কবি-নাম কলিকাতাসহরে প্রকাশ হইবামাত্রেই ছাপাখানাওয়ালাগণ তাঁহার কবিতা ছাপিবার জন্য ব্যাকুলিত হইবে, কিন্তু একি! এ ছাপাখানাওয়ালাগণের একি আস্পর্দ্ধা। ছাপাখানাওয়ালা তাঁহার কবিতা ছাপিবার জন্য টাকা চাহিল,—এ কোন্ দেশীয় কথা? কোথায় তাঁহাকে টাকা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার সুন্দর কবিতা সকল শিক্ষা করিয়া নিজ অর্থ-ব্যয়ে সেই সকল মুদ্রিত করিবে,—না, আবার টাকা! মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ভজহরি সে ছাপাখানা পরিত্যাগ করিলেন।

তৎপরে তিনি এক এক করিয়া কলিকাতার সমস্ত ছাপাখানায় ঘুরিলেন, কিন্তু সকলেরই সেই এক কথা! সকলেই টাকা চায়,—ইহার অর্থ কি—ইহার মানে কি?

কেহই তাঁহার সুন্দর কবিতাগুলি ছাপিতে চাহে না দেখিয়া ভজহরি কিঞ্চিৎ বসিয়া পড়িলেন, কিন্তু বীরহৃদয় ও কবিহৃদয় সহজে দমিয়া যায় না। ভজহরি ভাবিলেন যে, ইহারা সকলেই মূর্খ,—আমার কবিতার সৌন্দর্য্য বুঝিল না, কোনগতিকে একবার কবিতা ছাপাইতে পারিলে তখন দশ জনে সেই কবিতা পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ হইবে। তখন আর তাঁহার কবিতা ছাপিবার জন্য তাঁহাকে এত কষ্ট পাইতে হইবে না। আজ যাহারা তাঁহার কবিতা ছাপিল না, কাল তাহারাই তাঁহার কবিতা পাইবার জন্য তাঁহাকে কত খোষামোদ করিবে, সব কাজেই প্রথমে একটু ক্লেশ পাইতে হয়।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া ভজহরি চাকরি করিয়া কিছু টাকা হাতে করিবার ইচ্ছা করিলেন,—সেই টাকায় তিনি তাঁহার কবিতা একবার ছাপাইয়া দেখিবেন। মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া তিনি কবিতা ছাপাইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া চাকরি লাভের চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

তিনি ভাবিয়াছিলেন,—তাঁহাকে যে পাইবে, সেই লুফিয়া লইবে। চাকরির জন্য একবার তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই তাঁহার চাকরি তাঁহার পায়ের নিকট আসিয়া গড়াগড়ি যাইবে। তিনি কলিকাতা সহরে চাকরির চেষ্টায় বহির্গত হইলেন।

এবারও সেই দশা। তিনি চাকরি লাভ যত সহজ ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন তাহা তত সহজ নহে। তিনি লেখা পড়ায় "মা" ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি কোন কালে পাঠশালায় জান নাই। বাড়ী হইতে যে দু দশ টাকা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাই বসাখরচ করিয়া তিনি সহরে চাকরির চেষ্টায় ১০।১৫ দিন ফিরিলেন; কিন্তু চাকরি মিলিল না।

তিনি তাঁহার কবিতা ছাপাইবার জন্য এতই ব্যাকুল হইযাছিলেন যে, যে কোন চাকরি করিয়া কিছু টাকা উপার্জ্জন না কবিলেই নয়। অবশেষ তাঁহার একটা চাকরি জুটিল। এ কলিকাতা সহরে সকলেরই চাকরি মেলে,—তাঁহারও মিলিল। তিনি এক যাত্রার দলে চাকরি পাইলেন। ভজহরি গাইতে বা বাজাইতে পারিতেন না, সুতরাং অনেকে হয়তো ভাবিবেন, এতদ্রূপ ভজহরির যাত্রার দলে কি চাকরি হইল? আমাদের বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে.—তবে যখন আমরা ভজহরি ভায়ার জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিবৃত করিতেছি, তখন সকল কথা না বলিলেও নয়। ভজহরি ভায়া যাত্রার দলে তামাক সাজা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু এই চাকবি করিয়া তিনি যে দুই চারি টাকা পাইতেন, তাহা হইতে অধিক বাঁচাইতে পারিলেন না। ছয় মাস চাকরি করিয়া কেবল ছয় টাকা বাঁচাইতে সক্ষম হইলেন। সেই ছয়টী টাকা, আর তাঁহার কবিতা লইয়া তিনি আর একবার কলিকাতার সমস্ত ছাপাখানায় ঘুরিলেন; কেহই ছয় টাকা লইয়া তাঁহার কবিতা ছাপাইতে স্বীকৃত হইল না। সকলেই তাঁহাকে পাগল ঠিক করিয়া তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

এত দিনে ভজহরিকবির হৃদয় দমিল। তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। হয়তো তিনি পাগল হইতেন; সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তিনি একটী নির্জ্জন গলির মধ্যে দেখিলেন যে, একটী ক্ষুদ্র বালিকা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একাকিনী খেলা করিতেছে। ভজহরি নিজ কবিতা ছাপাইবার জন্য পাগল বলিলেও ক্ষতি হয় না; তাঁহার হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তিসকল উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে

প্রলোভিত করিল। তিনি ভাবিলেন, এই বালিকার একখানি গহনা চুরী করিতে পারিলে তাঁহার কবিতা ছাপাইবার আর ভাবনা থাকিবে না। তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তৎপরে বালিকার অঙ্গ হইতে একখানি অলকার ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইলেন, কিন্তু তাহাকে অধিক দূর পালাইতে হইল না; বালিকার চীৎকারে তাহার বাটীস্থ কয়েক ব্যক্তি ছুটিয়া বাহিরে আসিল; তৎপরে ভজহরিকে পলায়নতৎপর দেখিয়া তাহারা "চোর, চোর" বলিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। ভজহরি ধৃত হুইয়া পুলিশে চালান হইলেন।

তাহার পর যাহা হইল, তাহা আর শুনিয়া কাজ নাই। এক্ষণে ভজহরি কলিকাতার দক্ষিণদিকস্থ কোন নিরাপদ স্থানে বাস করিতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি তথায় ঘানি টানিতে টানিতে,—খোয়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে,—কোদাল মারিতে মারিতে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণকে বলেন যে, "এবার জেল থেকে বেরুলেই আমি কবিতা ছাপাইব। দেশের লোক আমাকে চিন্‌লে না,—এই দুঃখ!" কিন্তু তাঁহার দুঃখ এই ভয়ানক স্থানে কেহই বুঝিতে সক্ষম হইল না। সকলে তাঁহাকে লইয়া উপহাস বিদ্রূপ করিত; ভজহরি কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেন—আজও বলেন, "হায়,—কেউ আমাকে চিন্‌তে পার্লে না।"

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

গল্প।

বৃন্দাবন।

(পৌরাণিক গল্প।)

নন্দঘোষের আলয়ে শ্রীকৃষ্ণ লালিত পালিত হইতে ছিলেন। নন্দ গোপবংশে প্রধান; বৃন্দাবনের চতুষ্পার্শ্বস্থ গোপগণ নন্দকে তাহাদের রাজা বলিয়া ভক্তি ও মান্য করিত। নন্দের পুত্র-কন্যা ছিল না,—কৃষ্ণই নন্দের আদরের পুত্তলী, যশোদার নিলমণী। বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণ, নন্দ ও যশোদার আদর পাইয়া একরূপ আহ্বেগোপাল হইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না; ক্ষির ননী সরের অভাব নন্দের আলয়ে ছিল না। শত শত দুগ্ধবতী গাভী নন্দের আলয়ে শোভা পাইত। কৃষ্ণ পিতা মাতার নিকট ক্ষির ননী সর তো পাইতেনই, ইহার উপর আবার চুরী করিয়া খাইতেও ছাড়িতেন না।

এইরূপে কৃষ্ণ ক্রমে যৌবনের প্রারম্ভে উপনীত হইলেন। তাঁহারা সকলে গোপবালকগণ দুই প্রহরে যমুনার তীরে বিস্তৃত বৃন্দাবনের মাঠে গরু চরাইতে যাইতেন। নবদুর্ব্বাদল-সুশোভিত প্রান্তরে গাভীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা নানারূপ খেলায় মনোনিবেশ করিতেন। সে সকল বালসুলভ খেলার বর্ণনায় আবশ্যক কি? কেবল যে খেলা ছিল

এরূপ নহে, গীত বাদ্যও ছিল,—এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণ সুন্দর বাঁশী বাজাইতে পারিতেন। কদম্ববৃক্ষের শাখায় বসিয়া তিনি চারিদিকে প্রতিধ্বনি জাগাইয়া বংশীনিনাদ করিতেন।

কিন্তু তাঁহাদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের খেলারও পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। দুই প্রহরে বৃন্দাবনের গোপিনীগণ যমুনার জল লইতে আসিতেন; তাঁহারা কৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনিতে বিমুগ্ধ হইয়া রাখালবালকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না,—কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত উপহাস রসিকতা করিতেও ছাড়িতেন না।

ক্রমে এমন হইল যে, গোপিনীগণের আর গৃহে মন টিকে না,—কৃষ্ণের সহিত যমুনার তীরে কথোপকথন রঙ্গরস করিতে প্রাণ সদাই ব্যাকুল হয়। দূর হইতে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলে গোপিনীগণ গৃহকর্ম্ম ভুলিয়া যায়,—নানা ছলে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যমুনার তীরে প্রধাবিত হয়। ক্রমে এমনই হইল যে, সময়াসময় তাহারা বিস্মৃত হইল; যখনই তাহারা কৃষ্ণের সুমধুর বংশীধ্বনি শুনিত, তখনই যমুনার দিকে ছুটিত। ক্রমে রঙ্গরহস্য প্রেমে পরিণত হইয়া পড়িল। এ কথা কয় দিন গোপন থাকে? দেখিতে দেখিতে বৃন্দাবনবাসী গোপগণ সকলেই এ কথা শুনিল, গৃহে গৃহে কলহ দ্বন্দ্ব বিরহ উপস্থিত হইল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নন্দের আদরের দুলাল,—কেবল যে তিনি নন্দেরই আদরের পুত্তলী এরূপ নহে,—গোপগণ তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেও তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করে না,—শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিতেও তাহাদের প্রাণ চাহে না; কৃষ্ণের সেই হাসি হাসি মুখখানি দেখিলে সকলেই বিমুগ্ধ হইত, কেবল যে বৃন্দাবনের গোপিনীগণ বিমুগ্ধা হইয়াছিল এরূপ নহে, কৃষ্ণকে যে কখন দেখিয়াছে, সেই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই।

কৃষ্ণ বৃন্দাবনের ষোড়শত গোপিনীকে ভাল বাসিতেন, তাহারাও তাঁহাকে সকলে ভালবাসিত। কে যে তাঁহাকে অধিক ভালবাসিত, আর কে যে তাঁহাকে অল্প ভালবাসিত; তাহা স্থির করিবার উপায় ছিল না। শেষ একজনের হৃদয়ে এই অতুলনীয় ও অনির্ব্বচনীয় ভালবাসার পূর্ণবিকাশ হইল।

তিনি আয়ান ঘোষের স্ত্রী রাধা। জগতে কেহ কখন যদি ভাল-

বাঁসিয়া থাকে, তবে সে রাধা। ভালবাসা যদি এ সংসারে কোনকালে মূর্ত্তিমতী হইয়া থাকে, তবে সে রাধার হৃদয়ে মূর্ত্তিমতী হইয়াছিল।

রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের কথা ভারতীয় কবিগণ নানাবিধ প্রকারে বর্ণিত করিয়া গিয়াছেন। কবি এ প্রেমের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যে চক্ষে দেখিয়াছেন, সাধক এ প্রেমের অভাবনীয় ও অনির্ব্বচনীয় ভাব যে ভাবে দেখিয়াছেন, প্রেমিক এ অতুলনীয় প্রেম হৃদয়ে যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার সমস্তই ভারতীয় কবিতায় ও সঙ্গীতে গ্রথিত হইয়া ভারতের গ্রামে গ্রামে গীত ও পঠিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে।

রাধার প্রাণ কৃষ্ণময় হইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ ভিন্ন আর যে কেহ স্বতন্ত্র রাধা আছে, তাহা তাঁহার আর জ্ঞান ছিল না। রাধা দূরে যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণের বংশী-ধ্বনি শুনিলে উন্মাদিনীর ন্যায় সেই দিকে ছুটিতেন,—লোকলজ্জার ভয় করিতেন না,—জলঝড় মানিতেন না,—সহস্র বাধা বিপত্তিতেও রাধার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না।

স্বয়ং ভগবান জগতে প্রেমের বিকাশ দেখাইবার জন্য কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—হিন্দুর এই বিশ্বাস। কৃষ্ণের বাল্য-লীলা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণজীবনে বহুবিধ অভূতপূর্ব্ব ঘটনার উল্লেখ আছে। আমরা দুই একটী এইখানে বলিব।

শিশু কৃষ্ণ পুতনা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কংসরাজাকে নিধন করিয়া মথুরায় গিয়া রাজা হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া গিয়া কালীয় নামক সর্পকে দমন করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের আরও বহুবিধ অদ্ভুত বিবরণ আছে, কৃষ্ণকে এক সময়ে বৃন্দাবনবাসীগণ নানা স্থানে দেখিতে পাইত।

বৃন্দাবনবাসিনীগণ লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে প্রকাশ্যভাবে বৃন্দাবনের সুন্দর নিকুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রেমোচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইত। কুঞ্জে কুঞ্জে কৌমুদিবিধৌত রাত্রে প্রেমের তরঙ্গ খেলিত। প্রত্যহ রাত্রে এই কাণ্ড দেখিয়া রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ভগিনী কুটিলার মুখে রাধার কৃষ্ণের সহিত নিকুঞ্জ-

লীলার কথা শুনিয়া আয়ান ঘোষ আজ কৃষ্ণকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বৃহৎ এক যষ্টি হাতে কুঞ্জকুটীর দিকে ছুটিলেন। কুঞ্জমধ্যে রাধা ও কৃষ্ণ প্রেমের রঙ্গে নিমগ্ন ছিলেন। আয়ানের পদশব্দ শুনিয়া রাধা ভয়ে আকুলিতা, – তিনি কৃষ্ণের হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া বলিলেন, "প্রিয়তম, আয়ান আসিতেছে।—রক্ষা কর।" কৃষ্ণ বলিলেন, "প্রিয়তমে, ভয় কি? আমি কালী হইতেছি, তুমি আমাকে পূজা কর।" এই বলিয়া কৃষ্ণ মুহূর্ত্তমধ্যে কালিরূপ ধারণ করিলেন। আয়ান বড়ই কালি-ভক্ত ছিলেন, কুঞ্জে কৃষ্ণসহ রাধিকাকে প্রেমরঙ্গে উন্মত্ত দেখিবেন ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না দেখিতে পাইয়া দেখিলেন, স্ত্রী নৃমুণ্ড-মালিনীর পূজায় নিমগ্না। স্ত্রীকে ভক্তিমতী দেখিয়া আয়ান হৃদয়ে প্রকৃতই বড় সুখানুভব করিলেন। আমাদের জনৈক কবি আয়ানের এই সময়ের হৃদয়ভাব অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। কালী দেখিয়া আয়ান বলিতেছেন, –"কইরে কুটিলে, কুঞ্জে শ্রীনন্দের নন্দন কই?"

রাধিকার হৃদয়ে প্রেম কতদূর রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্য যেন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়া রাজাধিরাজ মহারাজ হইলেন। এখন তাঁহার বৃন্দাবনের বাল্য খেলা একে একে হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। রাধাকে কৃষ্ণ বিস্মৃত না হউন, রাজকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া তিনি তাঁহার কথা একরূপ ভুলিয়া গেলেন। সে সকল কথায় আমাদের আর প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণবিরহে রাধিকা কিরূপ অধীরা হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের দেশের ক্ষুদ্র হইতে কবিকুলচূড়ামণিগণ সকলেই চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কৃষ্ণ বৃন্দাবনে আর নাই, কিন্তু তাহাতে রাধার হৃদয় হইতে তিনিতো আর অন্তর্হিত হইতে পারেন নাই? রাধা চারিদিকেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। দূরস্থ বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া প্রধাবিত সমীরণের ঘন ঘন শব্দ শুনিয়া ভাবিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের বংশীনিনাদ; দূরস্থ তমাল বৃক্ষ দেখিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহার কৃষ্ণ দূরে দাঁড়াইয়া আছেন; সেই বৃক্ষ দেখিয়া তিনি আদরে প্রেমভরে বলিতেছেন, "বঁধু, পরের মত দূরে দাঁড়াইয়া কেন? এস, কাছে এস, কাছে এসে অর্দ্ধেক আঁচলে বস।" কবি তাঁহার হৃদয়ভাব অতি সুন্দরভাবে নিম্নলিখিত ছত্রে

চিত্রিত করিয়াছেন ; কবি বলেন, রাধা "যে দিকে ফিরায় আঁখি" সেই দিকেই কৃষ্ণকে "পায় দেখিতে।"

কৃষ্ণ-রাধার প্রাণ আমাদের অস্থিতে অস্থিতে মিশিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার তিনটী প্রধান লীলা আমাদের দেশের তিনটী প্রধান অঙ্গ। ঝুলন, রাস ও দোল এ ভারতবর্ষে না থাকিলে ভারতের অর্দ্ধেক উৎসব বিলুপ্ত হয়। কৃষ্ণপ্রেম ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে অন্ততঃ একটুও প্রবাহিত হইতেছে বলিয়াই তাহারা এখনও পশুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। এই প্রেমের উপর ভারতের ধর্ম্ম সংস্থাপিত বলিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। মুসলমানগণের প্রকোপে, খৃষ্টিয়ানগণের প্রলোভনেও এ হিন্দুধর্ম্ম সমভাবে ভারতে বিরাজমান রহিয়াছে।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।

(ঐতিহাসিক গল্প।)

ফ্রান্সের দক্ষিণে ভূমধ্যস্থ সাগরে কর্সিকা নামে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল, এই দ্বীপে সামান্য গৃহস্থের আলয়ে নেপোলিয়ান জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়েই নেপোলিয়ান যুদ্ধবিদ্যা বিনা শিক্ষায় অনেক আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের সমস্ত বালক মিলিয়া যুদ্ধখেলা খেলিতেন। তাঁহারা সকলে সমপাঠিগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বরফের মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেন, বরফের গোলা নির্ম্মিত করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেন।

অতি অল্প বয়সেই লেখাপড়া পরিত্যাগ করিয়া নেপোলিয়ান ফরাসী রাজসৈন্যে একটী সামান্য সৈনিকের পদ লাভ করিয়া নিজ মাতৃভূমি

করসিকা পরিত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে আসিলেন। তিনি দুই চারি বৎসর চাকরি করিতে না করিতে ফ্রান্সে বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে বিপ্লবের সময় নেপোলিয়ান প্যারিস নগরে একটী হোটেলে বাস করিতে ছিলেন। তিনি এই বিপ্লবে যোগদান করিলেন না। স্বদেশবাসীগণ আপনা আপনি কাটা কাটি করিয়া মরিতেছে দেখিয়া তিনি হৃদয়ে বড়ই ব্যাথা পাইলেন বটে, কিন্তু দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন, বিপ্লবের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখিলেন না। তিনি দেখিলেন, আজ এ দল আধিপত্য লাভ করিল, কাল আবার তাহাদের সকলের শিরঃচ্ছেদ করিয়া আর একদল লোক আধিপত্য লাভ করিল। এইরূপে প্রত্যহই প্যারিশ নগরে লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নেপোলিয়ান ফরাসী বিপ্লবের প্রবল তরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রথমে প্রবল বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন, তাঁহার সে ক্ষমতা আছে, যে ক্ষমতায় তিনি এক সময়ে এই উত্তাল তরঙ্গময় বিপ্লবকে শান্তিময় করিতে সক্ষম হইবেন।

ফরাসিবিপ্লবের ফলস্বরূপ ফরাসী দেশে প্রজাতন্ত্র-প্রণালী শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হইল। সেই শাসনাধীনে নেপোলিয়ান লেফ্‌টেনান্টের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা তাঁহার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে যেন গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার অসীম সাহস, ধীর প্রকৃতি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারীগণ সকলেই তাঁহাকে একজন সুদক্ষ সেনানী বলিয়া জানিলেন। সুতরাং সৈনিকপদে তিনি অতি শীঘ্র উন্নীত হইতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিন বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

নেপোলিয়ানের জীবনের প্রারম্ভবৃত্তান্ত যে টুকু না বলিলে নহে, তাহাই বলিয়া আমরা এক্ষণে তাঁহার জীবনের যে গল্পটী বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাই বলিব। কয়েক বৎসরের মধ্যে নেপোলিয়ান প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফরাসী সেনাগণের তিনি অতি প্রিয় হইয়া উঠিলেন, তাঁহার জন্য ও তাঁহার কথায় ফরাসীসেনা তৃণের ন্যায় জীবন উৎসর্গীকৃত করিত। তিনি আজ এ

যুদ্ধ, কাল ও যুদ্ধ,—প্রত্যহ নানা যুদ্ধ জিতিতে আরম্ভ করিলেন। অজেয় বলিয়া তাঁহার নাম সমস্ত ইয়োরোপ প্রদেশে বিখ্যাত হইল। ইয়োরোপীয় সম্রাটগণ নেপোলিয়ানের নামে কাঁপিতে লাগিলেন।

এইরূপে নেপোলিয়ান যে অতি শীঘ্রই ফরাসী রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তিনি ফরাসী রাজ্যের শাসনকর্ত্তাপদে মনোনীত হইলেন ও ডিক্টেটর বলিয়া জগতে খ্যাত হইলেন। কিন্তু নেপোলিয়ান ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না, দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতে তিনি ফরাসী জাতির সম্রাট নাম ধারণ করিয়া ফরাসী সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন।

এই সময়ে তিনি ইয়োরোপের প্রায় অধিকাংশ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, এক এক দেশে তাঁহার এক এক ভ্রাতাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন; তিনি বুঝিলেন, ইহাতেও তাঁহার সিংহাসন সুদৃঢ় হইতেছে না। তিনি গরিবের সন্তান সম্রাট হইয়াছেন বলিয়া অন্যান্য রাজাগণ প্রকাশ্যে তাঁহাকে ভয় করিলেও, আন্তরিক তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। এই-সকল কারণে, যদি কোন গতিকে তিনি কোন ইয়োরোপীয় সম্রাটবংশের সহিত কুটুম্বিতা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সিংহাসন প্রকৃতই সুদৃঢ় হইবার সম্ভাবনা।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া নেপোলিয়ান অষ্ট্রিয়াদেশাধিপতির কন্যা রাজকুমারী আগষ্টা মেরিয়ার পাণীগ্রহণে ব্যগ্র হইলেন। ভয়েই হউক, অথবা যে কারণেই হউক. অষ্ট্রিয়াধিপতি এ বিবাহে সম্মতও হইলেন; কিন্তু নেপোলিয়ান বিবাহিত, তাঁহার স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কোনমতেই আর বিবাহ করিতে পারেন না। যে স্ত্রীর অতুলনীয় প্রণয়ে তিনি সর্ব্বদা বলিয়ান হইয়া, যাহার প্রেমমাখা হাসি মুখ দেখিয়া তিনি সর্ব্বদা উৎসাহিত হইয়া, যাহার মধুময় কথা শুনিয়া তিনি সর্ব্বদা আশ্বাসিত হইয়া তিনি অবশেষে ফরাসী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কোন্ প্রাণে সেই স্ত্রীকে তিনি পরিত্যাগ করিবেন?

কিন্তু তাঁহার প্রাণসমা প্রিয়তমা ভার্য্যা জোসেফাইন তাঁহার মুখে না হউক, অন্যের মুখেও একথা শুনিলেন। কিন্তু তাঁহার ভালবাসা তো তাঁহার নিজের জন্য নহে, তিনি নেপোলিয়ানকে ভালবাসিতেন নেপোলি-

স্নানের জন্য, সুতরাং ফরাসী সিংহাসন সহ প্রিয়তম নেপোলিয়ানকে পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল না। নেপোলিয়ান সুখী হইবেন, নেপোলিয়ান নিরাপদ হইবেন, নেপোলিয়ান বড় হইবেন, ইহাতে জোসেফাইনের আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তাহাতে তাহার কষ্ট হইবে, তাহাতে তাহার হৃদয়ে বেদনা অনুভূত হইবে,—হইলইবা! সে যে নেপোলিয়ানের সুখের জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পারে।

জোসেফাইন সকলই শুনিয়াছিল, নিপোলিয়ানও সে কথা জানিয়াছিলেন। কেমন আপনা আপনিই তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতে ছিল। সন্ধ্যা হইতে জোসেফাইন উদ্বিগ্নহৃদয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সামান্য শব্দে স্বামীর পদশব্দ ভাবিয়া চমকিত হইয়া দ্বারের দিকে ছুটিতেছিলেন, কিন্তু রাত্রি ক্রমেই অধিক হইতে লাগিল, তবুও জোসেফাইনের নিকট নেপোলিয়ান আসিলেন না।

তখন ভগ্নহৃদয়ে হতাশচিত্তে জোসেফাইন শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন, একখানি পুস্তক লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন নানা চিন্তায় পূর্ণ, তিনি কিছুই পড়িতে সক্ষম হইলেন না, এই সময়ে তিনি চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন,—পার্শ্বে নেপোলিয়ান।

জোসেফাইন নেপোলিয়ানকে দেখিলে জগত ভুলিয়া যাইতেন। নেপোলিয়ানকে পার্শ্বে দেখিয়া জোসেফাইনের হৃদয় হইতে সকল ভাবনা, সকল চিন্তা অপসারিত হইল। জোসেফাইন্ সেইরূপ হাসি হাসি মুখে উঠিয়া স্বামীর হৃদয়ে মুখ লুকাইল; কিন্তু নেপোলিয়ানের এ দৃশ্য হৃদয়ে সহিল না। যাঁহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন বলিয়া জগতে বিদিত, যে নরকে সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত করিয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইত না, যাহার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও কখনও ব্যাকুলিত হইত না, যাহার চক্ষে এ পর্য্যন্ত কেহ জল দেখে নাই,—সেই নেপোলিয়ান ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া প্রবল বেগে জলধারা বহিল; প্রকৃতই তিনি জোসেফাইনকে বড় ভালবাসিতেন।

জোসেফাইন কিন্তু আজ কাঁদিলেন না, তিনি স্বামীর চক্ষুজল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম, আমি সকলই শুনিয়াছি, কিন্তু দেখ,—আমিতো কাঁদিতেছি না,—তবে তুমি কাঁদ কেন?'

জোসেফাইন যদি ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, জোসেফাইন যদি কাঁদিয়া তাঁহার হৃদয় ভাসাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তো তাঁহার হৃদয়ে এত বেদনা অনুভূত হইত না। নেপোলিয়ান বলিলেন, "জোসি, তুমি দেবী, আমি পশুরও অধম। তাই তুমি কাঁদ না,—আমি কাঁদি।"

এবার জোসেফাইন মন প্রাণ খুলিয়া কথা কহিলেন। স্বামীর সম্মুখে সাহস করিয়া সে কখন এত কথা কহেন নাই। জোসেফাইন বলিলেন, "নাথ, তোমার জন্য আমি জলন্ত অগ্নিতে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মরিতে পারি, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিব, একি বড় কঠিন কার্য্য? তোমার সুখের জন্য, তোমার নিরাপদের জন্য, তোমার সম্রাজ্যের জন্য, ফ্রান্সের জন্য আমি আমার হৃদয়কে বলি দিব, ইহা কি বড় কঠিন বিষয়? প্রিয়তম, তোমাকে বুঝাই আমার কি সাধ্য? তোমার বলিয়ান হৃদয়ে আমি বল দি, আমার এমন ক্ষমতা কোথায়? আমি যদি কষ্ট পাইতাম, আমি যদি কাঁদিতাম, তাহা হইলে তুমি কষ্ট পাইতে; তাহা যখন নয়, তখন দুঃখ কিসের?'

কিন্তু ইহাতে নেপোলিয়ানের হৃদয় প্রবোধ মানে কই? ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের শান্তি আইসে কই? তখন জোসেফাইন আবার নেপোলিয়ানের হাত দুটী ধরিয়া সাদরে কহিলেন, "নাথ, আজ আমার সুখের শেষ দিন, আজ আমাকে সুখী হইতে দাও, আজ আমাকে শেষ হাসি হাসিতে দেও,—আজ আমি কাঁদিব কেন?"

পরদিবস নেপোলিয়ান যখন রাজসভায় আসিলেন, তখন সকলে দেখিল—তাঁহার আকৃতির ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া গিয়াছে, এক রাত্রে যেন তাঁহার দশ বৎসর বয়স বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে। সকলেই সকল বুঝিল, কিন্তু কেহই কোন কথা কহিতে সাহস করিল না।

পরদিবস জোসেফাইন স্বামীর সুখের জন্য স্বামী পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ জাহাজ হইতে ফরাসী উপকূল দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, ততক্ষণ তাহার চিরকমনীয় চিরপ্রফুল্লিত মুখে হাসি বই আর কিছুই ছিল না; কিন্তু তৎপরে তিনি জাহাজের যে

ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথা হইতে আর নিষ্ক্রান্ত হয়েন নাই।

পুরাণে ও উপন্যাসে এরূপ পতিভক্তি আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু ইতিহাসে এ পর্য্যন্ত আমরা এরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই।

সাবিত্রী।

(ব্রতকথা।)

হিন্দুকুলমোহিলাগণ যত প্রকার ব্রত করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে "সাবিত্রী ব্রত"ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রধান। কোন একটী সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তাঁহার নামে পূজা-দান-ধ্যানাদি করার নাম "ব্রত।" হিন্দুমোহিলাগণের ব্রতপদ্ধতি যে কত ভাল, তাহা বলা যায় না। আমরা ব্রতপ্রধান "সাবিত্রী ব্রতের" "ব্রতকথা" পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিব।

রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়া রাজমহিষীকে লইয়া নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। একটী মাত্র পুত্রই তাঁহাদের জীবনের অবলম্বন। তাঁহাদের পুত্র সত্যবান বনে বনে বিচরণ করিয়া অন্ধ পিতামাতার জন্য আহারীয় সংস্থান করিয়া আনিতেন। অরণ্যমধ্যে একরূপ দুঃখে সুখে রাজারাণী বাস করিতেছিলেন।

নিকটস্থ প্রদেশাধিপতির একমাত্র আদরের কন্যা সাবিত্রী একদিন কানন পরিভ্রমণে আসিয়া সত্যবানকে দেখিলেন। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সেইদিন হইতে প্রত্যহ সাবিত্রী নানা ছলে সেই অরণ্যে আসিয়া সত্যবানের সহিত সুখে সময়াতিবাহিত করিতেন; এই-রূপে উভয়ের হৃদয়ে প্রেম দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের প্রণয়কথা তাঁহাদের পিতামাতাগণও শুনিলেন; শুনিয়া তাঁহারা দুঃখিত হইলেন না; সত্যবানের পরিচয় পাইয়া সাবিত্রীর পিতা

স্বজ্ঞাসদগণসহ অরণ্যে সত্যবানের অন্ধ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। উভয়ের বিবাহসম্বন্ধে বহুক্ষণ ধরিয়া কথোপকথন হইল, অবশেষে সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ স্থির হইয়া গেল,—বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল। এই সময়ে বিবাহে এক বিশেষ বিঘ্ন ঘটিল।

জনৈক ঋষি গণনা করিয়া বলিলেন যে, এ বিবাহে সমূহ অনিষ্ট উপস্থিত হইবে; সত্যবান বিবাহের পর হইতে ঠিক এক বৎসর মাত্র জীবিত থাকিবেন, সুতরাং কোনমতেই এ বিবাহ যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে জানিয়া শুনিয়া সাবিত্রীকে বৈধব্যাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করা হইবে। সাবিত্রীর পিতামাতা এ কথা শুনিয়া এ বিবাহ প্রদানে সম্পূর্ণই অসম্মত হইলেন।

সাবিত্রী শুনিলেন; কিন্তু সত্যবানের নিজ জীবন ভবিষ্যতের কি গাঢ় অন্ধকারে আবরিত, তাহা তিনি নিজে জানিতে পারিলেন না। সাবিত্রী শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রণয়সম্মুখে সত্যবানের মৃত্যু তিষ্ঠিতে পারিল না। সাবিত্রী পিতামাতার চরণযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "সত্যবানের সহিত যদি আমার বিবাহ না হয়, তবে আমি আর একদিনও বাঁচিব না। আমাকে হত্যা করিতে যদি চাহেন, তবে এ বিবাহ দিবেন না; এ বিবাহ না হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।"

সাবিত্রীকে তাঁহারা প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। সাবিত্রীর সুখের জন্য তাঁহারা সকলেই করিতে পারিতেন। সাবিত্রী এ বিবাহ না হইলে আজীবনের জন্য দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়, সাবিত্রীর জীবনে ভবিষ্যতে কি দুঃখ হইবে আর কি দুঃখ হইবে না, তাহা ভাবিয়া তাহাকে আজ কেন দুঃখসাগরে নিমগ্ন করা হয়? তাঁহারা ঋষির কথা শুনিলেন না, সত্যবানের সহিতই সাবিত্রীর বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন।

সেই অরণ্যমধ্যে যেরূপ সমারোহ সম্ভব, সেইরূপ সমারোহে সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ হইয়া গেল। সাবিত্রী পিত্রালয়ের সমস্ত সুখসচ্ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর কুটিরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীর সহিত প্রত্যহ কাষ্ঠ ও ফলাহরণের জন্য বনে বনে বিচরণ করিতেন, এক মুহূর্তের জন্যও সত্যবানকে ত্যাগ করিয়া থাকিতেন না।

কিন্তু তিনি ঋষির গণনাও বিস্মৃত হয়েন না। তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশে ঋষির কথাগুলি অঙ্কিত ছিল। বিবাহের পর যত দিন অতীত হইয়াছে, সাবিত্রী এক এক দিন করিয়া সমস্তই গণিয়া রাখিয়াছেন।

ক্রমে বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমে সাবিত্রীর বিবাহের পর ঠিক এক বৎসর পূর্ণ হইল। সাবিত্রী দিন গণনা করিতেছিলেন, সে দিনও তাঁহার ঠিক করিতে ক্লেশকর হইল না। অতি ব্যাকুলচিত্তে সাবিত্রী সে দিবস অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিলেন, কিন্তু নিজ হৃদয়ের ব্যাকুলতাকে হৃদয়ে গোপন রাখিয়া গৃহকর্ম্মে মন দিলেন। শ্বশুর ঠাকুর ও শাশুড়ি ঠাকুরাণীর আশাবাদি হইলে তাঁহারা উভয়ে একত্রে আহার করিলেন; তৎপরে একটু বিশ্রামের পর সত্যবান কুঠার হস্তে কাষ্ঠ আহরণের জন্য বাহির হইবার উদ্যম করিলেন দেখিয়া সাবিত্রী কহিলেন, "নাথ, আজ বনে যাইয়া কাজ নাই।" সত্যবান চমকিত হইয়া সাবিত্রীর দিকে ফিরিলেন, সাবিত্রীর স্বরে যেন কি এক অভূত-পূর্ব্ব ভাব মিশ্রিত হইয়াছে—তিনি যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ সাবিত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "সাবিত্রী, আজ তোমার এ ভাব কেন? তুমি তো আমাকে কোন দিন বনে যাইতে নিষেধ কর নাই?" সাবিত্রী নিজ হৃদয়ভাব লুকাইয়া কহিলেন, "নাথ, আজ থাক্, আজ যেন আমার প্রাণ কেমন কেমন করিতেছে।" সত্যবান হাসিয়া সাবিত্রীর হাত ধরিলেন, তৎপরে প্রেমভরে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "সাবিত্রী, তোমার ছেলেমানুষী চিরকালই থাকিবে? আমি কি কচি ছেলে যে, বনে গেলে আমি হারাইয়া যাইব?" সাবিত্রী কহিলেন, "তবে যদি একান্ত যাও, আমিও সঙ্গে যাইব, আজ আমি তোমাকে ছাড়িব না।"

সত্যবান কহিলেন, "দেখ, প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল, ফিরিতে হয়তো আমার রাত হবে; রাত হ'লে জঙ্গলে তুমি কষ্ট পাবে।" সাবিত্রী কোন ওজর আপত্তি শুনিলেন না, বলিলেন, "আমি আজ তোমাকে একাকী যাইতে দিব না।" সত্যবান হাসিয়া সাবিত্রীকে সঙ্গে লইলেন। তখন

দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে গভীর অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। সূর্য্য পশ্চিম গগণে ধীরে ধীরে ডুবিবার উপক্রম করিতেছেন। ব্যাকুলচিত্তে সাবিত্রী পুনঃপুনঃ সূর্য্যের দিকে চাহিতেছেন,—আর অর্দ্ধঘটিকা অতীত হইলেই তাঁহার সকল আশঙ্কা দূর হয়। পার্শ্বে সত্যবান কত হাসি হাসিতে হাসিতে—কত কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন। আজ ইঁহার কি মৃত্যু সম্ভব?—একথা উন্মাদ ভিন্ন আর কেহ বিশ্বাস করিবে না। সাবিত্রী মনে মনে ভাবিলেন, ঋষি যাহা গণিয়াছিলেন, তাহা কিছুই নহে, কেবল মিথ্যাকথা বলিয়া তাঁহাদের বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন মাত্র।

এই সময়ে পার্শ্বস্থ বৃক্ষে কাষ্ঠ আহরণের জন্য সত্যবান উঠিলেন; কিন্তু বৃক্ষে উঠিয়াই বলিলেন, "সাবিত্রী, একি। হঠাৎ আমার মাথা ধরিল কেন? আমি যে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি।" শুনিয়া সাবিত্রীর হৃদয় হৃদয়ে নিমগ্ন হইয়া গেল; পদাঙ্গুলী হইতে কেশ পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল, সাবিত্রীর মুখে বাক্যস্ফূরিত হইল না। অবশেষে অনেক কষ্টে হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিয়া সাবিত্রী কহিলেন, "নাথ, নেবে এস, একটু বিশ্রাম কর।"

সত্যবান বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান রহিতে পারিলেন না। তিনি সাবিত্রীর জানু-উপরি মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুমূর্ষকাল উপস্থিত হইল। সেই গভীর অরণ্যমধ্যে একাকিনী সাবিত্রী স্বামীর অচেতন দেহ ক্রোড়ে লইয়া কত কাঁদিলেন, সত্যবানকে কত আদরে ও স্নেহে ডাকিলেন, কিন্তু হায়, সত্যবান আর চক্ষুরুন্মিলিত করিলেন না।

যমের দূত সত্যবানের প্রাণ যোমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য আসিল, কিন্তু সতীর ক্রোড়ে সত্যবান শায়িত, যমদূতের কথা তো দূরে থাকুক, স্বয়ং যমও সতীদেহ স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে। যমদূতগণ যমরাজাকে গিয়া সম্বাদ দিল,—সতীক্রোড়ে সত্যবান স্থিত, কাহার সাধ্য যে দেহ স্পর্শ করে! তখন স্বয়ং যমরাজা সত্যবানকে আনিবার জন্য চলিলেন, কিন্তু তিনিও সাবিত্রীকে স্পর্শ করিতে পারিলেন না। স্বামী-

দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, অনেক প্রলোভনও দেখাইলেন,পরে বলিলেন, "তুমি সত্যবানের প্রাণদান ব্যতীত যে বর চাহ দিতেছি। সাবিত্রী একটু ভাবিল, তৎপরে স্বামীদেহ পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যদি সদয় হইলেন, তবে এই বর দিন—যেন আমার শ্বশুর শাশুড়ীর চক্ষু পুনরায় লাভ হয়।" "তথাস্তু" বলিয়া যম সত্বর সত্যবানের প্রাণ লইয়া বিদায় হইলেন , কিন্তু কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে যম ফিরিয়া দেখিলেন—পশ্চাতে সাবিত্রী। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সাবিত্রী, তুমি কোথায় আসিতেছ? যাও যাও, গৃহে ফিরিয়া যাও।" সাবিত্রী কাতরে কহিলেন, "আপনি আমার স্বামীকে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আমি কোথায় যাইব?"

যম। সত্যবানের আশা পরিত্যাগ কর,—অন্য যাহা চাহ দিতেছি।

সাবিত্রী। যদি সদয় হইলেন, তবে বর দিন যেন আমার শ্বশুর রাজ্যলাভ করেন।

"তথাস্তু" বলিয়া যম অতি সত্বরভাবে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। সাবিত্রীর হাত হইতে এড়াইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কিয়দ্দূর গিয়া আবার ফিরিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে সাবিত্রী। তিনি বলিলেন, "একি? তুমি এখনও আসিতেছ?" সাবিত্রী বলিলেন, "স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আমি কোথায় যাইব?" যম কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "সাবিত্রী, বর চাও,—দিতেছি , স্বামীর আশা ত্যাগ কর।"

সাবিত্রী। যদি সদয় হইলেন, তবে বর দিন—যেন সত্যবানের ঔরষে আমার একশত পুত্র হয়।"

"তথাস্তু" বলিয়া যম তীরবেগে ছুটিলেন। সাবিত্রী কি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহাও তিনি ভাল শুনেন নাই। কিন্তু কিয়দ্দূর যাইয়া ফিরিয়া দেখিলেন—তখনও পশ্চাতে সাবিত্রী।

যম এবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আর কি চাও তাহাই দিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া গৃহে যাও।" এবার সাবিত্রী কহিলেন, "আপনি বর দিলেন—সত্যবানের ঔরষে আমার শত পুত্র হইবে; আপনি সত্যবানকে লইয়া চলিলেন, তবে কিরূপে আমার শত পুত্র হইবে?"

যম স্তম্ভীত হইলেন; তিনি বহুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "সাবিত্রী, তুমি নারীরূপে দেবী, তোমার ন্যায় সতী জগতে এ পর্য্যন্ত জন্মে নাই। আমি তোমার অতুলনীয় সতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ তোমার স্বামীর প্রাণদান করিলাম, আশীর্ব্বাদ করি স্বামীর সোহাগে চিরকাল সুখে থাক। আরও আশীর্ব্বাদ করিলাম, আজি হইতে "সাবিত্রী ব্রত" ও তোমার সতিত্বের কথা যে বর্ণনা করিবে ও শুনিবে, সে তোমারই মত সতী হইবে।"

সাবিত্রী সত্বরপদে অরণ্যে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সত্যবান চমকিত হইয়া উঠিয়া চারি-দিকে চাহিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বলিলেন, "সাবিত্রী রাত হইয়া গিয়াছে, তুমি আমাকে জাগাও নাই কেন?" সাবিত্রী তখন আর কোন কথা না বলিয়া স্বামীর সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া পিতা মাতার চক্ষুলাভ ও রাজ্যলাভ দেখিয়া সত্যবান আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ক্রমে সকলে সকল কথা শুনিলেন; তখন দেশমধ্যে সাবিত্রীর সতিত্বের কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল। যে "সাবিত্রী ব্রত" করে ও সাবিত্রীর কথা মন দিয়া শুনে, সে সাবিত্রীর ন্যায় সতী হয়।

সাতভাই চম্পা।

(উপকথা।)

এক দেশে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার দুই রাণী,—দুয়ো ও সুয়ো-রাণী। বড় রাণী হ'লেই প্রায় দুয়ো হন,—আমাদের বড় রাণীও দুয়ো হয়েছিলেন। কিন্তু সুয়ো রাণী আদরের রাণী হলেও তাঁর ছেলে পিলে হয় না, অথচ বড়রাণীর ছেলে হবার কথা রটিল। ছোটরাণী এ কথা শুনে একেবারে জলে পুড়ে মর্‌তে আরম্ভ কর্ল্লেন। বড়রাণীর

ছেলে হ'লে সেইতো রাজা হবে, তা হ'লে তাঁর দুর্দ্দশার আর সীমা পরিসীমা থাকবে না। এখন উপায় ? তিনি কত ওষুধপত্র খেলেন, কত গুণিন ডাকলেন, কত উপায় অবলম্বন কর্লেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। তাঁর ছেলে হবার কোনই সম্ভাবনা রহিল না। তখন তিনি বড়রাণীর ছেলে হ'লে সেই ছেলেকে মেরে ফেল্‌বার ইচ্ছা কর্লেন। এই কুঅভিসন্ধিতে বড়রাণীর সঙ্গে ভাব কর্লেন,—বড়ই যত্ন, বড়ই আদর। বড়রাণীর মন ভাল, তিনি ছোটরাণীর মনের ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পার্লেন না। সব বিষয়ে ছোটরাণীকে বিশ্বাস কল্লেন, সব কথা সব সময় ছোটরাণীকে বল্‌তে লাগিলেন।

সময়ে বড় রাণীর ছেলে হবার সময় হ'ল ; তিনি ছোটরাণীকে বলিলেন ; ছোটরাণী মহা উৎসাহে বড়রাণীর জন্য দাইদাসী প্রভৃতি নিযুক্ত করে দিলেন। ছেলে হ'লেই দাই সেই ছেলে যাতে মেরে ফ্যালে তারও পরামর্শ হ'ল।

সময়ে বড়রাণীর এক ছেলে হ'ল। দাই অমনি সে ছেলে সরিয়ে দিয়ে তার যায়গায় একটা বেরাল্ ছানা রেখে দিলে। তারপর চারিদিকে রটাইয়া দেওয়া হইল যে, বড়রাণী এক বেরালছানা প্রসব করেছেন। রাজা শুনে রেগে খুন্, তিনি বল্লেন যে—এমন রাণীর মুখ তিনি কোন জন্মে দেখিবেন না।

কিছু দিন পরে বড়রাণীর আবার এক ছেলে হবার সময় হ'ল। এবারও ছোটরাণী আগেকার মত আয়োজন কর্লেন। এবারও বড় রাণীর এক ছেলে হ'ল,—এবারও দাই ছেলে মেরে ফেলে একটা বেরাল ছানা রেখে দিলে। এইরূপে রাণীর ছয় ছেলে এক মেয়ে হ'ল,—কিন্তু ছোটরাণীর কৌশলে সব গুলিকে দাই মেরে ফেলে রাজবাড়ীর দূরে এক যায়গায় পুতে রাখ্‌লে। ক্রমে এই যায়গায় এক সুন্দর চাঁপা ফুলের গাছ হ'ল ; সেই চাঁপা গাছে সোণার চাঁপা ফুট্‌তে আরম্ভ কর্লে।

এক দিন রাজা এই চাঁপা ফুলের কথা শুনিলেন। শুনিয়া বলিলেন, "এই চাঁপা ফুল নিয়ে এস।" লোক জন চাঁপা ফুলের জন্য ছুটিল। কিন্তু তাহারা গাছের নিকট আসিলে গাছ কথা কহিয়া উঠিল ; বলিল, "সাত

ভাই চম্পা জাগরে!" আবার কে যেন উত্তর করিল— "কেঁ বোন্ পারুল ডাকরে?" উত্তর আবার হইল, "রাজবাড়ী থেকে লোক এসেছে, ফুল নেবে।" উত্তর হইল, "আগে আসুক রাজার মন্ত্রী তবে ফুল দেব।"

রাজার মন্ত্রী আসিলেন, কিন্তু তিনিও ফুল পাইলেন না। গাছ কহিল, "আগে আসুক রাজা, তবে ফুল দেব।" অবশেষে রাজা স্বয়ং আসিলেন,—তখন তাঁহারা সেই ছয় ছেলে ও এক মেয়ে রাজার কাছে সকল কথা বলিল। রাজা সব কথা শুনে, ছোটরাণীকে ডাকলেন; তিনিও সে সব কথা অস্বীকার কর্ত্তে পার্লেন না। তখন রাজা গর্ত্ত খুঁড়ে তার ভিতর কাঁটা ও উপর কাঁটা দিয়ে ছোটরাণীকে পুঁতে ফেল্‌লেন, তারপর রাজা বড়রাণীকে ও সেই ছেলে মেয়ে নিয়ে খুব সুখে রাজত্ব কর্ত্তে লাগ্‌লেন।

বার-জোয়ান ও তের-জোয়ান।

একদেশে এক জোয়ান্ ছিলেন,—তাঁর নাম বার-জোয়ান। চারিদিকে এমন কোন জোয়ান্ ছিল না যে, এঁর সঙ্গে বলে পারিত; কিন্তু ইনি শুনিলেন যে, এঁর গ্রাম হ'তে প্রায় দশ বার ক্রোশ দূরে আর একজন খুব জোয়ান আছেন। যতক্ষণ এই জোয়ানকে বলে হারাতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁর মন কিছুতেই স্থির হচ্চে না। এই সকল ভেবে তিনি সেই জোয়ানের বাড়ী চলিলেন। তাঁর নাম তের-জোয়ান।

তের জোয়ানের বাড়ী এসে তিনি তাঁকে ডাকাডাকি করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তের-জোয়ান বাটীতে না থাকায়, তাঁহার কন্যা আসিয়া বলিল, "বাবা বাড়ী নেই।" বার-জোয়ান বাড়ীর সুমুখে গোটা কতক বড় বড় তাল গাছ দেখে বলিলেন, "আমি এর একটা তালগাছ নিয়ে যাই, প্রায় রাত হ'ল, এটাকে ছড়ি করে নিয়ে যাই।" তের-জোয়ানের কন্যা বলিল, "না, না, ও আপনি নিয়ে যাবেন না। বাবা ওগুলি দিয়ে দাঁতে খড়কে খান।" বার-জোয়ান শুনিয়া অবাক্

হইলেন, কিন্তু কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিবস অতি সকালেই তিনি তের-জোয়ানের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত। উভয়ে সাক্ষাৎ হইল, তখন তের-জোয়ান বলিলেন, "আমাদের মধ্যস্থ হইবে কে?" উভয়ে মাঠের দিকে চলিলেন, পথের মাঝে এক বুড়ীকে দেখিয়া তাঁহারা বলিলেন, "বুড়ী, তুমি আমাদের যুদ্ধ দেখিবে? আমাদের মধ্যে কে জেতে কে হারে, তা তোমাকে বিবেচনা কর্ত্তে হবে।" বুড়ী কহিল, "দেখ, আমি আমার ছেলেদের জন্যে ভাত নিয়ে যাচ্ছি, কিছুতেই দেরি কর্ত্তে পার্ব্বো না। তবে যদি তোমরা নেহাত না ছাড়, তবে এস, আমার কাঁধের উপর তোমরা যুদ্ধকর; আমি ভাত নিয়ে যাই।"

তাহাই হইল। উভয়ে বুড়ীর কাঁধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে একজন জোয়ান সেইপথে নিজের কম্বল রেখে নিকটের পুষ্করিণীতে জল খেতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার কম্বলের উপর ছোট ছোট কয়টী কি গোলমাল করিতেছে। তিনি তাহাদের কম্বলে বেঁধে নিয়ে নিজে যে কাজে যাচ্ছিলেন, সেই কাজে চলে গেলেন। কিছুদূর যেতে না যেতে একটা পাখীতে ছোঁ মেরে সেই কম্বলখানা লইয়া পলাইল। পাখী কোন্ দিকে গেল, তাহার কোনই সন্ধান হইল না।

এক দেশের রাজকন্যা ছাদে সন্ধ্যার সময় বেড়াইতেছিলেন। সহসা পাখীর পা হ'তে সেই কম্বল খসিয়া রাজকন্যার চক্ষে পড়িল। তিনি বালি পড়িল বলিয়া সখীগণকে ডাকিলেন, সখীরা অনেক চেষ্টা করিয়াও চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন একজন সুদক্ষ নাপিত ডাকা হইল। নাপিত অনেক কষ্টে কম্বল বাহির করিল, কম্বল খোলা হইলে তাহার ভিতর হইতে বুড়ী ও বার-জোয়ান আর তের-জোয়ান বাহির হইল।

এখন তোমরা সকলে তো সকল কথা শুনিলে,—বল তো ইহার মধ্যে সব চেয়ে জোয়ান কে?

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

নাটক। *

সুশীলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(প্রকোষ্ঠ।)

সরোজ ও সুশীলা।

সুশীলা। এখনও ভোর হয় নি।

সরোজ। সুশীলা, ভোর হয়েছে; ঐ দেখ কাক্ ডাক্‌চে, জানলা দিয়ে একটু একটু আলোও আস্‌চে।

সুশীলা। জ্যোৎস্না রাত্রে-কাক ডাকে। এখনও ভোর হয় নি, দেখ্‌চনা ও জ্যোৎস্নার আলো।

সরোজ। দেরি ক'রে উঠ্‌লে শেষ ট্রেন পাব না। ছি! আমায় ছেড়ে দাও, তোমাকে সারারাত বুঝালেম, এতেও তুমি বুঝলে না চাক্‌রি কর্ত্তে কে না বিদেশে যায়? আমি আবার শীগ্‌গিরই ছুটী নিয়ে চলে আস্‌চি; আর যদি নেহাত ছুটী না পাই, তোমায় সেখানে নিয়ে যাব। দাও,—ছেড়ে দেও; সুশীলা, আমাকে কাঁদিও না।

সুশীলা। না,—যেও না।

সরোজ। আবার ঐ কথা! তোমাকে কত বুঝাব? আমি

* নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম নাটকের শেষভাগে দেখুন।

তোমায় শিগ্‌গির সেখানে নিয়ে যাব। পাটনা তো বেশী দূর নয়? সকালের গাড়ীতে গেলে রাত্রি ১০টা ১১টার সময় পৌঁছান যায়।

সুশীলা। তবে যাবে?

সরোজ। না গেলে আর কেমন ক'রে হয়; তা হ'লে লোকে কি বল্‌বে? বাবা কত চেষ্টা, কত যত্ন ও কত সাহেবকে বলে এই চাকরি আমার জন্যে জোগাড় করেছেন; আমি যদি এখন না যাই, লোকে আমায় কি ব'ল্‌বে? বাবাই বা কি মনে করবেন? তুমি এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন? কার না স্বামী বিদেশে যায়? পয়সা উপার্জ্জন কর্ত্তে হ'লে সকলকেই বিদেশে যেতে হয়, ফের কাঁদ্‌চ? দেখ দেখি, তুমি যদি ওমন কর, তবে আমার যাওয়া হবে না।

সুশীলা। আমি কাঁদ্‌ব না মনে করি, তবু যে আমার কান্না পায়। তুমি তো কতবার কত জায়গায় গিয়েছ, এই যে সে দিন পশ্চিম বেড়িয়ে এলে, কই আমার মন তো কখনও এমন অস্থির হয় নি! না না,—তোমার পায় ধরি, তুমি যেও না।

সরোজ। ছি, ছি, ছেলে মানুষের মত কর্ত্তে আছে? আর আমার মাথা মুণ্ডু তোমাকে কি বুঝাব। তুমি যদি অমন কর, তবে আমি যাব না। না হয় বাবা রাগ করবেন, তা কি কর্ব্বো। তোমাকে কাঁদিয়ে আমি কোথায়ও যেতে পার্ব্বো না।

সুশীলা। না, না, বাবা কি বলবেন। তুমি যাও, আমাকে রোজ রোজ পত্র লিখ।

সরোজ। তা কি তোমায় লিখবো না সুশীলা? তোমাকে ছেড়ে আমি কি সেখানে বড় সুখে থাকব? তোমাকে ছেড়ে যেতে কি আমার প্রাণে কোনই কষ্ট হ'চ্চে না?

সুশীলা। না, না, তোমাকে আমি যেতে দেব না। আমার প্রাণের ভেতর কেমন ক'চ্চে। না, না, তুমি যেও না।

সরোজ। ছি, ছি—আবার ঐ কথা? সুশীলা, তুমি এমন তো কখনও কর না! আমায় বল দেখি, তোমার প্রাণের ভেতর কেমন কচ্চে? আমার কাছে কেন লুকোচ্চ? যাবার সময় আমাকে কাঁদান কি তোমার উচিত?

সুশীলা। আমার মন বল্‌চে, যেন তোমাকে ছেড়ে দিলে আর আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না। এ জীবনে দেখ্‌তে পাব না। না, না, তোমার পায় ধরি, তুমি যেও

না। আমি বাবার পায় ধ'রে কেঁদে বল্‌বো, বাবা কখনই রাগ কর্‌বেন না।

(নেপথ্যে) সরোজ—সরোজ, ওঠ, বেলা হয়েছে। গাড়ীর সময় প্রায় হ'ল।

সরোজ। ঐ দেখ্‌ মা ডাক্‌চেন। সুশীলা, আমায় ছেড়ে দাও, আমি শিগ্‌গিরই আবার আসব। একি ? সুশীলা অজ্ঞান হয়েছে। হায় এ আমাব কি হ'ল ! মা, মা—

(নেপথ্যে) কি সরোজ, কি হয়েছে ? ওঠ, গাড়ীর সময় প্রায় হ'য়ে এল।

সরোজ। (স্বগত)না,আমার চাকরি করা হ'ল না, না,আমার বিদেশে যাওযা হ'ল না। সুশীলার প্রাণে ব্যাথা দিয়ে আমি কোনখানেই যেতে পার্ব্বো না। এঁ্যা—তা হ'লে লোকে কি বলবে ? বাবা কি মনে করবেন। সুশীলা ছেলে মানুষ, প্রাণে একটু ব্যাথা পেয়েছে, আমি চলে গেলে আবার ভাল হবে। সে যে অজ্ঞান হয়েছে,—এ ভালই হয়েছে ; না হলে আমি কিছুতেই তাকে কাঁদিয়ে যেতে পার্ত্তেম না। আর দেরি করা নয়।

(দ্বার উন্মোচন।)

(প্রকাশ্যে)এই যে মা আমি উঠেছি, এখনও গাড়ীর সময় আছে।

(জননীর প্রবেশ।)

জননী। আমি ভাত রেঁধেছি, শিগ্‌গির ক'রে নেয়ে এসে খেএ নাও। বউমা এখনও উঠেন নি ?

সরোজ। না, ও এখনও ঘুমুচ্চে। থাক, ওকে ডেক' না। বাবা উঠেছেন ?

জননী। উঠেছেন। তাঁর কি রাত্রে আর ঘুম হয়েছে ? তোমার কাপোড় চোপড় ঠিক করে দেওয়া হযেছে কি না, বিছানাগুলো বাঁধা হয়েছে কি না,—পাছে তুমি গাড়ী না পাও সেই জন্যে তিনি আমাকে দুপুর রাতে রাঁধ্‌তে পাঠিয়েছেন। এখন তোমার সঙ্গে যা যা যাবে, তাই সব চাকরদের দিয়ে বাহিরে নিয়ে যাচ্চেন।

সরোজ। তবে তুমি আমায় ভাত দাও গে। আমি এখনই আস্‌চি।

জননী। বেশী দেরি ক রো না; কর্ত্তা ভারি ব্যস্ত হয়েছেন।

সরোজ। এই এলাম আর কি।

(জননীর প্রস্থান।)

কি সর্ব্বনাশ! বাবা আমার জিনিস পত্র নিয়ে বাহিরে দাঁড়িয়ে, আর আমি যদি বল্‌তেম,—বাবা, আমার যাওয়া হ'ল না! সুশীলা অজ্ঞান হয়েছে,—ভালই হয়েছে,—

না হ'লে আমি কি কর্ব্বো। ভগবান, আমার হৃদয়ে বল দাও, আমার যে হৃদয়ের বল কোথায় চলে যাচ্চে।

(সুশীলাকে চুম্বন করিয়া) সুশীলা, সুশীলা, প্রিয়তমে সুশীলা,—আর যেন তোমাকে এমন কষ্ট দিতে না হয়! আর না আর না,—না, আর একবারটী।

(আবার চুম্বন।)

না—না,—আর নয়। আর, এ মুখ অনেকক্ষণ দেখ্‌লে আমার যাওয়া হবে না। মা, আমি আস্‌চি, আমার ভাত দাও।

(বেগে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাটনা;—গঙ্গার তীর।

সরোজ, কুমুদ ও কনক।

কুমুদ। ছি ভাই,—তুমি বড়ই আন্‌সোসিয়াল্‌। বিদেশে চাকরি কর্ত্তে এসেছ, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে এই দূরদেশে রয়েছ, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে না মিশ্‌লে কেমন করে বাঁচ্‌বে?

কনক। আর দিন রাত ভাবই বা কি? কারও সঙ্গে মেশা নেই,—কারও সঙ্গে কথা নেই—সব সময়ই ভাবনা! এত ভাবনাই কিসের হে? •

কুমুদ। আর কনক, ভাবনা হ'বে না? ঘরে যে "যুবতী ভার্য্যা"—ভাবনার কথাই বটে!

কনক। না,—আমাদের কারও তো আর নেই?

কুমুদ। তুমি তোমার স্ত্রীর জন্যে যেমন ক'চ্চ,তাতে লোকে ভাব্‌বে—যেন তোমার চোদ্দপুরুষের মধ্যে কাহারও বে হয় নি।

কনক। (হাসিয়া) ঠিক বলেছ, ভাই,—ঠিক বলেছ।

সরোজ। আচ্ছা, তোমরা আমাকে কি কর্ত্তে বল?

কনক। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশ, আমোদ কর, স্ফূর্ত্তি কর, হেসে খেলে সময় কাটিয়ে দাও।

কুমুদ। সমস্ত দিন গাধার মত খাট্‌বে, সন্ধ্যার সময় একটু রিক্রিয়েসন্‌ না কর্লে চল্‌বে কেন?

সরোজ। আচ্ছা ভাই, তাই হবে।

কনক। ওতো কোন কাজের কথাই হ'লো না।

সরোজ। আর আমি কি বল্‌ব বল?

কুমুদ। ওসব ফাঁকা কথার

আজ নয়; প্রমিস্ কর,—কাল সন্ধ্যার সময় আমাদের পার্টিতে জয়েন্ কর্ব্বে?

কনক। এ প্রমিস্ না কর্ল্লে আজ আমরাও ছাড়্ব না।

সরোজ। আচ্ছা, তাই হবে।

কুমুদ। বল, প্রমিস্ কল্লে?

সরোজ। তোমাদের সঙ্গে কি আর আমি মিথ্যে কথা বল্‌চি?

কনক। এই তো চাই।

কুমুদ। এস কনক,—এখন আমরা যাই, সরোজ আজ স্ত্রীর ভাবনা একবার শেষ ভেবে নিক্।

কনক। ঠিক বলেছ।

(হাসিতে হাসিতে উভয়ের প্রস্থান।)

সরোজ। শেষ ভেবে নেব।—শেষ ভেবে নেব।—তাই কি ঠিক? আর কি কখনও আমি আমার সুশীলার ভাবনা ভাবিব না? আমি যে তাকে অজ্ঞান দেখে নিষ্ঠুরের মত চ'লে এসেছিলাম। আজ আমি চারদিন এখানে এসেছি,—আজ সুশীলার চিটিও পেয়েছি, কিন্তু মন সুস্থির হয় না কেন? সে তো লিখেছে—সে ভাল আছে, তবুও কেন মন আমার এমন হয়। সুশীলা এখন কি ক'চ্চে? বোধ হয় চুল্ বাঁধছে,—এই সময় সে রোজ চুল্ বাঁধ্‌ত। আমার চিটি সে কাল পাবে। সে আমাকে ভাব্‌তে বারণ করেছে; লিখেছে—বেশি ভাব্‌লে আমার অসুখ হবে। একবার তাকে গিয়ে যতদিন না আমি দেখ্‌চি, ততদিন আমার মন সুস্থির হবে না। আর দিন পনের যাক, তারপর বাবাকে লিখ্‌ব—তাকে এখানে পাটিয়ে দিতে। আমি একশ টাকা মাহিনা পাচ্চি। আমরা ৫০্ টাকায় এখনে বেশ থাকতে পার্ব্বো, আর ৫০্ টাকা বাবাকে পাটিয়ে দেব। শেষ ভাবনা ভেবে নেব' কেন? না,—আমি আর ভাব্‌তে পারি নে। সে যখন আমাকে ভাব্‌তে বারণ করেছে, তখন আমি কেন এত ভাবি? না, আমি আর ভাবিব না। সন্ধ্যাও হ'ল,—বাড়ী যাই। বাড়ী আমার কোথায়? সুশীলা যখন আমার নাই,—তখন বাড়ীতে আমার আছে কে?

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুমুদবাবুর বৈঠকখানা।

কনক প্রভৃতি বন্ধুগণ আসীন।

সরোজের প্রবেশ।

কুমুদ। এই যে সরোজ! এত লেট্ করে আসতে হয়?

কনক। তোমাকে আমরা ভয়-নয় এক্সপেক্ট কর্চ্ছিলাম।

সরোজ। আজ আফিস থেকে আস্‌তেই একটু দেরি হয়ে ছিল।

কুমুদ। তুমি টায়ার্ড হয়েছে, একটু রিফ্রেস্‌ড হও।

(মদের গ্লাস প্রদান।)

সরোজ। আমাকে মাপ কর; আমি তো মদ খাই নে?

কনক। মদ খাও না? নাইন্‌টিন্‌থ্ সেন্‌চুরির শেষভাগে তুমি মদ খাও না। ছি সরোজ,—এ কথা আর লোকসমাজে ব'ল না।

সরোজ। আমি ভাই কখন মদ স্পর্শ পর্য্যন্ত করি নাই, আমাকে এ বিষয়টায় মাপ কর, অন্য যা বল্‌বে তাই কচ্চি।

সকলে। তাও কি হয় মশায়? আমরা সকলে আমোদ কর্ব্বো,—আর আপনি নিরিমিষ বসে থাক্‌বেন।

কনক। তুমি কি মজা দেখ্‌তে চাও নাকি? আমরা মদ খেয়ে নাচানাচি কর্ব্বো, আর তুমি তাই দেখ্‌বে, আর হাস্‌বে? সে হচ্চে না,—সে হচ্চে না।

কুমুদ। আচ্ছা, তুমি একটু বিয়ার খাও; এতে তো তোমার আপত্তি করা উচিত নয়। বিয়ারে যে নেসা হয় না, তা তো তুমি জান।

কনক। বিয়ার তো কেবল চিরাতার জল।

সকলে। মশায়,—এতে যদি আপনি আপত্তি করেন, তা হ'লে স্পষ্ট বলুন না কেন যে, আপনি আমাদের ইন্‌সাল্ট কর্ত্তে চান।

সরোজ। আচ্ছা, আপনারা যদি তাতেই সন্তুষ্ট হন, তো ভালই, আমি একটু বিয়ার খাচ্চি।

কনক। That is like a good boy.

কুমুদ। আচ্ছা,—আমি খুব একটু এনে দিচ্চি। তুমি বেশী খেও না, কেবল লোক দেখান একটু খাও,—এঁরা সকলেই দুঃখিত হচ্চেন।

সরোজ। আচ্ছা ভাই। (স্বগত) আমার এখানে না আসাই উচিত ছিল। যা হ'ক,—আর কখনও আস্‌বো না,—এই শেষ।

(কুমুদের বিয়ার প্রদান।)

কুমুদ। এই নাও।

সরোজ। দাও ভাই, আমি কখনও খাই নি।

কনক। সকলেই কি পেট থেকে পড়েই খায়?

সকলে। মশায়, আমরা আপনার হেল্‌থ্ ড্রিঙ্ক কয়লেম।

সরোজ। (পান করিয়া) এখন বোধ হয় আপনারা সন্তুষ্ট হ'লেন।

সকলে। Of course, of course.

কুমুদ। এখন একটু গান বাজ্‌না হ'ক।

কনক। আচ্ছা, বাজাও, আমি গাই—

"আমি নিতি নিতি রাজবাড়ী সই ফুল যোগাই।"

১ম বন্ধু। গাধা—চোপরাও, আমি গাই।

"নাত্‌নি তোরে নাত্‌ জামাই আর আসবে কবে?"

২য় বন্ধু। বিদ্যেসুন্দর ঢের শোনা গেছে। একটা খাঁটি খেঁউড় শোন—

"আমার—"

৩য় বন্ধু। চোপরাও। Obscenity not allowed.

কুমুদ। সরোজ,—আর একটু খাও। তুমি এখনও ভারি dull রয়েছ।

সরোজ। মাপ কর, আর কেন? এতেই আমার মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ ক'চ্চে।

কুমুদ। Nonsense। বিয়ারে কোন কালে নেশা হয় না—খাও।

(মদ্যপ্রদান।)

সরোজ। (পান করিয়া) দেখ ভাই, এই আমার প্রথম। আমার বোধ হ'চ্চে যেন আমার নেশা হয়েছে।

কুমুদ। তুমি পাগল।

১ম বন্ধু। আর একবার ফিরিয়ে দাও বাবা,—যত বে রসিক এসে এক সঙ্গে জমাট হয়েছে।

সুরোজ। কনক, ভাই আমাকে সত্যি কথা বল্‌বে?

কনক। বল না,—my sweet dear,—তোমাকে বল্‌ব না সংসারে এমন কি আছে?

সরোজ। কুমুদ তো বিয়ারের সঙ্গে হুইস্কি মিশিয়ে দিচ্চে না? সত্যি আমার মাথা ঘুর্‌চে।

কনক। Stupid। একটা গান কর দেখি, হব সেরে যাবে।

সরোজ। (হাসিয়া) তবে গাই?

কনক। গাবে না?

সরোজ। তবে গাই—শোন, শোন— You blockheads, silence there.

সকলে। বহুত আচ্ছা বাবা,—চলুক।

কুমুদ। আর একবার হ'ক।

সকলে। বেশ কথা, ফিরিয়ে দাও।

(সকলেই পান।)

সুরোজ। কুমুদ, একি বিয়ার?

কুমুদ। বিয়ার নয় তো কি?

সরোজ। বিয়ার হ'ক আর হুইস্কি হ'ক, আমি খেলাম,—আমি আর ভাব্‌তে পারিনে।

কনক। Three cheers.

সকলে। Hip Hip Hurrah.

সরোজ। Now let us have a song. আমি গাই, তোমরা শোন।

"বিরহ বরং ভাল, ও বিরহ বরং ভাল,
এক রকমে কেটে যায়—"

সকলে। বেশ, বেশ, এন্‌-কোর।

সরোজ। Gentlemen, আপনারা আমাকে মাতাল ভাব্‌বেন না। আমি ঠিক আছি।

কুমুদ। চল এ আমোদের শেষ চুড়ান্ত করা যাক।

কনক। বেরোও,—বেরোও, আর দেরি নয়।

সকলে। আর দেরি?—ভেসে পড় বাবা, ভেসে পড়।

সরোজ। কোথা,—কুমুদ, কোথা? আমার বড় অসুখ বোধ হ'চ্চে, আমাকে—আমাকে তোমরা বাড়ী রেখে এস।

কুমুদ। চল, একটু বেড়াতে বেরুন যাক।

সরোজ। কোথা?

কনক। গোলাপের বাড়ী।

সরোজ। বেশ্যা—বেশ্যা—সুশীলে,—সুশীলে—আমায় বাঁচাও।

(ক্রন্দন।)

কুমুদ। দেখ সরোজ, মাতলামি ক'র না।

সকলে। চল, ওকে ধরে নিয়ে যাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বৈঠকখানা।

(হরিশ বাবু, রাম বাবু, গোবর্দ্ধন বাবু ও হারাণ বাবু পাশায় নিযুক্ত।)

গোবর্দ্ধন। কচে বার।

রাম। বেশ, বেশ—গোবর্দ্ধন। গেছে এটা?

গোবর্দ্ধন। হাত কেমন। মারবার সময় মাথাটা ঠুকে দিতে হয়।

হরিশ। ছ-তিন নয়।

গোবর্দ্ধন। দেরি আছে।

হারাণ। ভয় কি? কত পড়্‌লো?

হরিশ। এগার-দুই তের।

রাম। জোড়া চলে না।

হারাণ। নাই বা চ'ল্লো!

হরিশ। হঠাৎ আমার মনটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল। আর খেলে কাজ নেই—রাতও হ'য়েছে।

রাম। বেশী রাত কি? এই সবে ১২টা বাজলো।

গোবর্দ্ধন। এ দানটা শেষ হ'ক, হারে অনেকেরই আর খেল্‌তে ইচ্ছে করে না।

হরিশ। হারই বটে; এ কবার হ'ল জ্ঞান আছে? সন্ধ্যা থেকে যে তিনবার হেরেছ?

গোবর্দ্ধন। হেরে থাকি বেশ, এস, খেল, দেখ শোধ দিতে পারি কি না।

হরিশ। আচ্ছা ভাই, তোমারই জিত।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। একজন বাবু দেখা ক'র্ত্তেন চান।

হরিশ। বাবু? এত রাত্রে বাবু কে? চেনা লোক?

ভৃত্য। না, তাঁকে আমি কখনও দেখি নি।

হরিশ। এত রাত্রে কে এল।

গোবর্দ্ধন। কোন ভায়া বুঝি রাত্রে আশ্রয় পান্ নি! মাতাল তো নয়?

হরিশ। মাতাল আমার বাড়ী কি কর্ত্তে আস্‌বে?

ভৃত্য। তিনি সরোজ বাবুর খবর কি বল্‌তে চান।

হরিশ। সরোজের খবর? তাঁকে ডেকে নিয়ে এস। অনেক দিন সরোজের কোন চিটী পত্র পাই নাই।

(ভৃত্যের প্রস্থান।)

গোবর্দ্ধন। আজ খেলাটা খুব হয়েছে। খেল্‌তে খেল্‌তে খিধে পেয়ে গেছে।

রাম। তোমার খিধে বারমেশে। কোন্ সময় না তোমার খিধে আছে?

গোবর্দ্ধন। ক্ষিধে আছে বলেই বেঁচে আছি, না হ'লে এত দিন গোবর্দ্ধন শর্ম্মা অক্কা পেতেন!

(ভৃত্যের সহিত একটী বাবুর প্রবেশ)

সকলে। আসুন, বস্‌তে আজ্ঞা হ'ক।

বাবু। বসুন, এত রাত্রে বিরক্ত কর্লেম, মাপ কর্ব্বেন।

হরিশ। আপনার কি প্রয়োজন?

বাবু। এত লোকের সুমুখে সে সব কথা না হলেই বোধ হয় ভাল হয়।

হরিশ। এঁরা সকলেই আমার আত্মীয় ও বন্ধু, আপনি এঁদের সুমুখে বল্‌তে পারেন।

বাবু। আমি ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি।

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) বাবা পুলিশ যে। এই সময় চম্পট দেওয়াই ভাল।

হরিশ। আপনি কি চান?

বাবু। সরোজ বাবু আপনার পুত্র?

হরিশ। আজ্ঞে হাঁ।

বাবু। তাঁর নামে একখানা ওয়ারেন্ট আছে।

হরিশ। ওয়ারেন্ট—ও-য়া রে-ন্ট—কিশের ওয়ারেন্ট? সে তো এখানে নেই?

বাবু। বোধ হয় আজ আছেন।

হরিশ। মশায়, আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌চি?

বাবু। হয়তো আপনি জানেন না।

হরিশ। আমার ছেলে আমার বাড়ী আছে কি না, তা আমি জানি না। মশায়, উপহাস কর্ব্বেন না।

বাবু। আপনি বৃথা আমার উপর রাগ ক'চ্চেন। পাটনায় তিনি তবিল তছরূপ করে পালিয়েছেন। পুলিশ তাঁর পেছনে পেছনে এসেছে। তিনি এই বাড়ীতে এসেছেন। আমরা বাড়ী ঘেরাও করেছি। বাহিরে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব, পাহারাওয়ালা ও জমাদার নিয়ে অপেক্ষা ক'চ্চেন। তিনি এখানে না থাকেন, ভালই। আমরা একবার দেখে চলে যাব।

হরিশ। এ সবের আমি কিছুই জানিনে। আমার সরোজ তো তেমন নয়।

বাবু। ঈশ্বর করুন যেন বিচারে তিনি নির্দ্দোষীই প্রমাণ হন।

হরিশ। আপনারা কি কর্ত্তে চান?

বাবু। একবার বাড়ীটা খানা-তল্লাসি ক'র্ব্বো, এই মাত্র।

হরিশ। চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

রাম। একি সর্ব্বনাশ! আহা, বুড়ো বয়সে হরিশের অদৃষ্টে এই ছিল!

গোবর্দ্ধন। আমি তো চম্পট দিলাম। শাস্ত্রে বলেছে,—আত্মানাম্ সততং রক্ষেৎ।

(প্রস্থান)

হারাণ। গোবর্দ্ধন ঠিক বলেছে। আবার কি একটা শাক্ষি টাক্ষি দিতে হবে। আমিও চল্লেম—(প্রস্থান।)

রাম। পরের বিপদে মাথা দেওয়া কিছু নয়। তবে ব্যাপারটা কি হয় শেষ পর্য্যন্ত দেখা ভাল।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

কিরে—খবর কি?

ভৃত্য। সর্ব্বনাশ হয়েছে, মশায়, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

রাম। শালা, কি হয়েছে, তাই বল্ না?

ভৃত্য। পিল্ পিল্ করে মশায়, পিল্ পিল্ ক'রে।

রাম। বেটা গাড়ল, কি হয়েছে স্পষ্ট করে বল না? দেরি কল্লে এখনই এক চড় দেব।

ভৃত্য। সাহেব, পাহারাওয়ালা, জমাদার,—আমি আর নেই।

রাম। শালা কাঁপ্‌চে দেখ। কি হয়েছে বল্ বেটা পাজি॥

(ভৃত্যের কর্ণধারণ।)

ভৃত্য। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, বল্‌চি।

রাম। বল্ শালা?

ভৃত্য। পিল্ পিল্ করে, মশায়, পিল্ পিল্ করে জমাদার, পাহারওয়ালা, সাহেব গোরা বাড়ীর ভেতর ঢুকেছে।

রাম। তবে আর এখানে তিলার্দ্ধ দেরি করা নয়। ফৌজদারী হাঙ্গামা বড় হাঙ্গামা!

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সুশীলার প্রকোষ্ঠ।

(সুশীলা পর্য্যঙ্কে শায়িতা।)

সুশীলা। এখন তিনি কি কচ্ছেন? আমি কি অপরাধ করেছি যে, তিনি আমাকে ভুলে গেলেন। লোকে কত কথা বল্‌চে,—কেউ বলে তিনি মদ খেয়ে মাতাল হয়েছেন,—কেউ বলে—না, না,—আমার বুক যে ফেটে যায়। (বালিশে মুখ লুকান।) কত রাত হ'ল? বোধ হয় শীগ্‌গিরই ভোর হবে; রাত যে আমার সয় না। নাথ, নাথ, কেন তুমি আমায় এমন করে ভুল্‌লে! আমি যে তোমায় প্রাণের ভিতর দিবারাত্তি পূজা কর্ত্তেম,—আমি যে তোমার দাসীরও দাসী। কেন আমি আমার মাথা খেয়ে সে দিন তোমাকে যেতে দিয়েছিলেম। এর চেয়ে আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেলে না কেন? যা থাকে কপালে—আমি সেখানে যাব; বাবা যেতে দেবেন না? না দেন নাই দেবেন, আমি পালিয়ে যাব। দিন হ'লে তাঁরা যদি না যেতে দেন, আজই এখনই এই রাত্রে পালাই না কেন?

(শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উত্থান)

একলা যেতে পার্ব্বো তো ? কেন পার্ব্বো না ? মর্ত্তে হয়, তাঁরই পায় মাথা রেখে মর্ব্বো ;—ওকি।

(জানালায় শব্দ।)

একি, জানালায় কে এসেছে। চোর নয় তো। ঐ যে আবার শব্দ ক'চ্চে! মাকে ডাকি। (সভয়ে দণ্ডায়মান।) কাকেও ডাকি, যদি ঘরে আসে। ভয়ই বা কি ? মা পাশের ঘরে শুয়ে আছেন, দরজাও খোলা রয়েছে—ভয় কি ?

(নেপথ্যে) সুশীলা, সুশীলা।

সুশীলা। এঁ্যা—এ কে! এ যে সেই স্বর! আমি কি পাগল হব ?

(সত্বর জানালা উদ্ঘাটন।)

সুশীলা। সরোজ, এলে কি ? এতদিনে এলে কি ?

সরোজ। (নিম্ন হইতে) চুপ্।

সুশীলা। ওকি, আমার যে ভয় করে! অমন করে এসেছ কেন ? দাঁড়াও, এখনই গিয়ে দর্‌জা খুলে দিচ্চি।

সরোজ। চুপ্—সুশীলা—চুপ্—I am a hunted stag.

সুশীলা। ওকি সরোজ,—ও কি! বাহিরে গিয়ে আমি এখনই দর্‌জা খুলে দিচ্চি। ঘরে এস, ঘরে এলে তুমি এখনই ভাল হবে। তোমার অসুখ করেছে ?

সরোজ। অসুখ নয়, সুশীলা, অসুখ নয়। আমি সর্ব্বনাশ করেছি ; আমি আমার সর্ব্বনাশ করেছি, তোমার সর্ব্বনাশ করেছি, বাবার সর্ব্বনাশ করেছি, আমাদের সোনার সংসারের সর্ব্বনাশ করেছি. চুপ্—সুশীলা—চুপ্—ঐ কে আস্‌চে।

সুশীলা। ঘরে এস, তোমার পায় ধরি, ঘরে এস। সরোজ, আমার যে আর সয় না!

সরোজ। তবে যাব ? দাঁড়াও, এই জানালা দিয়ে উঠি।

সুশীলা। না, না,—পড়ে যাবে। আমি ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিচ্চি। জানালা দিয়ে উঠ্‌লে লোকে যে তোমায় চোর ভাব্‌বে।

সরোজ। হায়,—হায়, আমি চোরেরও অধম, সুশীলা, আমি আর সে সরোজ নেই, আমি চোর, আমি চোর, আমার পেছনে পুলিশ। সুশীলা, সুশীলা, তুমি আমার বুকে একখানা ছুরি বসিয়ে দিতে পার ? চুপ্—কে আস্‌চে।

সুশীলা। কেউ নয়, ও বাতাসের শব্দ। তুমি জানালা দিয়ে উঠেই এস,—শীগ্‌গির এস,—তোমার পায় ধরি এস।

সরোজ। তবে তাই দাঁড়াও উঠ্‌চি। সুশীলা; হ'ল না। আমি চল্লেম, যদি বেঁচে থাকি দেখা হবে।

সুশীলা। তোমার পায় ধরি, আমার মাথা খাও যেও না। যদি কখন আমাকে একটু ভালবেসে থাক, তবে যেও না। কি হয়েছে সব আমায় বলে তারপর যেও,—তারপর যা হয় ক'রো।

সরোজ। মনে করেছিলেম,—একবার তোমাকে শেষ আদর ক'র্ব্বো, একবার তোমার কাছে ক্ষমা চাইব, একবার তোমায় প্রাণভরে চুমো খাব,—তা হ'ল না। আমার পা কাঁপ্‌চে, আমার গায়ে আর সে বল নেই, আমি তোমার কাছে যেতে পার্ল্লেম না,—যদি দেখা হয়, সব ব'ল্‌ব। দোষ আমার নয়, সুশীলা, জগতে আমাকে আর কেউ ক্ষমা ক'র্ব্বে না, তুমি কর। চল্লেম—সুখে থাক।

সুশীলা। সরোজ,—সরোজ,—দাঁড়াও, আমি সঙ্গে যাব।

(জানালা হইতে লম্ফ প্রদানে উদ্যত।)

সরোজ। দাঁড়াও,—দাঁড়াও—কি সর্ব্বনাশ! আমি যাচ্চি, আমি যাচ্চি; সুশীলা স্থির হও। অনেক পাপ করেছি,—স্ত্রীহত্যা ক'র্ব্বো না।

সুশীলা। তবে এস, না হ'লে আমি নিশ্চিত এখান থেকে পড়বো। একবার যেতে দিয়েছিলাম, এবার আর দেব না। একবার ফাঁকি দিয়ে গিয়েছিলে, এবার আর ফাঁকি দিতে দিব না।

সরোজ। চুপ, কে আস্‌ছে।

সুশীলা। কেউ নয়, তুমি শীগ্‌গির উঠে এস।

সরোজ। একখানা কাপড় জানালায় বেঁধে ঝুলিয়ে দাও।

সুশীলা। দাঁড়াও এখনই দিচ্চি।

(জানালায় কাপড় দেওয়া ও সরোজের উপরে উত্থান।)

সরোজ। তবে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। ভেবেছিলাম আর দেখা হবে না।

সুশীলা। স্থির হও, তোমার অসুখ করেছে, এখনই সব সেরে যাবে।

সরোজ। তুমি যাই বল, আমার মন কিন্তু অন্য কথা বলে। তোমার সঙ্গে হয়তো আর আমার দেখা হবে না। সুশীলা, বল—তুমি আমায় ক্ষমা কর্ব্বে?

সুশীলা। ক্ষমা কিসের? তুমি একটু স্থির হও দেখি।

সরোজ। ক্ষমা কিসের। ক্ষমা অনেক বিষয়ের জন্যে। আমি মাতাল হয়েছি—তাই ক্ষমা, আমি বেশ্যাশক্ত হয়েছি—তাই ক্ষমা, আমি চোর হয়েছি—তাই ক্ষমা, আমি তোমায় ভুলেছি—তাই ক্ষমা। ক্ষমা কিসের! আর ক্ষমা কিসের জন্যে হয়?

সুশীলা। কতজন আমাকে এ সব কথা বলেছে, আমি বিশ্বাস করিনি। সরোজ, তোমার মুখে শুনে জানলেম—সত্যই আমার কপাল ভেঙ্গেছে; কিন্তু ভয় কি? তুমি আমার কাছে থাকলে ঠিক আমার তেমনই সরোজ হবে। এস, শোও, তোমার অসুখ করেছে।

সরোজ। একবারটি—এই শেষ একবারটী—এস সুশীলা,—একবার তোমাকে সেই রকম ক'রে আদর করি। (চুম্বনে উদ্যত)

(নেপথ্যে) সরোজ বাবু, বেরিয়ে আসুন। আপনার স্ত্রীর সুমুখে আর আমরা যাব না।

(সরোজের লম্ফ প্রদানে জানালার নিকট যাইতে উদ্যত ও ইনিস্পেক্টর ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ ও সরোজকে ধৃত করণ।)

সরোজ। সুশীলা, এত দিনে সব ফুরাল!

সুশীলা। নাথ একি।—

সরোজ। আর একি। আমি চুরি করে পালিয়ে এসেছিলাম, এ পুলিশ। এখন আমার বিচার হবে, আমি জেলে যাব,—সুশীলা, এতদিনে সব ফুরাল।

(সুশীলার বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতন।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাঁকিপুরের রাজপথ।

(ছিন্নবসনা বালিকার প্রবেশ।)

বালিকা। (জনৈক নগরবাসীকে) এই কি বাঁকিপুর?

১ম নাগরিক। তুমি কোথা থেকে আসচ?

বালিকা। সে অনেক কথা—এই কি বাঁকিপুর?

২য় নাগরিক। কি হে রাম, কার সঙ্গে কথা ক'চ্চ?

১ম নাগরিক। এক ছুঁড়ী ভিখিরী।

২য় নাগরিক। তাইতো হে। বড় দুঃখী বলে বোধ হয়। দেখ্‌তে শুন্‌তে তো মন্দ নয়? (বালিকার প্রতি) তোমার বাড়ী কোথায়?

বালিকা। এই কি বাঁকিপুর?

২য়। হ্যাঁ,—এই বাঁকিপুর। তুমি কি এ সহরে থাক না?

১ম। দেখ্‌চো না, এ বাঙ্গালীর মেয়ে। একটু সন্ধান নেওয়া যাক।

২য়। তোমার নাম কি? দাঁড়াও না, কোথায় যাও? কিছু ভিক্ষে দেব এখন। কোথায় যাও?

বালিকা। হা, হা, হা!

১ম। কি সর্ব্বনাশ, পাগ্‌লি যে। চল, চল, চল।

২য়। তাইতো হে—এমন অল্প বয়সে এ পাগল হয়েছে! কেন পাগল হ'ল?

বালিকা। হা, হা, হা।

১ম। চল,—চল,—চল,—আর কাজ নেই।

(উভয়ের প্রস্থান)

বালিকা। পাগল হওয়ায় অনেক সুখ। পাগলকে সকলে ভয় করে। কেন—পাগল কি মানুষ নয়? পাগল হ'লে কি আর সে মানুষের মধ্যে গণ্য হয় না? সে কি বনের পশুরও অধম হয়ে যায়? হ'ক, কিন্তু পাগল হয়ে আমার অনেক উপকার হয়েছে। পাগলের ভান না কর্‌লে বোধ হয়, আমি এতদূর আস্‌তে পাত্তেম না। পাগল হিংস্র পশু নয়। যারা পাগল নয়, তারাই হিংস্র পশু। পাগল না হ'লে কতজন আমাকে অসহায়া পেয়ে আমার উপর অত্যাচার ক'র্‌তে অগ্রসর হতো! দুটী লোক এই দিকে আস্‌চে,—দেখি এদের জিজ্ঞাসা ক'রে।

(কনক ও কুমুদের প্রবেশ।)

বালিকা। জেলে যাবার পথ কোন্‌ দিক দিয়ে?

কনক। কি?—তুমি কে?

বালিকা। আমি ভিখিরি, জেলে যাব কোন পথ দিয়ে?

কুমুদ। জেলে যাবার পথ খুব সহজ। চুরী কর, এখনই জেলে নিযে যাবে, কষ্ট করে পথ জান্‌তে হবে না।

কনক। কুমুদ, এ মেয়েটীর মুখ দেখে কেমন আমার মায়া হয়েছে। একে ঠাট্টাবিদ্রূপ ক'রো না। (বলিকার প্রতি) বাছা, তুমি কি চাও?

বালিকা। জেলে যাব কোন পথে?

কনক। জেলে তুমি কি কর্ত্তে যাবে?

বালিকা। জেলে আমার সব আছে।

কনক। তোমার কোন আত্মীয় স্বজন কি জেলে গেছেন?

বালিকা। না

কনক। তবে তুমি জেলে যাবে কেন? সেখানে কি দরকার?

বালিকা। জেল্ একবার দেখ্‌বো।

কুমুদ। কনক, তুমিও দেখ্‌চি খেপেছ। দেখছ না ছুঁড়ী পাগল।

বালিকা। তবে আপনারা পথ দেখিয়ে দেবেন না?

কুমুদ। জেল্ কোথা তা আমারা কি জানি? আমরা কি মানুষকে জেলে পাঠাই নাকি?

কনক। কুমুদ, ভাই, রাগ ক'রো না; আমরা একজনকে জেলের পথ দেখিয়ে দিয়েছি।

কুমুদ। সে আমাদের দোষ না তার দোষ? আমারা কি তাকে তবিল ভাঙতে বলেছিলাম?

বালিকা। সে কে? বল, বল,—সে, কে?

কুমুদ। তুই তার কি শুনবি? আঃ খেলে যা।

কনক। ছিঃ কুমুদ, ছেলে মানুষ, তাতে ভিকিরি, ওকে অমন ক'চ্চো কেন?

কুমুদ। তোমার যদি এর উপর মায়া হয়ে থাকে, একে ঘরে নিয়ে গিয়ে গৃহলক্ষ্মী করগে।

বলিকা। হা। হা। হা।

কুমুদ। দেখ্‌লে,—বলচি এটা পাগল; এখান থেকে চ'লে এস। তাতো কিছুতেই কথা শুনবে না?

কনক। তুমি কি নিতান্তই জেলে যেতে চাও?

বালিকা। জেলে যাব; জেল্ একবার দেখ্‌বো।

কনক। তবে সিধে চলে যাও। বরাবর গেলে ডান্‌দিকে একটা বড় বাড়ী দেখ্‌তে পাবে; চারদিকে খুব বড় উঁচু পাঁচিল, সেই জেল্। আর এই নাও, একটা টাকা; বাজারে গিয়ে কিছু খেও। বোধ হয় তুমি দু তিন দিন খাও নি।

বালিকা। হাঃ, হাঃ, হাঃ!

কুমুদ। পাগলটার সঙ্গে থেকে তুমিও দেখ্‌চি পাগল হ'লে। এস, নাহয় তুমি থাক, আমি চল্লেম।

কনক। চল যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

বালিকা। এ পথে জেল্। তারপর? এ পথে সোজা গেলে জেল্, তারপর? এতে তো জেল্ কেবল দেখা যায়, জেলের ভেতর যাওয়া যায় না। জেলে যাবার দুই পথইতো এরা আমায় বলে দিলে। এক পথে গেলে জেল্ কেবল বা'র হতে দেখা যায়, আর এক পথ দিয়ে গেলে জেলের ভেতর যাওয়া যায়। কোন্ পথে এখন যাই? কেবল জেল্ দেখে আমার প্রাণ কি

শীতল হবে? এইতো—এই দোকানে কেউ নেই; এখান থেকে কোন একটা জিনিষ চুরী কল্লেইত হয়; তাহ'লে জেলের সবই দেখা হয়। না, না, আমি বোধ হয় পাগল হব, হয়তো সত্যি সত্যিই আমি পাগল হয়েছি, এইতো জেল, এত দিনে আমি এসেছি—ভগবান, আমায় বল দাও—আমায় সত্যি সত্যি পাগল ক'রনা। আমি পাগল হয়ে গেলে যে ভাব কিছু হবেনা। আমার গা কাঁপ্‌ছে—মাথা ঘুর্‌চে, আর আমি দাঁড়াতে পারিনে। এই গাছ তলায় একটু বসি।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বাঁকিপুরের নূতন রাস্তা।

(কয়েদি বেশে সরোজ মাটি কাটিতে নিযুক্ত।)

সরোজ। আর সহ্য হয় না,—শরীরে আর সয় না। হা ভগমান্, আমার অদৃষ্টে তুমি এত কষ্টও লিখে্‌ছিলে। না, তোমারইবা দোষ কি? তুমি তো আমাকে সকল রকমেই সুখী করে ছিলে। অমি বড়লোকের ছেলে, ধনে মানে সকল রকমে বড়,—তার উপর স্ত্রী-রত্ন সুশীলা-রত্ন আমার লাভ হয়েছিল। ওঃ, আমার আর যে সয় না! সুশীলা এখন কি ক'চ্চে? হয়তো সে আমাকে ভুলে গেছে। কেন সে এ মহাপাপীর কথা মনে কর্ব্বে? হায়, হায়, কি কুক্ষণে বাঁকিপুর এসে্‌ছিলাম, কি কুক্ষণে কনক আর কুমুদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে ছিল। সুশীলা, তোমাকে ভুলে যে দিন আমি সেই রাক্ষসের মায়ায় মুগ্ধ হই, সেই দিনই বুঝেছিলাম—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই জেল্‌ ভিন্ন আর কিছু নেই। এক বৎসরের প্রায় ৮ মাস কাটিল; বাঁচ্‌ব। নিশ্চয়ই বাঁচ্‌ব, এখন আশা হ'য়েছে,—বাঁচ্‌ব, ম'রব না। এখান থেকে বেরিয়ে কেমন করে আর মুখ দেখাব;—আর কারও জন্যে আমি ভা'বি না,—সুশীলা আমাকে কি ঘৃণা কর্ব্বে? ওঃ—আর যে সয় না!

(পশ্চাত হইতে প্রহরীর চাবুক আঘাত।)

প্রহরি। কেয়া বেয়াকুব্‌। কাম্‌ নেই হুয়া, তোমকো হিঁয়া বইট্‌ রয়না কে ওয়াস্তে লে আনা হুওয়া হায়, কেঁউ?

সরোজ। মার কেন? এইতো

কাজ ক'চ্চি। আমি ভদ্রলোকের ছেলে,—আমার এ সব কাজ অভ্যাস নেই, তাই একটু কষ্ট হয়।

প্রহরি। শালা ভদ্দর আদ্‌মি। ভদ্দর আদ্‌মিকো বেটা ভওয়া হায়,—বহুত তাজ্জবকা বাত। কাম চালাও।

(প্রহার।)

সরোজ। উঃহঃ, উঃহঃ, আর মের'না—তোমার পায় ধরি।

প্রহরী। কাম্‌ চালাও, ফিন্‌ বইট রয়েগা কি হাম্‌ তোমকো হাড্ডি তোড়েগা। হাম্‌ ঐ গাছকো নিচু বইটকে দেখ্‌তা হায়।

(প্রস্থান।)

সরোজ। (মাটি কাটিতে কাটিতে) ওঃ,—সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে আস্‌চে, আর যে পারি না! এখনই শালা এসে আবার চাবুক মার্কে! হায়, আমার মান-অপমান-জ্ঞান আর নেই। আমি কি সেই সরোজ—আমি কি সেই লোক? হায়, আমি এখন পশুরও অধম হ'য়েছি। পালাই না কেন? না, পালিয়ে যাইবা কোথা? এখনই ধরা প'ড়্‌ব—এখনই আবার দুবৎসর জেল্‌ বেড়ে যাবে! শালা, ঐ দিকে কার সঙ্গে কথা ক'চ্চে, একটু বসি।

(দূরে জেলার বাবু ও ভিখারিণী বালিকার প্রবেশ)।

ভিখারিণী। একটা গান শুন্‌বেন?

জেলার। গান শোন্‌বার আমার সময় নেই। তুমি কিছু চাও দিতে পারি—তাও কোন জন্মে আমি কাকেও দিই না। তোমার গলা শুনে আমার কেমন মায়া জন্মেছে। তুমি থাক কোথা?

বালিকা। গাছতলায়।

জেলার। তোমার বয়স তো বেশী নয়? তোমার কি কেউ নেই?

বালিকা। সবই আছে, কেউই নেই। হা! হা! হা!

জেলার। হায়, হায়, এমন মেয়েটীও পাগল হয়েছে। বোধ হয় ভদ্দর লোকের মেয়ে। এই নাও, চার্‌টা পয়সা আমার সঙ্গে আছে।

বালিকা। এ কাবা?

জেলার। ওরা সব করেদি।

বালিকা। একটা গান শুনুন, আমি পাগল নই।

জেলার। আমিতো বল্লেম, আমার গান শোন্‌বার সময় নেই।

(বালিকার জেলারের বস্ত্র ধারণ।)

বালিকা। শুন্‌তে হবে, শুন্‌তে হবে—শুন্‌তে হবে; আমি পাগল নই।

জেলার। জ্বাল জ্বালা। এ আপদটা কোথা থেকে জুটলো?

(প্রহরির প্রবেশ ও বালিকাকে তাড়াইতে উদ্যত।)

বালিকা। (ছুটিয়া জেলারের নিকট গিয়া) আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও—ঐ দেখ, বুনো শুয়ারে আমাকে তাড়া ক'রেছে।

জেলার। ভয় কি তোমার? কোন ভয় নেই। এস আমার সঙ্গে।

বালিকা। বলুন, গান শুনবেন?

জেলার। শুনবো।

(উভয়ের প্রস্থান।)

সরোজ। অনেক দিন পরে যেন কানে মধু বর্ষণ হ'ল। অনেক দিন,—সে কত দিন মনে পড়ে না। এ কে? ঠিক সুশীলার গলার স্বর, সেই মধুমাখা স্বর! সেই প্রাণের আনন্দের স্বর! এ কে? এই কি আমার সেই সুশীলা? না,—না, তাও কি হয়? সে ক'লকাতায় আছে, কত সুখে আছে, সে বাঁকিপুরে কেমন ক'রে আসবে? কিন্তু ঠিক সেই স্বর! এ সংসারে আশ্চর্য্যইবা কি আছে? আমি যদি কয়েদি হ'য়ে রাস্তায় মাটি কাটতে পারি, তবে সুশীলা পাগল হ'য়ে রাস্তায় ঘুর্‌লে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? না,—না, এই আমার সুশীলা, এ আমারই সেই সুশীলা,—সুশীলা আমারই জন্যে পাগল হ'য়েছে—আমাকে দেখতেই এত দূরে বাঁকিপুরে এসেছে। ওঃ, আমার যে আর সয় না! আর এ জীবনে বেঁচে ফল কি? এই কোদাল মাথায় মেরে এ জীবনের শেষ ক'রে ফেলি। ভগবান, আর আমার সয় না!

(কোদাল মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত ও প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। ইয়ে উল্লুক, এ কেয়া হোতা হ্যায়?

(চাবুক প্রহার ও নেপথ্যে বিকট চিৎকার ধ্বনি।)

সরোজ। এই যে আমার সুশীলা! সুশীলা ভিন্ন এ আর কেউ নয়। যে দিন পুলিশ আমাকে ধরে, সে দিন ঠিক এমনই ক'রে সে চেঁচিয়ে উঠে অজ্ঞান হ'য়ে ছিল। সে শব্দ এখনও আমার কানে বাজ্‌চে, আমি ভুলিনি, আমি ভুলিনি—এই আমার সুশীলা,—নিশ্চয়ই এ সুশীলা। সুশীলা, সুশীলা, দাঁড়াও, আমি যাই।

(গমনে উদ্যত।)

প্রহরি। এই শালা, কাঁহা যাতা হায়?

সরোজ। (কোদাল উচ্চে তুলিয়া) পথ ছাড়্ শালা, এখনই খুন ক'র্ব্বো! আমার সুশীলা—আমার সুশীলা—দাঁড়াও, প্রিয়তমে, এখনই আমি এলাম্।

প্রহরি। (সরোজকে ধরিয়া) কাঁহা ভাগ্‌তা হায়? শালা, কাম্ বানাও।

সরোজ। আমার হিতাহিত জ্ঞান এখন নেই, আমি এখনও বল্‌চি, আমার পথ ছেড়ে দে।

প্রহরি। পথ ছোড়ে গা কেয়া?

সরোজ। পথ ছোড়ে গা নেই? তবে শালা দেখ্।

(পদাঘাতে প্রহরীকে দূরে নিক্ষেপ।)

প্রহরি। (চিৎকার স্বরে) কয়েদি ভাগল্ বা হো।

সরোজ। সুশীলা, দাঁড়াও, প্রিয়তমে দাঁড়াও।

(গমনে উদ্যত।)

(চারিদিক হইতে প্রহরিগণের প্রবেশ ও সরোজকে ধৃতকরণ, প্রহার, তৎপরে হাতে হাত্-কোড়ী ও পায় বেড়ী দিয়া লইয়া প্রস্থান।)

সরোজ। (যাইতে যাইতে) এত দিনে সব ফুরাল। কেন স্বপ্ন দেখি? থেকে থেকে মাঝে মাঝে কেন সুশীলাকে দেখি?—হায়, হায়, এত দিনে সব ফুরাল!____ (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাঁকিপুরের শ্মশান।

রাত্রি দুই প্রহর।

(জেলার বাবুর প্রবেশ।)

জেলার। শালা ভণ্ড তো নয়? শালা আমাকে মিছে ঘুরুচ্চে নয় তো? না, তা নয়; বেটা অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়েছে! বেটার নিশ্চিয়ই ক্ষমতা আছে। সচক্ষে না দেখ্‌লে ভজহরি কখনও ভুল্‌তেন না। বেটা যা বলে, তা যদি হয়, তবে কোন্ শালা আর চাকরি করে। তা হ'লে আমিই বা কে, আর দিল্লির বাদসাই বা কে। বেটা বলেছে—তিন মাস যদি আমি এখানে সাধনা করি, তবে আমি সিদ্ধ হব। তিন মাস বেশী দিন নয়,—তিন মাস একটু কষ্ট কল্লে যদি সোনা তয়েরি কর্ত্তে পারা যায়, যেখানে সেখানে যেতে পারা যায়, আকাশে উড়্‌তে পারা যায়, ভাল ভাল মেয়ে মানুষ পাওয়া যায়, যা ইচ্ছে তাই কর্ত্তে পারা যায়, তা হ'লে কোন্ শালা এমন আছে যে, তিন মাস একটু কষ্ট ক'র্ব্বে না? তবে লোকে এ কথা শুন্‌লে হয়তো পাগল বলে আমাকে ঠাট্টা ক'র্ব্বে।

ঠাট্টা অনেক বেটাই কর্ত্তে পারে ;—এ সংসারে কি যে হয়, আর কি যে হয় না, তা বলা যায় না। কই, এ সব যে অসম্ভব, এ ইযোরোপের কোন ফিলজফার বা সায়েন্টেফিক ম্যানই তো বলেন নি? হ্যাম্লেট হোরিসিওকে বলেছিলেন,—

"There are more things in heaven and earth, horateo, than your philosophy can teach of."

বেটা গেল কোথা? এই অন্ধকার রাত, আর এই ভয়ানক শ্মশান। ভজহরি মেহাত ছেলে বেলা থেকে জেলে কাজ ক'চ্চে, তাই তার এই অসীম সাহস। না হ লে কোন্ শালা এত রাত্রে এখানে আসতে পারে? দেখ দেখি, শ্যাল্ গুলো ক্যাক্ ক্যাক্ ক'র্চ্ছে, কুকুর গুলো ঘেউ ঘেউ কচ্চে, কে জানে ভূত পিশাচও নেই। শালা গেল কোথা? শালা যে বিকট জিনিষ আন্‌তে বলেছিল, যদি বা সৌভাগ্যক্রমে সেটা জোগাড় হ'ল, বেটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

(জনৈক কাপালিকের প্রবেশ।)

বাবা, তুমি কে? ভূত নাকি? আমি জেলের দারগা, অনেক বেটা ভূতকে শাসন ক'রেছি।

কাপালিক। বৎস,—আমায় চিন্‌তে পাচ্চ না?

জেলার। কে। গুরুদেব, প্রণাম হই। আপনাকে খুঁজে খুঁজে হায়রান হয়েছি।

কাপালিক। এত রাত্রে কি প্রয়োজন?

জেলার। আপনার দেখা কি দিনে পাবার যো আছে।

কাপালিক। ভাল, ভাল, তোমার ভক্তিতে প্রীত হ'লেম। এখন কি সম্বাদ?

জেলার। সম্বাদ,—এত দিনে সে জিনিষটা জোগাড় ক'রেছি।

কাপালিক। জোগাড় ক'রেছ? কি রকম? কোন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা বালিকা প্রত্যহ তিন মাস ধ'রে নিজের বুকের রক্ত এক ছটাক আন্দাজ দিতে রাজি হয়েছে?

জেলার। হ্যাঁ, গুরুদেব; হয়েছে।

কাপালিক। সে নিশ্চিত পাগল।

জেলার। কতকটা বটে, তবে একেবারে পাগলও বলা যায় না।

কাপালিক। ব্যাপারটা সমস্ত আমাকে খুলে বল।

জেলার। একটী ছোকরা তবিল তসরুপ করার দরুন এক বৎসর

জেলে যায়। সে এখানকার জেলে আছে। প্রায় আট ন মাস কেটে গেল। যে মেয়েটীর কথা বলচি, এটী তার স্ত্রী,—বাড়ী ক'রকাতায়; স্বামীর জন্যে পাগল হয়েছে. স্বামীকে দেখবে ব'লে হেঁটে হেঁটে ন মাসে বাঁকিপুরে এসেছে, পথে দৈবাৎ আমার সঙ্গে দেখা হয়; আমি অনেক কষ্টে অনেক কথা জিজ্ঞাসা ক'রে তার কাছে এই সকল সম্বাদ পেয়েছি। এখন সেটীকে আমার কাছেই রেখেছি। স্বামীকে সুখে রাখবে স্বীকার করায়,সে বুকের রক্ত দিতে রাজি হ'য়েছে।

কাপালিক। স্বয়ং মায়ের আবির্ভাব! দেখো, যেন বালিকার উপর কোন অত্যাচার না হয়। তুমি ধন্য, তোমার জীবন ধন্য, স্বয়ং মা তোমার সাধনার সহায় হ'তে এসেছেন; এ বালিকা সামান্য বালিকা নয়।

জেলার। তা আমি তাকে দেখেই বুঝেছিলাম।

কাপালিক। তা বেশ, তোমার কাজ উদ্ধার হবে। তবে এ বালিকার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কর্‌লে তোমার সাধনার ব্যাঘাত ঘটবে। একে যা ব'লেছ, তা করা চাই।

জেলার। সে খুব সহজ কাজ। আমি সেই ছোঁড়াকে কালই হাঁসপাতালে রাখিয়ে দেব—তা হ'লে আর তার কোনই কষ্ট হবে না।

কাপালিক। বেশ, বেশ; এখন তুমি বিদায় হও, কাল রাত্রিতেই রক্তেকালি পূজো কর্ত্তে হবে। ঠাকুর, বাজনা প্রভৃতি পূজোর সমস্ত আয়োজন স্থির করে রেখ পূজা গোপনে করা প্রয়োজন; তোমার বাড়ীর পেছনের মাঠে করা যাবে। এখন যাও; আমি এ দিককার সব আয়োজন ক'রে রাখব।

জেলার। ব'লির জন্যে পাঁঠার দরকার হবে কি?

কাপালিক। হা মূর্খ, সতীর বুকের রক্তে যেখানে মায়ের পূজা হ'তে যাচ্চে, সেখানে পাঁঠার আবশ্যকতা কি?

জেলার। তবে ঠাকুর, এখন তুমি যা ব'লেছ, সব হবে তো?

কাপালিক। সে তোমার অদৃষ্ট। এখন শীঘ্র বিদায় হও।

জেলার। (স্বগত) বেটা যেন পিশাচ!

(প্রস্থান।)

কাপালিক। এত দিনে বোধ হয় মনবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। যার জন্যে দেশে দেশে—শ্মশানে শ্মশানে এই বার বৎসর ঘুরচি, বোধ হয় এই

মূর্খটার সাহায্যে তা এত দিনে লাভ হ'ল। যদি প্রকৃতই এই বালিকা এইরূপই সতী হয়, আর যদি প্রকৃতই তার বুকের রক্তে মায়ের পূজা সম্পন্ন করিতে পারি, তবে তো আমার এত দিনের সাধনা—এত দিনের পরিশ্রম সকলই সার্থক হবে। মাগো, ব্রহ্মময়ী, এতদিনে কি তুমি সত্য সত্যই আমাকে সতীর বুকের রক্ত সংগ্রহ করিয়া দিলে? সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি,—স্বামীর জন্য নিজের বুকের রক্ত অবিরতধারে তিন্ মাস দিতে পারে, এমন সতী দেখি নাই। এত দিনে মা কি আমার উপর সদয় হ'য়ে স্বয়ং এই বালিকা-মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হ'য়েছেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাঠমধ্যস্থ বটগাছতলা।

কাপালিক কালীপূজায় নিযুক্ত।

(জেলার ও ভিখারিণীবেশে সুশীলার প্রবেশ।)

জেলার। ঐ আমার গুরুদেব কালীপূজা ক'চ্চেন; ঐ পূজার জন্যেই রক্তের দরকার। এখনও বল, রাজি আছ তো?

সুশীলা। আপনি আমাকে পাগল ভাবেন, কিন্তু আমি পাগল নই। মাঝে মাঝে পাগলের ভান করি। যদি তা না কর্ত্তেম, তা হ'লে বোধ হয় আমি একলা এতদূরে আস্তে পারতেম না। আমি পাগল নই।

জেলার। তবে রাজি আছ?

সুশীলা। আপনি আপনার কথা-মত কাজ ক'রেছেন, আমি এমন নীচ নই যে, আমি যা বলেছি এখন তা কর্ত্তে অস্বীকার হব।

জেলার। তবে এখনও রাজি আছ?

সুশীলা। আপনার কি আমার কথা বিশ্বাস হয় না? আপনি আমার স্বামীকে আর খাট্‌তে দেন্ না, তাঁকে আর তেমন করে কেউ চাবুক মারে না, তিনি সুখে খাটে শুয়ে আছেন, আপনি আমার জন্যে এত ক'রেছেন, আর আমি আপনার জন্যে একটু বুকের রক্ত দিতে পার্ব্বো না। আমার সবোজকে চাবুক মাল্লে আমার গায় লাগে। দেখুন—আমার সর্ব্বাঙ্গে চাবুকের দাগ হয়ে গেছে।

জেলার। কি ভয়ানক! ছাই-তো! এতো কখনও দেখি নাই! তোমার স্বামীর গায় চাবুক মাল্লে তোমার গায় দাগ পড়ে!

সুশীলা। হা—হা—হা—আপনি ভালবাসা কি জানেন না।

জেলার। (স্বগত) এ মেয়ে পাগল না জ্ঞানী, এ মানবী না দেবী আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। (প্রকাশ্যে) যা হ'ক, তুমি যদি রোজ পুজোর জন্যে রক্ত দাও, তাহ'লে আমি তোমাকে রোজ একবার ক'রে তোমার স্বামীর কাছে যেতে দেব।

সুশীলা। রোজ দেব—রোজ দেব; যত রক্ত চান সব দেব। প্রাণপর্য্যন্ত দেব; রোজ একবার ক'রে তাঁকে দেখ্‌তে দেবেন তো? বলুন, আর একবারটী বলুন, আমার যে এত সুখের কথা বিশ্বাস হয় না। সত্যি কি আমায় তাঁর কাছে যেতে দেবেন?

জেলার। রোজ একবার ক'রে তোমায় তাকে দেখ্‌তে দেব।

সুশীলা। তবে এখনই রক্ত নিন্।

কাপালিক। বৎসে, এইখানে ব'স; চোক বুজে মার ধ্যান কর।

(সুশীলার উপবেশন।)

জেলার। তারপর এখন কি কর্ত্তে হবে?

কাপালিক। (ছুরিকা শানাইতে শানাইতে) এই বাটীটা নাও,—আর এই ছুরি। এই বাটীর এক বাটী রক্ত চাই।

জেলার। মশায়,—আমার দ্বারা হবে না—আপনি নিন্।

কাপালিক। সে কি? তুমিতো ঘোর কাপুরুষ। আর তুমি নিজে রক্ত না দিলে তোমার কোন কাজই হবে না।

জেলার। তবে নিতান্তই আমাকে নিতে হবে? আপনি নিলে কি হয় না? কেন, সব সময়েই তো পুরুতে এ সব কাজ ক'রে থাকে?

কাপালিক। মূর্খ, এ সে রকম পূজা নয়!

জেলার। তবে নিতান্তই আমাকে নিতে হবে?

কাপালিক। হাঁ।

জেলার। তবে দিন। (ছুরি ও বাটী গ্রহণ।) (স্বগত) জেলে কত বেটাকে কত প্রহার দিয়েছি, আমিতো নিষ্ঠুরতার জীবন্ত মূর্ত্তি,—আমার এ কঠিন প্রাণেও মমতা হ'চ্ছে। না, মায়া দয়া থাকলে সোনা ভয়েরি হয় কই? যা থাকে কপালে। (সুশীলার নিকট আগমন।) এইবার বুকের কাপড়টা একটু সরাও দেখি।

সুশীলা। আসুন। (ধীরে ধীরে বুক উন্মুক্ত করণ।) যত রক্ত চাই

নিন্, যত কাট্‌তে ইচ্ছা হয় কাটুন।

জেলার। তোমার লাগ্‌বে না তো?

সুশীলা। আমার কিছুই লাগ্‌বে না।

জেলার। (ছুরি বসাইতে অক্ষম হইয়া) (স্বগত) না,—আমার দ্বারা এ কাজ হবে না। এমন কোমল, এমন সরলতামাখা এমন বালিকার বুকে ছুরি কোন্ প্রাণে বসাব? না,—কাজ নেই আমার সোনায়, কাজ নেই আমার সাধনায়। (প্রকাশ্যে) তুমি একটু বোস, আমি গুরুদেবকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

কাপালিক। কি সম্বাদ? এখনও বিলম্ব ক'চ্ছো কেন?

জেলার। মশায়, আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

কাপালিক। সে কি। কেন?

জেলার। এতে আর কেন টেন নেই। আমি নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু এত নিষ্ঠুর নই। আপনি কর্ন্তেই যদি আমার হয়, তবেই আমার সাধনা হবে, নতুবা এই পর্য্যন্ত।

কাপালিক। তুমি যদি নেহাত নারাজ হও, তবে আমাকেই কর্ত্তে হবে;—দাও (ছুরি গ্রহণ।)

জেলার। আপনি পারেন, যান।

কাপালিক। (সুশীলার নিকট আসিয়া) বৎসে, চোক বুজে মার নাম কর।

সুশীলা। তাই ক'চ্চি,—আর দেরী ক'চ্চেন কেন?

কাপালিক। আর দেরি নাই। (স্বগত) কি ভয়ানক! আমার হৃদয় পাষাণ হ'তেও কঠোর, সেই হৃদয় আজ বিচলিত হয় কেন? আমার হাত পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতেও সুদৃঢ়, তাহা আজ কম্পিত হয় কেন? শ্মশানে শ্মশানে এই ১২ বৎসর ঘুরেছি, কত নরবলী দিয়েছি, কখন প্রাণ কাঁপে নাই,—আজ এই বালিকার বুকে ছুরি বসাইতে এত ভয় কেন? না,—আমার দ্বারাও বুঝি হ'ল না! সে কি? এত দিনের পরিশ্রম সবই কি এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতার জন্যে নষ্ট হবে? যা থাকে কপালে,—মাগো ব্রহ্মময়ী। (ছুরি বসাতে উদ্যত।) এ কি? হ'ল না;—না, না, আমার দ্বারা হ'ল না। (প্রকাশ্যে) বৎসে, তুমি কে?

সুশীলা। আমি দেখ্‌চি, আপনাদের আমার বুকে ছুরি বসাতে মায়া হ'চ্চে। আপনারা ভাব্‌চেন, আমার কষ্ট হবে? স্বামীর মঙ্গলের

জন্যে একটু বুকের রক্ত দেব, তাতে কষ্ট হবে। আপনারা কখন ভাল বাসেন নি—তাই অমন মনে ক'চ্চেন। আসুন, আমি নিজেই মায়ের পায়ে বুকের রক্ত দিচ্চি, আমায় ছুরি দিন।

কাপালিক। বৎসে, তুমি দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। দেবী, অপেক্ষা কর, আমি পূজায় বসি, তারপর তুমি প্রতিমার চরণপ্রান্তে ব'স, দেখ,যেন দুই এক ফোঁটা রক্তও মায়ের পায়ে পড়ে।

(কাপালিকের পূজায় উপবেশন, সুশীলার বুকে ছুরি আঘাত, ফিন্ কি দিয়া রক্ত নির্গত। নেপথ্যে বলির বাদ্যধ্বনি।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জেল্ হাঁসপাতাল।

(পর্য্যাঙ্কে সরোজ শায়িত, মস্তকের নিকট সুশীলা দণ্ডায়মানা।)

সরোজ। খাটনি গিয়াছে; খাওয়া দাওয়ারও আর কষ্ট নেই। জেলে যেটুকু সুখে থাকা সম্ভব, সবই তো এখন আমার হ'য়েছে; কিন্তু সুখ কই, শান্তি কই বিরাম কই? আমার তো কোনই রোগ নেই। এরা আমাকে হাঁসপাতালে দিলে কেন? এর চেয়ে আমার যে খাটনি ছিল ভাল, তাতে এত ভাবনার সময় ছিল না। এখন দিনরাত এই বিছানায় প'ড়ে ভাবচি। কি ভাবচি,—সে ভাবনার শেষ নাই। আর কি দেশে ফিরিব,—আর কি মাকে দেখতে পাব, আর কি বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবার সময় হবে? আর কি সুশীলাকে একবার দেখতে পাব? হয় তো সে বেঁচে নেই। হায়, আমার মরণ হ'ল না? সুশীলাকে কষ্ট দেবার আগে আমার মরণ হ'ল না কেন? কত-বার স্বপ্ন দেখ্‌লাম, রাত্তে তো দেখিই—দিনে কতবার সুশীলাকে স্বপ্ন দেখি। সেই সে দিন মাটি কাট্‌তে কাটতে স্বপ্ন দেখ্‌লাম, ঠিক সুশীলার গলা। মনে করে-ছিলাম,সেদিনকার কাণ্ডে কোথায় আমার কষ্ট বাড়বে – না ক'ম্‌লো। আমাকে এরা আদর আর যত্ন ক'রে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলে। জেলার বাবুটীকে আগে যে রকম খারাপ লোক মনে করেছিলাম, এখন দেখ্‌চি তিনি তত খারাপ

লোক নন্। আর শুয়ে থাকতে পারিনে, আর ভাবতেও পারিনে, একটু উঠে বসি।

(উঠিয়া সুশীলাকে দেখিয়া।)

আবার সেই স্বপ্ন।—আর যে এ স্বপ্ন আমার সহ্য হয় না। সুশীলা, এই নয় মাস আমি অহরহ তোমাকে স্বপ্ন দেখ্‌চি, আর আমাকে ছলনা ক'র না। তোমাকে ভুলে মদ ধরে ছিলাম, তোমাকে ভুলে বেশ্যাশক্ত হয়েছিলাম, তাই কি তুমি আমাকে দণ্ড দেবার জন্যে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ন্যায় আমার চক্ষের উপর দিয়া যাও? কত দিন তোমায় দেখলাম, এ দেখায় আমি যে কেবল পাগল হই। প্রিয়তমে, আমার হৃদয়ের শান্তিদায়িনী দেবি,—যদি যথার্থই তুমি সুশীলা হও, তবে কথা কও। দুই দিন আগে তোমার স্বর শুনেছিলাম, আজ তোমার সেই মুখ দেখলাম। এ কি স্বপ্ন? স্বপ্নই হউক, ঈশ্বর করুন,এ স্বপ্নই হউক। আমার জন্যে তোমার এ বেশ আর এই দশা হ'য়েছে তা দেখ্‌বার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়। সুশীলা, সুশীলা, আমি নিশ্চয়ই পাগল হব। আমার সুশীলা বাঁকিপুরের জেলে কেমন ক'রে আস্‌বে? আর এ স্বপ্ন যে আমার সহ্য হয় না। আবার এ কি মনে হয়? হয়তো আমার সুশীলা আর নেই, হয়তো সুশীলার প্রেতমূর্ত্তি মাঝে মাঝে এসে আমাকে ভয় দেখায়; আমিই সুশীলার মৃত্যুর কারণ,—কেন সে আমাকে ভয় দেখাবে না? না,—না, আমার আর সহ্য হয় না। আমার মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠেছে, আমার হাত পা কাঁপ্‌ছে, আমার মাথা ঘুর্‌ছে। পুড়ে গেল—সব পুড়ে গেল, সুশীলা আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও। (শয্যায় পতন।)

সুশীলা। (স্বামীর বুকে যাইয়া) এই যে সরোজ, এই যে আমি। ভয় কি? আমরা আবার সুখী হব।

সরোজ। স্বপ্ন,—স্বপ্ন—স্বপ্ন! স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়। বাঁকিপুরের জেল, কত পাহারা—কত শাস্ত্রি, তার ভেতর এই হাঁস্‌পাতাল, এখানে কেমন ক'রে আমার সুশীলা আস্‌বে? আর এই কি আমার সেই সুশীলা? এই ছেঁড়া কাপড় পরা, এই পাগলীর মত চেহারা,—এই কি আমার সেই সুশীলা? ওঃ—ওঃ—আমার আর সহ্য হয় না।

(ক্রন্দন।)

সুশীলা। সরোজ, আবার কাঁদ্‌চ? এ সংসারে কার কি

হাত বল? ভগবান যা করেন, ভালর জন্যেই করেন। আমরা আবার তেমনই সুখী হবো। তোমার সঙ্গে যে আমার দেখা হ'য়েছে, এই আমার সুখ। তুমি যে তাতে সুখে আছ, এই দেখে আমার সুখ। তোমাকে নিয়ে আবার যে মার কাছে যাব, এই আমার সুখ।

সরোজ। আর এ মুখ দেখাব না সুশীলা,—এ মুখ দেখাব না।

সুশীলা। (স্বামীর গলা জড়াইয়া) নাথ, আমাকে কাঁদাবে? কেন কাঁদাবে? দুঃখতো আমাদের অনেক আছে। একটু আমাকে সুখী হ'তে দাও।

সরোজ। ব'স সুশীলা, আমার পাশে ব'স; আমাকে সকল কথা বল। তুমি এখানে কার সঙ্গে কেমন ক'রে এলে বল?

সুশীলা। সরোজ, সে সব কথা সময় হ'লে সব বল্‌ব। এখন তোমার জন্যে আমি কিছু খাবার এনেছি—খাও।

সরোজ। খাবার? ক্ষীরের ছাঁচ, সরভাজা, আনার মাল্‌পুয়া! আমি যে জেলের কয়েদি!

সুশীলা। তুমি যে এ সব বড় ভালবাস। দেখ, আমি নিজে এ সব তৈয়েরী ক'রেছি।

সরোজ। সুশীলা, আমার আর সহ্য হয় না। (ক্রন্দন।)

সুশীলা। খাও, ছি, কাঁদতে আছে? (অঞ্চলে চক্ষের জল মুছাইয়া দেওয়া।)

সরোজ। তুমি আমাকে আগে সব বল, না হ'লে আমি যে খেতে পারি না।

সুশীলা। তুমি খাও,—আমি তোমার পাশে ব'সে সব বল্‌চি।

সরোজ। আচ্ছা, আমার শরীরে আর সে বল নেই। দেখ, আমার হাত কাঁপ্‌চে।

সুশীলা। খাও, আমি মুখে তুলে দিই।

(আহার দেওয়া।)

সরোজ। বল।

সুশীলা। তোমার জেলের কথা আমাকে কেউ বলে নি। ক্রমে আমি শুন্‌তে পেলাম। তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে আমার মন ব্যাকুল হ'ল, আমি ভাব্‌লেম, আমি যদি তোমার পাশে থাকি, তবে তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হবে না। একদিন রাত্রে বাড়ী থেকে বেরুলেম। আমি যে চলে এসেছি, তা কেউ জানে না। ভেখিরী সেজে, পাগ্‌লী সেজে, জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এই ন' মাসে এখানে এসেছি। এখানে এসে

এই জেলের বাবুটীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। ইনি আমার উপরদয়া ক'রে তোমাকে সুখে রাখ্তে স্বীকার ক'রেছেন। রোজ একবার ক'রে আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তেও দেবেন।

(জেলারের প্রবেশ।)

জেলার। সাহেব আস্‌চে, আর দেরি ক রো না।

সুশীলা। এই আমি যাচ্চি। সরোজ, কাল আবার দেখা হবে।

সরোজ। আর কি হবে? আর কি আমি বাঁচ্‌ব?

সুশীলা। ভয় কি সরোজ? আমি কাল আবার আস্‌ব। আমাকে তেম্‌নি ক'রে চুমো খাও।

সরোজ। (চুম্বন করিয়া) ইচ্ছে হয়—যেন সমস্ত আকাশ আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়ুক।

সুশীলা। ঐ সাহেব আস্‌চে, আমি চল্লেম। (প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাঁকিপুরের বাজার।

(কনক, কুমুদ ও ভজহরি বাবু।)

কুমুদ। এই যে ভজহরি বাবু, কেমন আছেন? বড় ব্যাস্ত যে দেখ্‌চি? অনেক জিনিস কিনে ফেলেছেন!

ভজহরি। হাঁ,—বাড়ীতে একটা কাজ আছে।

কনক। সোনা তৈয়েরীর কত-দূর হ'ল?

ভজহরি। (স্বগত) না, বেটাদের জ্বালায় কিছুই লুকিয়ে হবার যো নেই। (প্রকাশ্যে) সোনা তৈয়ারী কি?

কনক। ভায়া, কিছু কি লুকান থাকে? সব শুনেছি। তোমার সন্ন্যেসীর খবর কি বল দেখি?

ভজহরি। (স্বগত) না, বেটাদের কাছে অন্য কথা না পাড়্‌লে দেখচি নয়। (প্রকাশ্যে) বলি, তোমাদের একটী ইয়ার যে আজ জেল্‌ থেকে বেরিয়েছেন,খবর টবর কি রাখা হয়?

কুমুদ। আমাদের ইয়ার জেলে! সে কি রকম?

কনক। জেলের কয়েদি তো তোমারই বন্ধু বান্ধব।

ভজহরি। এখন তো এ সব কথা হবেই বটে। এখন তার কথা মনে থাকবে কেন বল?

কুমুদ। লোকটা কে বুলই না?

ভজহরি। তোমাদের সরোজ বাবু।

কনক। ও। সেটা খালাস্ হয়েছে?

ভজহরি। এই রকম তো বোধ হয়।

কুমুদ। বলি এ সব এত জিনিষ আজ কেনা হ'চ্চে কেন?

ভজহরি। (স্বগত) দেখছ, শালারা কি পাজি। বেটারাই তাকে জেলে পাটালে, এখন তার কথা একবার জিজ্ঞাসাও করে না। (প্রকাশ্যে) আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। এখনও অনেক কেনা বেচা আছে।

কনক। চলহে কুমুদ, চল। ভজহরি স্বায়া সোনা তৈয়িরি করার জন্যে বুঝি আজ কালী পূজো ক'র্ব্বে। চল, চল—বোঝা গেছে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ভজহরি। বেটারা সব কাজে আছে। আজ আমি শ্মশানে কালী পূজো ক'র্ব্বো,তা পর্য্যন্ত বেটারা খবর পেয়েছে। একবার সোনা তৈয়েরির "ওয়েটা" কায়দা হ'ক, তারপর দেখা যাবে। তখন অমন অনেক শালাই এসে খোসা মোদ ক'র্ব্বে। কলা কটা ক'রে রে? শালারা বাঙ্গালাও বুঝে না। এই কেলা কয়টী পয়সা যে?

কলাওয়ালা। দুটো, বাবু সাহেব।

(কাপালিকের প্রবেশ।)

কাপালিক। সব কেনা বেচা হ'ল?

ভজহরি। আজ্ঞে হাঁ।

কাপালিক। সব কাজ গোপনে হ'চ্চে তো?

ভজহরি। খুব তো চেষ্টা ক'চ্চি।

কাপালিক। খুব সাবধান, খুব সাবধান। এ সব কথা প্রকাশ হ'লে কিছুই হবে না। আর আজ যদি মায়ের পূজা না হয়, তবে আর ১২ বৎসরের মধ্যে এমন দিন পাওয়া যাবে না। আজ অমাবস্যা—তাতে ত্রয়োস্পর্শ। রাত্রি একটার সময় নবরক্তে মায়ের পূজা কর্লে, আজ নিশ্চয়ই সিদ্ধি। সে আসবে তো?

ভজহরি। তার স্বামী আজ খালাস হয়েছে বটে, কিন্তু আমি তাকে খুব ভয় দেখিয়েছি। বলেছি, তোমার স্বামী একদিন শান্ত্রিদের ঠেঙ্গিয়েছিল, যদি তুমি আজ আমাদের পূজোর রক্ত না দাও, তবে তোমার স্বামীকে আমি আবার জেলে পাঠাব। সে ঠিক আছে। স্বামীর জন্যে সে সব ক'র্ত্তে পারে। তবে বড় মায়া হয়। তার আর শরীরে রক্ত নেই, সে প্রায় মর মর হ'য়েছে।

কাপালিক। তবে তুমি আর আর জিনিষ কেন।

ভজহরি। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি চল্লেম। • (প্রস্থান)

কাপালিক। রক্ত যে নেই, তা আমিও দেখ্‌চি, তবে তাকে আজকে বই আর কষ্ট পেতে হবে না। আজ এরূপ সতীর রক্তে পূজো হ'লে,নিশ্চয়ই সিদ্ধি। ভজাটাকে খুব আশায় আশায় রেখেছি। ওর সাহায্য না পেলে আমি এতদূর ক'র্ত্তে পার্ত্তেম না। সুশীলাটাকেও ঠিক ক'রেছি। তাকে বলেছি, তোর স্বামীর প্রতি পদেপদে বিপদ,—গুণে দেখিছি, আরও চার্‌বার তার জেল্ হবে। এর একমাত্র উপায় আছে। আপনার মাথা কেটে যদি সে কালী পূজো ক'র্ত্তে পারে, তবেই তার স্বামীর সকল বিপদ কেটে যায়। সে তাতেও রাজি হ'য়েছে। এ সংসারে এমন যে পতিপরায়ণা জন্মিতে পারে,তা আমি জান্‌তেম্ না! আর এমন না জন্মালেই বা আমার সাধনা সম্পূর্ণ হয় কই? এখন যাওয়া যাক। (প্রস্থান।)

(সরোজ ও সুশীলার প্রবেশ।)

সরোজ। সুশীলা, আমি মনে ক'রেছিলাম, অনেকে আমাকে চিন্তে পার্ব্বে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, কেউ আমাকে চিন্তে পাচ্ছে না। আমি এক বৎসর এখানে ছিলাম, কিন্তু আমি দেখ্‌চি, আমাকে সকলেই ভুলে গেছে। সে বেশ হ'য়েছে। না হ'লে আমি এখানে মুখ দেখাতে পার্ত্তেম না।

সুশীলা। নাই বা চিন্‌লে,—এ সংসারে চেনার চেয়ে না চেনাই ভাল নয় কি সরোজ?

সরোজ। যাক্, তবু যত শীঘ্র হয় চল এখান থেকে যাই। কি কি কিনে নেবে বল্‌ছিলে?

সুশীলা। হ্যাঁ, কিছু খাবার জিনিষ কিনে নিই।

সরোজ। টাকা,—টাকা কোথায় পাবে?

সুশীলা। বাড়ী থেকে আস্‌বার সময় একশ টাকা যা আমার ছিল, সঙ্গে এনেছিলাম; তার প্রায় সবই আমার কাছে আছে।

সরোজ। সুশীলা, তুমি না থাক্‌লে হয়তো আমি ম'রে যেতাম।

সুশীলা। সরোজ, আমরা—আমরা ঠিক আবার তেমনি সুখী হবো।

সরোজ। আজ তোমার মুখে হাসি নেই কেন! আজ তোমার কথায় কেন দুঃখের ভাব? আজ আমি খালাস হয়েছি, আজ তুমি এত বিষন্ন কেন?

সুশীলা। কই সরোজ, আমি বিষন্ন কই? আজ আমি বড় সুখী!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাজাবেব নিকটস্থ কুটিব।

(সুশীলার অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া সবোজ নিদ্রিত।)

সুশীলা। (স্বগত) প্রাণে কি এতই মায়া! প্রাণ ক' দিনের জন্যে? স্ত্রীলোকেব স্বামীই গুরু, স্বামীই প্রাণ, স্বামীই সব। সেই স্বামীর জন্যে প্রাণ দিব—তাতে প্রাণ এত কাঁপে কেন? সন্নেসি গুণে বলেছেন যে, সরোজের আবও চারবার জেল্ হবে। জেল্,—জেল্—!জেলেতো সেই কষ্ট, সেই চাবুক,—সেই পাহারা, সেই—না—না, ভাব্‌লে যে প্রাণের ভেতর পর্য্যন্ত কেঁপে ওঠে! আমি ম'র্ব্বো,—ম'র্‌তে কষ্ট কি? ম'র্ত্তে কষ্ট নেই,—সরোজকে ছেড়ে যেতেই কষ্ট হয়। আর যে দেখ্‌তে পাব না,—আর যে একবারে দেখ্‌তে পাব না,—আর যে এ জীবনে দেখ্‌তে পাবো না! না, আমার মরা হ'ল না। না—ম'র্ব্বো,—নিশ্চয়ই ম'র্ব্বো। না ম'লে আমার সরোজ যে জেলে যাবে! স্বামীর জন্যে প্রাণ দেব—তাতে কষ্ট কি? এ প্রাণতো স্বামীর; স্বামীর কষ্ট হবে,—সেই

সরোজ। চল, আজ আমরা ঐ শ্মশানে থাকি, লোকালয় দেখ্‌লে যেন আমার প্রাণের ভেতর আগুণ জ্বলে ওটে।

সুশীলা। শ্মশানে আজ না গেলে হয় না? চল আমরা এ রাত্রিটা অন্য কোন থানে বাস করি।

সরোজ। না সুশীলা, শ্মশানই আমার ভাল,—চল।

সুশীলা। চল। (স্বগত) মাগো, আমাব প্রাণে বল দাও।

সবোজ। এত দিনে বোধ হয় আমরা সুখী হব।

সুশীলা। নিশ্চয়ই হ'ব।

সবোজ। তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল, তুমি আমাকে কখন ছেড়ে যাবে না? তুমি আমার কাছে থাক্‌লে আমার কোন কষ্টই হবে না।

সুশীলা। প্রায় সন্ধ্যা হ'ল,—চল সরোজ, জিনিষগুলো সব কিনে নিই।

সরোজ। তবে চল, আর দেরি ক'রো না।

সুশীলা। (স্বগত) আমার হাত পা অবসন্ন হ'য়ে আস্‌চে, মাগো, আমার হৃদয়ে বল দাও।

(উভয়ের প্রস্থান।)

কষ্ট আমি ম'লেই যদি তাঁর যায়, তবে আমি ম'র্ব্বো না কেন? সন্নেসী বলেছেন,—যদি আমি আমার রক্তে কালী পূজো ক'র্ত্তে পারি, তা হ'লে সরোজ আর জেলে যাবে না। এ জীবনে তাঁর আর কোন কষ্ট—কোনও বিপদ আপদ ঘট্‌বে না। আমি ম'র্ব্বো, নিশ্চয়ই ম'র্ব্বো। আর দেরি কেন? সরোজ এখন ঘুমুচ্চে,—আজ অকাতরে ঘুমুচ্চে,—এর পর জাগ্‌লে আর আমার মরা হবে না। সন্নেসী বোধ হয় আমার জন্যে বসে আছেন। না,—আর দেরি ক'র্ব্বো না। যাই, এই সময়ে যাই। সরোজ এখন ঘুমুচ্চে।—প্রাণ যে যেতে চায় না, আর যে এ জীবনে দেখ্‌তে পাব না,—আর যে কখনও দেখ্‌তে পাব না। জেল্,—জেল্—সেই কষ্ট। আর দেরি নয়, এখনই সরোজ উঠে পড়্‌বে। আমায় না দেখ্‌লে সরোজ কষ্ট পাবে,—সে কষ্ট দিন কতকের জন্যে। তারপর সে আমাকে ভুলে যাবে,—সুখেও থাক্‌বে। আর যদি আমি বেঁচে থাকি, তা হ'লে সরোজ আবার জেলে! না,—না,—আর দেরি নয়। সরোজ উঠ্‌লে আর আমার যাওয়া হবে না। বুক যে ফেটে যায়, বুকের ভেতর যে পুড়ে যায়! সরোজ,—স্বামিন্—নাথ—প্রিয়তম,—আমায় ক্ষমা কর।

(ধীরে ধীরে মস্তক ভূমে স্থাপন।)

সরোজ কত দিন ঘুমোয় নি, আজ অকাতরে ঘুমুচ্চে—এতদিন পর্‌রে সরোজ আমার আজ সুখী হ'য়েছে; উঠে আমায় না দেখ্‌তে পেলে কি ভাব্‌বে।—সে যে পাগল হবে, সে যে প্রাণে বড় ব্যাথা পাবে! এক সঙ্গে যে ছেলেবেলা থেকে আমরা লালিত্ পালিত্,—এক সঙ্গে যখন দুজনে খেলা ক'র্ত্তেম, তখন সরোজ আমাকে আদর ক'রে বল্‌তো,—সুশীলা, বড় হ'লে তোমাকে আমি বে ক'র্ব্বো। আমাদের বে হ'ল,—বড় সুখী হয়েছিলেম। ভগবান, তোমার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমাকে এত কষ্ট দিলে। আর না,—আর দেরি নয়,—যদি সরোজ উঠে পড়ে। স্বামীন্—নাথ—আমার প্রাণের দেবতা,—আমাকে ক্ষমা কর। প্রাণ যে ছেড়ে যেতে চায় না,—আর যে এ জীবনে একবারটীও দেখ্‌তে পাব না। না,—নিশ্চয়ই ম'র্ব্বো। না মল্লে যে আমার সরোজ আবার জেলে—না,—না,—আর দেরি নয়। আমি হতভাগিনী,—আমি মহাপাপিনী,—স্বামীর জন্যে

এই সামান্য প্রাণ দিতে এত কাতর হ'চ্ছি। এ প্রাণ কিসের জন্যে? স্বামীর সুখের জন্যে যদি প্রাণ দিতে না পার্লে্ম, তবে এমন প্রাণ রেখে লাভ কি! নাথ, বিদায় দাও।

(মস্তক অবনত করিয়া স্বামীকে চুম্বন)

ম'র্ত্তে যে প্রাণ সরে না! যেতে যে পা চলে না! আর দেখ্‌ব না, আর দেখ্‌ব না,—দেখ্‌লে যে আরও দেখ্‌তে ইচ্ছে করে! না,—না,—আর দেখ্‌ব না!

(কয়েক পদ গমন।)

আর একবারটী দেখে যাই। আর যে এ জীবনে দেখ্‌তে পাব না! (প্রত্যাগমন।)

ওঃ—ওঃ—বুক ফেটে যায়! সরোজ,—তুমি কি আর আমাকে মনে ক'র্ব্বে? তোমাকে ছেড়ে যেতে আমি যে প্রাণে কত কষ্ট পেয়েছি, তা কি তুমি কখন জান্‌তে পার্ব্বে? না—না—আর দেরি ক'র্ব্বো না। যদি সরোজ উঠে পড়ে। আর একবারটী—(চুম্বন।)

আর না, আর না,—আর দেখ্‌লে আমার প্রাণের বল লোপ হবে।—তুমি সুখী হও,—ভগবান, তুমি আমার সরোজকে সুখে রেখ।

(কয়েক পদ গমন।)

আর একবারটী দেখে যাই। আর যে এ জীবনে দেখ্‌তে পাব্বো না! ম'র্ব্বোই নিশ্চয়,—না মর্লে যে সরোজ জেলে যাবে! জেল,—জেল,—সেই জেল? আর দেরি নয়! না,—আর একবারটী,—আর একবারটী দেখ্‌ব;—আর একবারটীর বেশী দেখ্‌ব না—আর যে জীবনে দেখ্‌তে পাব না!

(নিকটে আগমন।)

চোক, প্রাণ ভরে দেখে নাও; প্রাণ, জীবন ভ'রে দেখে নাও,—না,—না—না,—আর দেখ্‌ব না, আর দেখব না,—আর আমি দেখ্‌ব না। আর দেখ্‌লে আমার মরা হবে না,—আর দেখ্‌লে আমার প্রাণের বল লোপ পাবে, আর দেখ্‌লে আমি আর ম'র্ত্তে পার্ব্বো না। না ম'র্লে নয়, না ম'র্লে আমার সরোজ আবার কষ্ট পাবে! আর একবারটী,—এই শেষ—এই শেষ—এই শেষ—

(চুম্বন।)

ঐ সরোজ বুঝি জাগ্‌লো—আর নয়, আর নয়; ভগবান, আমাকে বল দাও!

(বেগে প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কালীর মন্দির-প্রাঙ্গন।

(এক পার্শ্বে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড, অপর পার্শ্বে পূজার আয়োজন। ব্যস্তভাবে কাপালিকের পদচারণ।)

কাপালিক। প্রায় সময় হ'য়ে এল। এখনও সে এল না। তবে কি সে আর আসবে না? আজ কি অন্ধকার! দুই হাত দূরের জিনিষ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। একটু এগিয়ে দেখ্‌ব কি? না, আর একটু দেখি। ১২ বৎসরের মধ্যে আর এমন মহাযোগ হবে না।

(সুশীলার প্রবেশ।)

বৎসে, এসেছ? আমি তোমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ ব'সে আছি।

সুশীলা। হ্যাঁ, আর দেরি ক'র্বেন না।

কাপালিক। আর দেরি কি? আমি পূজার সব আয়োজন ক'রে রেখেছি। তুমি স্বইচ্ছায় মায়ের পূজায় প্রাণ দিচ্চ তো?

সুশীলা। হ্যাঁ, আর দেরি ক'র্বেন না।

কাপালিক। তুমি আনন্দের সঙ্গে প্রাণ দিচ্চ তো? এখন তোমার প্রাণে কোন কষ্ট নেই তো?

সুশীলা। হ্যাঁ, আর দেরি ক'র্বেন না। ওকি! ও কিসের শব্দ?

কাপালিক। ও কিছুই নয়,—বাতাস। তুমি এত উতলা হ'চ্চ কেন?

সুশীলা। শীগ্‌গির, শীগ্‌গির,—আর দেরি ক'র্বেন না। আর একবার তাঁকে দেখ্‌লে আমার মরা হবে না। তাহ'লে আমি আর মর্ত্তে পার্ব্বো না। ও কিসের শব্দ?

কাপালিক। ও কিছুই নয়। এই খানে স্থির হ'য়ে ব'স।

সুশীলা। তিনি ঘুমুচ্চেন, যদি ওঠেন,—যদি এই দিকে আসেন! আর দেরি ক'র্বেন না, আপনার পায় ধরি, আর দেরি ক'র্বেন না। আমি ম'র্ব্বো,—নিশ্চয়ই ম'র্ব্বো; না হ'লে আমার সরোজ যে আবার জেলে যাবে! জেল—জেল—জেল—সেই জেল—আর দেরি ক'র্বেন না। আপনার পায় ধরি,—আর দেরি ক'র্বেন না।

কাপালিক। না, আর কিছুই দেরি নাই। চুলগুলো খুলে দাও।

এই লাল কাপড়খানা পর, এই সিঁদুর কপালে দাও, আর এই জবাফুলের মালা পর।

সুশীলা। দিন, আর দেরী কর্ব্বেন না।

(সুশীলার বস্ত্রাদি পরিধান।)

কাপালিক। তারপর মাব সুমুখে আমি শুচ্চি, তুমি মার দিকে মুখ ক'রে আমার বুকের উপর ব'স। এই ছুরিখানা নাও।

সুশীলা। দিন। (ছুরি গ্রহণ।)

কাপালিক। তারপর আমি ধ্যানে মগ্ন হব। তুমিও আমার বুকে ব'সে এক মনে মায়ের নাম ক'র্ব্বে। পার্ব্বে তো?

সুশীলা। পার্ব্বো।

কাপালিক। হয় তো তুমি চারদিকে অনেক বকম দেখ্‌তে পাবে, তাতে ভয় ক'র না।

সুশীলা। আমার আবার ভয় কিসের?

কাপালিক। এই সব মূর্ত্তি তোমাকে অনেক ভয় দেখাবে, আমার বুক থেকে যাতে তুমি উঠে পালাও, সেই রকম সব ক'র্ব্বে, তুমি যাতে ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠ, তাই তারা ক'র্ব্বে। দেখো, যেন ভয়ে চেঁচিও না; দেখো যেন উঠে পোড়ো না? তা হ'লে তোমার স্বামী নিশ্চিত জেলে যাবে, তা ছাড়া তাদের প্রত্যহ অনেক বিপদ ঘট্‌বে। বুঝ্‌তে পার্লে? যা বল্‌চি, সব পার্ব্বে তো?

সুশীলা। পার্ব্বো, আপনি দেরি ক'র্ব্বেন না।

কাপালিক। তারপর যখন আমি চিৎকার করে "মা ব্রহ্মময়ী" বলে উটব, তখন তুমি তোমার চুলগুলো মাথার উপর দিয়ে সুমুখে আন্‌বে, ঘাড়টা হেঁট ক'র্ব্বে, বাঁ হাতে চুলগুলো খুব জোরে টেনে ধ'র্ব্বে, তার পর, তাব পর—

সুশীলা। তারপর কি ক'র্ত্তে হবে, শীগ্‌গির বলুন? আপনার পায় ধরি, আর দেরি ক'র্ব্বেন না।

কাপালিক। তারপর এই ছুরিখানা,—ছুরি খানা হাতে আছে তো?

সুশীলা। আছে।

কাপালিক। তারপর,—এ ছুরি বেশ শান্ দেওয়া আছে। তারপর বাঁ হাতে চুল টেনে ধরে ডান হাতে ছুরি গলায় সজোরে বসিয়ে দেবে; পারতো তিনবার মার নাম ক'রো।

সুশীলা। সব পার্ব্বো, আর দেরি ক'র্ব্বেন না।

(কাপালিকের শয়ন ও বুকে সুশীলার উপবেশন।)

কাপালিক। স্থির হ'য়ে চোক বুজে ব'স। যা যা বলেছি, যেন কিছু ভুল না।

(কাপালিকের ধ্যানে মগ্ন হওয়ন।)

সুশীলা। (স্বগত) একি! চারদিকেই তো সেই মূর্ত্তি! সরোজ, আমায় ছেড়ে দাও। আমি বেঁচে থাকলে তোমার দুঃখ, আমি মর্লে তোমার সুখ। আমি এ জেনে শুনে না ম'রে কি থাকতে পারি? তোমার সুখের জন্যে যদি প্রাণ না দিলাম, তবে এ প্রাণ কিসের জন্যে? সরোজ আমায় ফেলে যাবে না,—সরোজের আমার আর কোন বিপদ আপদ হবে না। আমি কেন মচ্চি তা জানলে তুমি আর আমার উপর রাগ ক'র্কে না। মর্কার সময় চারদিকেই আমি তোমায় দেখ্‌চি, এর চেয়ে আর সুখ কি? মনে মনে বড় দুঃখ ছিল, ভেবেছিলাম,—মরবার সময় একবার তোমায় দেখ্‌তে পাব না, কিন্তু আমি তো জানি নাথ, তুমি আমায় বড় ভালবাস, তুমি নিষ্ঠুর নও, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে দেখা দেবে। সরোজ, একবার ছেলেবেলার মত সেই রকম ক'রে আমাকে আদর কর, একবার সেই রকম ক'রে আমাকে চুমো খাও,—একবার সেই রকম ক'রে আমাকে সুশীলা ব'লে ডাক, ম'র্ত্তে তা হ'লে আমার কোনই কষ্ট হবে না।

(চারিদিকে অনৈসর্গিক শব্দ।)

ভয়—কিসের ভয়? অন্ধকার রাত্রি, অমাবস্যা, কালীর মন্দির, কাপালিকের বুকে বসে,—তাই ভয়? ভয় নেই,—আমার ভয় নেই। আমি তো কালী পূজো করি নে। কই, কালী কই? কালি কে। আমার দেবতা আমার সরোজ; কই, কালী কই,—কালী তো দেখ্‌তে পাই না। এই যে আমার সুমুখে আমার দেবতা দাঁড়িয়ে। নাথ, প্রিয়তম, জীবনের জীবন, জীবনাধার, তুমি ভিন্ন আমার দেবতা কে? তুমি আমার কালী, তুমি আমার শিব, তুমি আমার ঈশ্বর, তুমিই আমার ভগবান্। তোমার সুমুখে আমার আবার ভয়? আজ আমি বড় সুখী, আজ আমার প্রাণ আনন্দে বিভোর হ'চ্চে, কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, নাথ, তোমাকে আমি কখনও এ রকম ক'রে পূজো ক'র্ত্তে পার্কো,—তোমার উপযুক্ত এ সংসারে কি আছে, যা দিয়ে তোমায় পূজো করি! ফুল,—বিল্বপত্র,—ধূপ, ধূনা,—এসব দিয়ে তোমায় পূজো ক'রে প্রাণের কি সন্তোষ হয়? যে দিন আমাদের বে হয়, সেই দিন মনে

মনে কেমন আপনা আপনি হ'য়ে ছিল,—সরোজ, এক দিন আমি তোমার চরণ পূজো ক'র্ব্বো। আজ আমার সেই সুখের দিন উপস্থিত। তোমাকে তো সবই দিয়েছি, আমার আর কি আছে যা দিয়ে তোমার পূজো করি। প্রাণ আছে, আজ সেই প্রাণ দিয়ে তোমার পূজো ক'র্ব্বো।

কাপালিক। বৎসে, সুমুখে হাস্যমুখী মায়ের বদন কি দেখ্‌তে পাচ্চো?

সুশীলা। মা কে?

কাপালিক। মা কে! মা ব্রহ্মময়ী, যাঁর প্রতিমা সুমুখে। যিনি পরাৎপরা জগতজননী, তোমার সকলের দেবতার দেবতা।

সুশীলা। সন্নিসি, আমি আমার সুমুখে আমার সরোজকে দেখ্‌চি, সরোজ ভিন্ন আমি আর কোন দেবতাকে দেখি না, চিনি না, জানিও না। আর দেরি কেন?

কাপালিক। আর দেরি নেই! হাতে বল্ আছে তো? ছুরি বসাইতে পার্ব্বে তো?

সুশীলা। হা, হা! হা! ভণ্ড তপস্বি, পূজোর তুমি কি জান? পারি কি না পারি দেখ্‌তে পাবে।

কাপালিক। ভূয়ে মাথা হেঁট ক'রে চুল্ টেনে ধর—ডান হাতে ছুরি ধর।

(সুশীলার সেইরূপ করণ।)

যেই মা ব্রহ্মময়ী বলবো, অমনি—।

সুশীলা। (স্বগত) সরোজ, মনে পড়ে, এক দিন ব'লে ছিলে, "সুশীলা, তুমি আমার জন্যে কি ক'র্ত্তে পারো?" আমি হেসে বলেছিলাম, "সরোজ, তোমার জন্যে প্রাণ দিতে পারি।" তুমিও হেসে ব'লেছিলে, "ও কথা সকলেই বলে, সুশীলা, প্রাণ দেওয়া সহজ নয়।" আজ দেখ, প্রাণ দেওয়া কঠিন কাজও নয়!

কাপালিক। মা ব্রহ্মময়ী,—মা ব্রহ্মময়ী—মা ব্রহ্মময়ী।

সুশীলা। স্বামিন্!

(গলায় ছুরি বসাইতে উদ্যত ও সরোজের বেগে প্রবেশ ও সুশীলার হস্ত ধারণ।)

সরোজ। সুশীলা,—এ কি?

সুশীলা। স্বামিন্!

(অবসন্ন হইয়া ভূমে পতন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড।

(সরোজ ও সুশীলার প্রবেশ।)

সরোজ। আর একটু হ'লে সর্ব্বনাশ হ'য়ে ছিল। এ পাগলামি তোমায় কে শিখিয়ে দিয়ে ছিল?

সুশীলা। আমি ম'লে যদি তোমার সব বিপদ কেটে যায়,—তাহ'লে আমার মরাই কি ভাল নয়?

সরোজ। ঐ বেটা ভণ্ড সন্ন্যেসী বুঝি তোমার মাথায় এ পাগলামি ঢুকিয়েছিল? তুমি না বারণ কর্লে শালাকে সেই রাত্রেই উত্তম মধ্যম শিক্ষা দিতুম।

সুশীলা। ছি! সরোজ, সন্ন্যেসীকে গালাগালি দিতে নেই।

সরোজ। তুমি পাগল, তাই ও সব বিশ্বাস কর। কার অদৃষ্টে কি আছে,—তা যদি কেউ আগে বল্‌তে পার্ত্তো, তা হ'লে কোনই দুঃখ থাক্‌তো না।

সুশীলা। থাক্ সে সব কথায়, আমি তো মরিনি?

সরোজ। আর এক মিনিট দেরি হ'লে তুমি আমায় সর্ব্বনাশ ক'রেছিলে আর কি! হটাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে দেখি,—তুমি কাছে নেই। চারিদিকে খুঁজলেম,—কোথাও তোমায় দেখ্‌তে পেলেম না। তখন তোমাকে খুঁজতে বাহিরে বেরুলেম। কেমন আপনা আপনিই কালীর মন্দিরের দিকে এলাম। আর এক মিনিট দেরি হ'লে কি সর্ব্বনাশ হ'ত! তুমি দেখ্‌চি সব ক'র্ত্তে পার।

সুশীলা। তোমার জন্যে সবই ক'র্ত্তে পারি।

সরোজ। জেল্ থেকে বেরিয়ে মনে করেছি—এবার আমি বড় সুখীই হব,—কি সর্ব্বনাশ। তুমি আমার সকল সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে ছিলে আর কি! তোমাকে হারালে সুশীলা, আমি পাগল হ'তেম।

সুশীলা। যাক, আর সে সব কথায় কাজ কি?

সরোজ। যখন আমি এসে তোমার হাত ধ'র্লেম, তারপর তুমি অজ্ঞান হ'য়ে ছিলে,—কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলে জান? প্রায় এক ঘটা ধ'রে তোমার মাথায় জল দিতে দিতে তবে তোমার জ্ঞান হল। এমন পাগলতো আমি আর কখনও দেখিনি! চিরকালই কি সমান গেল?

সুশীলা। তুমি এলে সন্ন্যেসী কি কর্লেন?

সরোজ। সন্নেসী কি কর্চ্চেন? বেটাতো আমাকে দেখেই চম্পট। বাঘের মত গিয়ে শালার গলা ধর্ল্লেম। বল্লেম,—যতক্ষণ সুশীলা না আরাম হয়, ততক্ষণ যদি তুমি এ জায়গা ত্যাগ কর, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাকে খুন্ ক'র্ব্বো। ব্যাটার যে কাঁপুনি।

সুশীলা। ছিঃ সরোজ, সন্নেসীকে কি অমন ক'রে গালাগালি দিতে আছে? যাক, ওসব কথায় এখন কাজ নেই। হেঁটে হেঁটে কতদূর যেতে পার্বে? টাকা র'য়েছে যখন, তখন চল না রেলে যাই?

সরোজ। লোকসমাজে মুখ দেখ্‌তে আমার লজ্জা করে। রেলে গেলে হয়তো কত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে।

সুশীলা। দেখ, তুমি আর হাঁট্‌তে পাচ্চ না, তোমার কষ্ট হ'চ্চে। এস, একটু এই গাছতলায় বসি।

সরোজ। এই তো সমুখে দুই দিকে দুই রাস্তা গিয়েছে, এখন কোন্ দিকে যাই সুশীলা?

সুশীলা। এস, এই গাছতলায় একটু বসি। একটু জিরিয়ে আবার যাওয়া যাবে।

সরোজ। তুমি আমার জন্যে বৃথা ভাব। যে এক বছর জেলে ছিল, তার কি একটু হাঁটুনিতে কষ্ট হয়? আমি নিষ্ঠুর,—আমি পশুরও অধম, তাই তোমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্চি, না জানি তোমার কত কষ্ট হ'চ্চে।

সুশীলা। সরোজ, আমিতো ক'ল্‌কাতা থেকে বরাবর হেঁটেই এখানে এসেছিলাম।

সরোজ। তোমার উপযুক্ত আমি নই।

সুশীলা। ওসব কথা বল তো এই আমি রাগ কর্ল্লেম।

সরোজ। রাগ কর তোমার সাধ্যি কি। কর না রাগ?

সুশীলা। তোমার উপর যে রাগ হয় না।

সরোজ। তুমি আমার হৃদয়ের রত্ন। (চুম্বন) আমার মত এ সংসারে সুখী কে?

সুশীলা। এস, একটু ব'স। তোমার হাঁট্‌তে কত কষ্ট হ'চ্চে!

সরোজ। তবে চল, ঐ গাছতলায় বসি। (উপবেশন।) আঃ, এ জায়গাটা কি ঠাণ্ডা—রোদে যে চারদিক পুড়ে যাচ্চে।

সুশীলা। আমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শোও।

সরোজ। আবার! আর ভুলি না সুশীলা,—আর ভুলি না। আমি ঘুমুই, আর তুমি আমার মাথাটী আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে সেবার-কার মত পালাও। আর তা হচ্চে না।

সুশীলা। আর যাব না। তোমায় ছেড়ে যাওয়া কি আমার সুখ?

(একজন গ্রামবাসীর প্রবেশ।)

সরোজ। ওহে, এই যে দুটী পথ দুইদিকে গিয়েছে, এর কোন্‌টী কোন্‌ দিকে গিয়েছে জান?

গ্রামবাসী। এই পথ বরাবর ক'ল্‌কাতায় গেছে, আর এই পথ বরাবর হৃষিকেশ গিয়েছে।

(গ্রামবাসীর প্রস্থান।)

সরোজ। এই পথে গেলে ক'ল্‌কাতায় যাওয়া যায়, আর এই পথে গেলে হৃষিকেশ যাওয়া যায়। এক দিকে লোকজন, বাড়ী ঘর,—অন্যদিকে গভীর অরণ্য। এক-দিকে পাপ পুণ্য, অর্থচিন্তা, অর্থ উপার্জ্জন, বিপদ আপদ, সুখ দুঃখ, মান সম্ভ্রম, জেল, দায়মাল, অন্য দিকে কেবলই শান্তি, কেবলই বিরাম, কেবলই ঈশ্বরচিন্তা। এক-দিকে লোকাকীর্ণ সহর ক'ল্‌কাতা, অন্যদিকে ব্যাঘ্র ভল্লুক সমাকীর্ণ ঋষিগণের বাসভূমি হৃষিকেশ। সুশীলা, এখন কোন্‌ দিকে যাই?

সুশীলা। আমি তো তোমার ছায়া। নাথ, তুমি যে দিকে যাবে, যেখানে যাবে, দাসী সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

সরোজ। তোমার কাছে পরামর্শ চাওয়া বিড়ম্বনা। এই পথে গেলে ক'ল্‌কাতায় যাওয়া যায়; ক'ল্‌কাতায় গেলে লোকে আমায় দেখিয়ে দিয়ে বল্‌বে, "ঐ ও জেলে গিয়েছিলো।"

সুশীলা। তবে ক'ল্‌কাতায় গিয়ে কাজ নেই।

সরোজ। কিন্তু মাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। বাবার পা ধ'রে একবার ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে।

সুশীলা। তবে ক'ল্‌কাতায়ই চল।

সরোজ। আর লোকালয়ে মুখ দেখাতে ইচ্ছে নেই—আর সংসারে প্রবেশ ক'র্ত্তে ইচ্ছে নেই। কি জানি, আবার কোন্‌ দিন মন পাপের দিকে যায়। আবার কি সুশীলা জেলে যাব?

সুশীলা। না, না,—তবে ক'ল্‌-কাতায় গিয়ে কাজ নেই, চল আমরা জঙ্গলে গিয়ে থাকি।

সরোজ। সেই ভাল কথা,—চল হৃষিকেশ যাই। ঐ পথে গেলে হৃষিকেশ যাওয়া যায়। তোমার সঙ্গে

আমি যেখানে থাকব, সেই আমার স্বর্গ।

সুশীলা। যেখানে গেলে তোমার আর কোন বিপদ আপদ ঘট্‌বে না, চল সেইখানেই চল।

সরোজ। তবে হৃষিকেশই ভাল। সেইখানে গিয়ে আমরা কুটীতে কুটীর বেঁধে থাক্‌ব। দিন রাত ঈশ্বরচিন্তা কর্ব্বো। আমরা বড় সুখী হব, কেমন,—না সুশীলা?

সুশীলা। হাঁ সরোজ।

সরোজ। তবে ওঠ, আর দেরি করা নয়। যদি দেরি ক'রে মন ভেঙ্গে যায়—যদি আবার সংসারের মায়া হয়। এই দিকে হৃষিকেশ, আর এই দিকে ক'ল্‌কাতা,—এই দিকে কেবলই পুণ্য, আর এই দিকে কেবলই পাপ,—এখন কোন্ দিকে যাই?

সুশীলা। চল সরোজ, হৃষীকেশ যাই।

সরোজ। তবে আর এ সব সঙ্গে নেওয়া কেন? তবে আর এ টাকা কেন? এ কাপড় চোপড়ই বা কেন? এই যে কত কি তুমি বাঁকিপুরে কিনেছিলে, তবে আর এ সকলে প্রয়োজন কি? এ সব সঙ্গে থাকলে সংসারের কথা মনে পড়ে;—এ সব সঙ্গে থাক্‌লে সংসারে মায়া হয়। আবার কি তাহ'লে সংসারের দিকে মন টান্‌বে? না সুশীলা, এ সব কিছুই সঙ্গে নেওয়া নয়। এস দুজনে ঈশ্বরের নামে এক বস্ত্রে বিদেয় হই। থাক্ এ সব এখানে। যে ক'ল্‌কাতায় যেতে চায়, সেই যেন এ সব কুড়িয়ে নিয়ে যায়। চল সুশীলা, আর দেরি ক'রে কাজ নেই।

সুশীলা। তাই চল।

সরোজ। এই পথে ক'ল্‌কাতা যাওয়া যায়; আর মায়া কেন? একবার মাকে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে; না,—আর মায়ায় কাজ নেই। চল সুশীলা, চল।

সুশীলা। চল।

সরোজ। এক খানা একা গাড়ী এই দিকে আস্‌চে। এ দিকে কে আসে?

সুশীলা। দেখ, দেখ,. সরোজ, বাবা আর মা আস্‌চেন!

সরোজ। তাই তো,—কি সর্ব্বনাশ! ওঁদের সঙ্গে দেখা হ'লে আর আমাদের হৃষিকেশ যাওয়া হবে না। চল, আমরা পালাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বাড়ীর প্রাঙ্গন।

(গোবর্দ্ধন, হারাণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক লোক আহারে উপবিষ্ট। হরিশ বাবু, সরোজ প্রভৃতি পরিবেসনে ব্যস্ত।)

১ নিমন্ত্রিত। লুচি,—লুচি,—এই দিকে।

২য় নিমন্ত্রিত। আলুর দম—ও আলুর দম।

হরিশ বাবু। ওহে, এ দিকে জল দিয়ে যাও। মশায়দের আর কি চাই? আর একখানা লুচি? ওহে,—এই দিকে দুচারখানা গরম লুচি পাঠিয়ে দাও। কি এনেছ?

১ম পরিবেসক। দই।

৩য় নিমন্ত্রিত। একটু চাট্‌নি চাই;—হরিশ বাবু চাট্‌নি চমৎকার হ'য়েছে।

হরিশ। সে আপনাদের অনুগ্রহ। মশায়, আর গোটাকত সন্দেশ খেতে হ'চ্ছে।

৪র্থ নিমন্ত্রিত। সরোজের বড় সুলক্ষণযুক্ত ছেলে হ'য়েছে। এই যে, বাবাজি বড় ব্যস্ত। খাওয়া চমৎকার হ'ল।

সরোজ। আর আপনাদের কি চাই?

১ম। আর কিছুই চাই নে,—পান হ'লেই হয়।

হরিশ। এখানে পান্‌তুয়া নিয়ে এস। হারাণ খুড়ো,—আর দুচারটা পান্‌তুয়া খেতে হ'চ্ছে।

হারাণ ঐ গোবর্দ্ধন ভায়াকে দাও।

গোবর্দ্ধন। দাও, দাও,—গোবর্দ্ধন হেরে গেলেন, এ কথা যেন কেউ না বলে।

হরিশ। দাও, এইখানে সন্দেশ দাও।

গোবর্দ্ধন। বুঝে হিসাবে দাও।

২য় নিমন্ত্রিত। হরিশ বাবু, এই সময় ছেলেটীকে একবার এই খানে নিয়ে আসুন। সকলেই একেবারে দেখ্‌তে পাবেন।

হরিশ। সরোজ, সরোজ?

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

(সরোজের প্রবেশ।)

হরিশ। খোকাকে একবার নিয়ে এস,—সকলে দেখ্‌তে চান।

(সরোজের প্রস্থান।)

হারাণ। খোকা বড় সুলক্ষণযুক্ত হ'য়েছে।

হরিশ। সকলই ভগবানের হাত। আমার বড় দুঃখের পর বড় সুখের ছেলে হ'য়েছে। আর একটু হ'লে সরোজকেও পেতেম না, বউমাকেও পেতেম না।

সকলে। বউমা স্বয়ং লক্ষ্মী।

হরিশ। দুজনে ঋষিকেশ চলে-ছেন, এমন সময়ে আমরা গিয়ে পড়্‌লাম।

(সুরোজের পুত্র লইয়া প্রবেশ।)

সকলে। সরোজ বাবু, আপ-নার ছেলেটী রাজার ছেলের মত হ'য়েছে।

হরিশ। দাও, আমার কোলে দাও। কে জান্‌তো যে, আজ আমি সরোজের ছেলের অন্নপ্রাশনে এত আমোদ ক'র্ত্তে পার্ব্বো।

১ম নিমন্ত্রিত। একবার সরোজের কোলে খোকাকে দাও, আমরা সকলে দেখে চক্ষু সার্থক করি।

২য় নিমন্ত্রিত। কেবল সরোজের কোলে দেখ্‌লে হবে না। বউমার কোলে খোকাকে দেখে আমরা সকল দুঃখ কষ্ট একেবারে ভুলে যেতে চাই। হরিশ বাবু, একবার আমাদের সকলকে বউমার কোলে খোকাকে দেখ্‌তে দিন।

হরিশ। আপনারা যদি বলেন, তবে বউমা অবশ্যই খোকাকে কোলে ক'রে আপনাদের সুমুখে আস্‌বেন। এখানে তো কেউ আর আমার পর নেই? যাও,—কেউ বাড়ীর ভেতর গিয়ে বল।

গোবর্দ্ধন। আজ আমি আনন্দের রসগোল্লা হ'য়ে পড়েছি! হে—উঁ খাওয়াটা' হ'য়েছে কতকমতক।

৪র্থ নিমন্ত্রিত। কি গোবর্দ্ধন ভায়া, উদরটা তবুও পূর্‌ল না? কতকমতক হ'ল?

গোবর্দ্ধন। পূর্ব্বে হে,—পূর্ব্বে। বাবাজির বেতে পূর্ব্বে।

(খোকাকে আদর।)

১ম নিমন্ত্রিত। ততদিন বাঁচ্‌বার আশা রাখ?

গোবর্দ্ধন। মর্‌বার দেরি আছে, হে—উ—।

(অবগুণ্ঠনাবৃতা সুশীলা ও অন্যান্য পুরনারীর প্রবেশ।)

হরিশ। বউমা, এঁরা সকলে একবার তোমার কোলে খোকাকে দেখ্‌তে চান। এখানে আমার পর কেউ নেই।

হারাণ। সরোজ, তুমি খোকাকে বউমার কোলে দাও।

(সরোজ পুত্র লইয়া সুশীলার ক্রোড়ে প্রদান।)

গোবর্দ্ধন। বাজা শালারা, বাজা।

(নেপথ্যে,—বাহিরে বাদ্যধ্বনি, ভিতরে হুলুধ্বনি।)

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

পুরুষগণ।

হরিশ বাবু	... ...	জনৈক ভদ্রলোক।
সরোজ	... ...	হরিশ বাবুর পুত্র।
কনক	... ...	সরোজের বন্ধু।
কুমুদ	... ...	ঐ
রাম বাবু	... ...	হরিশ বাবুর বন্ধু।
গোবর্দ্ধন বাবু	... ...	ঐ
হারাণ বাবু	... ...	ঐ
ভজহরি বাবু	... ...	জেলার।

স্ত্রী-গণ।

সুশীলা	... ...	সরোজের স্ত্রী।
জননী	... ...	সরোজের মাতা।

(বন্ধুগণ, ডিটেক্‌টীভ কর্ম্মচারী, জমাদার, ইন্‌স্পেক্টর, পাহারা-ওয়ালা প্রভৃতি, ভৃত্য, নগরবাসীগণ, জেলার, প্রহরী, কাপালিক, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, পরিবেসকগণ, পুরনারীগণ, খোকা ইত্যাদি।)

সাহিত্য-শোভা।

গীতিনাট্য।

ফুলের বিয়ে।

প্রথম দৃশ্য।

নন্দন কানন।

(জাতি, জুতি, মল্লিকা, মালতি,
মূর্তিমতি পুষ্পগণের গীত।)

রাগিণী মিশ্র বেহাগ,—তাল দাদ্‌রা।

আয়লো সবাই মোরা হাসি খেলি কাননে,
দেখিব ভাসে কি হাসি যূঁইরাণী আননে।
কেন যূঁই দুখ ভরে,
সদা তার আঁখি ঝরে,
কেনলো শোকের ছায়া কুসুমরাণী নন্দনে,
আয়লো আমরা হাসি উল্লসিত পরাণে।
হাসি দেখি যূঁইরাণী,
সুখে হাসিবে এখনি;
হাসিতে হাসির খেলা, হাসি হাসে আননে।
(চাঁপার প্রবেশ।)

চাঁপা। বড় যে আমোদ, বড় যে সোহাগ!
বাণী কঁদে সদা, দেখা নাই তা'।
নাহি কিছু জ্ঞান, সকলেই অজ্ঞান।
তোদের এ সব কেমন রীত?
(সকলে চাঁপাকে বেষ্টন করিয়া গীত।)

রাগিণী মিশ্র কালাঙ্গড়া,—তাল খেমটা।

আয়লো ঘুরে, আয়লো ফিরে,
চল সবে যাই রাণীর সদনে।
হাস্‌ব না কেন, সই এস শোন,
বল্‌ব লো তোমায়, কানে কানে,
সুখ ঝরে প্রাণে।

চাঁপা। নাহি থাকা এখানে;
যেখানে রাণীর দুখে নাহি দুখ,
রাণীর দুখে সুখের তুফান,
চাঁপা কভু নাহি রহে তথা।

মালতি। কেন সই এত ক্রোধ?
কোথা যাও? স্থির হও,
সুখের সম্বাদ দিবলো তোমা'রে,
শুনে তুমি হাসিবে এখনি—
যে হাসি আমরা সবে হাসিতেছি মিলি।

মল্লিকা। বলিস্‌নে মাথা খাস,
চাঁপা বড় কুঁচুলে;
আমাদের এ সুখের কথা—
কি হবে লো ওকে ব লে?

জুতি। ঠিক বলেছিস্ মল্লিকে।
চাঁপা। বটে লো,—দেখা যাবে সময়ে।
জাতি। সই, চেওনা লো রাগ ভরে।

ওরা সব দুষ্টু মেয়ে, জান নাকি তুমি—
কোঁদল করিতে চাহে সদা তোমা সনে?
এস মোর কাছে সই,
এখনি সকল কথা বলিব তোমারে।

মালতি। বেল রাজার বিয়ে হবে যুঁই রাণীর সনে,
রাজারাণী ক'র্বো বরণ আয় সখীগণে।

জাতি। (মালতির মুখ চাপিয়া গীত।)

রাগিণী মিশ্র পিলু,—তাল খেমটা।

সুখের গগনে সুখ ঘন হাসে,
হরিষে হরষে চাঁদ তাহে ভাসে।
বহে সমীরণ, গুঞ্জে অলিগণ,
মধুরে মাধুরী বিকাশে।

মল্লিকা। (গীত।)

রাগিণী মিশ্র হাম্বির,—তাল খেমটা।

সেই আলোকে, সেই বাতাসে
দিব যুঁয়ের বিয়ে
সই তেমনি ক'রে, আমোদ ভরে
মিলি সকল স'য়ে।
তোমরা সব, বাসর ঘরে,
আসবে সই আমোদ ক'রে,
আঁচল ভ'রে দিব মিঠাই,
এস ঘরে নিয়ে।

চাঁপা। তোরা কি পাগল পেলি—
তাই মজা করিস্ সকলে?
বলিব রাণীরে, শিখাব সবারে,
বেৎ মেরে তাড়াব এখনি।

জাতি। কেন সই বৃথা রাগ কর?
মিথ্যা নাহি বলি লো তোমারে।

চাঁপা। বেল সহ যুঁয়ের বিবাহ।
বেল সদা অহঙ্কারে
নাহি দেখে চরাচর,
যুঁয়ে করে ঘৃণা সদা,
রাণী বলি নাহি গণে তায়;
তার সনে বেলের বিবাহ!

মল্লিকা। যুঁইরাণী সদা দুখী।
বিষণ্ণ বদনে রয়,
নয়ন আসারে দুকুল ভাসায়,
হাসি নাহি বদনে।
কিসের লাগিয়ে জান কিলো বিষাদিনী?
জান না তো শুন কই।

চাঁপা। তোর কথা নাহি শুনি আমি;
পাগল পেয়েছ মোরে, উপহাস তায়।
(সকলে চাঁপাকে বেষ্টন করিয়া গীত।)

রাগিণী মিশ্র বারোয়াঁ,—তাল খেমটা।

সইলো সই মনের কথা কই,
মনের সুখে আমোদ ভরে সদাই মোরা রই।
কাল যুঁযের বিয়ে হবে, বরণ-ডালা নিয়ে,
বরণ ক'রে আন্‌বো জামাই উলুধ্বনি দিয়ে।
এম্‌নি এম্‌নি এম্‌নি করে নাচ্‌ব সবাই সই,
হাসির নায়ে ভেসে যাব সুখের কাঙ্গাল নই।
(মদন ও রতির প্রবেশ।)
(মূর্ত্তিমতি পুষ্পগণের পুষ্পে পরিণত হওন।)

প্রস্ফুটিত ফুলময় উদ্যান-দৃশ্য।
(মদন ও রতি।)

রতি। নাথ, বৃথা অহঙ্কার কর।

আমি যদি ছায়াময়ী
তব পাশে নাহি রই,
ডালে ডালে ফুটে ফুল—
কেমনে কোকিল ডাকে, ভ্রমরে ঝঙ্কার—
কেমনে মধুরে মাধুরি লই
বহে সমীরণ, দেখি তা সকলি।

মদন। মানি তা প্রিয়সী,—কিন্তু,
নানা সখের কুসুম,
এই সৌখিন কোকিল, প্রিয়তম সমীরণ,
অলির গুঞ্জন, সকলই পারি লো
মুহূর্ত্তে উড়াতে, সাক্ষী তার দেখাব এখনি।

রতি। যা পার না পার তা' বিদিত সকলি;
আরও কিছু দেখাই তোমারে।
এই দেখ ডালে ডালে ফুটেছে কুসুম,
এই দেখ মন্দে মন্দে বহে সমীরণ,
সুন্দর বসন্ত আজি নন্দনে বিরাজে,
শুন,—মধুর সঙ্গীত, প্রকৃতি সুন্দরী
বসন্তের সহ মিলি গাইবে এখনি;
জীবনে এমন গান শুন নাই কভু।

মদন। জীবনে এমন গান শুনি নাহি কভু!
কিরূপে প্রিয়সী তুমি এ কথা বলিলে?
তোমা চেয়ে মধুমাখা
মাধুরীমিলিত, মধুর সঙ্গীত
আর কেবা পারে লো গাইতো?
বিবাদ মিটিবে,—একটী সঙ্গীত তুমি
শুনাও আমারে,—রাণী বলি
ও চরণ মাথায় তুলিব।

রতি। আগে বসন্তের গান,

পরে গাইব আপনি। কিন্তু—
দেখাতে হে হবে আজি কতদূর পার'।
(নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী বসন্ত,—তাল সুবফাঁকতা।

মন্দে মন্দে বহে সমীরণ,
মাধুবী বিস্তরে;
ডালে ডালে ফুটিছে প্রসূণ,
অমিয় নিঝরে।
নীল নভে চাঁদিমা শোভন,
শোভা সরোবরে,
শোভে তাহে মৃণাল রতন,
অতুল বাহারে।
কিবা শোভা জগজন মন
রতিপতি হরে,
ধীরে ধীরে বহে সমীরণ
কিবা লো মধুরে।

মদন। শুনিলেতো প্রাণপ্রিয়ে,
সকলিতো রতিপতি করে?

রতি। (গীত।)

রাগিণী মিশ্র পবজ—তাল একতালা।

যশ মান কবে হয়:
নারীর জীবনে,—পুরুষ সদনে
যশ মান কভু নয়।
নাথের সকাশে, নারীর বিকাশে
নারী যশ কবে পায়?
চাঁদের চাঁদিমা, চাঁদেরি মোহিমা
দিবাকরে কিবা চায়।

রতির বিহনে, রতিপতি হীনে ।
বুঝিবে কি মুখচন্দ্র ;
তোমার সুগানে, রতিরে ব্যাখানে
সবে গায় রতি জয়।

মদন। তবে দেখিবে প্রিয়সি—না দেখিলে নয় ?
তোমারই সম্মুখে আমি,
এই যে সুন্দর, মনোহর,
চমৎকার প্রমোদ উদ্যান,
জলে জলময় করিব এখনি
না ডাকিবে পিককুল,
ফুটিবে না ফুল,
অলিকুল নির্মূল হইবে।

রতি। পার যদি ব্যাখানিব তোমা,
ধন্য বলে মানিব তোমায়।

(সহসা সুন্দর উদ্যান সরোবরে পরিণত হওয়ন।)

বিস্তৃত সরোবর-দৃশ্য।

মদন। কেথা কোথা গেল প্রাণ প্রিয়ে
সুন্দর উদ্যান, সে সব তোমার ?
প্রিয় ফুল, অলি, পিক, মন্দ সমিরণ,
ডালে ডালে নানা ফুল,—
সৌরভে আকুল—মনে কর সকলিলো
তুমি ,—আজ কি সে ভুল প্রিয়ে,
গেললো তোমার ?

রতি। সরোবরে ফুটিনা কি ফুল,—
অলিকুল নাহি কি গুঞ্জরে ?
কি করিতে পারি জলে
দেখাই তোমারে।

(গীত।)

রাগিণী আশা,—তাল ঠুংরী।

হিল্লোলে হিল্লোলে হেসে দোলে,
ধীরে ধীরে সমীরণ চলে,
মৃণাল পবন ভরে চলে,
পঙ্কজ নিজ আমোদে জলে,
অলিকুল সুখে কত বলে,
মরাল কেমন শোভে নীল জলে।

(গানের সঙ্গে সঙ্গে সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত, মরাল সন্তরণে নিযুক্ত, অলিকুল গুঞ্জনে ব্যস্ত।)

মদন। হেরেছি প্রিয়সী আজ, কিন্তু—
হারিব না কাল,—দেখাব তোমারে
তবে তুমি সব নও।

(প্রস্থান।)

রতি। দাঁড়াও,—এত রাগ কেন নাথ,—
খেলিলে হারিতে হয় জান নাকি তুমি?

(প্রস্থান।)

(প্রস্ফুটিত পদ্ম হইতে মূর্ত্তিমতি পদ্মের ও মৃণাল হইতে মূর্ত্তিমতি মৃণালের উৎপত্তি।)

মৃণাল। (গীত।)

রাগিনী ছায়া বেহাগ—তাল খেমটা।

আয়লো সবাই যাই নন্দন কাননে,
নন্দনে নন্দনে শোভা বেল যুঁই মিলনে।

পদ্ম। (গীত।)

সখীগণ সঙ্গে, আজি নানা রঙ্গে,
বাসর প্রসঙ্গে
রাখিব হাসিব সবে ভুলিব জীবনে।

(উভয়ের গীত।)

মালতি মল্লিকা চাঁপা গোলাপ প্রসূনে,
অপরূপ শোভা আজি অতুলিত নন্দনে।

মৃণাল। শুনেছ কি সই
সুখের সম্বাদ?
বেল সহ যুঁয়ের বিবাহ?

পদ্ম। নিমন্ত্রণ হ'য়েছে আমার,
যাব ব'লে সেজে আমি
চলেছি নন্দনে।

মৃণাল। আমিও যাইব সখী
সাথে লও মোরে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(ঐক্যতান বাদ্য।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নন্দন কানন।

(মদন ও মহাকালের প্রবেশ।)

মদন। নারীর নিকট পরাজয়—
অপযশ শুধু নয়।
অহঙ্কারে ধরা সরা
দেখিবে এখনি। তাই বলি তোমা—

রতিগর্ব্ব খর্ব্ব কর—
চিরদিন অনুগত রব।

কাল। কিরূপে তা' হবে!
কি করিলে রতিগর্ব্ব খর্ব্ব হয়,
কেমনে বুঝিব? নারী জাতি
গর্ব্বিতা সর্ব্বদা।

মদন। ফুল নিয়ে রতি
সদা খেলা করে। যুঁই সনে
বেলের বিবাহ, মহা সমারোহে
আজি হইবে নন্দনে;
রতি আজি ব্যস্ত ভারি
বিবাহ ব্যাপারে।
যবে সবে বিবাহে মাতিবে,
সেই তো সময়,—ঠিক তখনি আমরা
ভাঙ্গিব বিবাহ ঘটা,
উড়াইব ফুলকুল,—পার তো সকলই
পুড়াইয়া ছারখার করিও হে তুমি।

কাল। তাই হবে,—কঠিন এ কার্য্য নয়।
রতিগর্ব্ব আজি খর্ব্ব করিব নিশ্চয়।
দেখ সখে, এই দিকে
কে আসিছে ওই?

মদন। যুঁইরাণী আসিছে বিরলে,
প্রেমে মাতুয়ারা ফুলরাণী;
প্রিয়ে মম খেলিছে এ খেলা,
এই তো খেলার প্রিয়ে সদা উন্মাদিনী।
এস মোরা লুকাই সত্বরে,—
সময়ে সকল কার্য্য হবে সমাধান।

(উভয়ের প্রস্থান ও যুঁয়ের প্রবেশ।)

যুঁই। (গীত)।

রাগিণী ছায়া ভায়রোঁ,—তাল যৎ।

কি জ্বালা জ্বলিল এ প্রাণে,
বিরলে বিজনে, আপন মনে;
কাঁদি হাসি কহি,—বুঝিনা কেমনে।
হায় তোমা বিনে, বিরহ যাতনে
প্রাণ বুঝি যায়, দহি লো আগুনে।
দেখা দাও হে—প্রাণ সখা হে,
অভাগিনী মরে জীবনে।
(পশ্চাত্ত হইতে বেলের গীত।)

রাগিণী মিশ্র ঝাগেশ্রী—তাল যৎ।

এস এস হৃদি চাঁদ, হৃদয়েরো আসনে,
দেখ ফিরি প্রিয়তমে, কত সহি জীবনে।
তোমার লাগিয়ে, শাখায় ফুটিয়ে
আপনি আপন মনে ঝ'রে যাই পবনে।
(হৃদয়ে লইয়া)
কে জানিত যুঁই মম হৃদয়েরো রতনে
এমনে লইব হৃদে, আদবিব চুম্বনে।
(সখীগণের প্রবেশ ও গীত।)

রাগিণী মিশ্র বাহার—তাল দাদ্‌রা।

কিবা শোভা নন্দনে।
যুঁয়ের পাশে বেল হাসে,
চাঁদ্ হাসে গগনে,
সাথে সাথে হাসি সবাই
মোরা সখীগণে।
আয়লো তবে, আয়লো সবে
আয় আয় চতুরে,

আজ বিয়ে বেল যুঁয়ের
কি আনন্দ বিজনে।

(সখীগণের বেল ও যুঁইকে ফুলসজ্জায় সজ্জিত করিতে নিযুক্ত ও আকাশে রতির প্রবেশ।)

রতি। ইচ্ছা করে, এই শোভা
দেখাই মদনে। কিবা সুখ,
ফুলখেলা খেলি, কেমনে বুঝিবে সে।
পুরুষহৃদয় কঠিনতাময়,
ফুলের এ কোমলতা বুঝিবে কেমনে ?

মদন। (নেপথ্যে) প্রিয়ে,—পার যদি আজি
রাখিতে ফুলের খেলা, বাঁচাতে কুসুম কুল,
বুঝিব ক্ষমতা,—
ব্যাখানিব আজীবন।
আজি গর্ব্ব খর্ব্ব হবে,—দেখিবে এখনি।

রতি। (গীত।)

রাগিণী গারা ভৈরবী—তাল খং।

আর ব'লো না, আর ব'লো না
দেখেছি সখা।
তোমার কি হাত সখে
রাখা না রাখা।
ফুলের খেলা, ফুলের মেলা,
বুঝা না বুঝা;
ফুলের শোভা ফুলের প্রভা
দেখা না দেখা।

(গাইতে গাইতে রতির প্রস্থান, সহসা উদ্যানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়ন এবং মদন ও কালের প্রবেশ।)

মদন। এত দিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল মোর,

এত দিনে গর্ব্ব খর্ব্ব!
কোথা সেই ফুলকুল?
যুঁইরাণী প্রেমে মাতুয়ারা—
কোথা বা সখীগণ
সঙ্গীতে ব্যাকুলা।

কাল। বলিনি কি তোমা,—
আজি রতিগর্ব্ব খর্ব্ব হবে,
রতির খেলা জ্বালাইব
কালানলে?

মদন। চল সখে,—ডেকে তারে
এই দৃশ্য দেখাই যতনে।
(একদিকে কাল ও মদনের প্রস্থান, অপর দিক
হইতে রতির প্রবেশ।)

রতি। একি!
সখের খেলা
কে ভাঙ্গিল এমনে?
কোন্ নিরদয় নিঠুর পরাণে
ফুলকুল পুড়ায় আগুনে!
(মদনকে যাইতে দেখিয়া)
এতক্ষণে বুঝিনু সকলি,
মদনের চতুরতা।
চাহ নাথ, ঠকাতে রতিরে?
(গীত।)

রাগিণী মালকোষ বাহার—তাল কাওয়ালী।

ফুটিছে ফুল ভ্রমরগুঞ্জনে,
সৌরভ ছুটে মৃদুল পবনে,
মন্দে মন্দে বহে সমীরণ,

রঙ্গে রঙ্গে নাচিছে প্রসূন,
কি শোভা আজি সুন্দর কাননে'!

(মদনের পুনর্ব্বার প্রবেশ।)

মদন। কই প্রিয়ে আজি তব
শোভার বিকাশ ফুলকুল
ফুটে নাই কেন? অলিকুল
কোথায় গুঞ্জরে,—পিককুল
নীরব কেমনে? দেখি চারিদিকে
প্রণয় আগুন ধূঃ ধূঃ জ্বলে।

রতি। কই নাথ, কোথায় আগুন?

(সহসা অগ্নি নির্ব্বান ও সুন্দর পুষ্পোদ্যানের দৃশ্য।)

মদন। সখে,—হারিনু আবার।
রতি মোরে পদে পদে
করিল লাঞ্ছনা। তুমিও হারিলে সখে,
রমণীর কাছে!

(কালের প্রবেশ।)

কাল। কি হ'য়েছে প্রিয় সখে,—
ব্যাকুলতা কেন? রতির নিকট
তব পরাজয়,—কিসে তাহা
বুঝাও আমারে।

মদন। আমরা আগুন জ্বালি জ্বালানু সকল—
ফুটাইল ফুল রতি,
ডাকিল কোকিল,
গুঞ্জিল ভ্রমর, মন্দে মন্দে
বহিল মলয়।

কাল। কই সখে?—কিছু নাহি দেখি আমি।

(পুষ্পোদ্যান মরুভূমির দৃশ্যে পরিণত।)

দেখি দূরে বিভীষিকাময়
বিস্তৃত প্রান্তর,—ঘোর মরু,

বালুকা উড়িছে;—নাহি জল,
নাহি গাছ,—জীবকুল না বাঁচে
এখানে।

রতি। (গীত।)

রাগিণী মিশ্র ভায়রোঁ—তাল কাওয়ালী।

ডাক্ লো পাপিয়া ডাক্, বউ কথা ক ব'লে,
ফোট্ লো গোলাপ ফোট্, ডালে ডালে দলে।
ঐ যে চলে, ঐ যে দোলে,
অলিকুল নাচে ফুলে ফুলে।
(সহসা দূরে নন্দনের দৃশ্য।)
গাঁথিব মালা-আমি যুঁয়ে বেলে
আয়লো সবাই তোরা, আয়লো কোকিলে!

মদন। পরাজয় মানিনু সুন্দরী।
বুঝিনু নিশ্চয়,—তোমা বিনে
মদনের নাহি শোভা,—নাহি কিছু
বলিবার মত। অপরূপ শোভা
দেখালে আমারে। দেখাও এখন—
যুঁয়ে বেলে বিবাহ দেখিব।

রতি। এস নাথ, অন্তরালে।
এখনি দেখিবে, ফুলকুল
বালিকারূপেতে উঠিয়ে আসিবে,—
কত খেলা খেলিবে সকলে।
(সকলের অন্তরালে প্রস্থান।)

নেপথ্যে। (গীত।)

রাগিণী মিশ্র সাহানা—তাল খেম্টা।

মনের সাধ মিট্ল এত দিনে;
যুঁয়ের পাশে বেল রাজা, কিবা শোভা নন্দনে।
ফুলের সাথে ফুলের বিয়ে,

ফুলের মালা গলায় দিয়ে;
ফুলের হার ফুলে দেয়,
ফুলে নাচে ফুলে গায়;
কিবা শোভা প্রসূনে।

(বেল ও যুঁইকে লইয়া সখীগণের প্রবেশ ও বেষ্টন করিয়া গীত।)

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

প্রহসন।

সৌখিন বাবু।

প্রহসন-উল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

হরেন্দ্র বাবু	...	...	জমিদারের পুত্র।
গজানন বাবু	...	...	হরেন্দ্র বাবুর সহচর।
কানাই বাবু	...	...	হরেন্দ্র বাবুর বন্ধু।
পিতাম্বর	...	...	কানাই বাবুর ভৃত্য।

স্ত্রীগণ।

কাল ঝি	...	...	গজানন বাবুর দাসী।
নর্ত্তকীদ্বয়।			

এক অঙ্কে সম্পূর্ণ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গজানন বাবুর বৈটকখানা।

(গজানন বাবু পত্র হস্তে।)

গজানন। হিঃ! হিঃ! হিঃ! হা, হা, হা, কি আমোদ! আমার প্রাণ যে আনন্দে আট খানা হয়ে পড়লো—আমার পেটের ভেতর হাসির ঢেউ খেলতে আরম্ভ ক'রেছে। আর একটু আমোদ হ'লে আমি নিশ্চিতই খানচাল হব। (ভুঁড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তবে, কে বলে গজানন রসিক নয়। ভোলে, ভোলে,—মেয়েমানুষ ভোলে,—গজাননকে দেখে ভোলে। হ'রন ছোঁড়া একবার এসে দেখুক! ছোঁড়া মনে করে তার জন্যেই দুনিয়ার মেয়েমানুষ পাগল। ওরে গাধা, যে তোর রূপে নয়, গুণেও নয়,—তোর টাকা,—টাকার জন্যে। একবার চিটীখানা পড়ুক,—তখন হাঁ করে থাকবে,—বোড়া সাপের মত হাঁ (মুখব্যাদন করিয়া) করে থাকবে। এ যে কেউ কেওকেটা মেয়ে-মানুষ নয়। কুলবধূ,—পরম রূপবতী,—বাঙ্গালাদেশের সেরা। লবঙ্গ-লতা,—এ লবঙ্গলতা। হি! হি! হি! হি! আমি যাব কোথা?

(হরেন্দ্র বাবুর প্রবেশ।)

হরেন্দ্র। কি হে গজানন? এত হাসি কিসের?

গজানন। হাসির মত হ'লে অনেকে হাসে,—অনেক শালাই হাসে,—এই শালা বলেই বয়েস।

হরেন্দ্র। কেন, কি হয়েছে, বলই না হাই?

গজানন। এই দেখ্‌গে বা—সাতপুরুষে এমন জুট্‌বে না,—ঘট্‌বে না,—হবে না। (চিটী ছুরে নিক্ষেপ।)

হরেন্দ্র। কার চিটি হে? (তুলিয়া লইয়া) তাইতো—লবঙ্গলতার হাতের লেখা যে! লবঙ্গলতার চিটী তোমার কাছে কেন?

গ নন। কেন বল দেখি বাপু,—আমি কি মানুষ নই? আমাকে

কি মেয়েমনুষ্যের ভালবাসতে নেই? তোমারা কি মনে কর মেয়েমানুষ সব তোমাদেরই একচেটে? ওহে,—টেড়ি কাট্‌লে, ল্যাবেণ্ডার মাখ্‌লেই যদি মেয়েমানুষে ভালবাসতো, তবে আর কোনই দুঃখ ছিল না। তোমরা আমার ভুড়ী দেখে হাস, তোমরা আমার পাকা চুল দেখে ঠাট্টা কর, কিন্তু অনেকে তা করে না।

হরেন্দ্র। চিটিখানা পড়েই দেখি।

গজানন। কে বারণ করে। তোর জীবনে অমন একখানা পাস্‌ নি,—এ জীবনে পাবিও না।

হরেন্দ্র। (চিঠী পাঠ) "প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, প্রাণকান্ত, জীবনের জীবন গজানন, লিখিতে লজ্জা করে, কিন্তু না লিখিলে নয়। প্রাণের আগুন চাপিয়া রাখিয়া প্রাণ যে পুড়ে ছাই হয়। নাথ, আর কি স্পষ্ট করে বলতে হবে,—তোমায় আমি ভালবাসি? তোমার জন্যে আমি পাগল। যদি নারীহত্যা কর্ত্তে না চাও, তবে কাল সন্ধ্যার পর হরিহর বাবুর পোড়ো বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা কর। ইতি,—

তোমার জন্য পাগলিনী—নবজলতা।"

গজানন। পড়্‌লি,—দেখ্‌লি তো?

হরেন্দ্র। তাইতো।

গজানন। হা, হা, হা,—ভোলে, ভোলে,—রস থাকুলে অনেক শালীই ভোলে। আমোদে আমার প্রাণ উথ্‌লে উঠচে, আহ্লাদে একটু নাচি।

(নৃত্য।)

হরেন্দ্র। এ নৃত্যটা প্রণয়িণীর সুমুখে হ'লে ভাল হয় না?

গজানন। ঠাট্টা, বটে। ওরে তোর চোকে যা বিষ—আর একজনের চোকে তাই সোনা। এই যে বাপের আগাধ বিষয় আছে, এই যে তুই রোজ কত টাকা খরচ করিস,—নবজলতার মত মেয়েমানুষ কটা তোর জুটেছে?

হরেন্দ্র। ভাই, তুমি প্রকৃতই ভাগ্যবান।

গজানন। গুণ থাকা চাই—রস থাকা চাই। রসেই মেয়ে মানুষ পড়ে।

হরেন্দ্র। তোমার কাছে ভাই এখন থেকে আমাকে অনেক শিখ্‌তে হবে।

গজানন। ঘুরে এস;—তাই এখন বল। বাবু,—গজাননকে চিন্‌লে না এই দুঃখু! এ ভুঁড়ী (হাত বুলাইয়া) সাধারণ নয়।

হরেন্দ্র। তারপর কাল যাচ্চ?

গজানন। যাব না? কেন, তোমাকে মোক্তারনামা দিয়ে পাটাতে হবে না কি?

হরেন্দ্র। সঙ্গে না হয় নিও।

গজানন। দেখা যাবে। এ সব বিষয়ে অনেক বিবেচনা ক'র্ত্তে হয়,—চল্লেম।

হরেন্দ্র। কেন, কোথায়—এত ব্যস্ত কেন?

গজানন। হঁ, হঁ, তোদের এ সব কায়দাকারণ বুঝ্‌তে এখন ঢের দেরি আছে। (প্রস্থান।)

হরেন্দ্র। বেটা ঠিক জালে প'ড়েছে। হা, হা, হা,—কি মজাটাই হবে! এই যে,—এদিকটাও দেখা যাক।

(কাল-ঝির প্রবেশ।)

কাল ঝি, ভাল আছতো গা? তুমি আছ বলেই গজানন বাবুর বাড়ী যা একটু তামক টামাক পাওয়া যায়।

ঝি। সে কি বাবু,—আপনি হ'লেন বড়লোক। আমি তামারু আনি।

হরেন্দ্র। না, তোমাকে তামাকের জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না। সে কথাটার কি হ'ল!

ঝি। হ্যাঁ,—বাবুর যেমন কথা। আমার কি আর সে বয়েস আছে?

হরেন্দ্র। নিজের বয়েস নিজে কেউ কি কখনও দেখ্‌তে পারে? সে তোমার জন্যে পাগল হ'য়েছে। আমার বিশেষ বন্ধু, তাই তার হ'য়ে দুটো কথা বলি।

ঝি। হ্যাঁ,—তাও কি হয়?

হরেন্দ্র। হবে না কেন? হ'লেই হয়। আচ্ছা, আমার একটা কথা রাখ, তার সঙ্গে একবার দেখা কর।

ঝি। কোথায়?

হরেন্দ্র। যে একটা জায়গা ঠিক ক'রেই হ'তে পারে। এই মনে কর না কেন,—হরিহরের গোয়ো বাড়ীতে দেখা ক'র্ত্তে পার।

ঝি। না, বাবু ;—ওসব আমায় ব'লবেন না।

হরেন্দ্র। আচ্ছা, দশটা টাকা দেব বলেছিলাম, এই নাও, কুড়িটে টাকা দিচ্চি।

ঝি। (টাকা লইয়া) তা, তা, তা আমার বয়সও বড় নেহাত বেশী নয়,—এখনও আমার কাঁচা বয়েস আছে বল্‌তে হবে। তা না হ'লে আর লোকে আমার জন্যে পাগল হয়? আমি এখন যাই। বাবু যেন এসব কিছু শুনতে না পান।

হরেন্দ্র। তুমি আমাকে কি পাগল ঠাওরিয়েছ?

(কাল-ঝির প্রস্থান ও কানাই বাবুর প্রবেশ।)

কানাই। কি হরেন, এত আমোদ কিসের?

হরেন। খুব মজা হ'য়েছে।

কানাই। কি হে, বলই না?

হরেন। এখন নয়, সব দেখ্‌তেই পাবে। গজানন ভায়াকে কিছু শিক্ষা দেবার বন্দোবস্ত হ'য়েছে।

কানাই। ওর ঐ রকম কিছু হওয়া বড়ই দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। এই যে ভায়া এই দিকেই আসচে, চল আমরা একটু স'রে দাঁড়াই।

হরেন। কাল-ঝির সঙ্গে কি ঝগড়া ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে আস্‌চে, শুনৃতে হ'ল। এস এইদিকে একটু দাঁড়াই।

(কাল-ঝি ও গজাননের প্রবেশ।)

গজানন। আমার লক্ষ্মীটি ;—আজ আর ৫৲ টাকা ধার দাও, কাল তোমার সব টাকা কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব।

ঝি। আবার টাকা! তোমার আক্কেল কি গা? এই এক টাকা দু টাকা করে আমার ২৫ গণ্ডা টাকা ধার নিলে, এক পয়সাও দেবার নাম গন্ধ নেই!

গজানন। ওরে পাগলী, আর ভয় নেই। আমার এই যে কপাল এত দিন পাথর চাপা ছিল, এখন সেই পাথর বিধেতা সরিয়ে নিয়েছেন। নবজলতা আমাকে প্রেমলীপি লিখেছে। জানিশতো হাবি,তার কত টাকা?

ঝি। টাকা চাইলেই তো তুমি এটা সেটা বলে আমাকে ভুলুতে চাও,—না, আমি আর তোমার কথা শুনিনে,—আমার টাকা নিয়ে এস।

গজানন। হা! হা! হা!

ঝি। আবার দাঁত বার ক'রে হাস। আমি গরিবলোক, আমার সমস্ত টাকাগুলি নিয়ে ঐ মোটা পেটের ভেতর পুরেছ, তাতে এক টাকা দেবার নাম নেই। চাইলেই আবার হাসি! ভাল চাওতো টাকা দাও।

গজানন। তোকে কত বুঝাব রে হাবি,—বল্লেম আজ পাঁচটা টাকা ধার দে, কাল সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দেব।

ঝি। আর তোমার কথায় ভুলিনে!

গজানন। বটে! তোমার দিন দিন বড়ই আস্পর্দ্ধা বেড়েছে! আমি কে জানিস্!

ঝি। তুমি মোটা মাংসের ঢিপি!. ভাল চাও তো এখনি টাকা দাও বল্‌চি।

গজানন। আমি তোর মনিব, তুই কি ব'লে আমার সঙ্গে এমন ক'রে কথা ক'স?

ঝি। তুমি আমার মনিব! এই এক বছর ধ'রে এক পয়সা মাইনে' দেবার নাম নেই! তার ওপর ২৫ গণ্ডা টাকা ধার নিয়েছ, তার এক পয়সা দেবার নাম নেই—উনি আমার মনিব। অনেক দিন থেকে র'য়েছি,তাই মায়া ব'সে গেছে,—তা না হ'লে আমার চাকরির ভাবনা কি?

গজানন। যাক্,—ঝগড়া আপোসে মিটিয়ে নাও, এখন লক্ষ্মীটির মত পাঁচটা টাকা আন দেখি। দেখ পাগলামী ক'র না। এই পাঁচটা টাকা দিলে কাল সুদ সুদ্ধ সব টাকা পাবে; আর লবঙ্গলতাকে ব'লে তোমার সোনার অনন্ত তয়েরি ক'রে দেব। আজ এ পাঁচ টাকা না হ'লে নয়। তার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে হবে। কাপড় চোপড় না কিন্‌লে কেমন করে হয়? তুমি তো সব বোঝ,—যাও,—লক্ষ্মীটি আমার।

ঝি। হ্যাঁ,—তুমি আমার সব টাকা কাল সোধ ক'রে দেবে? এনে দি, যা তোমার ধর্ম্মে হয় ক'র। (প্রস্থান।)

গজানন। হি, হি, হি,—কে বলে গজাননের রসিক নয়! গজাননের আর কোন গুণ থাকুক আর না থাকুক, গজানন মেয়েমানুষ খুব পটাতে পারে। তার সাক্ষী কাল-ঝি! এ আবার কোন্ শালা আস্‌চে? এক-গ্রেটা জ্বালিয়ে মার যে! সংসারে ভাবিন্‌ধার না থাক্‌তো! টেঁকে একটা

কানা কড়ীও নেই,—আর সকাল থেকে এই সার্ডে বাহান্নজন তাগিদ্‌দার এল। এ বেটাকে কি ব'লে জবাব দি। দেখি কালা হওয়া যাক।

(তাগিদ্‌দারের প্রবেশ।)

তাগিদ্‌দার। গজানন বাবু,—আমাদের বিষয়টার কি কল্লেন? দেখুন, প্রায় এক বচ্ছর হ'য়ে গেল।

গজানন। তোমাদের দোকানে আজকাল খুব বিক্রি হ'চ্চে, বেশ্ বেশ্।

তাগিদ। সে কথা বল্‌বার জন্যে আমি আসি নি। আমাদের টাকা কটা দিন।

গজানন। হরেন বাবু মহাজন লোক; মস্ত জমিদারের ছেলে,—বিষয় অগাদ। তোমাদের দোকান থেকেই জিনিশ পত্তর নেবেন বই কি।

তাগিদ। হরেনবাবুর কথা বল্‌চি নে;—আমাদের টাকা কটা দেবেন কি? না দেন, তাও স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিন। পারি টাকা আদায় ক'র্ব্বো।

গজানন। হাঁ, আজকাল নেবু বাজারে খুব সস্তা। কিন্তু আমার খাবার যো নেই। এই কানে একটা কি রোগ হ'য়েছে,—একটু কম শুন্‌তে পাই,—অনেক বড় বড় সাহেব ডাক্তার দেখ্‌চে।

তাগিদ। এখন আমাদের টাকার কি ক'র্ব্বেন বলুন?

গজানন। হাঁ, তাঁদের অনেক টাকা বিজিট দিতে হ'চ্চে।

তাগিদ। (বিরক্ত হইয়া কানের নিকট উচ্চৈঃস্বরে) বলি আমাদের টাকার কি কল্লেন? কবে দেবেন,—না দেন তো আমরা নালিশ ক'র্ব্বো।

গজানন। ও বাবা, তুমি ভূত না দানব! পাহারাওয়ালা, পাহারা-ওয়ালা। (বেগে প্রস্থান।)

তাগিদ। (পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে) চোর, চোর, চোর।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানা।

(হরেন্দ্র বাবু ও কানাই বাবু।)

কানাই। শুধু তাই ক'রে হবে না। জানতো—পরদিনই গজানন ঢুখো দিব্বি ক'রে সব অস্বীকার ক'র্কে। সকল লোকের সুমুখে হওয়া চাই।

হরেন। তারও বন্দোবস্ত ক'রেছি। আজ এখনই এখানে নাচের বন্দোবস্ত করেছি—অনেককে নেমন্তন্নও ক'রেছি। তাতে ঢুটো মজা হবে।

কানাই। কি রকম?

হরেন। সন্ধ্যার পরই গজানন লবঙ্গলতার সঙ্গে দেখা ক'র্ত্তে যাবে, সেই সময় যদি তাকে আট্‌কে রাখতে পারা যায়, তা হ'লে বেটা খুব ছটফট ক'র্কে! তারপর যখন আর নেহাত থাকবে না, তখন যেতে দেওয়া যাবে। বেটা ছুট্‌তে ছুট্‌তে যাবে। গজানন ছুট্‌লে যে বাহার হয় বোধ হয় জান!

কানাই। হা, হা, হা,—ঠিক যেন একটা ঢাকাই জালা গড়াতে গড়াতে যাচ্চে।

হরেন। তারপর ভায়া যে আজ পোষাক পরেছেন!—কালাপেড়ে ধুতি, তার উপর গঞ্জিফ্রক, তার ওপর লিনেন্ ফ্রণ্ট সার্ট, গলায় উঁচু কলার, গায় হল্‌দে রঙের এক ফতুয়া, তার উপর এক সাহেবি লম্বা কোট। পায় পাম্‌সু, রঙ্গিন ফুল মোজা, পকেটে লাল রেশমি রুমাল, হাতে ছড়ি!

কানাই। তা হ'লে গজানন আজ ফাষ্ট রেট "সৌখিন বাবু" হ'য়েছে।

হরেন। তা আর বল্‌তে! পাড়ার ছোঁড়াগুলো ভায়াকে দেখে খুব এক হাত নিয়েছে। তারা সব পেছনে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, "ওরে একখানা ইস্‌কাবনের টেক্কা চলে যাচ্চে!

কানাই। এই যে সব আসচে।

(বন্ধুগণের প্রবেশ।)

হরেন। এস,—এস। তোমাদের জন্যেই দেরি, না হ'লে আমার সব বন্দোবস্তই ঠিক। যদি তোমরা বল তো, এখনই নাচ আরম্ভ হ'ক।

বন্ধু। কই, গজানন কই?

কানাই। সে এখনই আসবে।

(নর্ত্তকীদ্বয়ের প্রবেশ।)

হরেন। ভাই,তোমরা সব একটু স'রে স'রে ব'সে এঁদের যায়গা দাও।

(নর্ত্তকীদ্বয়ের নৃত্য ও গীত।)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল দাদরা।

আমরা সব রসিক ডুবুরি,
জালে না উঠ্‌লে মাছ, ডুব দিয়ে তারে ধরি।
প্রাণ সাগরে জাল ফেলেছি, ধর্ব্বো সোনার চাঁদা,
ধ'র্ব্বো হাঙ্গর ধ'র্ব্বো কুমির, তুলবো মতির পাতা!
ওলো প্রাণ ভ্রমরা, তাতে ও যদি মরি,
হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যাব, যোমে কি লো ডরি?

(গজানন বাবুর প্রবেশ।)

গজানন। একি,—বাবা। এখানে যে রূপের হাট ব'সে গেছে!

কানাই। গজানন, এতক্ষণ ছিলে কোথা? ব'সো ব'সো।

গজানন। (স্বগত) কি জ্বালা! আমাকে এখনই যেতে হবে, এরা বলে কি! এখন উপায়? এদের হাত থেকে পালাতেই হ'চ্চে,—দাঁড়াও। (প্রকাশ্যে) বাবা, আমার আজ বড় নেশা,—ওয়াক,—ও য়া—ক।

বন্ধুগণ। সর্ব্বনাশ ক'রে, নেকার করে বুঝি!

(সকলের সসব্যস্তে উত্থান।)

জনৈক বন্ধু। গজানন নেকার ক'রে,এ বৈঠকখানা একেবারে ভেসে যাবে।

নর্ত্তকীদ্বয়। ও মা,—যাব কোথা!

গজানন। ভয় নেই প্রাণ, কামড়াব না,—চল্লেম।

হরেন। (কানাই বাবুকে) পালায় যে,—তারি বন্দ্ধ্যায়েস্!

কানাই। (গজাননকে ধরিয়া) কোথায় যাও,—এ অবস্থায় কেউ তোমাকে ছেড়ে দিতে পারে? আমাদের লোকে বল্বে কি! শোও, এখানে জিরোও।

গজানন। (কানাই বাবুর গায় নেকারে উদ্যত হইয়া) ও—য়া—ক—ওয়াক—বাবা, ছেড়ে দাও। (স্বগত) শালারা দেখ্‌চি কিছুতেই ছাড়বে না; চাল্ বদলাতে হ'ল।

হরেন। গজানন, শুয়ে একটু জিরোও দেখি; এখনি সব সেরে যাবে।

কানাই। ওকি সহজে শোবে? খানিকটা জল মাথায় দাও।

গজানন। (স্বগত) শালারা আমার সখের পোষাকটায় এখনই জল ঢেলে দেবে। না, আর না শুলে নয়। (প্রকাশ্যে) বাবা, নেহাত ছাড়্‌বে না, তোমরা নেহাত বেরসিক,—এই আমি শুইলাম। (শয়ন।)

কানাই। ও। যেন পাহাড়ে হাতি একটা প'ড়্‌ল। তোমরা এর পেটের ওপর উঠে বেশ নাচ্‌তে পারো।

হরেন। ও ঘুমুক, আমাদের গান বাজনা চলুক।

গজানন। (স্বগত) হাঁ, চলবে বইকি!

নর্ত্তকীদ্বয়। (গীত।)

আমরা সব রসিক ডুবুরি,
জালে না উঠলে মাছ—

(গজাননের অনৈসর্গিক নাশিকাধ্বনি ও নর্ত্তকীগণ নীরব।)

কানাই। ওকি, থাম্‌লে কেন? গজাননের নাক ডাক্‌চে?

বন্ধু। শালার কি ভয়ানক নাক ডাকে!

হরেন। আবার মজা দেখ, থেকে থেকে ডাকে। এই দেখ, এখন আর ডাকে নেই।

নর্ত্তকীদ্বয়। (গীত)

ওলো প্রাণ ভ্রমরা, ডাকেও বলি বলি,
হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যাব যোয়ে কি—

(গজাননের অনৈসর্গিক নাশিকাধ্বনি, নর্ত্তকীগণ সহসা নীরব।)

কানাই। না, বেটা তো ভারি জ্বালালে! চল, বেটাকে ধরাধরি ক'রে অন্য আর এক ঘরে ফেলে রেখে আসি।

বন্ধুগণ। সেই বেশ কথা।

(সকলের গজাননকে তুলিবার চেষ্টা।)

হরেন। ও! শালা কি ভয়ানক ভারি।

কানাই। টানে টানে নড়েচে, এইবার জোরে।

বন্ধুগণ। হবে না, হবে না,—ছেড়ে দাও।

জনৈক নর্ত্তকী। ওগো, বাবা গো,—আমি গেলুম।

সকলে। কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে?

নর্ত্তকী। মিন্‌সেটা আমার পায় প'ড়েছে,—আমার পা গুঁড়ো হ'য়ে গেল।

(সকলে নর্ত্তকীর পা টানিয়া বাহির করণ।)

হরেন। একে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে কপিকলের দরকার হবে। থাক বেটা এইখানে। চল, আমরা অন্য বৈঠকখানায় যাই।

বন্ধুগণ। সেই বেশ কথা।

কানাই। বেটা যেন ম'রেছে। বোধ হয় আজ এক পিপে মদ খেয়েছে।

(সকলের প্রস্থান ও ধীরে ধীরে গজাননের মস্তক উত্তোলন।)

গজানন। এক পিপে মদ খেয়েছে! না? শালারা নিজেরাও যেমন মাতাল, পরকেও ঠিক তেমনই মাতাল ভাবে। গেছে তো সব বেটা? দেখ দেখি বেটাদের পেজমি! আমার জন্যে লবঙ্গলতা সেখানে ব'সে আছে,—আর আমি শালাদের সঙ্গে ব'সে খেম্‌টা নাচ দেখ্‌বো! আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি! আর ভিলার্দ্ধ দেরি করা নয়,—আবার কোন শালা এখনই এসে পড়্‌বে!

(প্রস্থান ও তৎপরেই কানাই বাবু ও হরেন্দ্র বাবুর প্রবেশ।)

কানাই। দেখ্‌চ, যা ব'লেছি ভাই: শালা ঠিক পালিয়েছে!

হরেন। তাই তো হে,—বেটা ভারি চাল চেলেছে!, চল, চল, আমরাও যাই। আমাদের আগে পৌঁছান দরকার।

কানাই। তা আর এখন কেমন করে হবে?

হরেন। সে আহ্লাদের আগে পৌঁছবে? তুমি কি খেপেছ? সে খুব ছুটে গেলেও তার এইটুকু যেতে আদ ঘটা লাগ্‌বে।

কানাই। সকলের সুমুখে শালাকে আজ অপ্রস্তুত ক'র্ত্তে হবে।

হরেন। আমি তার চেষ্টা দেখি। তুমি এদিকে এদের নিয়ে এগোও। খেমটাওয়ালী ছুঁড়ীকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। মেয়ে মানুষের সুমুখে না হ'লে শালা ঠিক জব্দ হবে না।

কানাই। তবে আমি চল্লেম, আর দেরি করা নয়।

হরেন। আমিও যাই।

(উভয়ের প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে গজানন বাবুর প্রবেশ।)

গজানন। সুখের পথে কত বাধা! এই কোথায় মনে ক'চ্চি—শিগ্‌গির শিগ্‌গির যাব, না, দেখ দেখি ব্যাগড়া! সখের রুমাল খানা ফেলে গেছি। কোথায় এইখানে ফেলেছি দেখ্‌তেও পাই না ছাই! রুমালখানা ফেলেই বা যাই কেমন করে। দৌড়ে দৌড়ে হাঁপিয়ে প'ড়েছি, উঃ! গা দিয়ে গলদ্‌ঘর্ম্ম ছুটেছে। ঘেমে তিরস্কৃতি হয়েছি! এই যে রুমাল। আর দেরি নয়, আবার কোন শালা এখনই এসে প'ড়্‌বে!

(কাল-ঝির প্রবেশ।)

তুই কোথা থেকে এখানে?

ঝি। হাঁ, এই—তোমাকে খুঁজতে।

গজানন। আমি তো বলেই এলাম, আমার বাড়ী ফিরতে আজ রাত হবে।

ঝি। তবে আমি চল্লেম। (প্রস্থান।)

গজানন। কি কদাকার! এমন কুৎসিত ক্যাটাভারাস্ ক্যাট মেয়েমানুষ কখনও আমি জীবনে দেখিনি। যেমন মোটা, তেমনি কাল! বাপ্! মেয়েমান্‌সের সব সওয়া যায়, মোটা মেয়েমানুষ সওয়া যায় না। আর দেরি করা নয়। (প্রস্থান।)

(কাল-ঝি ও নরেন্দ্র বাবুর প্রবেশ।)

নরেন্দ্র। আজ খুব সুবিধে। গজানন রাত ক'রে আস্‌বে,—সে কিছু জান্‌তে পার্ব্বে না।

ঝি। আমার কেমন লজ্জা করে।

হরেন্দ্র। তোমার লজ্জা করে! সেও কি কথা? তুমি যে এসেছ, এতে তারি খুসি হ'য়েছি'। কানাই তোমার জন্যে একেবারে খেপে গেছে!

ঝি। তিনি কোথা? মাইরি বাবু, আমার লজ্জা ক'চ্চে!

হরেন্দ্র। লজ্জা আবার কিসের? এখন চল—আমার সঙ্গে। কানাইও বড় লাজুক। আমি যেমন যেমন ব'লব, ঠিক তেমনই তেমনই ক'রো। দেখ, পার্ব্বে তো?

ঝি। পার্ব্বো বই কি।

হরেন্দ্র। ভাল কথা মনে প'ড়েছে। বলি কাল ঝি, আমায় তাই একটা সত্যি কথা বল্‌বে?

ঝি। সে কি কথা—আপনাকে বলুব না?

হরেন্দ্র। বলি তোমার কোন্ মানুষ টানুষ নেই তো?

ঝি। হাঁ, আপনার যেমন কথা!

হরেন্দ্র। না, আমার কাছে লুকোন কেন? আমাদের কানাই বড় ভীতুলোক। সে বলে—তা যদি থাকে, তবে তার একটা আগে আগেই যেন বিহিত হয়, তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্চি।

ঝি। এক অপ্‌পেয়ে ড্যাকরা আছে। মশাই, আমার হাড় সে কালা পালা কর্লে। ডোকরা সঙ্গে সঙ্গে ম'র্ত্তে এসেছে। কোথায়ও একলা ছেড়ে দিতে চায় না।

হরেন্দ্র। বটে? সঙ্গে এসেছে ভালই ক'রেছে। তাকে বল—সে বাড়ী যাক। তুমি তাকে বল যে,—আজ আমাদের বাড়ী অনেক কাজ কর্ম্ম আছে, তাই রাতটার জন্যে তুমি এইখানে থাক্‌বে। তা হ'লেই সে নিশ্চিন্দি হ য়ে বাড়ী চলে যাবে এখন।

ঝি। তাই বলি,—আর কি ক'র্ব্বো?

হরেন্দ্র। এইখানেই তাকে ডেকে আন। আমি একটু স'রে লুকিয়ে থাকব অখন।

ঝি। তবে তাই ডাকি। (প্রস্থান।)

হরেন্দ্র। আরও ভাল হ'য়েছে। আজ সৌভাগ্যলক্ষ্মী আমাদের উপর খুব সদয়। এবার তায়া গজানন বুঝব, তোমার বিদ্যে। এই যে শর্ম্মর প্রণয়ীর সঙ্গে আসচেন; একটু সরে দাঁড়াই। (প্রস্থান।)

(কাল-ঝি ও পীতাম্বরের প্রবেশ।)

পীতাম্বর। তা-তা-তা-তা তো-তো-তো-তো—তোমার কী-কা-কা অ-অ-অ-ব-অতি রু-রু-রু-রু রু-রুচি হয়, তা-তা-তা-তা-তাই ক-ক-ক-ক-কর।

ঝি। বড়লোকের বাড়ী, বড়লোকের কথা, আমি কি অগ্রাহ্য ক'র্ত্তে প্যারি?

পিতাম্বর। তো—তো—তো—তো—তো—মার কে—কে—কে বা—বা—বা—বা—বা—বারণ ক—ক—ক—ক—করে?

ঝি। তুমি রাগ কর কেন?

পিতাম্বর। রা—রা—রা—রা—রাগ ক—ক—ক—ক—কল্লেম আ—আ—আ—আবার ক—ক—ক—কই? ত—ত—ত—তবে আ—আ—আ-আমিও চ—চ—চ—চ—চল্লেম।

ঝি। আমি কাল্ সকালেই এখান থেকে যাব,—আমিও চল্লেম।

(প্রস্থান।)

পিতাম্বর। যা—যা—যা—যা—যাও; চু—চু—চু—চু—চুলোর দো—দো—দো—দো—দোরে যা—যা—যা—যা—যা—যাও।

(হরেন্দ্র বাবুর প্রবেশ।)

হরেন্দ্র। কি হয়েছে পিতাম্বর? তুমি এখনও কানাইয়ের কাছেই চাকরি ক'চ্চো তো? বেশ, বেশ। এক মনিবের কাছে অনেক দিন থাক্‌তে পাল্লেই ভাল।

পিতাম্বর। তা—তা—তা—তা সে ব—ব—ব—ব—ব—বড় বা—বা—বা—বা—বা—বাবু তা আ—আ—আ—আ—আপনা'দে—দে—দে—দেরি অ—অ—অ—অ—অ—অনু গ্র—গ্র—গ্র—গ্রহ!

হরেন্দ্র। ভালকথা মনে প'ড়েছে,—পিতাম্বর, তুমি গজাননের বাড়ী যে মাগী চাকরি করে তাকে চেন?

পিতাম্বর। ও—ও—ই যা—যা—যা—যা—যা—যাকে লো—লো—লো—লো—লোকে কা—কা—কা—কা—কা—কালো-ঝি ব—ব—ব—ব—ব—বলে?

হরেন্দ্র। মাগীর স্বভাব ভারি খারাপ! আমি তা জান্‌তেম না। আজ শুন্‌লেম নাকি, আমি এই রাত্রে পোড়ে বাড়ীতে একটা ছোঁড়া

নিয়ে আমোদ ক'চ্চে। গজাননকে আমার নাম ক'রে বলোতো—এমন মেয়েমানুষ বাঁড়ী রাখ্‌তে নেই। তুমি কানাইকে আলো ধ'রে যাবে ব'লে দাঁড়িয়ে আছ? আর একটু দেরি কর, কানাই এখনই যাবে।

(প্রস্থান।)

পিতাম্বর। দে—দে—দে—দে—দেক্‌তে হ—হ—হ—হবে। মা—মা—মাগী ব—ব—ব—ব—বলে কিনা এ—এ—এ—এ—এ—এখানে কা—কা—কা—কাজ আছে! য—য—য—য—যদি দে—দে—দে—দে—দেখতে পা—পা—পা—পাই, ত—ত—ত—ত—ত—তবে তা-তা—তা—তা—তা—তার হা—হা—হা—হা—হাড় এক ঠা—ঠা—ঠাই মা—মা—মা—মা—মাস এক—ঠাই, ক—ক—ক—ক—ক—ক'র্ব্বো।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পোড়ো বাড়ীর উঠান।

(কানাই বাবু, হরেন্দ্র বাবু, বন্ধুগণ, নর্ত্তকীদ্বয়।)

হরেন্দ্র। কেউ হেস না। সব চারিদিকে আশে পাশে লুকিয়ে থেকো। ঠিক সময় বুঝে, সব বেরুন যাবে।

কানাই। সব চুপ ক'রে থেকো।

হরেন্দ্র। (নর্ত্তকীকে) তোমরা দুজন কেবল আমার পাশে থেকো। যা ক'র্ত্তে বল্‌বো, তাই ক'র্ব্বে।

নর্ত্তকী। মশায়,—কি অন্ধকার! আমার ভয় ক'চ্চে!

হরেন্দ্র। ভয় কি?

(সকলের প্রস্থান, কাল-ঝির প্রবেশ।)

ঝি। এই তো বাড়ী; হরেন্দ্র বাবু কই? আমার ভয় ক'চ্চে। আজ কি অন্ধকার হয়েছে। এখানে যদি আর কেউ এসে পড়ে! না,—এ বাড়ীতে কেউ আসে না। এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে বেশ মজা হবে। কানাই বাবুর সঙ্গে আমি কোন দিন কথা কই নি। সত্যি সত্যি আমার লজ্জা ক'চ্চে। কেমন ক'রে কথা কব? কিন্তু অনন্ত চাইবই চাইব, যা থাকে কপালে। ও বাবা—এ কে?

(হরেন্দ্র বাবুর প্রবেশ।)

হরেন্দ্র। ভয় নেই,—আমি ভূত নই। কিন্তু সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

ঝি। সে কি, কি হয়েছে? আমার যে ভয় করে!

হরেন্দ্র। গজানন এই বাড়ীতে ঢুকেছেন।

ঝি। এঁ্যা,—এঁ্যা—তবে আমি কোথায় যাব?

হরেন্দ্র। ভয় নেই, তুমি এইখানে এই অন্ধকারে লুকিয়ে থাক; একটী কথাও কোয়'না।

ঝি। সে এখানে কি ক'র্ত্তে এলো ?

হরেন্দ্র। কেমন ক'রে ব'ল্‌বো ? বোধ হয় কোন মেয়েমানুষের সন্ধানে এসেছে। তোমার কাছে যদি কোন মেয়েমানুষ কথা কয় তো ভয় পেওনা; আমি কাছেই আছি। কানাই এখনও এসে পৌঁছাইনি।

ঝি। আপনি যা হয় করুন,—আমার ভয়ে পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত কাঁপ্‌চে।

হরেন্দ্র। তবে শিগ্‌গির এইদিকে এস।

(অন্ধকারে উভয়ের লুক্কায়িত হওয়ন।)

(পিতাম্বরের প্রবেশ।)

পিতাম্বর। য—য—য্—য—যদি দে—দে—দে—দেখ্‌তে পা—পা—পা—পা—পাই, ত—ত—ত—ত—তবে এ—এ—এ—এ—একটা খু—খু—খু—খু—খুন আ—আ—আ—আ—আ—আজ হ—হ—হ—হ—হ—হ—হবে। এ—এ—এ—এই ডা— ডা—ডা—ডা—ডাণ্ডা দু—দু—দু—দু—দুষ্মা মা—মা—মা—মা—মাথায় মা—মা—মা—মা—মার্ব্বো। (অন্ধকারে লুকাইত হওয়ন।)

(হরেন্দ্র ও জনৈকা নর্ত্তকীর প্রবেশ।)

হরেন্দ্র। ঐ যে মোটা মাগী অন্ধকারে ব'সে আছে, তুমি ঠিক ওর পেছনে গিয়ে ব'সো।

নর্ত্তকী। কই, কাকেও তো দেখ্‌তে পাই নে ?

হরেন্দ্র। মাগী কি কালো! অন্ধকারে একেবারে মিশিয়ে গেছে! এস আমার সঙ্গে। ওর পেছনে ব'সে আমি যা যা বল্‌তে বল্‌বো, ঠিক তাই তাই বল্‌বে।

নর্ত্তকী। সে সব পার্ব্বো। এত দিন থিয়েটারে এক্‌ট্ ক'রেম তবে কিসের জন্যে ?

হরেন্দ্র। বেশ, বেশ,—তুমি পার্ব্বে, এস।

(উভয়ের প্রস্থান ও গজাননের প্রবেশ।)

গজানন। ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌চি। ও, দম বন্ধ হ'য়ে গেছে! এক পা হাঁট্‌তে হ'লে আমার বোধ হয় যেন প্রাণটা বেরিয়ে গেল। ও, কি

ঘামই বেমেছি'। সমস্ত জামাগুলো ঘামে ভিজে গেছে! না, এ মূর্ত্তি নিয়ে কি ব'লে প্রিয়তমা লবঙ্গলতার সুমুখে যাব। না; ঘামটা একটু মরুক, একখানে একটু টওলান যাক। (পদচারণ।)

কই, লবঙ্গলতা কি এসেচে? এই তো সেই বাড়ী;—তার কোন ভুল হয় নেই। গজাননের হিসেবে ভুল হয় না। আমার বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্চে, প্রাণটা আমোদে যেন ভেসে যাবার মত হ'য়েছে! ছি, ছি, ছি,—জীবনে কি আমার এত সুখ ছিল। যখন লবঙ্গলতাকে এমনই ক'রে (বাহু প্রসারণ) বুকে নেব, তখন আমার কি আনন্দ হবে! বুকে কি সে আমোদ ধ'র্ব্বে। হুঁ, হুঁ,—বাবা, এ পয়সায়ও হয় না, চেহারায়ও হয় না। গুণ চাই, গুণ চাই—একটু আদ্‌টু রসিক হওয়া চাই। যাক, আর দেরিও তো সয় না। যদি প্রিয়তমে জিজ্ঞাসা করেন—প্রাণকান্ত, জামাজোড়া ভিজে কেন? ব'লব,—প্রিয়সী, তোমারই জন্যে গোলাপজল মেখেছি। কিন্তু (ঘ্রাণ লইয়া) হুঁ—হুঁ—দুর্গন্ধ,—ঘামের গন্ধ, তাতে মোটা মানুষের ঘামের গন্ধ—কি করি উপায়। উচিত ছিল একটা লেভেণ্ডারের শিশি পকেটে ক'রে আনা। যা থাকে কপালে, আর ভেবে কি হবে? লবঙ্গলতা, লবঙ্গলতা, তোমার বিরহে প্রাণেশ্বরী প্রাণ যে যায়।

নর্ত্তকী। (নেপথ্যে) নাথ, এতক্ষণে এলে কি? ওটা উভয়তই। তা না হ'লে নারী হ'য়ে লজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকে পত্র লিখ্‌ব কেন?

গজানন। কি মধুর স্বর, আমার প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। প্রিয়সী, তোমায় আমি দেখ্‌তে পাচ্চিনে। কোন্‌দিকে আছ, এগিয়ে এস।

নর্ত্তকী। (নেপথ্যে) এই যে দাসী চরণেই আছি। প্রথমে প্রেমের আলাপই মধুর।

গজানন। আমার যে আর দেরি সয় না,—আমি যে প্রায় পাগল হ'য়েছি! কই, কাকেও তো দেখ্‌তে পাইনে! কেউ দেখ্‌তে পাবে ভয়ে আলোও তো জ্বালিনি। এই যে আমার জীবনের জীবন জীবনাধার লবঙ্গলতা, অন্ধকারে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম না। প্রিয়সী আমার

মুক্তিমতী কিনা, কেউ পাছে দেখতে পাবে ভেবে কাল নিলাম্বরী প'রে এসেছেন। এই যে প্রাণেশ্বরী আমি এলাম।

(অন্ধকারে কালঝিকে আলিঙ্গন।)

ঝি। ছি, ছি, ওমা একি ঘেন্না। আমি, আমি, আমি—কাল—ঝি!

গজানন। হৃদয়ে এস, হৃদয়ে ধন,—তুমি আমার প্রাণের প্রাণ।

ঝি। আমি,—আমি,—একি ঘেন্না,—ছেড়ে দাও আমি, আমি কাল-ঝি। তোমার দুখানি পায় ধরি, আমি আর কখনও এমন কাজ ক'র্বো না।

গজানন। লবঙ্গলতা,—প্রাণের লবঙ্গলতা, আমাকে বাঁচাও।

(লগুড় হস্তে পিতাম্বরের প্রবেশ।)

পিতাম্বর। (গজাননকে প্রহার করিতে করিতে) শা—শা—শা—শা—শালা, তো—তো—তো—তো—তোমার এ—এ—এ—এ—এই কা—কা—কা—কা—কাজ? (প্রহার) ব—ব—ব—ব—বলি, তো—তো—তো—তো—তোমার এ—এ—এই কা—কা—কা—কা—কা—কাজ? (প্রহার।)

গজানন। বাবা রে, গেলাম রে,—মেরে ফেল্লে রে—প্রাণ গেল রে! পুলিশ,—পুলিশ।

পিতাম্বর। ডা—ডা—ডা—ডা—ডাক শা—শা—শা—শা—শা—শালা তো—তো—তো—তো—তো—তোর পু—পু—পু—পু- পুলিশ বা-বা-বা-বা-বা-বা-বাকে। (প্রহার।)

গজানন। ম'রেছি, আর নেই। দেখোরে প্রাণটা গেল রে। (উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।)

(হরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির আলো লইয়া প্রবেশ।)

হরেন্দ্র। কি হয়েছে? এখানে গোলযোগ কিসের?

কানাই। গজানন যে। ব্যাপার কি?

সকলে। গজানন এখানে প'ড়ে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্চ কেন?

পিতাম্বর। ম—ম—ম—ম—মশায় বা—বা—বা—বা—বাবুর আ—আ—আ—আ—আক্কেলটা দে—দে—দে—দেখুন দে—দে—দে—দে—দেখি!

গজানন। বাবা, যথেষ্ট আক্কেল হ'য়েছে। ভাগ্যিস মাংস কিছু বেশী ছিল, না হ'লে শরীরের একখানা হাড়ও আস্ত থাকৃত না। শালা মেরে মাংস পিশে ফেলেছে!

হরেন্দ্র। তবে গজানন দাদা, আক্কেল এতদিনে হ'ল?

গজানন। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়। তোরা দশ জনে প'ড়ে সব রকমে আমার মাথাটা খেলি। (ক্রন্দন।) তোদের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয় নি, তখন্ আমি কেমন ভাল ছেলে ছিলুম, আর তোদের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে পর্য্যন্ত একেবারে বয়াটের বেহদ্দ হ'য়েছি। তোরাই আমার মাথা খেলি,—আর আজ তোরাই আমার হাড়—খুড়ি—মাংস পিশে ফেল্‌লি। হ'ল, হ'ল,—মেয়ে মানুষের সুমুখে হ'ল এই দুঃখু!

কানাই। এখন ওঠ, বাড়ী চল,—আক্কেল তো হ'ল?

গজানন। যথেষ্ট হ'য়েছে। "সৌখিন বাবু" হওয়া যে কি গুঁতো, তা গজানন বেশ বুজেছে। বাবা এই নাকে কানে খত।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ

সাহিত্য-শোভা।

পঞ্চরং। *

সখের বাজার।

(বশন্ত পঞ্চমী।)

প্রথম দৃশ্য।

কলিকাতার রাজপথ।

মুখ-চিত্র। † রং বে রংয়ের ফিরিওয়ালা চেঁচাইতেছে;—পাহারাওয়ালা ঘুমাইতেছে,—মদের দোকানে মাতালের ভিড় লাগিয়াছে। উড়ে বেহারা খরিদ্দার ডাকিতেছে; গঁাটকাটা গঁাট কাটিতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

---

* পঞ্চরং লিখিবার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। পঞ্চরং ইংরাজি প্যাণ্টোমাইমের সম্পূর্ণ অনুকরণ, সুতরাং এদেশী ভাবের অভাব ইহাতে স্বভাবিতই হইয়া পড়ে। পঞ্চরংয়ে লিখিবার বিষয় খুব কম থাকে,—কারণ ইহার দৃশ্য (scene) গান ও মুখচিত্রই (dumb show) সমস্ত উপকরণ, সুতরাং ইহাতে কথোপকথন একবারে নাই বলিলেইহয়, কাজে কাজেই পঞ্চরং লিখিতে গেলে অতি সামান্যই লিখিতে পারা যায়। বিলাতে পর্ব্ব উপলক্ষে লোকের চিত্তবিনোদন করিবার জন্য

(বাঙ্গাল বৈষ্ণব ও সহরে বৈষ্ণবীর প্রবেশ।)

(গীত।)

(খঞ্জনীর সহিত।)

বৈষ্ণবী। ভেক নিলেম, বৈষ্ণবী হলেম,
পোড়া কপাল পোড়াই র'ল,
জুটলো শেষে এক অলপ্‌পেয়ে,
ড্যামেজ মালই আমার হ'ল।

বৈষ্ণব। কও কি ধোন, তুমি তো আমার হোনার পাহি,
রাহি তোমায় বুহে বুহে, প্রাণের নাহাল ভাল বাহি।

বৈষ্ণবী। রাজার পর বাদসার ছেলে,
কপালগুণে কতই এল,
শেষ জুটলো কি না বাঙ্গাল ভূত
কেঁচর মেচর সার হ'ল।

বৈষ্ণব। কিহের দুহ যাদুধোন, হিনে দেব হোনার চুরি,
খাতি দেব হিলিশ চাং, পর্ত্তি দেব ঢাহাই সারি।

রঙ্গালয়ে প্যাণ্টোমাইমের অভিনয় করা হয়। রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সময়োচিত সুন্দর সুন্দর চিত্র সকল সংগ্রহ করেন,—তৎপরে হাসির গান ও হাস্যোদ্দীপক ভাব ভঙ্গির সমাবেশ করিয়া দর্শকদিগকে হাসাইয়া গৃহে পাঠাইয়া দেন। আমরাও সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বরস্বতী পূজা উপলক্ষে"সখের বাজার" রচনা করিলাম। ইহাতে ঘটনা কিছুই নাই। সব সময় আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহারই তিনটী চিত্র আমরা লইয়াছি ও এই তিন চিত্রে হাসির গানের সমাবেশ করিয়াছি। প্যাণ্টোমাইমে রঙ্গদার ও রঙ্গিণীই (clowns) প্রধান নায়ক ও নায়িকা। তাহারাই যেন দর্শকদিগকে নানা দৃশ্য দেখাইতে থাকেন, ও মধ্যে মধ্যে ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিয়া নাচিয়া ও গান গাইয়া দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে হাসির তরঙ্গ তুলিতে থাকেন। "সখের বাজারেও" রঙ্গদার ও রঙ্গিণী প্রধান নায়ক ও নায়িকা।

† প্রত্যেক দৃশ্যে dumb show কিরূপ হইবে, "মুখচিত্র" নামে আমরা এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। মুখচিত্র ভাল মন্দ ও হাস্যজনক হওয়া রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের উপর নির্ভর করে।

বৈষ্ণবী। তোর কি ছাই মরণ হয় না,
দূর হ ড্যেকরা ভেড়োর ভেড়ো;
কেঁচর মেচর আর শুনি না,
কলা দেখিয়ে চলে যাব।

বৈষ্ণব। আরে যাও কোহানে ক্রোধ হরিয়ে,
তুমি আমার হোলার পাহি,
তোমার জন্নি পাগলের নাহাল,
আস ধোনা হৃদি রাহি।

(রঙ্গদারের (clown) প্রবেশ ও বৈষ্ণব বৈষ্ণবীকে অহ্বান।)

তিন জনের নৃত্য। ঐক্যতান বাদ্য।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গঙ্গার ঘাট।

মুখচিত্র। বহুলোক স্নানে ব্যস্ত; —উড়েরা ফোঁটা পরাইতেছে। ভিখিরী ভিক্ষা চাইতেছে, ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়াইতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(বাউল ও বাউলিনীর প্রবেশ।)

(গীত।)

সাহেব হব, সরাপ খাব, ডাম্ ডাম্ ক'রে,
নাতির ভয়ে বুড়ো বুড়ি, চলে যাবে দেশান্তরে;
ও ভোলামন,
খেতে হ'লে খেতে হবে পিপে পিপে ক'রে।
মাগের খোপায় ফুল কাটা নয় ক্যাপ্ বনেট দিয়ে।
বাঁয়ে বসিয়ে গাড়ী করিয়ে গড়ের মাঠে যাব।

ও ভোলামন,
ক'র্ত্তে হ'লে ক'র্ত্তে হবে উঁচু মাথা ধরে,
গোরু খাব, শোর খাব, টিক্‌টিকি গির্‌গিটী,
বামুন দেখ্‌লে তাড়িয়ে গিয়ে কাটবো রে তার টিকি।
ও ভোলামন
কলির এইতো ধারা, বাউল রাজা, কহে বত নরে।
(একদিক দিয়া বাউলের প্রস্থান ও অপর দিক দিয়া রঙ্গিণীর প্রবেশ)
রঙ্গিণীর নৃত্য।

ঐক্যতান বাদ্য।

(উড়ে উড়েনীর প্রবেশ।)

(গীত।)

উড়ে। পানকি উঠাও, গুটা মেম আও,
উড়েনী। ছি— মাধারে!
উড়ে। কঁড়ো করিব, সাহেব মাড়িব' উপায়ো
উড়েনী। নদেখি—মাধারে!
উড়ে। গুট্টা তঙ্কা মিলে,—সুখে দিন তেলে,
উড়েনী। কঁড়ো ভয় মাধারে!
উড়ে। পায়েতে গোড় মড়, কোমড়েতে চন্দ্রহাড়,
উড়েনী। দিব—মাধারে!
উড়ে। পানকি ছাড়িব, দেশে খুব সুখ ভব।
উড়েনী। কঁড় করচি,—মাধারে!

(উভয়ের নৃত্য।)

(রঙ্গিনীর উড়ে উড়েনীর নিকট গমন ও তাহাদের পলায়ন। রঙ্গিনীর পশ্চাদানুসরণ।)

তৃতীয় দৃশ্য।

ইডেন গার্ডেন।

মুখচিত্র।—সাহেব মেমে নৃত্য, চুম্বন,—সাহেবদিগের দিকে বাঙ্গালীর গমনে অর্দ্ধচন্দ্র,—মাতাল গোরা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(এক দিক হইতে সভ্য, অপর দিক হইতে সভ্যার প্রবেশ।)

সভ্যের গীত।

কাম্ ডিয়ার, লভ কবি, নাথিং আছে লভ লাইক,
ব্যাঙ বাজে, মুন্ জলে, লুকসার্প, বি-কুইক!
হেট্ ক'র হিদেন্ গড্,
নেংটা নেংটী অতি বড্,
কম ডিয়ার কাম, কাম বি কুইক!
টুমি আমার লভিং ষ্টার,
কাণ্ট পেণ্ট বিউটিস তোমার,
হিয়ার হিয়ার মিউসিক দেয়ার,
ওয়ালজা বিগিন্, বি কুইক।
নাথিং আছে লভ লাইক॥

সভ্যার গীত।

ডিয়ার ডিয়ার কাম্ রাউণ্ড।
লাইট পেন্সল, টাকার স্থলে,
দেখে লোকে সিলিং পাউণ্ড।
কুইন আমি, সার্ভাণ্ট তুমি,
অর্ডার ক'র্ত্তে সদা বাউণ্ড।

থাকবে কাছে, ঘরের মাঝে,
মেমের যেমন ম্যাষ্টিভ হাউণ্ড।

উভয়ের গীত।

ডিয়ার, ডিয়ার, কম রাউণ্ড;
নাথিং লাইক ওয়াল্‌জা সাউণ্ড।
(নাচিতে উদ্যত; দুই পার্শ্ব হইতে রঙ্গদার ও রঙ্গিনীর প্রবেশ ও উভয়ের হস্ত ধারণ, তৎপরে চারি জনের একত্রে নাচ।)
(ঐক্যতান বাদ্য। ওয়াল্‌জা।)

চতুর্থ দৃশ্য।

বসন্তের দৃশ্য।

(নাচিতে নাচিতে রঙ্গদার ও রঙ্গিনীর প্রবেশ।)
উভয়ের নৃত্য।

ঐক্যতান বাদ্য।

রঙ্গদারের গীত।

চিড়িয়াখানা দেখ্‌বে যদি,
আমার সাথে এস হে,
নানা রং-বেরংয়ের পশু পাখী
সবাই দেখ্‌তে পাবে হে।
কেউবা কেনে, কেউবা বেচে,
কেউবা করে চুরি,
(আবার) কেউবা হাসে, কেউবা কাঁদে,
আহা, উহু করি।

তোমরা সবাই দেখ্‌তে পার
ইচ্ছা যদি করহে,
আমার সাথে চ'লে এস,
রঙ্গদার রঙ্গ দেখায় হে।

বঙ্গিনীর গীত।

তুমি দেখাও হাসির শোভা,
আমি শুনাই হাসির গীত।
আজ দুয়ের মিলিয়ে প্রভা,
কার বা হার, কার জীত॥

উভয়ের নৃত্য।

(গাইতে গাইতে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী, পরে বাউল বাউলিনী, পরে উড়ে উড়িনী, পরে সভ্য সভ্যার প্রবেশ ও নৃত্যশীল রঙ্গদার ও বঙ্গিনীর পশ্চাতে দণ্ডায়মান।)

রঙ্গদার ও বঙ্গিনী উভয়ের গীত।

(১)

বসন্ত পঞ্চমী, আজি বঙ্গে,
পীককুল গায়, শিখি নাচে রঙ্গে।
আয়লো সবাই গাই, আনন্দের সঙ্গে॥

সকলে। জয় জয় বিনাপানি, আলোকদায়িনী নরে,
তোমা চেয়ে কোন দেবী জগত মাঝরে?

(২)

রঙ্গদার ও রঙ্গিনী। বসন্ত মলয় ওই ধীরে ধীরে ছুটিছে,
ডালে ডালে ফুল, আমোদে আকুল ফুটিছে,
ভ্রমর গুঞ্জরে, পাখি গায় বিভোরে, সকলি মাতিছে।

সকলে। আজ কি আনন্দের দিন, দীনা হীনা বঙ্গে,
বিনাপানী সমাদৃতা ঘরে ঘরে রঙ্গে।

(৩)

রঙ্গদার ও রঙ্গিনী। নমস্তে, নমস্তে, দয়া কর দাসে,
প্রণমি চরণদ্বয় কৃতলগ্ন বাসে।
দেবী, তোমা বই আর কে আছে ?

সকলে। দীনা হীনা বঙ্গভূমি অবিরত কাঁদিছে ;
দেখ আজ পেয়ে তোমা বামা, নর নারী হাসিছে।

(যবনিকা পতন।)

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

কৌতুক নাট্য।

শিবের ব্যাম।

(পাঁচ দৃশ্যে সম্পূর্ণ।)

প্রথম দৃশ্য।

(কৈলাস। শিবের ড্রয়িংরুম। দুর্গা পিয়ানো বাজাইতে ব্যস্ত। নন্দির প্রবেশ।)

নন্দি। ইয়োর হাইনেস্, শিব একবার দেখা ক'র্ত্তে চান,—কার্ড পাঠিয়েছেন। (কার্ড প্রদান।)

দুর্গা। কি অসভ্য! জানোয়ারটাকে আমি কিছুতেই সিভিলাইজ ক'র্ত্তে পার্লেম না। ভাল আইভরি কার্ডে নাম ছাপিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কি ডার্টি ক'রে ফেলেছে! যাও, আস্তে বল। সাপটাপগুলোকে আন্তে বিশেষ ক'রে বারণ ক'রে দিও।

নন্দি। তাঁর আজ অসুখ ক'রেছে।

দুর্গা। অসুখ করেছে? হাঁস্পাতালে জেতে বল,—এখানে কেন?

নন্দি। আপনার সঙ্গে কি পরামর্শ ক'র্ত্তে চান।

দুর্গা। আচ্ছা,—যাও, পাঁচ মিনিটের জন্যে আস্তে বল।

(নন্দির প্রস্থান।)

(দুর্গার পিয়ানো বাজাইতে বাজাইতে গীত।)

বিরহ বেদন, বুঝে কয় জন,
মশে কয় বিরহ জ্বালা!

"প্রেমিক যে জন, বুঝে সে যখন,
বিরহ করে জপমালা।
বিরহে যে সুখ দেখি প্রিয় মুখ,
অনুভবে প্রেমিকা বালা;
সে সুখ মতন আছে কি এমন,
বুঝিত লো চতুর কালা।"

(শিবের প্রবেশ।)

শিব। দুর্গা,—আজ—

দুর্গা। কে,—হাসবাণ্ড ডিয়ার? গুডমর্নিং, কি সম্বাদ?

শিব। আজ আমার বড় অসুখ হ'য়েছে।

দুর্গা। কি অসুখ? দেরি ক'র না। শিগ্‌গির শিগ্‌গির বল। বি কুইক, লুক সার্প, আমি ভারি বিজি আছি।

শিব। আমার বোধ হয়—

দুর্গা। বোধ হয়, হোয়াট?

শিব। ও—য়া—ক, ও—য়া—ক, বাহ্যে ক'র্ব্বো।

দুর্গা। নন্‌সেন্স! বিষ্টা কলেরা ক্যাচ ক'রেছে। ড্রেড্‌ফুল!

(ঘণ্টানিনাদ ও নন্দির প্রবেশ।)

দুর্গা। শিগ্‌গির একে হাঁস্‌পাতালে পাঠাও।

শিব। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) তবে সত্যি সত্যিই আমায় হাঁসপাতালে যেতে হবে?

দুর্গা। অফকোর্স। তুমি কি জাননা যে, কলেরা কন্‌টেজিয়াস—সংক্রামক রোগ। নন্দি, শিগ্‌গির একে চালান দাও।

শিব। (কাতরে) দুর্গা, আমি হাঁস্‌পাতালে গেলে আর প্রাণে বাঁচব না।

দুর্গা। আমি সে বিষয়ের কি ক'র্ব্বো? তুমি কি আমার ছেলে মেয়েগুলিকে মেরে ফেল্‌তে চাও? —দেখ, শিগ্‌গির শিগ্‌গির চলে যাও,—কলেরা ভয়ানক ব্যাম! নন্দি,—ইউ ফুল্, টেক দি ম্যান্ অ্যাওয়ে।

(নন্দির শিবকে টানিতে টানিতে লইয়া প্রস্থান।)

দুর্গার গীত।

বিরহে যে সুখ, দেখি প্রিয়মুখ,
অনুভবে প্রেমিকা বালা,
সে মুখ মতন, আছে কি এমন,
বুঝিত লো চতুর কালা।

(রক্তাক্তকলেবরে নারদের প্রবেশ, পশ্চাতে যষ্টি
হস্তে সরস্বতীর সবেগে প্রবেশ।)

। আমার দফা একেবারে রফা ক'রে দিয়েছে। দুর্গা, দুর্গতি-দুর্গতি দূর কর।

। একি। কি হয়েছে? সরস্বতী, ইউ উইকেড গার্ল।

। আর দফা সেরে দিয়েছে। মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে—র্গা; গেলুম গো।

দুর্গা। নারদ, বিষ্টের মত চেঁচিও না। সব আমাকে ক্লিয়ার ক'রে বল।

নারদ। আমার একেবারে ক্লিয়ার হ'য়ে গেছে। ওগো—মলুম গা—।

দুর্গা। কই হায়বে?

(চারিজন ভূতের প্রবেশ।)

দুর্গা। এস্‌কো গরদান্‌ পাকড়কো নিকাল দেও।

(ভূতগণের নারদের গলা ধারণ।)

নারদ। আমার মাহিনাটা? আমার মাহিনাটা কি মাঠে মারা যাবে? এমন জান্‌লে কোন্‌ শালা এখানে টিউসনি ক'র্ত্তে আসতো। এমন পিউপিলে আমার কাজ নেই। গান বাজনা শিখাতে পার্লে অমন অনেক টিউসন্‌ জুট্‌বে।

ভূতগণ। চল, চল,—না যাও তো খাব।

(নারদকে টানিয়া ভূতগণের লইয়া প্রস্থান।)

দুর্গা। (সরস্বতীর হাত ধরিয়া) ডারলিং, মাষ্টার মহাশয়কে অমন ক'রে মেরেছ কেন?

সরস্বতী। আমি মাষ্টার মশায়কে বল্লেম, একটু ভালুক নাচ্‌তে, মাষ্টারমশায় নাচ্‌লে না কেন?

দুর্গা। তাই মাল্লে?

সরস্বতী। তাই এই ছড়ির বাড়ি এক ঘা দিয়েছি।

দুর্গা। বেশ ক'রেছ। ওল্ড রাস্‌কেল্ নাচ্‌লে না কেন?

নেপথ্যে। মা, আমি আসব?

দুর্গা। না গণেশ,—তুমি ড্রয়িংরুমে আস্‌তে পার না। তুমি সব সময়েই বাড়ীর ভেতর থাক্‌বে। আমি ইচ্ছে করিনি যে, লোকে তোমায় দেখুক।

নেপথ্যে। মা, ডাক্তার ডেকে আমার শুঁড়টা কেটে দাও না কেন? তা'হ'লে আমি ড্রয়িংরুমে যেতে পার্ব্বো! কার্ত্তিক যায়, লক্ষ্মী সরস্বতী যায়, আমি কেবল যেতে পারিনে!

দুর্গা। হিডিয়াস্ বয়,—কেন আমার এমন কুৎসিত ছেলে হ'ল! ঠিক বাপের মত হ'য়েছে!

(লক্ষ্মী ও কার্ত্তিকের প্রবেশ।)

কার্ত্তিক। মা, বরফের ওপর আমরা স্কেটিং ক'র্ত্তে যাই।

দুর্গা। যাও, সাবধানে স্কেট ক'র্ব্বে।

লক্ষ্মী। মা, নন্দি বাবাকে কোথায় নিয়ে গেল?

দুর্গা। হাঁস্‌পাতালে।

লক্ষ্মী। কেন?

দুর্গা। সে সব কথা তোমাদের শুনতে হবে না। আমি তোমাদের রিপিটেড্‌লি ব'লে দিচ্চি, শিবকে লোকের সুমুখে বাবা ব'লে ডেক না, ওতে আমার অপমান হয়।

কার্ত্তিক। ভেরিওয়েল মামা! চারটে পয়সা দাও না মা।

দুর্গা। কেন? কি কর্ব্বে?

কার্ত্তিক। চুরট কিন্‌বো।

দুর্গা। যাও, জয়ার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাও।

(লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্ত্তিকের প্রস্থান।)

দুর্গা। অসভ্যটা মরে,—ভালই হয়। আমাকে আর ডাইভোর্স

কোর্টে যেতে হয় না। এই দেখ দেখি, বাবা আমার পার্টি দিচ্ছেন, তিনিও লজ্জায় ওঁটাকে নিমন্ত্রণ ক'র্ত্তে পাচ্চেন না। কাকেও বল্‌বার যো নেই যে, এ আমার ছাজবাও। আমি কি করি।

(ভৃঙ্গির প্রবেশ।)

ভৃঙ্গি। কলিকাতা থেকে একখানা টেলিগ্রাম এসেছে।

দুর্গা। লাট সাহেবের বাড়ী নাচের নিমন্ত্রণ?

ভৃঙ্গি। না, ইওর হাইনেস্‌। হাঁস্‌পাতাল থেকে নন্দি টেলিগ্রাম ক'রেছে। শিবের ব্যাম বড় বেড়েছে।৹.তিনি একবার আপনাকে দেখ্‌তে চান।

দুর্গা। টেলিগ্রাফ ক'রে দাও,—Durga very busy, cannot afford to go বুঝ্‌লে, মানে হচ্চে,—দুর্গা ভারি ব্যাস্ত, তাঁর এখন সময় নেই।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কলিকাতার রাজপথ।

(ষাঁড়সহ শিবের প্রবেশ।)

শিব। প্রাণে প্রাণে বেঁচেছি এই মাত্র। শরীর আর নেই—কখানা হাড় মাত্র আছে। টেঁকে একটা পয়সা নেই,—কেমন ক'রে কৈলাসে যাই? হেঁটে তো কিছুতেই যেতে পার্ব্বো না। এই চার ঘটা হ'ল হাঁস্‌পাতাল থেকে বেরিয়েছি, কিন্তু কি ক'র্ব্বো কিছুই ঠিক ক'র্ত্তে পারিনি। সম্বলের মধ্যে এই ষাঁড়টী আছে। এটাকে বেচ্‌লে কিছু পাওয়া যেতে পারে। না, না,—একে কোন্‌ প্রাণে বেচ্‌ব? যখন আমি আর বাঁচ্‌লেম না বলে নন্দি পর্য্যন্ত আমাকে ফেলে চলে গেছে, তখন আমার ষাঁড় আমার পাশে ছিল। একে কি আমি ছাড়্‌তে পারি?

ষাঁড়। হাম্বা——।

শিব। আহা, ওর খিদে পেয়েছে। একে কেউ বাঁধা রেখে কিছু

যেয় না? কি করি, কোথায় যাই? মা।৷ ঝিম্ ঝিম্ ক'চ্চে। এখানে এরা কি বল্‌চে?

(ত-তাশ ক্রীড়কদিগের নিকট গিয়া।)

ভাইতো, এরা তো বেশ টাকা উপার্জ্জন ক'চ্চে। এখানে খানিকটা খেলে নিশ্চয়ই কিছু হবে।

একজন। খেল না বুড়ো। ঢের লাভ ক'র্ত্তে পার্ব্বে।

শিব। খেল্‌বো মনে কচ্চি, কিন্তু সঙ্গে পয়সা নেই। কেউ যদি আমার ষাঁড়টি বাঁধা রেখে কিছু দেয়, তবে খেল্‌তে পারি।

একজন। বুড়ো ষাঁড়! একেবারে বেচেই ফেল না।

শিব। না, বেচ্‌তে পার্ব্বো না। খানিকক্ষণের জন্যে বাঁধা রাখ্‌তে পারি। এক টাকা পেলেই হবে।

একজন। এই নাও, একটাকা আমি দিচ্চি, কিন্তু আমাকে দুটাকা দিতে হবে।

শিব। বেশ।

(টাকা গ্রহণ ও খেলারম্ভ।)

একজন। রাস্তায় এমন ক'রে ষাঁড় দাঁড়করিয়ে রাখ্‌লে পুলিশ ধ'র্ব্বে। আমি ষাঁড়টাকে ঐদিকে রাখি।

শিব। (খেলিতে খেলিতে অন্যমনস্কে) আচ্ছা।

(এক ব্যক্তির ষাঁড় লইয়া প্রস্থান।)

শিব। আমার আর চার পয়সা আছে। এবার এই ঘানায় চার পয়সা ধরলেম।

নেপথ্যে। পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা।

(সকলের বেগে চারিদিকে পলায়ন।)

শিব। আমার ষাঁড়! ষাঁড়ও গেল, টাকাও গেল! এখন আমি কি করি? বাবা ষাঁড়, তোর জন্যে যে আমার বুক ফেটে যায় রে,—ওগো, আমি কোথায় যাব গো।

(পাহারাওয়ালার প্রবেশ।)

পাহারাওয়ালা। এই শালা মাতোওয়ালা, চল্।

শিব। ওরে আমি কৈলাস-নাথ, তোদের দেবতা!

পাহারা। শালা বহ্‌ৎ বাৎ, কেয়া হায় দেও, নেই তো আবি চালান্‌ দেগা।

শিব। আবার চালান! একবার দুর্গা চালান্‌ দিয়ে ছিল, তাতেই এত কষ্ট,—আবার চালান?

(পাহারাওয়ালার শিবের ট্যেঁক অনুসন্ধান।)

পাহারা। (কিছু না পাইয়া) শালা চোর, চল্‌ শড়া, তোর্‌ কো হাম্‌ পাকড় লে চলে গা।

(ছুলে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চুরট খাইতে খাইতে কার্ত্তিকের প্রবেশ।)

শিব। এই যে কার্ত্তিক, এইদিকে আস্‌চে। আঃ, বাঁচলেম,—ধড়ে প্রাণ এল। নিশ্চয়ই কার্ত্তিক্‌ আমারই তল্লাসে এসেছে। (কার্ত্তিককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া) কার্ত্তিক, ও কার্ত্তিক, আমি তোর বুড়ো বাবা শিব।

কার্ত্তিক। তুমি কে? তোমায় তো আমি চিনি না? কিছু ভিক্ষা চাও পেতে পার।

শিব। সে কিরে বেল্লিক! তুই তোর বাপকে চিন্‌তে পারিস্‌ নে! আমার কি চেহারা এমনই খারাপ হ'য়ে গেছে?

কার্ত্তিক। তোমায় আমি কোন জন্মে দেখি নাই। (পাহারাওয়ালার প্রতি) এ লোকটা পাগল, একে থানায় নিয়ে যাচ্ছ না কেন? রাস্তায় এখনি একটা কারখানা করে তুল্‌বে।

শিব। হাঁরে কার্ত্তিক, তোরা এমনই পাজি হ'য়েছিস্‌! বাপকে বাবা বলে মানা নেই। বটে?

কার্ত্তিক। (স্বগত) মনে করেছিলাম ওল্ড ফুল মরে গেছে;—কি সর্ব্বনাশ, বুড়া মরে নি। ঠিক হাঁস্‌পাতাল থেকে বেরিয়েছে। এখন উপায়? আমি বুড়ো মরেছে বলে আজ পার্টি দিচ্ছি, কি সর্ব্বনাশ,—যদি গিয়ে উপস্থিত হয়, তবে বড়ই মুস্কিল হবে। আমার ফেণ্ড উর্ব্বসী, মেনকা দুজনেই আজ আসবে। ঠিক হয়েছে। (প্রকাশ্যে পাহারাওয়ালার প্রতি) ওহে বাপু, তোমাকে একটা টাকা দিচ্ছি, কোন একটা সুতানাতা ধরে এই পাগলটাকে চালান দাও।

পাহারা। আবি হাম্‌ এস্‌কো লে যাতা হায়। এই যাওয়ারা, চল্‌ চল্‌!

(শিবকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।)

কার্ত্তিক। যাক্, একটা আপোদ চুকুল। উইল্‌সেন্ হোটেলের খানসামাগুলোর এখনও যে দেখা নেই,—কখন যাবে? এর পর বেরুলে যে পৌঁছিতে রাত হ'য়ে যাবে। এই যে বেটারা আস্‌চে।

(খানসামাগণের প্রবেশ।)

কার্ত্তিক। তোমরা সব এসেছ?

খানসামা। আজ্ঞে হুজুর।

কার্ত্তিক। এতে কি?

খানসামা। এতে একটী আস্ত বাছুর রোষ্ট ক'রে এনেছি। সাহেবেরা এই খানা বড় পছন্দ করেন।

কার্ত্তিক। বেশ, বেশ,—এতে কি?

খানসামা। খোদাবন্দ,—এ বিলিতি শুয়ার।

কার্ত্তিক। বেশ, বেশ,—মদ ক বাক্স এনেছ?

খানসামা। বার বাক্স,—সব হুইস্কিই এনেছি।

কার্ত্তিক। সাহেবরা এখন কোন মদ পছন্দ করেন?

খানসামা। হুইস্কি,—কেবলই হুইস্কি।

কার্ত্তিক। বেশ, বেশ,—এখন আর দেরি করা নয়, চল।

খানসামা। বাজাওয়ালারা এল বলে;—তারা এলেই যাওয়া যায়।

কার্ত্তিক। বাজাওয়ালা কিসের জন্যে?

খানসামা। সাহেবরা যখন খানা খান, তখন ইংরেজি বাজনা বাজ্‌তে থাকে।

কার্ত্তিক। বেশ, বেশ,—কই তারা?

খানসাম। এই যে খোদাবন্দ, তারাও এসেছে।

(একদল চুনোগলির ব্যাণ্ডের প্রবেশ।)

কার্ত্তিক। এদের কি ভাল পোষাক নেই?

খানসামা। এই রকম পোষাকই এখন ব্যবহার হ'চ্চে।

কার্ত্তিক। বেশ, বেশ,—এদের বাজাতে বল, আমি শুনি।

(ব্যাণ্ড বাদ্য।)

কার্ত্তিকের নৃত্য ও গীত।

আয়রে সবাই থাই হরদম্ পুরে,
ব্রাণ্ডি হুইস্কি, সেরি, স্যাম্পেন, হুররে হুররে!
ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, এয়ার চলে ধীরে ধীরে,
ইট্ ড্রিঙ্ক বি মেরি,—হুররে হুররে!
আয় ঘুরে, আয় ঘুরে
হিপ্, হিপ্, হুররে।

(একদিক দিয়া সকলের প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়া শিবের প্রবেশ।)

শিব। ঘোর কলি,—না হ'লে ছেলে বাপকে মানে না! মানার কথা দূরে থাক্, চিন্‌তেও পারে না। কলিতে শিবের বাবারও মান নেই! এখন ছোঁড়া যে নেহাত বেহেড্ হ'য়ে গেল, তার কি? আমি মরিনি, কেবল আমার ব্যাম হ'য়েছিল, তাতেই ছোঁড়া একেবারে কাপ্তেন্ হ'য়ে গেছে। দুর্গা কি এ সবের কিছুই দেখে না? শালাতো ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু খানিক দূরে গিয়েই ছেড়ে দিলে,—আবার এই আর এক শালা আস্‌চে!

(জনৈক পাহারাওয়ালার প্রবেশ।)

পাহারা। এই শাপুড়ে, তেরা লাইসেন্স হ্যায়?

শিব। লাইসেন্ কি?

পাহারা। চল্, চল্, শালা চোট্টা। (ধাক্কা)

শিব। ক'ল্‌কাতা সহরে একটা জিনিষ দেখ্‌লেম, যা জীবনে ভুলব না, সে গুঁতো—গুঁতো।

(ধাক্কা মারিতে মারিতে শিবকে লইয়া পাহারাওয়ালার প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

কৈলাসের প্রমোদ উদ্যান।

(দুর্গা পদচারণে নিযুক্ত, জয়া ও বিজয়া ফুল তুলিতেছে।)

জয়া। দুর্গা, সে সময়ে এই রকম খুব বেশি লিলি ফোটে!

দুর্গা। কোন্ সময়ে জয়া?

জয়া। এই তোমার বের সময়ে। তা হ'লে একটা খুব ভাল ক'রে ব্রাইডাল্ বোকে ত'য়েরি করি।

বিজয়া। আমি বরের জন্যে একছড়া বেলের গড়ে গাঁথব।

দুর্গা। ননসেন্স বিজয়া, মালা তো অসভ্যেরা পরে।

জয়া। যা হ'ক ভাই, আর দেরি করা উচিত নয়, একটা সম্বন্ধ স্থির করা উচিত।

বিজয়া। বিধবার বিয়ে শাস্ত্র-সঙ্গত হবে তো?

দুর্গা। আমার কেস সমস্তই মনুর হাতে দিয়েছি। তিনি আজ এখনই আমাকে বিজিট ক'র্ত্তে আসবেন।

বিজয়া। তিনি কি বলেছেন, বিধবার বিয়ে হ'তে পারে?

দুর্গা। ইয়েস্ গার্ল, ইয়েস্।

জয়া। আচ্ছা ভাই, বিষ্ণুকে তোমার পছন্দ হয়?

দুর্গা। ফোঃ—ওল্ড ক্যাডাভারাস্ ম্যান,—তুমি ঠাওরাও যে, আমি আবার একটা বুড়োকে বে কর্বো?

জয়া। আচ্ছা—ব্রহ্মা?

দুর্গা। হিডিয়াস্! চার চারটে মাথা,—তাকে কি মান্‌ষে কখন বে ক'র্ত্তে পারে?

জয়া। ইন্দ্রকে কি বল?

দুর্গা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ও বে হবার যো নেই। তিনি যে ইন্দ্র যে ম্যারেড!

বিজয়া। আচ্ছা ভাই, মৎলবটী বেশ।

দুর্গা। নেহাত ছোঁড়া, বে করা চলে না। তবে "ওয়াল অব দি ফেভারিটস্" ক'রে রাখতে পারা যায়।

জয়া। তবে বর কোথা পাওয়া যায়?

দুর্গা। এবার যদি বে ক'র্ত্তে হয়, তবে ইংরেজ ভিন্ন আর কাকেও নয়।

গুন্ গুন্ স্বরে গীত।

মনের মানুষ পাইলো যদি,
মনের মতন পাই কোথায়?

(টলিতে টলিতে কার্ত্তিকের প্রবেশ।)

দুর্গা। কার্ত্তিক, একি! সভ্যের মত ব্যবহার কর।

কার্ত্তিক। মামা,—বাবা ঘটি ঘটি ভাং খান, আমি কি একটু হুইস্কি খেতেও পারি নে!

দুর্গা। যাও, যাও,—এখন তুমি লেডিদের সুমুখে থাকবার উপযুক্ত ষ্টেটে নেই।

কার্ত্তিক। একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্ত্তে এসেছি, মামা ডিয়ার। লাট সাহেব একখানা চিটী লিখেছেন। কলিকাতায় একটা জুলজিকাল গার্ডেন ক'রেছেন। তিনি কৈলাসের একটা চেষ্ট জানোয়ার চান। আমি প্রপোজ করি, দাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ক, দাদা খুব ভাল কিউরিওসিটী।

দুর্গা। আমার ফ্রেণ্ড লাট সাহেবকে সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

কার্ত্তিক। মা, তাহ'লে তুমি একটা রাণী হ'তে পার্ব্বে, চাই কি আমিও একজন রায়বাহাদুর হ'য়ে পড়্‌বো।

দুর্গা। ভেরিওয়েল, তুমি যাও, আমি এ বিষয়ে স্থির ক'রে জবাব দেব।

কার্ত্তিক। বহুত আচ্ছা মা। হিপ্ হিপ্ হুররে।

(ডিগ্‌বাজি খাইয়া কার্ত্তিকের প্রস্থান।)

বিজয়া। কার্ত্তিকটা নেহাত কাপ্তেন্ হ'য়ে পড়েছে!

জয়া। বোলব কি,—লজ্জার কথা! সে দিন আমার হাত টানাটানি!

দুর্গা। পুরুষের ওরকম একটু আদটু গ্যালান্টি থাকা চাই। ব্যাস্‌ফুল্‌ বয় স্বভাবতই বড় আন্‌সোশিয়াল হয়।

বিজয়া। কাল রাত্রে বাবাজির খুব পার্টি হ'য়ে গেছে; উর্ব্বশী মেনকা প্রভৃতি এসেছিল।

দুর্গা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যে বাড়ীতে মাষ্টার নেই, সে বাড়ীতে এই রকমই হয়। ছেলে-মেয়েগুলোর জন্যেই যে ক'র্ত্তে একটু ব্যাস্ত হ'য়েছি।

(ভৃঙ্গির প্রবেশ ও দুর্গাকে কার্ড প্রদান।)

ভৃঙ্গি। বাগানের দরজায় অপেক্ষা ক'চ্চেন।

দুর্গা। কাউন্‌সিল্‌ মনু এসেছেন। যাও, শীঘ্র এইখানেই ডেকে নিয়ে এস। (ভৃঙ্গির প্রস্থান।)

বিজয়া। এঁর কাছে মকর্দ্দমার সব খবর পাওয়া যাবে।

দুর্গা। হাঁ—এই যে; গুড্‌ মর্নিং।

(দুর্গার ও মনুর সেকেণ্ড।)

এইখানেই বসা যাক আসুন। জয়া,—যাও, মিষ্টার মনুর জন্যে চা রেডি কর; মেক্‌ হেষ্ট। তারপর, কেমন আছেন?

(জয়ার প্রস্থান।)

মনু। শরীর গতিক মন্দ নয়। বাজে কথা কবেন না, জানেন তো—বাজে কথাগুলোর আমরা চর্চ্চা ক'র্ত্তে পারিনে,—অথচ তাতে আমাদের সময় নষ্ট হয়। হা,—হা,—হা,—জানেন তো, আমাদের সময় বড়ই ভ্যালুএবল।

দুর্গা। এস্‌কিউস্‌ মি,—আসুন তবে বিজনেস্‌ কথা হ'ক।

মনু। মকর্দ্দমার সব ঠিক হ'য়ে গেছে; দরখাস্ত দেওয়া হ'য়েছে। শিব মরে থাকেন ভালই, যদি না মরে থাকেন, তাহ'লে ডাইভোর্স হবে। মকর্দ্দমার দিন স্থির হ'য়ে গেছে। শিবকে পাওয়া যায়নি বলে প্রধান প্রধান কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়াও হ'য়েছে। বোধ হয় এ মকর্দ্দমায় শিব হাজির হবে না। যদি না হয়, তবে আমাদেরই খুব ভাল,—এক তরফা

ডিক্রি হ'য়ে যাবে। এখন কালই আপনাকে রওনা হ'তে হবে। মকর্দ্দমায় আমিতো আছিই, আরও দু-চার জন বড় বড় কৌনসিলিও রিটেন ক'রেছি।

দুর্গা। বেশ করেছেন। এনিহাউ মকর্দ্দমাটা জেতাই চাই।

মধু। অর্ফ কোর্স। এখন ফিটা পেলেই যেতে পারি। হা, হা, হা,—জানেন তো, আমাদের টাইম বড়ই ভ্যালুএবল।

দুর্গা। বিজয়া আপনার সঙ্গে গিয়ে কি দিচ্ছে। আমিও কাল ক'লকাতা রওনা হ'ব।

মধু। গড্ ডে, গড্ ডে।

(বিজয়ার সহিত মধুর প্রস্থান।)

দুর্গা। মকর্দ্দমাটা চুকে গেলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। ওল্ড রাস্কেল মরে থাকেতো সব আপদ চুকে গিয়েছে।

(সিগারেট টানিতে টানিতে সরস্বতীর প্রবেশ।)

সরস্বতী। মা, একটা সিগারেট খাবে ?

দুর্গা। ইম্প্রার্টিনেন্ট গার্ল। তুই দিন দিন একেবারে অধঃপাতে যাচ্ছিস।

সরস্বতী। কেন ?—সিগারেট খাচ্ছি বলে ? তুমি সিভিলিজেসনের কি জান ? এখন মেম-মাত্রেই সিগারেট খায়।

দুর্গা। তুমি যদি এ রকম কর, তবে তুমি ব'য়ে যাবে ভিন্ন আর কিছুই হবে না।

সরস্বতী। হঁ,—ব'য়ে যাবে ? কে আমার মতন বাজাতে পারে; গাইতে পারে—লিখ্‌তে পারে, পড়্‌তে পারে ?

দুর্গা। তাতেই কেউ পূজো করে না!

সরস্বতী। আমাকে পূজো কর্‌বার লোক ঢের আছে। মামা ডার্লিং, একটু নাচ দেখ্‌বে ?

(শিস্ দিতে দিতে নৃত্য।)

দুর্গা। সরস্বতী, ইউ উইকেড্ ফুল —তুমি ড্রিঙ্ক করেছ।

সরস্বতী। হি, হি, হি,—দাদার স্যাম্পেন চুরি ক'রে খেয়েছি। মা, একটা গান শুন্‌বে ?

দুর্গা। দূর হ' উল্লিক।

(ক্রোধে প্রস্থান।)

(সরস্বতীর নাচিতে নাচিতে গীত।)

কম্,—কিস্ মি,—
কিস্ মি, কিস্ মি,
কিটি কাসিন্।
কম্,—লভ্ মি,—
লভ্ মি, লভ্ মি,
ও মাই ডারলিং।
ও, সি ইজ এ গার্ল,—প্রিটি, প্রিটি, প্রিটি,
নন্ সো প্রিটি, য়্যাজ মাই লভ্‌লি লিটীল্ কিটি!

চতুর্থ দৃশ্য।

হাইকোর্ট।

জজ বিচারাসনে উপবিষ্ট।

(দুর্গা, কার্ত্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নন্দী, মনু প্রভৃতি।)

জজ। আজ প্রথমেই আমি ডাইভোর্স কেস্ করিব।

ক্লার্ক। দুর্গা ভার্সাস্ শিব।

মনু। আমি দুর্গার পক্ষে আমার এই সকল শিক্ষিত বন্ধুর সহিত য়্যাপিয়ার হই।

জজ। ভেরিওয়েল্। অপর পক্ষে কে আছেন?

ক্লার্ক। প্রতিবাদী শিব আদলতে হাজির নাই।

মনু। (দণ্ডায়মান হইয়া) ইওর লর্ডসিপ, আমরা বিশস্তসূত্রে শুনিয়াছি, প্রতিবাদী শিব মারা পড়িয়াছেন। তাঁহার কলেরা হওয়ায়, তাঁকে

হাঁসপাতালে পাঠান হ'য়েছিল,—সেই পর্য্যন্ত তাঁর কোন সম্বাদ পাওয়া যায় নাই। আমরা অনেক অনুসন্ধান করেও কোন সন্ধান পাই নি।

নেপথ্যে। হাম্বা—

জ্ঞাপবাসীগণ। চোপ—চোপ—চোপ।

(ষণ্ডসহ শিবের প্রবেশ।)

শিব। হুজুর, আমি হাজির হ'য়েছি।

জজ। ওঠো কেয়া হায়?

শিব। খোদাবন্দ ষাঁড়,—এই আমার সাক্ষী।

জজ। তোমার গাওয়া আছে ষাঁড়, আচ্ছা রহেনা দেও। তোমার উকিল আছে?

শিব। না হুজুর।

জজ। (দুর্গাকে দেখাইয়া) এই তোমার জরু হায়?

শিব। হ্যাঁ, হুজুর।

জজ। বহুত আচ্ছা, মকর্দ্দমা চলিবে।

মনু। প্রতিবাদী যখন উপস্থিত, তখন আমরা ডাইভোর্সের প্রার্থনা করি।

জজ। সাক্ষী আসে?

মনু। প্রতিবাদী যে বাদিনীর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত, তাহা আমরা তাঁহার পুত্রকন্যাদের মুখেই প্রমাণ ক'র্ব্বো। আমার প্রথম সাক্ষী কার্ত্তিক।

(কার্ত্তিকের কাটগড়ায় দণ্ডায়মান।)

জজ। তোমার নাম কি আসে?

কার্ত্তিক। শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র পাঁড়ে।

জজ। পাঁড়ে! তোমার চেহারা দরওয়ানের মত নাই আসে। তোমার পিতার নাম কি বল?

কার্ত্তিক। ৺শিব শঙ্কর পাঁড়ে।

শিব। ঈশ্বর কিরে পাজি! বেটা বেল্লিক! হুজুর, আমি জলজেন্ত বেঁচে আছি, আমাকে জোর করে ঈশ্বর বল্‌চে।

জজ। এ কেয়া হায়?

কার্ত্তিক। মা শিকিয়ে দিয়েছিল যে, বাবর কথা জিজ্ঞাসা ক'র্লে বলিস—আমার বাবা মরে গেছে।

জজ। শিখান কথা এখানে চলিবে না, যাহা টুমি জান ওই কেবল বল।

কার্ত্তিক। আমাকে মা যা যা বল্তে শিকিয়ে দিয়েছে, তাই বোল্তে পারি।

জজ। এ খাওয়া কিছু না,—টুমি যাইতে পার। আমি মর্কর্দমা বুঝিয়াছি।

মনু। আমাদের আরও সাক্ষী আছে।

জজ। সাক্ষীর কোন আবশ্যক নাই, আমি রায় দিব। বাদিনী,—টুমি হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বী আছ, তোমার স্বামীও সেই ধর্ম্মাবলম্বী জীব। তোমাদের উভয়ের বিবাহকার্য্য হিন্দুধর্ম্মের আইন মট হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মে ডাইভোর্স চলে না। সুতরাং টোমার স্বামীর সহিত ডাই-ভোর্স চলিবে না। টুমি টোমার স্বামীর নিকট যাও। যদি না যাও টো, আমি টোমাকে ছয় মাস কারাদণ্ড ডিটে বাধ্য হইব। আমি টিফিন্ খাইটে চলিলাম।

(জজের প্রস্থান।)

দুর্গা। আমি যাব না,—কিছুতেই যাব না। ঐ মূর্খ অসভ্য জানোয়ারটার কাছে আমি কিছুতেই যাব না—যাব না।

শিব। (নিকটে আসিয়া) দুর্গা, ঘরের মেয়ে ঘরে চল;—ঝগড়া কোঁদলে কাজ কি? দেখ ষাঁড়টীকে প্রায় খুইয়েছিলুম। যাত্রার দলে ৭ দিন ভূত সেজে তবে টাকা এনে ষাঁড় খালাস করি। এস প্রিয়ে, ঘরে চল।

(হাতে ধরিতে অগ্রসর।)

দুর্গা। গন্ধে মলুম, গন্ধে মলুম,—গায়ে কি বোট্কা গন্ধ দেখ,—ম্যাগো!

(মূর্চ্ছা।)

শিব। বম্বিরে,—কলিতে দক্ষযজ্ঞ আদালতে! চ,—দুর্গাকে কাঁধে ক'রে সেই রকম নাচ্তে নাচ্তে কৈলাসে যাই।

(দুর্গাকে স্কন্ধে উত্তোলন।)

ষাঁড়। হাম্বা।

নন্দি। বোম্ বোম্ ভোলা।

(ভূতগণের চারিদিক হইতে প্রবেশ। শিবকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য ও গীত।)

(গীত।)

ক্ষ্যাপার কাঁধে　　মাগো কাঁদে
তা-ধিষা, তা-ধিষা, আয় না ;
ডম্বরু বাজে　　প্রেত সাজে
অলিতে গলিতে রয় না।
হায় কি মজা　　খুব সাজা
বাবার মা যে চায় না ;
তাড়িয়ে দিলে　　ডাইভোর্স করে
বাবা দুঃখে খায় না।
কলিতে মাগ　　হ'য়েছে বাঘ
ঘর বাড়ীতে রয় না ;
রূপ দেখিয়ে　　যায় চলিয়ে
ফিরেও কথা কয় না!

পঞ্চম দৃশ্য।

কৈলাসের অপরূপ দৃশ্য।

(শিব ধ্যানে মগ্ন, অঙ্কে দুর্গা, শিব ধ্যানে জ্ঞানশূন্য। চরণতলে অপ্সরী, কিন্নরীগণের নৃত্য ও গীত।)

(গীত)

আহা কি শোভা,　　মরি মনলোভা,
জগজন ভরে বিকাশে!

শিবেতে উমা, ওগো দেখ্ না মা,
আসিয়াছি আজি সকাশে।
একেতে দুই,— নাহি এক বই,
শিবময় উমা কহে বাতাসে,
প্রেমের রঙ্গ, অপরূপ সঙ্গ,
প্রেমসুধা ফুল ফলে বিকাশে।

(যবনিকা পতন।)

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

আজগুব-নাট্য।

খেঁদীর প্রেম।

দৃশ্য—খেঁদীর প্রমোদ উদ্যান।

(খেঁদীর প্রবেশ।)

খেঁদী। (ফ্যান্সি পাখায় বাতাস খাইতে খাইতে) হা হুতস্মি, বুক যে ফেটে যায়,—প্রাণ যে হাউ খাউ করে। বিরহজ্বালায় যে পুড়ে মরি। উদরে আগুন দশ গুণ। আগে যা খেতাম, তার অষ্টগুণ এখন খাচ্চি, এ আমার হ'ল কি? আমি বাঁচি কই। (শরীরের দিকে চাহিয়া) আহা, বিরহজ্বালায় আমার শরীর যে দিন দিন মোটা হ'য়ে পড়ল,—আমার আর সয় না,—আর জ্বালা সহ্য হয় না। নাথ, প্রাণকান্ত, প্রাণেশ্বর, রইলে কোথায়?

গীত (কীর্ত্তন।)

বিপদে এসে দেখা দাও হে—
ওহে প্রাণকান্ত রইলে কোথা?
অনাথা ব'সে কাঁদে দেখ হে,
একবার এসে দেখ, দেখ হে!
তুমি নিঠুর কানাই, তোমামত আর নাই,
আর নাই, আর নাই,—চিনেছি সখা!

আমার যে মূর্চ্ছা হবার উপক্রম হ'চ্ছে! ঘরে যাই, ঘরে গিয়ে বিছানা পাতি, মূর্চ্ছা হ'লেই যে আমার ঘুম আসে, বিরহে যে আমার অনিদ্রা হয়,—হায়রে, আমার মত হতভাগিনী এ ত্রিসংসারে আর কে আছে?

(পদী পিসির প্রবেশ।)

পদী পিসি, এসেছ দিদি,—বেশ বেশ। (গলা জড়াইয়া) দিদি, আর যে আমার সয় না! তুমি যেমন ক'রে পার আমার প্রাণকান্তকে এনে দাও।

(গীত।)

দিদিগো দিদি, তোমায় বল্‌ব কি,
তোমায় বল্‌ব কি,—তোমায় বল্‌ব কি;
মনাগুনে পুড়ে মরি, পিসি আমার হ'ল কি।

পদী। আরে আবেগের মেয়ে, তুই কি ক্ষেপেছিস? পিসিকে দিদি বলিস্ কোন্ আক্কেলে? কি হয়েছে খুলে বল?

খেঁদী। আর বলব কি ছাই মাথা আর মুণ্ডু;—আমার কঠিন রোগ হ'য়েছে। দিন হ'লে ক্ষিধে, রাত হ'লে ঘুম, আর দিনরাত বুকের ভেতর আগুন জলে হু, হু। জলে মলুম, পিসি, জলে মলুম!

(গীত।)

তারে কি সই পাব আর
সে যে আমার প্রাণের প্রাণ জীবনাধার।
দেখিলে তারে, রহি অন্ধকারে,
আপন হেরি অনিবার—
বল লো সখি, পাব কি আর জীবনাধার?

পদী। কেন লো,—তোর কি হয়েছে?

খেঁদী। কি হ'য়েছে? হ'য়েছে তোমার মুণ্ডু! বুঝনা ছাই, আমার প্রেম হ'য়েছে; প্রেম—প্রেম—প্রেম,—যাকে বলে ভালবাসা!

পদী। ওঃ, তাই বল্‌না ছাই! পীরিত, পীরিত, পীরিত।

(গীত।)

পীরিত আর তোরে চুমো খাই,
চিন্‌ লিনি পোড়ারমুখো, আমি যে তোর আই।
আয় লো আয়, ডাকে সবায়
যত্ন ক'রে রাখব তোরে, ডাক্‌ব বলে ভাই।

(নৃত্য।)

খেঁদী। পিশি গো পিশি, আমার যে মূর্চ্ছা হবার উপক্রম হ'য়েছে! বিছানা ক'রে দাও, আমি মূর্চ্ছা যাই।

পদী। দাঁড়া বোন,—এখনই খেঁদাকে ডেকে আনি।

খেঁদী। খেঁদা—খেঁদা কে?

পদী। খেঁদাকে চিন্‌লি নে? তা চিন্‌বি কেন? তোরা যে কলি-কালের মেয়ে! খেঁদা যে তোর ভাতার।

খেঁদী। হা হতস্মী, হা ভগবান! ভাতারের জন্যে প্রেম হয়,—ম্ম পিশি, তোকে এ মিথ্যে কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে? ভাতার যে পোড়ার মুখো অলপ্পেয়ে ডেকরা,—দিন রাত এসে ঝগড়া করে! কলিতে ভাতারের সঙ্গে প্রেম হয় না,—প্রেম হয় না—প্রেম হয় না। ভাতারের সঙ্গে সম্বন্ধ "বিজনেস্‌" যাকে বাঙ্গালায় বলে—কাজের সম্বন্ধ। হু—হু—হু—বুক জলে গেল,—বুক জ্বলে গেল,—প্রাণে আর সয় না! প্রাণনাথ এখন রইলে কোথা?

পদী। বুঝলেম না বাছা, তোর ভালবাসার কায়দা।

খেঁদীর গীত।

সই বুঝবে কেমনে,—
তা তুমি বুঝবে কেমনে?
সেকি হাসির জিনিশ, হাস্‌বে তাই,
সেকি খেলার জিনিশ, খেলবে তাই?
আমি মিশ্রি, সে যে জল,
আমি ফুল সে যে ফল,

প্রেম ক'র্ত্তে গেলে অনেক চাই ;
প্রেমে আছি খাই না খাই॥

খেঁদী। এখন পদীপিসি,—তুমি প্রস্থান কর ; আমি মূর্চ্ছা যাই।

পদী। আচ্ছা, মূর্চ্ছা যেও অধম বাছা, তাতে আমার কি বল, কিন্তু তোমার কার সঙ্গে পীরিত হ'য়েছে তাই আমায় বল দেখি ?

খেঁদীর গীত।

সাধে কি বলিলো সই
বোঝেচেন কঁচু আর ঘেঁচু !
পদী পিশি ওলো,
একটু আহুটু জানা চাই কিছু আর মিছু।

খেঁদী। হায়, হায়, প্রাণ যে জ্বলে যায়। (দীর্ঘনিশ্বাস)

পদী। না বল্লি, না বল্লি,—বয়েই গেল। (গমনে উদ্যত।)

খেঁদীর গীত।

যেওনা যেওনা বোন বলিব তোমারে,
অপরূপ প্রেম মোর ব'লনা কাহারে।
গাছে ফুটে ফুল গুঞ্জে অলিকুল,
ফুটেছে গোলাপ ঐ কিবা শোভা আহা রে।
প্রাণ সই, দেখ গুঞ্জে, কি হাসে ফুল বাহারে॥

পদী। তাতে হ'ল কি,—তোমার মাথা আর মুণ্ডু ?

খেঁদীর গীত।

রাগ ক'রনা বোন,
এস বলি কানে কানে।
বেসেছি ভাল—গোলাপে—
বল বো কি দোঁ প্রাণে প্রাণে !
দেখে ফুল গাছের ডালে,
মন প্রাণ দিয়েছি ঢেলে,
এখন ফুল ছেড়ে অকূলে যাই,
সইলো সই, মরি বুঝি প্রাণে॥

পাগলী। বটে? গোলাপ ফুলকে ভাল বেসেছ? তোমার মুয়ে আগুন!

(প্রস্থান।)

খেঁদী। হে গোলাপ,—প্রাণকান্ত, জীবনাধার গোলাপ,—প্রাণেশ্বর, একবার বুকে এস,—তোমায় খোঁপায় গুঁজে রাখি,—তোমার বিরহে যে আমি প্রায় পাগল হলেম গুণমণি।

(খেঁদার লগুড় হস্তে প্রবেশ।)

খেঁদা। বলি ডাইনি, কাজ কর্ম্ম ফেলে এখানে তোমার কি হ'চ্ছে?

খেঁদী। ছুঁওনা, ছুঁওনা, আমি লজ্জাবতী লতা।

খেঁদা। তোমার মাথা।

(লগুড় প্রহার।)

খেঁদী। প্রাণকান্ত, প্রাণেশ্বর, গোলাপ,—বিপদে এসে প্রেমাকাঙ্খিনীকে বাঁচাও।

খেঁদা। ডাক্ তোর গোলাপকে; বটে, এইজন্য বাগানে আসা হয়। কই সে শালা? নিশ্চয় সে শালা এইখানে লুকিয়ে আছে।

(চারি দিকে অনুসন্ধান।)

চোর। (গাছের ঝোপের মধ্য হইতে) কি সর্ব্বনাশ। শালা বুঝি দেখ্‌তে পায়। কি কুক্ষণে এ বাড়ী চুরি ক'র্ত্তে এসেছিলাম! ভোর হ'তে না হ'তে এই পাগ্‌লী মাগী এসে এই বাগানে আবল্ তাবল্ বক্তে আরম্ভ করেছে। মনে কর্লে্ম মাগী চলে গেলেই পালাব,—আবার দেখ এই কি বিপদ! এই যে বেটা যোমদূত এই দিকেই আস্‌চে!

খেঁদা। (চোরকে টানিয়া বাহির করিয়া) শালা, তোমারই নাম গোলাপ? (প্রহার।)

চোর। (কাতরে) দোহাই তোমার, আমার নাম শামা চোর,—আমার চোদ্দপুরুষে গোলাপ নেই,—দোহাই বাবা, মাপ কর!

খেঁদা। বলি, ও খেঁদী,—এখন তোর কোন্ বাবা তোর গোলাপকে রাখে? (প্রহার।)

চোর। (আর্ত্তনাদ করিয়া) ওগো বাবাগো—মলুম গো!

খেঁদী। পদী পিশি, পদী পিশি।

(পদী পিসির প্রবেশ।)

পদী। কি হ'য়েছে বাছা,—ডাকচ কেন?

খেঁদী। ভারি মজা, হা, হা, হা, আমার প্রাণকান্ত গোলাপ মল্লে ক'রে খেঁদা কাকে ঠেঙ্গাচ্চে দেখ!

উভয়ের গীত।

কি গাধা বানিয়েছে বিধি পুরুষে।
না আছে বুদ্ধি, না আছে শুদ্ধি
চোরেরও অধম নারী সকাশে।

চোর ও খেঁদার গীত।

তোমাদের মায়া বুঝব কেমনে,
জিলিপির পাক, সব সেরা ফাক
দায় বেঁধায় বাবা জীবনে।

(নৃত্য।)

খেঁদী ও পদীর গীত।

আমরা নাচাই তাদের বাতাসে;
না আছে জ্ঞান, না আছে প্রাণ
তাদের রাখিনে ভুলে নিকাশে।

চোর ও খেঁদার গান।

এই নাকে খত, মোচড়া দিনু কানে,
তোমরা রাজা আমরা প্রজা
দৌড় কর ছিঁচ্‌ড়ে টেনে।

(নৃত্য।)

(সকলের একত্রে গীত ও নৃত্য।)

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

সাহিত্য-শোভা।

হাসি।

পাঁচরকম।

(১)

জনৈক ব্রাহ্ম-প্রচারককে বয়স জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "এক বৎসর।" শুনিয়া প্রশ্নকারী অবাক হইয়া বলিলেন, "সেকি মহাশয়। আপনার পাকা দাড়ী,—আর আপনার বয়স সবে এক বৎসর মাত্র?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি এই এক বৎসর মাত্র আলোক প্রাপ্ত হইয়াছি।"

(২)

শিক্ষিতা রমণীগণ আজ কাল খুব হিল্ উঁচু জুতা ব্যবহার করিতেছেন,—কারণ শিক্ষিতা হইলে উঁচু হইতে হয়।

(৩)

কোন সম্বাদ পত্রের সম্পাদকের পীড়া হওয়ায় চিকিৎসকগণ বলিলেন "আশা নাই।" উঁহা শুনিয়া সহকারী সম্পাদক সম্পাদকের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন,—প্রবন্ধ ছাপাও হইয়া গেল। শুক্রবারে সম্পাদক মৃত্যুশয্যায়, শনিবারের কাগজে প্রকাশ হইল, "সম্পাদক গত কল্য মারা গিয়াছেন।" কিন্তু শনিবারের কাগজ শুক্রবারেই বিক্রয়ে চলিল,—লোকেও জানিল সম্পাদক আর নাই।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সম্পাদক মরিলেন না, বাঁচিয়া উঠিলেন। পরদিবসের কাগজে তাঁহার মৃত্যুসম্বাদ দেখিয়া একেবারে চটিয়া লাল। তখন ক্ষৌরকারী মাথা চুল্ কাইতে চুল্ কাইতে বলিলেন—"কেন? প্রিজ, আসিলে আপনিও তো ঠিক এমনই করেছিলেন।"

(৪)

বাঙ্গালি ভলেন্টিয়ার বন্দুক ছুড়িতে অজ্ঞান হইয়া পড়ায় সেনাপতী তিরস্কার করিলেন, তাহাতে যোদ্ধা বলিলেন, "মহাশয়, বন্দুক ছুঁড়িবার জন্য তো ভলেন্টিয়ার হই নাই? এই লাল পোষাকের জন্য হ'য়ে ছিলাম।

(৫)

ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবার ভাইস্ চান্সেলার হওয়ায় লাট-সাহেব তাঁহার বড়ই প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু হইলে কি হয়,—পাড়ার বুড়ীরা ঘাটের ধারে সভা করিয়া বলিতেছে, "গুরুদাস এবার চালচুলো হ'য়েছে।

(৬)

তারিণী বাচস্পতি বড় শুদ্ধ ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল ছাড়া তাঁর কাজ হয় না। এক দিন ভাল দিন দেখে কামাতে ব'সে নাপ্‌তেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "বলি হরে, তোর খুর ভালতোরে?"

নাপ্‌তে। আজ্ঞে খুর্ ভাল না হ'লে আর আপনার গলায় দিচ্চি।

(৭)

সুরেন্দ্র বাবু দেশের ছেলেদের বড় প্রিয়। তাহাই শুনিয়া হিন্দুশাস্ত্রবিদ্ একজন সাহেব বলিয়াছেন, "সুরেন্দ্র কলির রাম।"

(৮)

শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের শাসন কর্ত্তা কে?" একজন ছাত্র দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "বেট।" বালক উপহাস করিল ভাবিয়া শিক্ষক ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে চলিলেন,—

দেখিয়া বালক বলিয়া উঠিল, "কেন সার,—মারেন কেন? পেটই তো আমাদের শাসন কর্ত্তা। পেটের জন্যই তো আমরা সকলে সব কাজ করি,—আর বেলি সাহেব কি আমাদের শাসনকর্ত্তা নন? বেলি সাহেবও তো পেট।" মাষ্টার মহাশয় ধীরে ধীরে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন।

(৯)

এক জন বিশ্বনিন্দুক যার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতেন, তাহারই নিন্দা করিতেন। পাড়ার জনকতক লোক পরামর্শ করিয়া নিন্দুক মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া পা ধোয়া হইতে আহারাদি, আঁচমন, পান-তামাক পর্য্যন্ত নিখুঁত করিয়া আয়োজন করিল। সকলে আস্ফালন করিতে লাগিলেন যে, দেখা যাক্ কি করিয়া বিশ্বনিন্দুক এবার নিন্দা করে। নিন্দুক আহারাদি করিয়া পান তামাক খাইয়া যখন গৃহে গমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, অমনি একজন প্রতিবাসী নিজে ছাতা ধরিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া বিশ্বনিন্দুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ভাই, এখানেত আহারাদির বেশ আয়োজন হইয়াছিল, যত্ন অভ্যর্থনাও যথেষ্ট করিয়াছে, এবার ত তুমি নিন্দা করিতে পারে না? নিন্দুক হাস্য করিয়া বলিলেন— "মহাশয়, আপনি কি জানেন না যে—অতি ভাল, ভাল নয়?"

(১০)

এক জন নূতন উকীল এজ্‌লাসে দাঁড়াইয়া থেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। সাক্ষীকে জেরা করিতেছেন, কিছুতেই মতলব হাঁসিল হ'চ্চে না; অবশেষে গরম হইয়া সাক্ষীকে উচ্চৈঃস্বরে জেরা করিলেন—"তোমার মা ছিলেন?"

সাক্ষী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন—"কোনন্ কালেও না।"

(১১)

কোন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক পাড়াগাঁয়ের মধ্যদিয়া যাইতে ছিলেন; এক ব্যক্তি সকলকে বলিতে ছিল,—"সরে যা, সরে যা, বিদ্যেসাগর মহাশয় আস্‌ছেন।" এই কথা শুনিয়া গ্রামবাসীগণ ঊর্দ্ধশ্বাস

ছুটিয়া সেই গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। তাহারা বিদ্যা-সাগরের কেবল সাগরটুকু মাত্র শুনিতে ও বুঝিতে পারিয়াছিল।

(১২)

কোন বিশিষ্ট স্থানে মিউনিসিপাল সভার সভ্যগণ গত রাত্রে জনৈক বন্ধুর বাড়ী "নাচে" গিয়াছিলেন। পরদিবস তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইবামাত্র সেক্রেটারী গত বর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্দ্ধ ঘটিকা পরে দেখা গেল,—সভ্যমহোদয়গণের সকলেই নিদ্রিত হইয়াছেন।

(১৩)

দুইজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে একজন চোরের বিচার হইতেছিল। একজন বলিলেন—"চোরকে জেলে দেওয়া কর্ত্তব্য", অপরে বলিলেন, "চোরকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।" তখন চোর জোড়হস্তে বলিল,—"হুজুর, আপনারা একটু চোক বুজ্‌লেই আপনাদের বিবাদ মিট্‌তে পারে।" হুজুরদ্বয় বলিলেন, "কেমন করে?" চোর উত্তর করিল, "তা হ'লেই আমি চম্পট দিতে পারি!"

(১৪)

এক মেম নিজ স্বামীর গোরের উপর পাখার বাতাস দিতেছেন দেখিয়া জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ কি করিতে-ছেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি আমার স্বামীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম যে, তাঁহার গোর যতদিন না শুখাইবে, ততদিন আর বিবাহ করিব না। আমার বর ঐ দাঁড়াইয়া আছেন। আজই বিবাহ হওয়া চাই, তাই তাড়াতাড়ি করিয়া গোরটা শুখাইয়া লইতেছি।"

(১৫)

ডারউইন সাহেব বাঁদর থিওরির কর্ত্তা। রামধন মাষ্টার ডারউইন্ সাহেবের বড়ই গোঁড়া। একদিন স্কুলে ধর্ম্মপুস্তকসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে করিতে তিনি একটী বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি, আমাদের

যা কাহাকেও পত্র লিখিতে হইলে বলিতে ও লিখিতে পারেন,"শ্রীকম্পিত কলেবর বন্দ্যোপাধ্যায়—সখের সৈনিক" অথবা "সখের সৈনিক শ্রী ভজহরি দাস" ইত্যাদি। শুনা যায় যে, তাঁহারা আর অধিক কিছু চাহেন না, কেবল উপাধীটিই চাহেন। যুদ্ধে যাইতে বা যুদ্ধ শিক্ষা করিতে তাঁহাদের আদৌ ইচ্ছা নাই, এমন কি, সে বিষয়ে স্বপ্ন দেখিতেও নারাজ।

ইংলণ্ডীয় মহাসভায় একজন এ দেশীয় মুখপত্র রাখা আরও সহজ; যেহেতু এই বলিয়া সম্মত হইলেই হয় যে, "বেশ কথা, কিন্তু আমরা লোক নির্ব্বাচন করিয়া দিব।" এই বলিয়া একজন বোবালোক বাছিয়া পাঠাইয়া দিলেই হয়। যে বোবা, সে সম্ভবতঃ কালাও হইবে, কেবল মহাসভায় বসিবার সময় একজন তাঁহার চক্ষে রুমাল বাঁধিয়া দিলেই সমস্ত গোল মিটিয়া যাইবে।

আমার বোধ হয়, কোন একটা নূতন বিষয় আরম্ভ করিবার সময় উপরি উক্ত রূপে অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করাই উচিত, অধিক আশা করা ও অধিক পাওয়া এ দুয়ের কোনটিই ভাল নহে। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপে সামঞ্জস্য করিয়া লইলে কোন পক্ষেরই অসন্তুষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। পরে,—প্রতিভা কখনই চাপা থাকিবে না।

অদ্য এই পর্য্যন্ত। অনেকে বলিতে পারেন, "এ যে বড় কম হইল"; আমি বলি ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, কারণ, বাজে কথায় আমি বড়ই নারাজ। অনেক সাবধান হইয়াছি, তথাপি বোধ হয় অনেক বাজে কথা আসিয়া পড়িয়া থাকিবে। মহাভারতের যেখানে যেখানে "অতঃপর বৈশম্পায়ন কহিলেন" এই কথাগুলি আছে, যদি তাহা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে মহাভারতও এইরূপ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, কিমধিকমিতি।

সম্পূর্ণ।

যাত্রায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম।

পুরুষগণ।

ধৃষ্টবুদ্ধি	... ...	রাজা।
চন্দ্রহংস	... ...	অজ্ঞাতকুলশীল যুবক।

স্ত্রী-গণ।

সুমতী	... ...	রাজা ধৃষ্টবুদ্ধির স্ত্রী।
বিষয়া	... ...	রাজা ধৃষ্টবুদ্ধির কন্যা।
সলিলা	... ...	বিষয়ার সখী।

(মন্ত্রী, বিদুষক, পুরনারীগণ ইত্যাদি।)

পরিশিষ্ট।

যাত্রা।

বিষয়া।

(আখড়ায়ী গীত।)

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল তেওরা।

এস মা বিণাপানী আসরে।
নমিও চরণ, সোণার বরণ,
গাইব আজি গান কাতরে।
কেমনে বিষয়া রাজার তনয়া,
লভিলা দাসী সুত চতুরে।
বিষের বদলে বিষয়া লভিলে,
কার না সুধা ঝরে অন্তরে।

(১)

(রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। মন্ত্রিবর, আমার যে দিন দিন বড়ই ভাবনা উপস্থিত হ'ল। এতো সামান্য লোক নয়! একে দেখ্‌লে যে আমার প্রাণ সদাই কেমন ব্যাকুল হ'য়ে উঠে! এই চন্দ্রহংসকে দেখ্‌লেই মনে হয়—যেন ইহার দ্বারা আমার রাজ্য বিলুপ্ত হবে, অথচ, এর মুখের দিকে চাহিলে আবার একে ভাল না বেসে থাকৃতে পারা যায় না। এ কে? মন্ত্রিবর, এ বিষয়ের

একটা তত্ত্বানুসন্ধান কর। নিশ্চয়ই এ যুবক কোন ছদ্মবেশী রাজকুমার। আমি অনেক প্রকারে অনেক রাজ্য হস্তগত ক'রেছি, কত রাজার প্রাণ-নাশ করেছি, কত রাজ্য শ্মশানে পরিণত করেছি,—আহাই কি তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য কোন রাজপুত্র ছদ্মবেশে আমার এই রাজধানীতে আসিয়া বাস করিতেছে, সময় পাইলেই আমার প্রাণনাশ করিবে? আমি যে মন্ত্রী, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না!

(গীত।)

রাগিণী বেহাগ—তাল সুরফাঁকতা।

চিন্তাজ্বরে দহে প্রাণ হৃদিজলে অনুক্ষণ,
কি করিব, কোথা যাব, কোথা গেলে জুড়াইব,
আমার এবার বুঝি শঙ্কায় যায় জীবন।
বল বল কি করিব, রাজ্য ছেড়ে পলাইব,
স্বর্ণ সিংহাসন মম হ'ল যে মহা শ্মশান।

মন্ত্রী। মহারাজ, কেন ভীত হন। আপনার অগণিত সৈন্য, আপনার প্রজাগণ আপনার উপর সন্তুষ্ট,আপনি স্বয়ং শৌর্য্যবীর্য্যে যুদ্ধকৌশলে অদ্বিতীয়,আপনার ভীত হইবার কারণ কি? আপনার অনেক শত্রু আছে, স্বীকার করি,—কিন্তু আপনার ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী মহারাজাধিরাজের কে কি করিতে কবে সক্ষম হয়? চন্দ্রহংস যদি যথার্থই কোন গুপ্ত শত্রু হয়, তাহাতেই বা ভয় কি? তাহার মুখ দেখিলে তাহাকে কোনমতেই গুপ্ত শত্রু বলিয়া বোধ হয় না। চন্দ্রহংসের সরলতামাখা মুখ দেখিলে, প্রাণের সহিত ভালবাসিতে ইচ্ছা যায়। মহারাজ, শত্রুকে দমন করিবার দুইটী উপায় আছে। এক—শত্রুর প্রাণদণ্ড করিয়া শত্রুকে একেবারে দূর করা, দ্বিতীয় উপায়,—শত্রুকে যথেষ্ট সমাদর, স্নেহ ও যত্ন করা, কারণ, যত্নে ও ভালবাসায় বনের হিংস্র জন্তুও বশীভূত হয়। চন্দ্রহংস শত্রু কি মিত্র তাহা যখন এখনও সন্দেহস্থল, তখন চন্দ্রহংসের প্রাণনাশ করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এরূপ স্থলে চন্দ্রহংসকে যত্ন ও সমাদরে বশীভূত করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। যত্ন ও ভালবাসার বশ হয় না,—এমন তো মহারাজ এ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

(গীত।)

রাগিণী বাজ মোল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

যতন করিলে বনের বিহগ
হাতে বসি সদা গায়,
হিংস্রক প্রাণী ব্যাঘ্র ভল্লুক আদি
সকলিত্তো বশ হয়।
যতন করিলে সকলিতো বশ
মিত্র বই শত্রু নয়।

রাজা। যা বলিলে মন্ত্রীপ্রবর, তাহার সকলই ঠিক স্বীকার করি,—কিন্তু সন্দেহপবনে আমার মন সর্ব্বদাই দোলায়মান হইতেছে; আমি যে কি করিব, কি না করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যদি চন্দ্রহংস প্রকৃতই আমার শত্রু হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাণনাশ করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও আমি দ্বিধা করিব না। আর যতদিন তাহার প্রকৃত পরিচয় না পাইতেছি, ততদিন তাহাকে তোমার পরামর্শানুযায়ী অতি যত্নে ও সমাদরে রাখিব। কিন্তু মন্ত্রীপ্রবর, তুমি এই চন্দ্রহংস যুবকের বিশেষ ও সত্য পরিচয় সংস্থান করিবার জন্য সর্ব্বদাই তৎপর থাক। যতদিন না ইহার সত্য পরিচয় পাই, ততদিন আমি কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিব না।

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনার কার্য্যে জীবনাতিবাহিত করিয়া আমার কেশ পক্ক হইয়া গিয়াছে। আমি কি আপনার কার্য্যে কোনকালে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? মহারাজ যে অনুজ্ঞা করিলেন, অদ্য হইতে সে বিষয়ের যথাসাধ্য অনুসারে চেষ্টা করিব। ইহার জন্য বিশ্বস্ত দূত সকল চারিদিকে প্রেরণ করিব। চন্দ্রহংসের পশ্চাত পশ্চাত সর্ব্বদা গুপ্তচর রাখিব; আজই হউক, আর কালই হউক, অথবা দুই চারিদিন পরেই হউক, আমি শীঘ্রই মহারাজকে এই যুবক চন্দ্রহংসের সমস্ত বিবরণ অবগত করাইব।

রাজা। আমি জানি মন্ত্রী, তোমার উপর কার্য্যভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। তুমি এই সকল কার্য্য বিশেষ মনোযোগের

সহিত সম্পাদন কর। আমি দিন কয়েকের জন্য মৃগয়ায় যাওয়া স্থির করিয়াছি, আর মৃগয়ায় এই চন্দ্রহংসকে সঙ্গে লইব। ইতিমধ্যে তুমি ইহার সমস্ত সম্বাদ অবগত হইবার চেষ্টা কর। যদি কোনরূপ মন্দ সম্বাদ পাই, তবে অনতিবিলম্বেই ইহার প্রাণসংহার করিব, আর তাহার পরিবর্ত্তে যদি ভাল সম্বাদ পাই, ইহাকে যথোপযুক্তরূপে পুরস্কৃতও করিব।

---

(২)

(চন্দ্রহংস ও বিষয়ার প্রবেশ।)

চন্দ্রহংস। প্রাণপ্রিয়সি, প্রিয়তমে বিষযে, রাজার আজ্ঞা অমান্য করিতে পারি না। রাজা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আমাকে যাইতে হইবে, না গেলে কি আমার প্রাণ থাকিবে প্রিয়ে? রাজা শিকারে যাইতেছেন, প্রিয়তমে, তিনি শীঘ্রই ফিরিবেন,—আমিও শীঘ্র ফিরিব। আবার দেখা হইবে,—আবার তোমাকে এই রকম ক'রে আদর করিব, তুমি কি জান না প্রিয়ে, আমার হৃদয় তোমা বই আর জানে না?

(গীত।)

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

তুমি হৃদয়ের মণি নয়নের নয়ন,
তোমা বিনা বল প্রিয়ে, কেমনি ধরি জীবন।
সদা তোমার লাগিয়ে অন্তর যায় দহিয়ে
তাই হেমহার সম হৃদয়ে করি ধারণ।
জাননা কি ধনি তুমি, তোমারে ত্যজিলে আমি,
পিপাসিত চাতকের সম হই উচাটন?

বিষয়া। নাথ, প্রাণকান্ত, জীবনাধার, তোমায় ছাড়িয়া দিতে আমার প্রাণ যে ব্যাকুল হয়,—মনে যে কত আশঙ্কা হয়, হৃদয়ে যে কত বিভীষিকা দেখা দেয়,—কেন আজ এমন হইতেছে? আমার মনে হইতেছে, তোমায় ছাড়িয়া দিলে আর আমি তোমাকে পাইব না। বাবা আমাদের এ প্রেমের সম্বাদ জানেন না,—হয়তো তিনি জানিতে পারিয়াছেন, তাই

তোমার প্রাণদণ্ড করিবার জন্য তোমাকে লইয়া যাইতেছেন! নাথ, জীবনের জীবন, প্রাণেশ্বর, আমার প্রাণ যে বড়ই ব্যাকুল হইতেছে।

(গীত।)

রাগিণী সিন্ধু কাফি—তাল যৎ।

কেমনে বুঝিবে তুমি কি যাতনা সহি প্রাণে,
অবলা হৃদয় ব্যথা রাখে নাথ মনে মনে।
ফুটাইলে মুখ, বাড়ে শুধু দুখ,
লোকেতে মুখরা জানে;
কত নিন্দা হয়, কত কথা কয়,
নাহি সুখ নারী প্রাণে।

চন্দ্রহংস। প্রিয়ে, কেন কাতরা হও? আমার প্রাণ বলিতেছে, কোন ভয় নাই, আমার মন বলিতেছে—এতদিনে সত্যসত্যই আমি তোমাকে লাভ করিতে পারিব। এতদিনে গোপনে গোপনে ভয়ে ভয়ে চোরের মত আমরা উভয়ে ছিলাম, এতদিনে আমাদের সে ভয় দূর হইবে;—এবার হয় তোমাকে পাইব, না হয় এ জীবন যাইবে। অধীরা হইও না। প্রাণপ্রিয়তমে, আমাকে বিদায় দাও। শিকারে আমি নিশ্চয়ই রাজাকে সুখী করিতে পারিব। রাজা সুখী হইলে তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই আমাকে কিছু প্রার্থনা করিতে বলিবেন, তখন আমি তাঁহার চরণতলে জানুপাতিয়া বসিয়া বলিব—মহারাজাধিরাজ, যদি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তবে আমাকে বিষয়া দান করুন। প্রিয়সি, তাই বলি, ব্যাকুলা হইও না,—আমাকে সানন্দমনে বিদায় দাও, অবশ্যই এবার আমাদের সুখের তারা গগনে উঠিতেছে।

বিষয়া। প্রাণ যে বুঝে না, নাথ,—মন যে প্রবোধ মানে না। নাথ, তোমায় যে ছাড়িয়া দিতে হৃদয় একেবারেই চাহে না।

চন্দ্রহংস। কেন অধীরা হও? প্রাণপ্রিয়সি,—বিদায় দাও, আবার এসে আবার তোমাকে এমনই করিয়া আদর করিব। বিদায় দাও,—প্রিয়তমে, বিদায় দাও। ঐ দেখ, সৈন্য-সামন্তগণ বহির্গত হইয়াছে, আর বিলম্ব করা কর্তব্য নয়।

বিষয়া। প্রাণকান্ত, যদি একান্তই যাবে, তবে দাসীকে যেন চরণে রাখেন, এই মাত্র ভিক্ষা চাহি।

(গীত।)

রাগিণী সোহিনী পরজ—তাল যৎ।

একান্তই যাবে যদি, মনে রেখ দাসীরে,
নয়নেরি জলে আমি ভাসিব হে অধীরে।
যতদিন না আসিবে   বিষয়া সদা কাঁদিবে
অধীনিরে ভুল নাহে এস নাথ অচিরে।
দুঃখদিতে চাহ যদি থেকে তবে সে দূরে।
চাহিয়ে আশাপথ পানে   রহিলাম তব ধ্যানে
ভাবায়ওনা দুঃখিনীরে দুঃখ সাগরনীরে।

(৩)

(রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি ও বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূষক। খিদেয় প্রাণ যায়! মহারাজ, আপনার কি শিকারের সাধ মিট্‌বে না? এতক্ষণ যে শিবিরে ব'সে রসগোল্লা প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য খেলে অনেক কাজ হ'ত,—কি সাধে আপনারা শিকার করেন, আর কি সাধেই বা তারপর সেই কাঁচা মাংসগুল খান, তা আপনারাই জানেন! তবে রাজারাজড়ার কথাই সতন্ত্র। ঐ কথায় বলে—আমরা আদার ব্যাপারী আমাদের জাহাজের খবরে কাজ কি?

রাজা। কি সখে, এত ক্রোধ কেন? শিকার করিতে আসিলে কতকটা কষ্ট হইয়াই থাকে; কিন্তু এতে যে কি সুখ, তা তোমার মত লোকে কেমন করিয়া বুঝিবে?

বিদূষক। দোহাই মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন,আমার তা বুঝেও কাজ নেই। এখন যদি সখ মিটে থাকে, তবে শিবিরে চলুন, খাদ্য-দ্রব্যগুল সব মাটী হ'ল।

রাজা। যদি নিতান্তই তুমি শিবিরে যেতে চাও, তবে চল, কিন্তু এই-দিকে চন্দ্রহংস একটা মৃগের পশ্চাদানুসরণ করেছিল, এস তাহার একটু অনুসন্ধান করি।

বিদূষক। মহারাজ, আপনি দেখ্‌চি, আমাকে খুন না কর্‍্যে সন্তুষ্ট হবেন না।

(গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

হায়রে হ'ল একি দায়—
রাজার সাথে পড়ে আমার
এবার বুঝি প্রাণ যায়।
পুজো কর্ব্বো, মোণ্ডা মার্ব্বো
প্রাণ সদা তাইতো চায়,
ঋষ ভালুকে দাঙ্গা বিরোধ
তাকি কভু মোর পোশায়?

রাজা। ভয় নাই সখে, আর ভয় নাই; আর তোমাকে বাঘ ভালুকের সুমুখে যেতে হ'বে না। তোমার যত সাহস, তাতো আমার অবিদিত নাই? তবে আর কেন,—তোমাকে আর কষ্ট দিব না। চল, চন্দ্রহংসকে সঙ্গে করে শিবিরে ফিরি, কিন্তু তোমার কি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখেও প্রাণ আনন্দে বিভোর হয় না? দেখ দেখি, এই বিজন অরণ্যে প্রকৃতির কি সুন্দর শোভা হ'য়েছে, কেমন ডালে ডালে পাখী ডাকচে, গাছে গাছে ফুল ফুটেছে!

(গীত।)

রাগিণী মিশ্র ভায়বোঁ—তাল সুরফাঁকতা।

কিবা শোভা মনলোভা বিজনে
অবিরত সুধাঝরে জীবনে।
রঙ্গে রঙ্গে বায়ু সঙ্গে কুসুম নাচে,
হাসে গাছ, হাসে পাতা, প্রসূন সাজে।
আহা কিবা শোভা দেখ নয়নে
অপরূপ অতুলিত কাননে।

বিদূষক। হবে মহারাজ, সবই হবে, কিন্তু রসোগোল্লা বসকরা

প্রকৃতি অপেক্ষা সুন্দর দ্রব্য আমিতো আর দেখি নাই। যাক্, ওসব বাজে কথায় আর কাজ নাই। আপনি চন্দ্রহংসকে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, ঐ দেখুন, তিনিও আমার মত বড় শিকারে প্রিয় নন,—গাছতলায় ব'সে গালে হাত দিয়ে একমনে কি ভাব্‌চেন।

রাজা। তাইত, চন্দ্রহংস যে বড়ই চিন্তামগ্ন! সখে, এইখানে একটু গোপনে থেকে দেখি চন্দ্রহংস কার ভাবনা ভাব্‌চে।

বিদুষক। আপনার যা অভিরুচি; আপনার হাতে যখন আজ পড়েছি, তখন তো জানিই আজ উদরে কিছুই পড়্‌বে না।

রাজা। একি সখে, একি শুন্‌লাম? নরাধমের এতবড় আস্পর্দ্ধা! আমি ওকে যত ভালবাসি, যত্ন করি, আদর করি,—আর কাকেও আমি এত স্নেহ করি না, তাই কি পামর উৎসাহ পাইয়া বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছে? এখনই নরাধমের শিরঃচ্ছেদ করিব।

(অসি নিষ্কাসন।)

বিদুষক। (হাত ধরিয়া) মহারাজ স্থির হউন,—কোন বিষয়েই অধীর হওয়া জ্ঞানবান ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

(গীত।)

রাগিণী রামকেলী—তাল তেওরা।

ছি, ছি, মহারাজ, ক'রনা এ কাজ,
ক্রোধ হ'য়ে কাজ কর কেমনে?
পরে অনুতাপ, বিষম সে তাপ
করা ভাল নয় জেনে শুনে।
জ্ঞানী যেই জন, করেকি এমন?
অবোধ করিলে ক্ষতি গণে।

রাজা। পামরের আস্পর্দ্ধা দেখ,—বিষয়ার প্রতি দৃষ্টি! একাকী নির্জ্জনে ব'সে নরাধম বিষয়ার চিন্তা করিতেছে! বলিতেছে—"বিষয়া, প্রাণেশ্বরী, ভয় নাই, আমি শীঘ্রই লইতেছি।" কি আস্পর্দ্ধা! সখে, আমায় ছেড়ে দাও, আমি নরাধমের শিরঃচ্ছেদ করি।

একে! এ গাছতলায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত কে? এ যে চন্দ্রহংস! চন্দ্রহংস এখানে কোথা হইতে আসিল? আহা, প্রাণনাথ আমার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছেন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ঝরিতেছে, মুখ রক্তিমাভ ধারণ করিয়াছে, অঙ্গ অবশ অবসন্ন হইয়াছে!

(গীত।)

রাগিণী আশয়ারী টোরী—তাল কাওয়ালী।

নাথের এ দশা হেরি বিদরে হৃদয়,
সোণার কমল হের ভূমেতে লুটায়।
এস এস প্রাণ সখা, ধায় ক্লেশ নাহি দেখা
হৃদয় পাতিয়া দিমু এস ব স তায়,
জীবন জীবন ভূমি . দুখের দুখিনী আমি,
তব দুঃখ কোন প্রাণে হেরি বল হায়।

একি! নাথের হাতে এ পত্র কার? দেখি,—দেখি, একটু ভাল করে দেখি। তাইতো, এ যে আমার বাবার হস্তাক্ষর! বাবা মন্ত্রীমহাশয়কে পত্র লিখেছেন। নিশ্চয়ই বিশেষ দরকারী পত্র, না হ'লে তিনি চন্দ্রহংসকে কখনও এই পত্র দিয়া রাজধানীতে পাঠাইতেন না। আমাকে এ পত্র দেখিতে লইল। (পত্র তুলিয়া লইয়া) পিতার পত্র, প্রাণনাথ আমার পত্রবাহক, আমার এ পত্র খুলিয়া দেখিবার অধিকার আছে,—এ পত্রে নিশ্চয়ই কোন বিশেষ সম্বাদ আছে। (পত্র খুলিয়া পাঠ ও হস্ত হইতে পত্র ভূমে পতন।) "পত্রপাঠ মাত্র চন্দ্রহংসকে বিষ দান করিবে। দেখিও যেন কিছুতেই অন্যথা না হয়।" বাবা মন্ত্রীমহাশয়কে লিখিতেছেন; হায়, হায়, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল!

(গীত।)

রাগিণী টোরী—তাল ঝাঁপতাল।

সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল
জীবনের সুখতারা নীল নভে নিবিল।
বড় আশা ছিল মনে
সুখী হব প্রাণে প্রাণে,

বিধি বাম যারে, তার কি সুখ অন্তরে,
অমিয় লভিতে মম গরল মিলিল।

হায়, তবে কি স্বচক্ষে প্রিয়তমকে করাল কালকবলে নিপতিত হইতে দেখিব! একটী উপায়ও নাই,—কোনরকমেই কি নাথকে রক্ষা করিবার উপায় নাই? এই যে একটী উপায় সহসা মনে হইল। বাবা মন্ত্রীমহাশয়কে অনুজ্ঞা করিয়াছেন,—পত্রপাঠ মাত্র "বিষ" দান করিবে। একটা ক্ষুদ্র "য়"তে আকার যোগ করিয়া দিতে পারিলেই তো আমাদের উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়,—তাহা হইলে মন্ত্রী মহাশয় বিষ না দিয়া চন্দ্রহংসকে "বিষয়া" দান করিবেন। ঠিক হয়েছে, বিলম্ব নয়। কিন্তু এখানে কালি কই? কালির অভাবে কি আমার প্রাণপ্রিয়তমের প্রাণরক্ষা হইবে না? আমার চক্ষে কাজল আছে, খোঁপায় কাঁটা আছে,—আমি তাহাতেই বিষের স্থানে বিষয়া লিখিব,—আর দেরি করা নয়।

(তাহাই করণ ও পত্র যথাস্থানে রক্ষা।)

এতক্ষণে আমার মন সুস্থির হইল; এতদিনে বোধ হয় ভগবান আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। এই যে, নাথও আমার উঠিতেছেন।

চন্দ্রহংস। একি! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না—আমার সম্মুখে প্রকৃতই আমার হৃদয়ানন্দদায়িনী দেবী বিষয়াকে দেখিতে পাইতেছি। যখন মৃগয়াতে নিযুক্ত হইয়া বনে বনে মৃগশিশুর পশ্চাতে পশ্চাতে থাকিতাম, তখন এইরূপ চারিদিকে বিষয়াকে দেখিয়াছি!

(গীত।)

রাগিনী যোগীয়া—তাল যৎ।

বিষয়া যে মম জীবনের ছায়া
বুঝিনা একি-মায়া।
যে দিকে ফিরাই আঁখি
সদা আমি তাঁরেই দেখি,
বিষয়া অমিয়ময় হয়ে গেছে এ কায়া।

চন্দ্রহংস। সত্যই কি তুমি বিষয়া,—না কোন দেবী আমাকে ছলনা করিতেছ?

বিষয়া। নাথ, আমি তোমার দাসীর দাসী বিষয়া। আমি দেখিতেছি,

তুমি বাবার পত্র নিয়ে মন্ত্রীমহাশয়ের নিকট আসিয়াছ, বোধ হয় নিশ্চয়ই পত্র বিশেষ দরকারী, সুতরাং তোমার এ পত্র তাঁহাকে দিতে আর তিলার্দ্ধ দেরী করা কর্ত্তব্য নয়।

চন্দ্রহংস। ঠিক বলেছ প্রিয়ে, আমি এখনই চলিলাম।

---

(৬)

(রাণী সুমতী ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। মহারাজ্ঞী,—রাজা বিশেষ দূত দ্বারা পত্র পাঠাইয়াছেন; লিখিয়াছেন যে, পত্র পাঠ মাত্র যেন চন্দ্রহংসকে বিষয়া দান করা হয়। এ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে আমার সাহস নাই।

রাণী। চন্দ্রহংস বড় ভাল ছেলে, চন্দ্রহংসের ন্যায় সুপাত্র পাওয়া যায় না,—চন্দ্রহংসের সহিত আমার আদরের বিষয়ার বিবাহ দিতে মহারাজ অনুজ্ঞা করেছেন, এ তো আমার আনন্দেরই বিষয়।

(গীত।)

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

কি কথা শুনালে আজি আমায়
মন্ত্রীবর, বিবাহ দিব বিষয়ায়।
সুপাত্র চন্দ্রহংস জানি, ভালবাসি তারে আমি
বিষয়া হইবে সুখী নাহি কিছু তায় সংশয়।
কি দিয়ে তুষিব আমি মন্ত্রী, বলহে তোমায়?

মন্ত্রী। দাস আজন্মকাল রাজসংসারে পালিত। রাজার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেই আমার সন্তোষ। ভৃত্যের ইহাপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

(গীত।)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

নাহি জানে দাস, প্রভু বীনে
কিছু এ সংসারে;

প্রভুর তরে জীবন দিবে এইতো সে
জানে অন্তরে।
পুত্রসম প্রজাগণে
পালেন যিনি যতনে
তাঁর মঙ্গল বিনা এ অধীন কি জানে ?

রাণী। তবে আর বিলম্ব করা নহে। বিলম্ব করিলে হয় তো মহারাজ ক্রোধ করিতে পারেন।

মন্ত্রী। না, আর ক্ষণবিলম্বও করিব না, কালই রাজকুমারীর বিবাহ হইবে। আমি সমস্ত আয়োজন স্থির করিবার জন্য বহুতর লোককে আজ্ঞা করিয়াছি।

---

(৭)

(স্ত্রী-আচার। বরের চারিদিকে রমণীগণের বেষ্টন করিয়া গীত।)

রাগিণী পরজ বাহার—তাল খেমটা।

কিবা শোভা হেরি নয়নে
শ্যামের পাশে রাই কিশোরী
শোভে যেমন বিজনে।
আয় লো সবে ঘুরে ফিরে
বরণ-ডালা মাথায় করে,
আদর করে লইলো ধরে
সোহাগ ভরে বর কনে।

---

(৮)

(রাজা, কিয়রা, সুমতী, চন্দ্রহংস ও বিদূষকের প্রবেশ।)

রাজা। তোমরা আমার কি সর্ব্বনাশ করেছ। তোমারা আমার মুখে

কালি দিয়াছ। হায়, হায়,—আমি আর এ মুখ সংসারে দেখাব না! চন্দ্রহংস নরাধম, পামর, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক,—তার সঙ্গে আমার প্রাণসম কন্যা বিষয়ার বিবাহ! তার চেয়ে মেয়েটার গলাটিপে মারিলে না কেন? তা হ'লেও যে আমার হৃদয়ে এত বেদনা লাগিত না! আমার প্রাণ যে জলে যায়,—নরাধমের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে! কন্যা বিধবা হয়,—নতুবা এখনই পামরের শিরঃশ্ছেদ করিতাম।

বিষয়া। (বাবার চরণ ধারণ করিয়া) বাবা, চন্দ্রহংসের কোনই অপরাধ নাই। অনেক দিন হ'তেই চন্দ্রহংসকেআমি আমার মন প্রাণ সমর্পন করেছিলাম। তাহাই জন্য যখন দেখিলাম সরোবরতীরে পত্রহস্তে চন্দ্রহংস নিদ্রিত, তখন আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে সেই পত্র খুলেছিলাম। খুলে দেখিলাম—বাবা, আপনি আমার চন্দ্রহংসকে বিষ দান করিতে অনুজ্ঞা করেছেন, কিন্তু তিনি তো বিষদানের উপযুক্ত পাত্র নহেন? তাই আমিই স্বয়ং বিষকে বিষয়া করিয়াছিলাম। অপরাধ হইয়া থাকে, দণ্ড দিতে হয়, আমাকে দিন,—চন্দ্রহংসের কোনই অপরাধ নাই।

সুমতী। মহারাজ, ক্রোধ ত্যাগ করুন। বিষয়াকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তেই সমর্পণ করা হইয়াছে। চন্দ্রহংসের ন্যায় সুবুদ্ধিমান, সুশ্রী ও সুলক্ষণযুক্ত পাত্র আমি আর দ্বিতীয় দেখিতে পাই না। তাহাতে বিষয়া যখন চন্দ্রহংসকে পতি বলিয়া স্বইচ্ছায় লইয়াছে, তখন আপনি ক্ষুন্ন হইবেন না।

রাজা। রাণী, বিষয়া, তোমরা আমার মাথা হেঁট করিলে, কিন্তু জানইতো, আমি বিষয়ার সুখের জন্য সব করিতে পারি। চন্দ্রহংস এই-দিকে এস। এই নাও, তোমাকে অমূল্য রত্ন দান করিলাম, সুখে রেখ।

বিদূষক। এতদিনে একটা খেঁ'টের ব্যবস্থা হ'ল।

(গীত।)

রাগিণী সাহানা—তাল খেমটা।

আজি কি আনন্দ, হেরি রাজভবনে,
এমন সুখের দিন নাহি হেরি নয়নে।

সুখের সাগরে মন ভাসিতেছে অনুক্ষণ,
মরি কি সুন্দর ছবি হের পুরবাসীগণে।
বিষয়া চন্দ্রহংসেরে বাঁধ বিবাহ-বন্ধনে॥

সম্পূর্ণ।